



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
May 2021

"মিস্তি বাচ্চারা - আমরা হলাম ঈশ্বরীয় ফ্যামিলির, এই আত্মিক ক নেশাতে থাকো, আমরা নিজেদের গুপ্ত দৈবী রাজধানী স্থাপন করছি"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের মধ্যে কোন্ পাককা অভ্যাস থাকলে সারাদিন খুশীতে থাকবে ?

*উত্তরঃ - যদি সকাল-সকাল উঠে বিচার সাগর মন্থন করার অভ্যাস থাকে, তবে সারাদিন অপার খুশীতে থাকবে। বাবার স্ত্রীমৎ হল বাচ্চারা, অমৃতবেলায় উঠে বাবার সাথে মিস্তি-মিস্তি কথা বলে। ভাবো - আমরা এখন কোন্ ফ্যামিলির। আমাদের কঁতবয় কি, যদি বুদ্ধিতে থাকে যে এইটা হলো আমাদের ঈশ্বরীয় ফ্যামিলি, আমরা নিজেদের নূতন রাজধানী স্থাপন করছি তবে সারাদিন খুশী হয়ে থাকবে।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে যে এটা হলো রুহানী (আত্মিক স্থিতিতে থাকা) পরিবার, সেই সব হলো শারীরিক রূপে থাকা পরিবার। এ হলো আত্মিক রূপে থাকা পরিবার। এই পরিবার হলো আত্মাদের পিতার, যেমন লৌকিক ঘরে মা-বাবা, বাচ্চারা থাকে, ওটা হল পাখিব জগতের পরিবার। তোমরা এখন অসীম জগতের ফ্যামিলির হয়েছো। বাচ্চারা গানও করে তুমি মাতা-পিতা... তাই ফ্যামিলি হয়ে গেল, তাই না ! ক্রিয়েটারের ক্রিয়েশন হয়ে দাঁড়ালো। যদিও বাচ্চারা হলো ওঁনার ক্রিয়েশন, কিন্তু জানে না তারা। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো, বরাবর এই ফ্যামিলি হলো অসীম জগতের পিতার। ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এর জন্ম গাওয়া হয়েছে বিনাশ কালে প্রীত বুদ্ধি বিজয়ন্তী। এইরকম ফ্যামিলির কথা কখনো গীতাতে বলা হয়নি। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় ফ্যামিলী, গুপ্ত দৈবী রাজধানী স্থাপন করছো তোমরা। কেউই জানতে পারে না। তোমাদের নেশা আছে, যারা-যারা বাবাকে স্মরণ করবে, তাদের নেশা থাকবে। দেহ-অভিমাণে থাকার জন্ম সেই নেশা নেমে যাবে। এ হলো ঈশ্বরীয় ফ্যামিলী। আমাদের বাড়ী ফিরে যেতে হবে, তারপর দৈবী রাজধানীতে আসবো। সেখানে হলো দৈবী ফ্যামিলি। সেইটা আসুরিক ফ্যামিলি, এ হলো তোমাদের ঈশ্বরীয় ফ্যামিলী। আত্মা রূপী বাপদাদার বাচ্চারা হলো ভাই- বোন। বয়স্ক ! এ হলো আত্মিক (রুহানী) প্রবৃত্তি মার্গ। সৎযুগে ঈশ্বরীয় ফ্যামিলী বলা হবে না। সেখানে দৈবী ফ্যামিলী হয়ে যায়। এই ঈশ্বরীয় ফ্যামিলি হলো খুবই জবরদস্ত অর্থাৎ তীব্র। তোমরা জানো যে এখন আমরা ঈশ্বরীয় ফ্যামিলী, দৈবী রাজ্য স্থাপন করছি। এমন এমন ভাবে বিচার সাগর মন্থন করা উচিত। সকালে উঠে স্মরণ করতে বসলে তখন বিচার সাগর মন্থন করার অভ্যাস হয়ে যাবে। উৎসাহ পাবে। যখন আর সব মানুষ নিদ্রায় শায়িত থাকবে, তোমরা সেই সময় জেগে থাকো। তোমাদের সকাল-সকাল উঠে এই ধরনের চিন্তা করা উচিত- তারপর দেখো তোমাদের মধ্যে কতো খুশী থাকবে। যে স্ত্রীমত প্রাপ্ত হয় সেই অনুযায়ী চলতে হবে, তারপর তোমাদের মধ্যে অনেক খুশীর সঞ্চার হবে। ঈশ্বরীয় ফ্যামিলীর স্মরণ হবে। আসুরিক ফ্যামিলির থেকে মন সরে যাবে। নূতন বাড়ী যখন একদম তৈরী হয়ে যায় তখন আবার পুরানোর থেকে আসক্তি চলে যায়। যতক্ষণ না নূতন তৈরী হয় ততক্ষণ কিছু না কিছু মেরামত বা প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি করতে থাকে। তারপর মন সরে যায়। এই পুরানো দুনিয়াও হলো এইরকম।

এখন তোমরা জানো যে এটা হলো পুরানো বাড়ী, আমরা নূতন বাড়ীতে যাবো। আবার নূতন পোশাক পড়বো। এই দেহও হলো পুরানো। এখন তোমরা ভবিষ্যতের ২১ জন্মের রাজ্য ভাগ্য গ্রহণ করছো। এখানে রাজত্ব করতে হবে না। এখানে হয় স্থাপনা। এই কথা শুধুমাত্র তোমরাই জানো। এ হল গীতা, রাজযোগ ! বলা হয়ে থাকে সহজ রাজযোগ। অনেক বার তোমরা এই রাজযোগের অভ্যাসের দ্বারা দৈবী রাজ্য স্থাপন করেছো। সেখানে এই কথা মনে থাকবে না। যদি সেইখানে এই কথা স্মরণে থাকে তবে আবার সুখই বিদ্যমান থাকবে না। চিন্তা হবে। এই সময় তোমাদের গুপ্ত নেশা আছে। উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ বাবার এই ফ্যামিলি। এইটাকে বলা হয় ঈশ্বরীয় গুপ্ত ফ্যামিলি টাইপ। ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়, ঈশ্বরীয় যজ্ঞও বলে। এটা হল ফ্যামিলি, তাই আমাদের খুবই লাভলী হতে হবে। ভবিষ্যতে তোমরা খুবই লাভলী হবে। তোমরা হলে রূপ-বসন্ত। আত্মা রূপও হয়, বসন্তও হয়। এতটুকু ছোট্ট আত্মা অবিনাশী ভূমিকা পালন করে। এই সময় তোমরা হলে রূপ - বসন্ত। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। জ্ঞান অবশ্যই প্রদান করবেন যখন এই শরীরে আসবেন। তোমরা জানো যে- জ্ঞানের বঁষা হয়। এক-একটি রত্ন হলো লক্ষ টাকার। এখন তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবার পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছে। বাবা মনে করিয়ে দিয়েছেন। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে- এই ৮৪ জন্মের চক্র কি করে আবর্তিত হয়-এইজন্ম তোমাদের নামই হলো- স্বর্দর্শন চক্রধারী। বিশু বা লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্দর্শন চক্রধারী ছিলেন না, ওঁনাদের মধ্যে এই জ্ঞান থাকে না। এখন আত্মার এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। সৃষ্টির চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়। যদিও ত্রিমূর্তি বলে, তবুও শিব দেখানো হয় না। ত্রিমূর্তির চিত্র অনেক দেখে থাকবে। সাকার প্রজাপিতা তো এখানে আছেন যে না! এইটা হয়ে গেলো অনেক পুরানো, পেরট-পেরট গ্যান্ড ফাদার। তাই এইটা হলো প্রজাপিতা বরহমার বংশতালিকা। বাবা সৃষ্টি রচনা করেন প্রজাপিতা বরহমার দ্বারা। তো বরহমা বড় হলেন যে না! দেখানোও হয় বৃন্দ। ইনি ৮৪ জন্মের চক্রকে আবর্তন করেছেন। এখন তোমরা এই কথাটা বুঝে গিয়েছো। এইটাও জানো যে সবাই তো হলো বাবার সন্তান। আত্মাদের বাবার পরিচয় জানাতে হবে। এখন ভারতের অনেক বড় কল্যাণ হচ্ছে। সমস্ত আত্মারা পবিত্র হয়ে মুক্তিধামে চলে যাবে। তোমরা তো হলেই ভারতের সেবার জন্ম। প্রধানত ভারত তথা দুনিয়া। তোমরা

এখন খুব কম সংখ্যক এই কথাটা বুঝতে পারো তবুও সংক্ষেপে বোঝানো হয়, বাচ্চারা মন্মনাভব। আলাদা করেও বোঝানো হয়, যা কিছু আছে দৈবী রাজধানী স্থাপন করতে নিয়োগ করো। বাপু গান্ধী কি করতেন ! তিনিও রামরাণ্য চাইতেন। কেমন ওয়ান্ডারফুল খেলা না! এখন তোমরা সাক্ষী হয়ে খেলা দেখো। তোমাদের হাসি পায়। কোথাকার কথা কোথায় নিয়ে যায়।

বাবা বলেন যে- ড্রামা অনুসারে দুনিয়ার গতিবিধি খারাপ হয়ে গিয়েছে, আবার বাবা এসে সঙ্গতি করেন। বাচ্চারা, তোমাদের নেশা চড়েছে। ইনি হলেন সমগ্র ওয়ার্ল্ডের নিরাকার বাপু জী। এই বরহমাও কার সন্তান? শিববাবার। তিনি কার সন্তান? এই মাতারা বলে- শিববাবা আমাদের বাচ্চা। এ হলো শিববাবার খেলা-ধূলা। এছাড়া ধ্যান - সাক্ষাৎকারে তো মায়ার খুবই অনুপ্রবেশ ঘটে। কেউ আবার এও বলে আমার মধ্যে শিববাবা আসে। শিববাবা এখানে বলেন। এই সব হলো ভূতের অনুপ্রবেশ। বাচ্চারা, তোমাদের সর্বক থাকতে হবে। এই ভূতের রোগ এমন যে দুই জাহান থেকেই উড়িয়ে দেয়। এই ভাবনা কখনোই আসা উচিত নয় যে আমি সাক্ষাৎকার করবো। এই সব ভাবনা হলো ভক্তির। জ্ঞান মার্গকে ভালো ভাবে বুঝতে হবে। মায়ার অনেক রকম ভাবে ধোঁকা দেয়। সাক্ষাৎকার ইত্যাদিতে কোনো লাভ নেই। বাবা বলেন, এঁনার দ্বারা বিবাহের পাকা কথা হয়। বাবার আদেশ হলো - তোমাদের কোনও দেহধারীকেই স্মরণ করতে নেই। তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। নিজেদের কল্যাণের জন্ম বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এটা খুবই বোঝার ব্যাপার। বাবাকে যে কোনো সংবাদই লিখতে পারো। কোনো বাচ্চার তো এতটাও বুদ্ধি নেই যে অসীম জগতের পিতাকে চিঠিতে নিজের ভালো মন্দের সংবাদ লিখবে। লৌকিক বাবাকে তো যতকষণ পর্যন্ত না চিঠি লেখে সন্তান ততকষণ পর্যন্ত অস্থির থাকে। ইনিও অসীম জগতের বাবা। মাস দেড়েক চিঠি না এলে তো বোঝা যায়, একে হয়তো মায়ার প্রাস করেছে, যারা এইরকম পারলৌকিক বাবাকে চিঠি লেখে না। এইটুকু তো লেখা উচিত - বাবা, আমি সবসময় নারায়ণী নেশাতে থাকি। আপনার দেওয়া যুক্তির সাথেই আমি তৎপর থাকি। তখন বাবা বুঝবেন খুশীতে - উদ্দীপনায় আছে। চিঠি না লিখলে ভাববে অসুখ করেছে। স্মরণের মধ্যেই থাকে না। না হলে বাবাকে সংবাদ দিতে হবে, বাবা আমি এই সাভিস করেছি, একে বুঝিয়েছি, এর বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ ভাবে বসিনি। তখন আবার এইটাও বোঝাবেন যে এই ভাবে বোঝাও।

ভক্তি মার্গে যা কিছু বলে, কিছুই বোঝা যায় না। মুখ্য ব্যাপার - বাবাকেই জানে না। বাবাকে জানলে ভারত সঙ্গতি প্রাপ্ত করবে। বাবাকে না জানার জন্ম ভারত একদমই দুর্গতির কবলে পড়ে। বাচ্চারা, এখন বাবা তোমাদের বোঝানো- আমি তোমাদের সঙ্গতিতে নিয়ে যাবো, এছাড়া সবাইকে মুক্তিতে নিয়ে যাবো। ভারত জীবন মুক্তিতে থাকলে তবে বাকি সব মুক্তিতে থাকে। এই চেঞ্জ বাবা ব্যাভীত আর কেউ করতে পারে না। সকলের সঙ্গতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। সকলের সঙ্গতি অবশ্যই কল্প-কল্প সজামেই হবে।

তোমরা জানো যে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের আত্মা রূপী (বুহানী) পিতা একই। ওঁনাকে আত্মাই স্মরণ করে। ভক্তি মার্গে তোমাদের দুইজন বাবা থাকে। সংযুগে হলো এক বাবা। সজামে হলো ৩ বাবা। প্রজাপিতা বরহমাও তো বাবাই হলেন। শিবও বাবা। তিনি হলেন সকল আত্মাদের পিতা, ওঁনার থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। ওঁনাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। বরহমাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না, সেইজন্য শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে। আমরা ওঁনার হয়েছি, এই হলো সত্যি-সত্যি রয়্যাল জ্ঞান, বুহানী বা আত্মাদের পিতার আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি। এছাড়া সব হলো দেহ-অভিমানী। দেহ-অভিমানী পতিত মানুষ যে কতবয় করে সেইটা পতিতই করে। দান-পুণ্য ইত্যাদি যা কিছুই করে, সেই সব পতিতই করে তোলে। রাবণ রাজ্যে এইটা হয়েই থাকে। এখন বাবা এসে অডিন্যান্স (আদেশনামা) বের করেন। বলে- বাচ্চারা খবরদার, বিকারে যেও না, কামনার উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। ঝড়-ঝাপটা তো অনেকই আসবে। এতে হতভম্ব হতে নেই। মায়ার এতো বিকল্প আসবে যে অজ্ঞান কালেও হয়তো আসেনি, এইরকমও বিকল্প আসে। বলে- ভক্তি মার্গে তো খুবই খুশী থাকে, এখন তোমাকে স্মরণ করা উচিত কিন্তু করতে পারছি না, বিন্দু স্মরণে আসে না। বড় কিছু হলে তবে স্মরণ করা সহজ হয়। বাবা বলেন, তোমরা শিববাবা বলে স্মরণ করো, এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলে যাও। তোমরা শান্তিধামে স্মরণ করো। শান্তিধামকে স্মরণ করলে হবে না, বাবার স্মরণেই বিকর্ম বিনাশ হবে। আত্মার সুইট বাবার সাথে লভ চাই। অর্ধকল্পের লভার। আত্মা বলে, আমরা অর্ধ-কল্প আপনাকে ভুলে গিয়েছিলাম। এখানে বরাহ্মণীরা যাদের নিয়ে আসে, খুবই সর্বকতার সাথে নিশ্চয় বুদ্ধি (দৃঢ় বিশ্বাসীদেরই) আছে যাদের, তাদেরকেই নিয়ে আসতে হবে। যদি এখানে এসে আবার চলে গিয়ে কেউ পতিত হয়, তখন দন্দ বরাহ্মণীর উপরে এসে যাবে। এইজন্য বরাহ্মণীদের উপর অনেক রেসপন্সিবিলিটি (দায়িত্ব) থাকে। বাবা এই রথ নিয়েছেন। সব কথার অনুভাবী ইনি। এখানে তো নোংরা কোনো কিছুর স্থান নেই। নিজেদের মধ্যে হাসি খেলা, বার্তালাপ করা এই সবের কোনো নিষেধ নেই। তাছাড়া একটুও

কোনো আত্মার সাথে স্প্রীতি রাখলে তো আবার সেইটা বেশী বাড়তে থাকবে। তার কথা মনে আসতে থাকবে, সেইজন্য এর থেকেও উর্ধ্ব থাকতে হবে।

এখন তোমরা বাড়ীতে বসে আছো না কি সংযুগে বসে আছো? (বাড়ীতে) বাবা বাচ্চাদের বাড়ীতেই পড়ান। এই বাড়ী হলো তোমাদের সকলের। যখন বাইরে যাবে তখন এইরকম বলবে না। এখানে খুবই সুন্দর নেশা থাকবে। দেহের অভিমান ত্যাগ করতে হবে। দেহী-অভিমানী হলে জাত-পাতের ভেদাভেদ সব দূর হয়ে যাবে। পুরানো দুনিয়া হলো তমোপ্রধান, সেইখানে ভেদাভেদ আরোই বাড়তে থাকবে। পূর্বে ব্রিটিশ

গর্ভনমেন্টের সময় ভাষার এত ঝামেলা ছিল না, এখন যত দিন যাচ্ছে বিভেদ বাড়ছে। সৎযুগে আবার একটাই ভাষা হবে। কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। আচ্ছা!

মিস্তি-মিস্তি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-

১) কোনো দেহধারীর স্মরণ যেন না আসে, তার জন্ম কারোর প্রতিই গভীর ভালোবাসা রাখতে নেই। এরও উর্ধ্বে থাকতে হবে। খুবই সত্যক থাকতে হবে। মায়ার বিকল্পকে দেখে ঘাবরে যেও না, বিজয়ী হতে হবে।

২) ধ্যান সাক্ষাৎকারে মায়ার অনুপ্রবেশ বেশী ঘটে, এই ভূত প্রবেশের থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে। বাবাকে সৎয সংবাদ দিতে হবে।

বরদানঃ-

শক্তি রূপের স্মৃতির দ্বারা পতিত সংস্কারকে বিনাশকারী কালি রূপ ভব
সর্বদা নিজের এই স্বরূপ স্মৃতিতে যেন থাকে যে, আমি হলাম সর্ব শস্ত্রধারী শক্তি, আমি পতিত-পাবনী, আমার উপরে
কোনো পতিত আত্মার ছায়াও পড়তে পারবে না। পতিত আত্মার পতিত সংকল্পও চলতে পারবে না - নিজের বেরক
এইরকম পাওয়ারফুল থাকা দরকার। যদি কোনো পতিত আত্মার প্রভাব পড়ে- তবে এর অর্থ হলো তুমি প্রভাবশালী নও।
যে স্বয়ং সংহারী হয় সে কখনো কারোর শিকার হতে পারে না। তাই ওইরকম কালি রূপ হও যে, কেউ তোমাদের সামনে
এইরকম সংকল্পও করলে তার সংকল্প মুছিত হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ-

রয়্যাল রূপের ইচ্ছার স্বরূপ হলো নাম, মান আর প্রতিপত্তি, এর থেকে পৃথক হও।

"মনন শক্তি আর মগ্ন স্থিতি"

আজ, ডবল মুকুটধারী ও ডবল রাজ্য অধিকারীর রূপকার বাবা নিজের ডবল বিদেশি বিশেষ বাচ্চাদের সাথে মিলন উদযাপন করতে এসেছেন । বাপদাদা দেখছেন যে চারিদিকের ডবল বিদেশি স্নেহী, সহযোগী, সদা সেবার উৎসাহ-উদ্দীপনায় স্নেহ আর সেবা উভয়ক্ষেত্রে করমাগত এগিয়ে যাচ্ছে । প্রত্যেকের মনে এই উৎসাহ - বাবার প্রত্যক্ষতার পতাকা উত্তোলন আমাদেরই করতে হবে । উৎসাহের কারণে, সজাময়ুগের প্রতিদিনই উৎসব অনুভব করতে করতে তোমরা নিরন্তর উড়ে চলেছ, কারণ যেখানে সবসময় উৎসাহ আছে, তা' স্মরণের দ্বারা বাপদাদার সাথে মিলন উদযাপন হোক, বা সেবা দ্বারা প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হওয়ার অনুভবের উৎসাহে হোক, এই দুই উৎসাহ প্রতিদিনের প্রতিটা মুহূর্ত উৎসবের অনুভব করায় । দুনিয়ার লোকে উৎসবের বিশেষ দিনে উৎসাহের অনুভব করে, কিন্তু ব্রাহ্মণ আত্মাদের জন্য সজাময়ুগই উৎসাহের যুগ । প্রতিদিন নতুন উৎসাহ, উদ্দীপনা, পরমানন্দের অনুভব আপনা থেকেই হতে থাকে । সেইজন্য সজাময়ুগের প্রতিদিন খুশির ভোজন খায়, বাবার দ্বারা অনেক প্রাপ্তির গুণ গাইতে গাইতে ডবল লাইট হয়ে সদা উৎসাহে নাচতে থাকে । উৎসবে লোকে কী করে ? খায়, গান গায় আর নাচে । এখন বিদেশে খ্রীস্টমাস উদযাপনের বিশেষ প্রস্তুতি নিচ্ছে । তারা খাবে, গাইবে, বাজনা বাজাবে আর নাচবে, তাই না ! আর মিলন উদযাপন করবে । তোমরা প্রতিদিন কী করো ? অমৃতবেলা থেকে নিয়ে রাত পর্যন্ত এই কাজই তো করো, তাই না ! সেবাও করো, সেবা অর্থাৎ জ্ঞান ড্যান্স করো । বাপদাদার গুণের গীত আত্মাদের শোনাও । সুতরাং তোমরা রোজ উৎসব পালন করো, তাই না ? কোনো দিনও এইরকম হয় না যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ এই কার্য না করে । সজাময়ুগের প্রতি দিন উৎসাহে ভরা উৎসবের দিন । তারা তো এক-দু'দিন উদযাপন করে । কিন্তু বাপদাদা সব ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের এমন স্নেহ বানান, এমন গোল্ডেন গিফট দেন, যাতে তোমরা সদা সর্বদার জন্য সম্পন্ন, সদা পরিপূর্ণ হয়ে যাও । তারা খ্রীস্টমাসের দিনের অপেক্ষা করে, খ্রীস্টমাস ফাদার এসে আজ গিফট দেবেন । তারা খ্রীস্টমাস ফাদারকে স্মরণ করে আর তোমরা বাবাকে স্মরণ করো, যিনি তোমাদের কিশমিশের মতো মিষ্টি বানান । তোমরা এত গিফট পাও যে ২১ জন্মের জন্য দীর্ঘস্থায়ী হয় । আর সেই সব বিনাশী গিফট অল্প সময়ের স্থায়িত্বকালে সমাপ্ত হয়ে যাবে, এই অবিনাশী গিফট অনেক জন্ম তোমাদের সাথে থাকবে । তারা যেমন খ্রীস্টমাস টির সাজায়, বাপদাদা এই অসীম ওয়াল্ড টিরতে তোমরা সব ঝলমলে নক্ষত্রকে, ধরিত্রীর স্নেহ সব সজাময়ুগী নক্ষত্রকে অবিনাশী লাইট - মাইট স্বরূপে স্থিত হওয়ার অনুভব করান । তাদেরও স্টারে বিশ্বাস আছে, তারা স্টার সাজায় । তোমরা সব স্টারের স্মারক চিহ্ন, তারা ঝলমলে স্থূল লাইটের রূপে দেখায় । হয় তারা লাইট দিয়ে সাজায়, অথবা ফুল দিয়ে সাজায়, এটা কিসের স্মরণিক ? অথবা ফুল, সুগন্ধিত ফুল, তোমরা সব ব্রাহ্মণ আত্মার স্মৃতিচিহ্ন । এই সব উৎসব তোমরা সব ব্রাহ্মণ আত্মার উৎসাহ ভরা উৎসবের স্মরণিক । সজাময়ুগে কল্পবৃক্ষের ঝলমলে নক্ষত্র, বৃহানী গোলাপ তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা । নিজেরাই নিজেদের স্মরণিক দেখছ ! অবিনাশী বাবার দ্বারা অবিনাশী রংন হয়ে ওঠো, সেইজন্য অন্তিম জন্ম পর্যন্ত নিজেদের স্মরণিক দেখছ । ডবল রূপের স্মারকচিহ্ন দেখছ । সজাময়ুগের রূপের স্মৃতিচিহ্ন বিভিন্ন রূপে ও রীতিতে দেখায় এবং দ্বিতীয়তঃ, তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ দেবতা-পদের স্মরণিক দেখছ । না শুধু নিজ-রূপের স্মরণিক দেখ, বরং তোমরা সব স্নেহ আত্মার স্নেহ কর্মেরও স্মারকচিহ্ন দেখ । বাবা আর বাচ্চাদের চরিত্রেরও স্মারক আছে । সুতরাং নিজেদের স্মরণিক দেখে সহজে স্মরণে এসে যায় যে প্রতি কল্পে আমরা এইরকম বিশেষ আত্মা হয়ে উঠি । হয়েছিলাম, হয়েছি আর পরেও হতে থাকব ।

যারা সদা স্মরণে থাকে, যাদের স্মরণিক এই সময়ে বিদ্যমান, এমন বাচ্চাদের দেখে বাপদাদা উৎফুল্ল হচ্ছেন । যারা স্মরণে থাকে এই স্মরণিক তাদের । তোমরা স্মরণের মহৎবর স্মরণিক দেখছ । সুতরাং ডবল বিদেশি বাচ্চারা তাদের নিজেদের স্মৃতিচিহ্ন দেখে খুশি হয়, তাই না ! বাপদাদার ডবল বিদেশি বাচ্চাদের দেখে ডবল খুশি হয়, কেন ? প্রথমতঃ, তোমরা পূর্ব কল্পের বাচ্চারা বিচ্ছিন্ন হয়ে কোণে কোণে হারিয়ে গেছিলে, আবারও একসাথে মিলিত হয়েছ । হারিয়ে যাওয়া জিনিস যদি ফিরে পাওয়া যায় তাহলে খুশি তো হয়ই, তাই না ! বাবা তো সব বাচ্চাকে দেখে খুশি হন, তারা ভারতবাসী হোক বা বিদেশি । দ্বিতীয়তঃ, ডবল বিদেশি বাচ্চারা যারা ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন রীতি-রেওয়াজের পর্দার অন্তরালে থেকেও সেই পর্দা সহজে সমাপ্ত করে এখন বাবার হয়ে গেছে । পর্দা সরানোর সেই বিশেষত্ব তাদের । পর্দার অন্তরালে থেকেও বাবাকে জানার বিশেষত্ব ডবল বিদেশিদের । সুতরাং সেটা তো ডবল খুশিই হলো, তাই না ! ডবল বিদেশি বাচ্চাদের নিশ্চয় আর নেশা নিজস্ব, অলৌকিক । আজ চারিদিকের ডবল বিদেশি বাচ্চাদের, বিশেষভাবে যারা সদা উৎসাহে থাকে, প্রতিটা দিনকে উৎসবের দিন হিসেবে পালন করে, বরদাতা বাবার থেকে প্রতিদিন বিশেষ বরদান বা বিশেষ আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য বাপদাদা দরাজ হৃদয়ে তাদেরকে বড় দিনের জন্য ডায়মন্ড গিফট দিচ্ছেন - 'সদা উৎসব ভরা জীবন ভব', 'সদা সহজ উড়তি কলার অনুভাবী স্নেহ জীবন ভব' ! আচ্ছা !

আজ বাপদাদা বতনে তিন প্রকার বাচ্চাদের দেখছিলেন । কোন্ তিন প্রকারের দেখেছেন ? ১) বর্ণনকারী, ২) মননকারী, ৩) যারা অনুভবে মগ্ন থাকে । এই তিন প্রকার বাচ্চাদের তিনি দেশ-বিদেশের সব বাচ্চাদের মধ্যে দেখেছেন । বর্ণন করে এমন ব্রাহ্মণ অনেক দেখেছেন, মনন

করে এমন বাচ্চা মাঝামাঝি সংখ্যায় দেখেছেন, অনুভবে যারা মগ্ন থাকে এমন বাচ্চাদের দেখেছেন মননকারীদের থেকেও কম সংখ্যায় । বর্ণন করা অতি সহজ, কারণ ৬৩ জন্মের সংস্কার । এক হলো শোনা, দুই, যা শুনছে সেটাই বর্ণন করা - এটাই তোমরা করে আসছ । ভক্তি মার্গ হলো শোনা এবং কীর্তন ও প্রার্থনার মাধ্যমে বর্ণন করা । সেইসঙ্গে দেহ-অভিমাণে আসার কারণে বর্ষথ বলার কঠোর সংস্কার রয়েছে । যেখানে বর্ষথ বোল, সেখানে বিস্তার আপনা থেকেই হয় । স্বচিন্তন অন্তর্মুখী বানায়, পরচিন্তন বর্ণন করার বিস্তারে নিয়ে যায় । সুতরাং তোমাদের অনেক জন্মের বর্ণন করার সংস্কার থেকে যাওয়ার কারণে ব্রাহ্মণ জীবনেও তোমরা যখন অজ্ঞান থেকে পরিবর্তিত হয়ে জ্ঞানমার্গে এসে যাও, জ্ঞান বর্ণন করাতে তোমরা তাড়াতাড়িই অভিজ্ঞ হয়ে ওঠো । যারা বর্ণন করে, তারা বর্ণন করার সময় পর্যন্তই খুশি বা শক্তির অনুভব করে, কিন্তু সদাকালের জন্ম নয় । মুখে জ্ঞান-দাতার বর্ণন করার কারণে শক্তি আর খুশি, জ্ঞানের এই প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু শক্তিশালী স্বরূপ, সদা খুশি স্বরূপ হতে পারে না । তবুও জ্ঞান-রত্ন এবং ভগবানুবাচ তথা ভগবানের শ্রীমত থাকার কারণে যথাশক্তি প্রাপ্তিস্বরূপ হয়ে যায় ।

যারা মনন করে তারা যা শুনছে, তা' সবসময় মনন ক'রে নিজেরা সেই জ্ঞানের পয়েন্টের স্বরূপ হয়ে যায় । যাদের মনন শক্তি আছে তারা গুণ-স্বরূপ, শক্তি-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ আর স্মরণ-স্বরূপ নিজে থেকেই হয়ে যায়, কারণ মনন করা অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানের ভোজন হজম করা । যেমন, স্থূল ভোজন যদি হজম না হয় তাহলে শক্তি তৈরি হয় না, শুধু মুখ-স্বাদন হয়েই থেকে যায় । সে'রকমই বর্ণনকারীর জ্ঞানও শুধুমাত্র মুখের বর্ণন পর্যন্তই থেকে যায় । কিন্তু অন্যরা শক্তিশালী হয়ে যায়, যখন তাদের বুদ্ধি মনন শক্তি দ্বারা সেই জ্ঞান ধারণ করে নেয় ।

যাদের মনন শক্তি আছে তারা সব বিষয়ে শক্তিশালী আত্মা হয়ে যায় । যারা মনন করে তারা সদা স্ব-চিন্তনে বিজি থাকার কারণে মায়ার অনেক বিষয় থেকে সহজে মুক্ত হয়ে যায়, কারণ বুদ্ধি বিজি থাকে । সুতরাং বিজি দেখে মায়ার দূরে সরে যায় । দ্বিতীয় বিষয় হলো, মননের দ্বারা আত্মারা শক্তিশালী হওয়ার কারণে স্ব-স্থিতি কোনো পরিস্থিতিতে তাদের পরাজয় অনুভব করতে দেবে না । সুতরাং যাদের মনন শক্তি থাকে তারা অন্তর্মুখী, যার ফলে তারা সদা খুশি থাকে । যথার্থ সময়ে শক্তিকে কাঁচের প্রয়োগ করার শক্তি থাকার কারণে তারা মায়ার থেকে মুক্ত অর্থাৎ যেখানে শক্তি সেখানে মায়ার-মুক্তি । সুতরাং এইরকম বাচ্চারা বিজয়ী আত্মাদের লিস্টে আসে ।

তৃতীয় রকমের বাচ্চারা সদা সকল অনুভবে মগ্ন থাকে । মনন করা, সেকেন্ড স্টেজ, কিন্তু মনন করার সময় মগ্ন থাকা, ফার্স্ট স্টেজ । যারা মগ্ন থাকে তারা আপনা থেকেই নিবিঘ্ন তো থাকেই, উপরন্তু তার থেকেও উঁচু বিঘ্ন-বিনাশক হওয়ার স্থিতি থাকে অর্থাৎ তারা নিজেরা নিবিঘ্ন থেকে বিঘ্ন-বিনাশক হয়ে অন্যদেরও সহযোগী হয় । অনুভব সবচাইতে বড় অথরিটি । অনুভবের অথরিটির দ্বারা বাবা সমান মাস্টার আলমাইটি অথরিটির স্থিতি অনুভব করে । যারা মগ্ন অবস্থায়, তারা নিজেদের অনুভবের আধারে অন্যদের নিবিঘ্ন বানানোর একসাম্পল হয়, কারণ দুর্বল আত্মারা তাদের অনুভব দেখে নিজেরা মনোবল পায় আর উৎসাহী হয়ে ওঠে - আমরাও এইরকম হতে পারি । যে আত্মারা মগ্ন থাকে তারা বাবা সমান হওয়ার কারণে আপনা থেকেই সহজে অসীম বৈরাগ্য বৃত্তির, অসীমের সেবাপ্রার্থী আর অসীম প্রাপ্তির নেশায় থাকে । মগ্ন থাকা আত্মারা সদা কর্মমাতী অর্থাৎ কর্মবন্ধন থেকে স্বতন্ত্র আর সদা বাবার প্রিয় হয় ।

মগ্ন আত্মা সদা তৃপ্ত আত্মা, সন্তুষ্ট আত্মা, সম্পূর্ণতার অতি নিকটবর্তী আত্মা । সদা অনুভবের অথরিটির কারণে তারা সহজ যোগী, স্বতঃ যোগীর মতোই শ্রেষ্ঠ জীবনের ও স্বতন্ত্র হয়েও প্রিয় হওয়ার জীবন অনুভব করে । তাদের মুখে সেই অনুভবের বোল হওয়ার কারণে তারা মানুষের হৃদয়ে সমাহিত হয়, সেক্ষেত্রে, বর্ণনকারীদের বোল তাদের মস্তক পর্যন্তই বসে । তাহলে বুঝেছ, ফার্স্ট স্টেজ কি ? মননকারীও বিজয়ী, কিন্তু সহজ আর সদার মধ্যে প্রভেদ আছে । যারা মগ্ন থাকে তারা সদা বাবার স্মরণে সমাহিত হয়ে থাকে । সুতরাং অনুভব বাড়ায়, কিন্তু প্রথমে বর্ণন থেকে মননে এসে । মনন-শক্তি, মগ্ন-স্থিতিকে সহজে প্রাপ্ত করায় । মনন করতে করতে অনুভব নিজে থেকেই বাড়তে থাকবে । মনন করার অভ্যাস অতি আবশ্যিক । সেইজন্য মনন শক্তিকে বাড়ায় । শোনা আর শোনানো তো অতি সহজ । যাদের মনন শক্তি থাকে এবং অনুভবে মগ্ন থাকে তারা সদা পূজ্য ; বর্ণনকারী শুধু গায়নযোগ্য হয় । সুতরাং, সদা নিজেকে গায়ন-পূজন যোগ্য বানাও । বুঝেছ ? এই তিন রকমই সেবাপ্রার্থী, কিন্তু সেবার প্রভাব নম্বর-অনুক্রমে । নম্বর-ক্রম হ'য়োনা, নম্বর ওয়ান হও । আচ্ছা !

যারা, সদা নিজেদের ডবল রাষ্ট্র অধিকারী, ডবল মুকুটধারী শ্রেষ্ঠ আত্মা অনুভব করে, সদা মনন-শক্তি দ্বারা মগ্ন হওয়ার স্থিতি অনুভব করে, সদা বাবা সমান অনুভাবী, মাস্টার আলমাইটি অথরিটি স্থিতির অনুভাবী-মূর্ত হয়, সদা নিজের শক্তিশালী পূজ্য স্থিতি প্রাপ্ত করে, সে'রকম নম্বর ওয়ান, সদা বিজয়ী বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্মেহ আর নমস্কার ।

'বিদেশি ভাই-বোনের প্রুপের সাথে '

বিদেশে থেকে তোমাদের স্বদেশ, স্ব-স্বরূপের স্মৃতিতে সদার্সবদা থাকো তোমরা ? বাবা যেমন পরমধাম থেকে এই পুরানো পরদেশে

আসেন, ঠিক সেরকমই তোমরা সকলেও পরমধাম নিবাসী শ্রেষ্ঠ আত্মারা, সহজযোগী আত্মারা এই সাকার শরীরে প্রবেশ করে বিশ্বের কার্যার্থে নিমিত্ত, এইরকম অনুভব করো তোমরা ? তোমরাও অবতরিত ব্রাহ্মণ আত্মা । শূদ্র জীবন সমাপ্ত হয়েছে, এখন তোমরা শূদ্র ব্রাহ্মণ আত্মা । ব্রাহ্মণ কখনো অপবিত্র হয় না । ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পবিত্র । তোমরা তো ব্রাহ্মণ, নাকি মিক্স ? যারা দু' নৌকায় পা রাখে তোমরা তাদের মতো নও । একই নৌকায় তোমাদের দুই পা থাকে । তাইতো ব্রাহ্মণ আত্মারা অবতরিত আত্মা । যাই হোক, যে আত্মারা অবতার হয়ে এসেছে, তারা অবতার রূপেই প্রসিদ্ধ, তারা কিসের জন্ম আসে ? শ্রেষ্ঠ পরিবর্তনের জন্ম । তাহলে তোমরা সব অবতারের কাজ কী ? বিশ্ব পরিবর্তন করা, রাতকে দিন বানানো, নরককে স্বর্গ বানানো । এত বড় কার্য করার জন্মই তোমরা অবতরিত হয়েছ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হয়েছ । এই কাজ তোমাদের মনে থাকে তো, তাই না ? লৌকিক সাভিসই বা কিসের জন্ম করো ? ইনকামই বা কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করো ? সেন্টার খোলার জন্ম করো নাকি লৌকিক পরিবারের জন্ম করো ? যদি এই লক্ষ্য থাকে যে উপার্জন ঈশ্বরীয় কার্যে লাগানোর জন্ম করা, তাহলে লৌকিক কার্য করতে করতেও সেবাই তোমাদের স্মরণে থাকে, তাই না ! আর কার ডিরেকশন অনুযায়ী করো ? যখন বাবার স্ত্রীমৎ অনুসারে করো, তখন যাঁর স্ত্রীমৎ তিনিই তো স্মরণে আসবেন, তাই না ? সেইজন্ম বাপদাদা বলেন, লৌকিক কার্য করার সময় সদা নিজেকে ট্রাস্টি মনে করো । তোমরা ট্রাস্টিও আর উত্তরাধিকারীও । যেখানেই তোমরা থাকো না কেন, মন থেকে যদি সমপিত হও তো তোমরা উত্তরাধিকারী । উত্তরাধিকারীর অর্থ এই নয় যে তোমরা মধুবনে এসে থাকো, সেবাক্ষেত্রে থেকেও যদি মন থেকে আমিৎবভাব নেই অর্থাৎ সমপিত, তখনই তোমরা উত্তরাধিকারী । তাহলে তোমরা কী সারেন্ডা নাকি এখনও কর্মবন্ধনের আন্ডারে ? মন থেকে সমপিত হয়ে গেলে সমপিত আত্মাদের কোনকিছুই বন্ধন মনে হবে না, কারণ সারেন্ডার হয়ে যাওয়া অর্থাৎ সব বন্ধনও সারেন্ডার করে দেওয়া । যদি মনকে কোনও বন্ধন টানে তো তোমরা অবশ্যই জেনো যে বন্ধন আছে । আর বাকী যা কিছু, যদি আসে আর চলে যায় তো বন্ধন নেই । সুতরাং আমরা অবতার, উপর থেকে এসেছি - এটা সদা স্মৃতিতে রাখো । অবতার আত্মারা কখনো শরীরের হিসেব-নিকেশের বন্ধনে আসবে না, বিদেহী হয়ে কার্য করবে । শরীরের আধার নেয় ঠিকই, কিন্তু শরীরের বন্ধনে বাঁধে না । তোমরা কি এইরকম হয়েছ ? সুতরাং সদা শরীরের বন্ধন থেকে নিজেকে পৃথক রাখতে অবতার মনে করো । এই বিধিতে যদি চলতে থাকো তাহলে সদা বন্ধনমুক্ত হবে, স্বাভাবিক বজায় রেখে বাবার প্রিয় হয়ে যাবে ।

*বরদানঃ-

"নিজের বিজয় বা সাফল্যকে নিশ্চিত মনে করে সদা নিশ্চিন্ত থেকে নিশ্চয়বুদ্ধি ভব"

যে বাচ্চারা সদা বাবাত, নিজের পার্টে এবং ড্রামার প্রতি সেকেন্ডের অ্যাক্ট শতকরা একশ' ভাগই নিশ্চয়বুদ্ধি হয়, তাদের বিজয় বা সফলতা নিশ্চিত । বিজয় নিশ্চিত হওয়ার কারণে তারা সদা নিশ্চিত থাকবে । তাদের মুখে চিন্তার কোনও রেখা দেখা যাবে না । তাদের সদার্সবদা নিশ্চয় থাকে যে এই কার্য অথবা এই সঙ্কল্প সফল হয়েই রয়েছে । কখনো কোনো বিষয়ে তাদের কোনরকম কোশ্চেন থাকে না ।

*স্লেগানঃ-

"কিছু শুনে শোনানোর মধ্যে ভাবনা আর ভাবকে বদল করে দেওয়াই বায়ুমন্ডল খারাপ করা ।"

"মিস্টি বাচ্চারা -- আত্ম-অভিমानी ভব, চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে এই অভ্যাসেই রত হও তবেই তোমাদের অত্যাশ্রিত উন্নতি সাধন হতে থাকবে"

*প্রশ্নঃ - বাবার স্মরণ সঠিকভাবে কোন্ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকবে ?

*উত্তরঃ - যে বাচ্চারা বাবাকে সঠিকভাবে (অ্যাকিউরেট) জেনেছে। অনেক বাচ্চারা বলে যে, বিন্দুকে আবার কিভাবে স্মরণ করবো। ভক্তিতে অখন্ড জ্যোতি মনে করে স্মরণ করে এসেছো, এখন বিন্দু বললে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, সেইজন্য সর্বপ্রথমে এই নিশ্চয় হোক যে, বাবা অখন্ডজ্যোতি নয়, তিনি তো অতি সূক্ষ্ম বিন্দু, তবেই স্মরণ সঠিকভাবে হতে পারে।

ওম্ শান্তি । সমস্ত বাচ্চারাই স্মরণ করতে বসেছে। "মন্মানভব" । এই সংস্কৃত শব্দটি বাস্তবে নেই। বাবা যখন সহজ রাজযোগ শিখিয়েছিলেন তখন এই সংস্কৃত শব্দটি বলেননি। ইনি তো সংস্কৃত জানেনই না। বাবা তো হিন্দীতেই বোঝান। যদিও এই রথ হিন্দী, সিন্ধী তথা ইংরেজী জানেন কিন্তু বাবা হিন্দীতে বোঝান। যারা যে ধর্মের তাদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। এখানে হিন্দী ভাষাই চলে, এই ভাষায় বোঝানো সহজ এবং এই স্কুলও ওয়ান্ডারফুল। এখানে কোনো কাগজ, পেন্সিল, পত্রাদির প্রয়োজনই পড়ে না। এখানে তো কেবল একটি শব্দকে স্মরণ করতে হয় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। গডকে বা ঈশ্বরকে অথবা পরমপিতা পরমাৎমাকে কেউই স্মরণ করে না -- এ অসম্ভব, স্মরণ সকলেই করে কিন্তু ঊনার পরিচয় জানা নেই। বাবা-ই এসে নিজের পরিচয় দেন। শাস্ত্রের কল্পের আয়ু যে এত দীর্ঘ লিখে রেখেছে, তা বাবা-ই এসে বোঝান। বিশাল বড় কোনও কথা নয়। অহল্যারা, বৃন্দ-বৃন্দ মাতারা কি বুঝবে ! এ তো অতি সহজ। এ তো ছোট বাচ্চাও বুঝতে পারে। বাবা শব্দটি কোনো নতুন শব্দ নয়। শিবের মন্দিরে গেলে তখন বুদ্ধিতে আসে যে, ইনি শিববাবা, তিনি নিরাকার। সকল মানুষমাংসই ঊনাকে বাবা বলে থাকে। আমাদের অর্থাৎ সকল আত্মাদের বাবা হলেন একজনই। সকল জীবের আত্মাই, যা শরীরে নিবাস করে, বাবাকে স্মরণ করে। সকল ধর্মাবলম্বী যারা-ই হোক না কেন, সকলেই পরমপিতা পরমাৎমাকে অবশ্যই স্মরণ করে। তিনি তো পরমধাম নিবাসী বাবা। আমরাও সেখানকারই বাসিন্দা। সে'জন্য এখন কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। ইচ্ছাও থাকে যে আমরা পবিত্র হই। আহবানও করে -- হে অপবিত্রদের পবিত্রকারী, এসো। নতুন দুনিয়া পবিত্র ছিল, এখন পুনরায় পুরোনো হয়েছে, একে কেউ নতুন বলবে না। ভারতবাসীরা জানে -- নবভারতে দেবী-দেবতার রাজ্য করতেন। যখন নতুন ভারত ছিল, তো তার পূর্বে কি ছিল ? সজ্ঞাম। এর থেকেও সহজভাবে বলা উচিত। নতুনের পূর্বে পুরোনো ছিল। সজ্ঞামকে মানুষ এত সহজভাবে বুঝতে পারে না। নিউ ওয়র্ল্ড, ওল্ড ওয়র্ল্ডের মধ্যভাগকে বলা হয় সজ্ঞাম। বাবার উদ্দেশ্যই বলে থাকে -- হে পতিত-পাবন এসো, এসে আমাদের পবিত্র কর। আমরা পতিত হয়ে গেছি। নতুন দুনিয়ায় কেউ ডাকবে না। এখন তোমাদের বোধ এসে গেছে যে ভারতই পবিত্র ছিল। হে পতিত-পাবন এসো, এভাবে তো অনেকসময় ধরেই ডেকে এসেছে। তাদের এ'কথা জানা নেই যে পতিত-দুনিয়া কবে সমাপ্ত হবে। তারা বলে -- শাস্ত্রের এভাবেই লেখা রয়েছে যে কলিয়ুগ (পতিত-দুনিয়া) এখন আরো ৪০ হাজার বছর ধরে চলবে। সম্পূর্ণ গভীর অন্ধকারে রয়েছে। এখন তোমরা আলোয় রয়েছে। বাবা তোমাদের এখন আলোয় নিয়ে এসেছেন ৫ হাজার বছরে সৃষ্টির এই চক্র সম্পূর্ণ হয়। যেন কালকেরই কথা। তোমরা রাজত্ব করতে, অবশ্যই এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, স্র্গ ছিল। পবিত্র দুনিয়ায় কোনো উপদ্রব ইত্যাদি হতে পারে না। উপদ্রব হয়ই রাবণ-রাজ্যে। এখানে বাবা তোমাদের বোঝান, তোমরা সম্মুখে বসে কর্ণগোচর করো। কে শোনে ? আত্মা। আত্মা অত্যাশ্রিত খুশী হয়, বাবা এসে পুনরায় আমাদের সজ্ঞো মিলিত হয়েছেন। বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিলাম, এখন বাবা বলেন -- আমায় স্মরণ করো। এখানে কোনও লেখা-পড়ার কথাই নেই। যখন কেউ আসে তখন জিজ্ঞাসা করা হয় -- আপনি কিসের জন্ম এসেছেন ? তখন বলবে এখানকার মহাৎমার সজ্ঞো সাক্ষাৎ করতে ? কেন ? আপনার কি চাই ? বলো কোনো কিছু ভিক্ষা চাই ? যদি সন্ধ্যাসী হও বুটির টুকরো (ভোজন) চাই। সন্ধ্যাসীরা কারও কাছে গেলে বা রাস্তায় সাক্ষাৎ হলে ধর্মিক মানুষেরা বোঝে যে, এরা তো তবুও পবিত্র মানুষ, এদের ভোজন করানো ভাল। এখন তো পবিত্রতাও নেই। সম্পূর্ণ তমোপ্রধান দুনিয়া, এখানে অনেক নোংরা অর্থাৎ অপবিত্রতা রয়েছে। মানুষ কত উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়ে। এখানে তো উদ্ভিগ্ন হওয়ার কোনো কথাই নেই। বাবা বলেন, লেখালেখির কোনও কথাই নেই। কিন্তু এরা পয়েন্টস ইত্যাদিও লেখে -- ধারণ করার জন্ম। যেমন ডাক্তারদের কাছেও কত ওষুধ থাকে। এতসব ওষুধ স্মরণে থাকে। ব্যারিস্টারের বুদ্ধিতেও কত আইনের কথা মনে থাকে। তোমাদের কি স্মরণ করতে হবে -- একটি কথা, সেও অতি সহজ। তোমরা বলো যে একমাংস শিববাবাকেই স্মরণ করো। ওরা বলে শিববাবা কিভাবে আসবে। এ'কথাও তোমরা ব্যতীত আর কারোর জানা নেই। ঈশ্বর কোথায় ? ওরা বলে নাম-রূপের উর্ধ্বে অথবা বলে দেয় সর্বব্যাপী। রাত-দিনের পার্থক্য হয়ে যায় -- দুটি শব্দের মধ্যে। নাম-রূপের উর্ধ্বে কোনও বস্তুই হয় না। পুনরায় বলে দেয় -- কুকুর, বিড়াল সবকিছুর মধ্যে পরমাৎমা রয়েছে। দুটিই পরস্পর-বিরোধী কথা হয়ে গেছে। সেইজন্য বাবা নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন -- আমায় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। গাওয়াও হয় -- সহজ রাজযোগ। বাবা বলেন -- 'যোগ' শব্দটি সরিয়ে দাও, স্মরণ কর। যেমন ছোট বাচ্চা মা-বাবাকে দেখতে পেলেই তৎক্ষণাৎ গলা জড়িয়ে ধরে। প্রথমে সে ভাবে কি যে এরা আমার মা-বাবা কিনা ? না, এখানে চিন্তার কোনো কথাই নেই। তোমাদের কেবল শিববাবাকে স্মরণ

করতে হবে। ভক্তিমার্গেও তোমরা শিবের উপর পুষ্পার্পণ করে এসেছো। সোমনাথের মন্দির কত ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করে নির্মাণ করা হয়েছিল, যা পরে মহম্মদ গজনবী এসে লুণ্ঠন করে। ভারতে সোমনাথ মন্দির বিখ্যাত। সর্বপ্রথমে তো শিবের পূজা হওয়া উচিত। বাচ্চাদের এ'সমস্ত নলেজ এখন বুঝিতে এসেছে। যদিও পূজা ইত্যাদি করে এসেছো কিন্তু তোমাদের জানা ছিল না যে, এ হলো জড় চিত্র। চৈতন্যে অবস্থাই কখনও এসেছিল তবেই তো প্রতিবছর শিব-জয়ন্তী পালন করা হয়। এও বলে -- শিব পরমাত্মা হলেন নিরাকার। আত্মা জানে আমরাও নিরাকার। এখন তোমরা আত্ম-অভিমানী হও, অতি সহজ। উনি তো আমাদের বাবা। জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর, পতিত-পাবন। ওঁনার মহিমা অপার। বরহমা-বিশ্ব-শংকরের মহিমা এত নয়। একজনের মহিমাই গাওয়া হয়। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো -- বাবা এসে আমাদের উত্তরাধিকার দিচ্ছেন। যেমনভাবে লৌকিক পিতা বাচ্চাদের লালন-পালন করে কিন্তু পড়ায় না। পঠন-পাঠনের জন্য স্কুলে যায়, পরে বাণপ্রস্থে আবার গুরু করে। আজকাল ছোট-বড় সকলকেই গুরু করে দেয়। বাচ্চারা, এখানে তো তোমাদের বলা হয় -- শিববাবাকে স্মরণ করো, সকলেরই অধিকার রয়েছে। সকলেই আমার সন্তান। তোমাদের মধ্যেও কেউ-কেউ আছে যারা সঠিকভাবে স্মরণ করে। অনেকেই বলে -- বাবা, কিভাবে স্মরণ করবো? বিন্দুকে কিভাবে স্মরণ করবো? বড় বস্তুকে স্মরণ করা যায়। আচ্ছা, পরমাত্মা যাঁকে তোমরা স্মরণ করো সেই বস্তুটি কী? তখন বলে ফেলে যে, অখন্ড জ্যোতি-স্বরূপ। কিন্তু তেমনটি নয়। অখন্ড জ্যোতিকে স্মরণ করা ভুল। স্মরণ তো সঠিকভাবে করা উচিত। প্রথমে সঠিকভাবে জানা উচিত। বাবা-ই এসে নিজের পরিচয় দেন আর পরে বাচ্চাদেরকে সমগ্র সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের সমাচার শোনান। বিস্তারিতভাবেও আবার সংক্ষেপেও। বাচ্চারা, এখন বাবা বলেন যে, তোমাদের যদি পবিত্র হতে হয় তবে তারজন্য একটিই উপায় রয়েছে -- আমায় স্মরণ করো, আমায় তো বলোই পতিত-পাবন। আত্মাকে পবিত্র করতে হবে। আত্মাই বলে যে আমরা অপবিত্র হয়ে গেছি। আমরা পবিত্র ছিলাম, এখন অপবিত্র হয়ে গেছি। সবকিছুই তমোপ্রধান। প্রত্যেকটি বস্তুই প্রথমে সতোপ্রধান পরে তমোপ্রধান হয়ে যায়। আত্মা স্বয়ং বলে -- আমি পতিত হয়ে গেছি, আমায় পবিত্র করো। শান্তিধামে পতিত থাকে না। এখানে অপবিত্র হয় তাই দুঃখী। যখন পবিত্র ছিল তখন সুখী ছিল। তাই আত্মাই বলে -- আমাদের পবিত্র করো তবেই আমরা দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে যাব। তোমরা জানো যে আত্মাই সবকিছু করে। আত্মাই জজ, ব্যারিস্টার ইত্যাদি হয়। আত্মাই বলে -- আমি রাজা, আমি অমুক। এখন এই শরীর পরিত্যাগ করে অন্য ধারণ করতে হবে। একে বলা হয় আত্ম-অভিমানী। দেহ থাকতেও আত্ম-অভিমানী। রাবণের রাষ্ট্রে দেহ-অভিমানী হয়ে যায়। এখনই বাবা আত্ম-অভিমানীতে পরিনত করেন। এইসময় আত্মা অপবিত্র, দুঃখী সেইজন্য আহ্বান করে -- বাবা এসো। এও তোমরা জানো যে ড্রামা প্ল্যান অনুসারেই পতিত থেকে পবিত্র, পবিত্র থেকে পতিত হয়। চক্র পুনরাবৃত্ত হতেই থাকে। এখন তোমাদের বুঝিতে বসেছে যে আমাদের ৮৪ জন্ম কিভাবে হয়েছে। এখন এ'কথা ভুলে যেয়োনা। স্বর্দর্শন-চক্রধারী হয়ে থাকো। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে আমাদের বুঝিতে ৮৪ জন্মের সমগ্র নলেজ রয়েছে। তোমরা জানো, অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে আমরা অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে, তোমাদের অষ্টমীয় পিতাকেই স্মরণ করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে, টুকরো রুটি ভোজন করতে হবে। বয়স। স্মৃতিমুহূর্তে বাবা মিস্টি মিস্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে বলেন -- বাচ্চারা, পেটের জন্য কেবল এক টুকরো রুটি খেতে হবে। পেট কিন্তু অধিক খায় না। আড়াই'শো গ্রাম আটা খায়। ডাল-রুটি বয়স। ১০ টাকাতেও মানুষ পেট ভরায় আবার ১০ হাজার টাকাতেও পেট চালায়। দরিদ্ররা খায়ই বা কি! তবুও শক্তপোকতাই থাকে। বিভিন্নপ্রকারের জিনিস মানুষ খায় তাই আরোই অসুস্থ হয়ে পড়ে। চিকিৎসকেরাও বলেন -- একধরনের খাবার খাও তাহলে অসুস্থ হবে না। তাই বাবাও বোঝান -- এক টুকরো রুটি খাও। যা পাবে তাতেই খুশী থেকে। ডাল-রুটির মতন কোনও জিনিস হয়ই না। অধিক লালসা থাকাও উচিত নয়। সন্ধ্যাসীরা কি করে? ঘর-বাড়ী পরিত্যাগ করে জঙ্গলে চলে যায়। তবুও পরমাত্মা মনে করে স্মরণ করে, তারা মনে করে বরহ্মতে বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু এমন তো হয় না। আত্মা তো অমর। বিলীন হওয়ার কোনো কথাই নয়। এছাড়া আত্মা তো পবিত্র, অপবিত্র হয়। তোমরা কত সঠিক জ্ঞান পেয়েছো। তোমরাই প্রালব্ধ(ফল) ভোগ করো পরে এই জ্ঞান ভুলে যাও। তখন সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে যেতে হয়। এখন তোমাদের বুঝিতে সমগ্র জ্ঞানই বসে রয়েছে। আমরা ৮৪ জন্ম কিভাবে ভোগ করি। এই ভূমিকা (পাট) পালন কখনও কারোর বন্ধ হয়ে যায় না। এ হলো পূর্ব-নির্ধারিত ড্রামা যা পুনরাবৃত্ত হতেই থাকে। এ'কথা বলা যাবে না যে ভগবান কবে, কিভাবে, কোথায় বসে তৈরী করেছেন? না। এ তো ঘটেই চলেছে। ওয়াল্টার হিষ্ট্রী-জিওগ্রাফী পুনরাবৃত্ত হতেই থাকে। এ'সমস্ত কথা কেউ বোঝেই না। তোমরা জানো -- আমরা ড্রামা প্ল্যান অনুসারেই এসেছি। পুনরায় এখন ড্রামানুসারেই রাজ্য প্রাপ্ত করছি। এ'সমস্ত কথা আর কেউ বুঝতে পারে না। জিজ্ঞাসা করা হয় -- ড্রামা সর্বশক্তিমান নাকি ঈশ্বর? তখন বলে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। মনে করে, তিনি সর্বকিছুই করতে পারেন। বাবা বলেন -- আমিও ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ। অপবিত্রকে পবিত্র করতে আমায় আসতে হয়। তোমরা সৎযুগে সুখী হয়ে যাও। আমিও তখন বিস্রামে চলে যাই -- পরমধামে। তোমরা আমার মাথায়-কোলে চড়ে যাও। সিংহই তোমাদের বাহন(সৎযুগে)। তোমরা জানো যে, সেকেন্ড বাই সেকেন্ড যা কিছুই অতিক্রান্ত হয়ে যায় তা ড্রামায় পূর্ব-নির্ধারিত। বাচ্চারা, তোমাদের কাছে কত ভালো নলেজ রয়েছে। এখন কেবল বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। বয়স, কাগজ, পেন্সিল ইত্যাদির কোনও প্রয়োজন নেই। বরহমাবাবাও পড়েন, উনি তো কিছুই রাখেন না। কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে তবেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। কত সহজ। স্মরণের দ্বারাই তোমরা এভার-হেল্দি (সদা-সুস্থ) হবে। এ হলো ধারণার বিষয়। লেখায় কি লাভ হবে, এ'সবকিছুই তো বিনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ আবার স্মরণে রাখার জন্য লেখে। যেমন কোনও কথা স্মরণে রাখার জন্য গিঁট বেঁধে রেখে দেয়। তোমরাও গিঁট বেঁধে রাখো যে শিববাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। এ তো অতি সহজ -- যোগ অর্থাৎ স্মরণ। বলে -- বাবা স্মরণ করতে মনে থাকে না। যোগে কিভাবে বসবো? আরে, লৌকিক বাবার চিন্তা উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতেও থাকে, তোমরা কেবল স্মরণ করো। বয়স, তরী পার।

আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-

১) স্বর্দর্শন-চক্রধারী হয়ে বুদ্ধিতে ৮৪ জন্মের চক্রকে আবর্তিত করতে হবে। অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে, পবিত্র হতে হবে।

২) কোনো জিনিসের জন্ম লোভ করবে না। যা পাওয়া যাবে তাতেই খুশীতে থাকতে হবে। টুকরো বুটি খেতে হবে, বাবার স্মরণে থাকতে হবে।

বরদানঃ-

বুদ্ধি-রূপী চরণ, মর্যাদার গন্ডীর অভয়ন্তরে রেখে সর্বপ্রাপ্তিসম্পন্ন শক্তিশালী ভব

যে বাচ্চাদের বুদ্ধি-রূপী চরণ, মর্যাদার গন্ডীর বাইরে এতটুকুও বেরোয় না তারা সৌভাগ্যশালী (লাকি) এবং রমণীয় (লাভলী) হয়ে যায়। তাদের কখনো কোনো বিষন অথবা ঝড়, সমস্যা, উদাসীনতা আসতে পারে না। যদি আসে তবে বুঝতে হবে যে অবশ্যই বুদ্ধি-রূপী চরণ মর্যাদার গন্ডীর বাইরে বেরিয়েছে। গন্ডীর বাইরে যাওয়া অর্থাৎ ফকির হয়ে যাওয়া, সেইজন্য কখনও ফকির অর্থাৎ ভিক্ষুক নয়, সর্বপ্রাপ্তিসম্পন্ন শক্তিশালী হও।

স্লেগানঃ-

যে সদা সর্বকিছুর থেকে উর্ধ্বে (স্বায়ারা) থাকে এবং বাবার প্রিয় হয়, সে সুরক্ষিত থাকে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে, কতো সময় আমি বাবার স্মরণে থাকি, দেহী অভিমানী স্থিতি কতো সময় থাকে ?"

*প্রশ্নঃ - ভাগ্যবান বাচ্চারা বাবার কোন্ নির্দেশ পালন করে ?

*উত্তরঃ - বাবার নির্দেশ হলো - মিষ্টি বাচ্চারা, আত্ম - অভিমানী ভব । তোমরা সব আত্মারা হলে পুরুষ, নারী নয় । তোমাদের আত্মার মধ্যেই সমস্ত পাঁচ ভরা রয়েছে । এখন এই পরিশ্রম বা অভ্যাস করো যে, আমরা কিভাবে দেহী - অভিমানী থাকতে পারি । এ হলো উচ্চ লক্ষ্য ।

*গীতঃ- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি আত্মা বৃষী বাচ্চারা গান শুনছে । আত্মা বৃষী বাচ্চারা অর্থাৎ জীবের আত্মারা বলেছে যে, আমরা নতুন দুনিয়ার ভাগ্য অর্থাৎ স্বর্গের ভাগ্য বানানোর জন্য বাবার কাছে বসেছি । বাচ্চাদের এখন বুহানী অভিমানী বা আত্ম - অভিমানী হতে হবে । এতেই অনেক পরিশ্রম । তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করো, আর এমন মনে করো যে - আমি আত্মা ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছি । কখনো ব্যারিস্টার, কখনো অন্য কোনো কিছু হয়েছে । আত্মা হলো পুরুষ, সবাই ভাই - ভাই, নাকি বোন । আত্মা বলে, এ আমার শরীর, সেই হিসাবে আত্মা পুরুষ, আর এই শরীর নারী হয়ে গেলো । তোমাদের সব বিষয়কে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে । বাবা আমাদের বিশাল এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধির তৈরী করেন । তোমরা এখন জানো যে - আমি আত্মা ৮৪ বার জন্মগ্রহণ করেছি । সংস্কার ভালো বা মন্দ, তা আত্মার মধ্যেই থাকে । সেই সংস্কার অনুসারে শরীরও তেমন প্রাপ্ত হয় । সমস্তকিছুই আত্মার উপর নির্ভর করে । এ অনেক পরিশ্রম । জন্ম - জন্মান্তর ধরে লৌকিক বাবাকে স্মরণ করেছে, এখন তোমাদের পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করতে হবে । প্রতি মুহূর্তে নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে । আমি আত্মা এই শরীর ধারণ করি । এখন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা পড়ান । এ হলো আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যা আধ্যাত্মিক পিতা প্রদান করেন । প্রথম মুখ্য কথা হলো, আত্মাদের দেহী - অভিমানী হয়ে থাকতে হবে । দেহী অভিমানী হয়ে থাকা, এ খুব উঁচু লক্ষ্য । জ্ঞান উচ্চ নয় । জ্ঞানে কোনো পরিশ্রম নেই । সৃষ্টিচক্রকে জানা - এ হলো হিন্দুর - জিওগ্রাফি । উঁচুর থেকে উঁচু হলেন বাবা, তারপর সূক্ষ্মবতনে দেবতারা । এই পৃথিবীর হিন্দুর - জিওগ্রাফি তো মনুষ্য সৃষ্টিতেই হয় । মূলবতন, সূক্ষ্মবতনে কোনো হিন্দুর - জিওগ্রাফি নেই । সে হলো শান্তিধাম । সত্যযুগ হলো সুখধাম । আর কলিযুগ হলো দুঃখধাম । এখানে রাবণ রাজ্যতে কেউই শান্তি পেতে পারে না । বাচ্চারা, এখন তোমরা এই জ্ঞান পেয়েছো যে - আমরা আত্মারা শান্তিধামেরই অধিবাসী । এই অর্ঘ্যাস হলো কর্ম করার জন্য । সে কর্ম কবুক বা না কবুক । আমরা হলাম আত্মা । আমাদের স্বর্ধম হলো শান্ত । আমরা তো কর্মযোগী, তাই না । কর্মও অবশ্যই করতে হবে । কর্ম - সন্ধ্যাসী কখনোই হতে পারবে না । এও এই সন্ধ্যাসীদের পাঁচ । ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যায়, নিজেরা খাবার তৈরী করে না, গৃহস্থীদের থেকে ভিক্ষা করে, সেও তো সেই গৃহস্থীদের কাছেই খায়, তাই না । ঘরবাড়ি ছেড়ে দেয় কিন্তু কর্ম তো তবুও করে । কর্ম সন্ধ্যাস তো হয় না । কর্ম সন্ধ্যাস তখন হয় যখন আত্মা শান্তিধামে থাকে । ওখানে কর্মেশ্বরই নেই তাহলে কর্ম কিভাবে করবে, একেই কর্মক্ষেত্র বলা হয় । কর্মক্ষেত্রে সবাইকে আসতে হয় । ও হলো শান্তিধাম বা মূলবতন । এমন নয় যে, বরহ্মতে আত্মাকে লীন হতে হবে । আত্মারা শান্তিধামে থাকে, তারপর এখানে কর্মক্ষেত্রে অভিনয় করতে আসে । এই হলো সম্পূর্ণ কথা । সংক্ষেপে তো বলা হয়, নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করো, আর বাবাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । একেই ভারতের প্রাচীন যোগ বলা হয় । বাস্তবে একে যোগও নয়, স্মরণ বলা উচিত, এতেই পরিশ্রম । যোগী খুবই কম হয় । যোগের শিক্ষা প্রথমে চাই, তারপর জ্ঞান । প্রথমেই হলো বাবাকে স্মরণ ।

বাবা বলেন যে, তোমরা দেহী অভিমানী হও, এ হলো আধ্যাত্মিক স্মরণের যাত্রা । জ্ঞানের যাত্রা নয়, এতে অনেক পরিশ্রম করতে হবে । কেউ কেউ তো নিজেকে বি.কে বলে পরিচয় দেয় কিন্তু বাবাকে স্মরণ করে না । বাচ্চারা, বাবা এসে বরহ্মার দ্বারা তোমাদের দেহী অভিমানী করেন । ইনি দেহবোধে ছিলেন । এখন দেহী অভিমানী হওয়ার পুরুষাথ চলছে । বরহ্মা কোনো ভগবান নন । এখানে তো সব মনুষ্য মাত্রই পতিত । পবিত্র - শ্রেষ্ঠাচারী একজনও নেই । আত্মাদেরই বলা হয় পুণ্য আত্মা - পাপ আত্মা । মানুষও বলে থাকে - আমার আত্মাকে বিরক্ত করো না, কিন্তু তারা বুঝতেই পারে না যে, আমি কে ? জিজ্ঞাস করা হয় - হে জীবের আত্মা, তোমরা কি কাজ করো ? তখন বলবে, আমি আত্মা এই শরীরের দ্বারা অমুক কাজ করি । তাই সর্বপ্রথমে এইকথা নিশ্চিত করে বাবাকে স্মরণ করো । এই আত্মিক জ্ঞান বাবা ছাড়া আর কেউই দিতে পারে না । বাবা এসে দেহী অভিমানী তৈরী করেন । এমন নয় যে, জ্ঞানে যদি কেউ তীক্ষ্ণ হয়, সেই দেহী অভিমানী হয়ে গেছে । যে দেহী অভিমানী হয়, সে খুব ভালোভাবে জ্ঞানকে ধারণ করে । বাকি তো অনেকেই আছেন, যারা জ্ঞানকে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে, কিন্তু শিববাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যায় । প্রতি মুহূর্তে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, এতে জিনের মতো হতে হবে । জিনের কাহিনী তো আছে । বাবাও এই কাজ দেন - আমাকে স্মরণ করো, নাহলে মায়া তোমাদের খেয়ে ফেলবে । মায়া হলো জিন । বাবাকে যত স্মরণ করবে, ততই বিকর্ম বিনাশ হবে, আর তোমাদের খুব আকর্ষণ হবে । মায়া তোমাদের উল্টো বুঝিয়ে অনেক

ঝড় আনবে । বুদ্ধিতে যেন এই কথা স্মরণে থাকে যে, আমি আত্মা বাবার সন্তান । বয়স, এই খুশীতে থাকতে হবে ।

দেহবোধে এলে মায়া থাপ্পড় মারে । হাতমতাইয়ের খেলাও দেখায় । মুখে চুষিকাঠি ঢুকলেই হারিয়ে যায় । তোমাদেরও মায়া বিরক্ত করবে না, যদি তোমরা বাবার স্মরণে থাকো, তবেই । এতেই যুদ্ধ চলতে থাকে । তোমরা স্মরণের পুরুষাথ করতে থাকো, কিন্তু মায়া এমন নাক পাকড়ে ধরে যে স্মরণ করতেই দেয় না, তোমরা বিরক্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে । এতো মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ চলবে । বাকি এই ওয়াল্টের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি তো খুবই সাধারণ । তোমাদের প্রতি মুহূর্তে বলা হয় যে, সবসময় মনে করো যে, এখন আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন আমরা বাবার সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছি । এই স্মরণ রাখাই কঠিন । বাকি কাউকে বোঝানো কোনো কঠিন কিছু নয় । এমন তো নয় যে, আমরা খুব ভালো বোঝাই । তা নয়, প্রথম কথাই হলো স্মরণের । প্রদর্শনীতে অনেকেই আসে । প্রথম - প্রথম এই পাঠ শেখাতে হবে যে, নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করে বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে । এই শিক্ষাই প্রথম দিতে হবে । ভারতের প্রাচীন যোগ কেউই শেখাতে পারে না, অসম্ভব । সৎযুগ তো হলোই পবিত্র, ওখানে তো সবাই প্রালবধ ভোগ করে । ওখানে জ্ঞান - অজ্ঞানের কোনো কথাই নেই । ভক্তিমার্গেই মানুষ বাবাকে ডাকে যে, তুমি এসে আমাদের দুঃখ হরণ করো আর সুখ প্রদান করো । সৎযুগ আর ত্রেতাতে কোনো গুরু - গোঁসাই থাকে না । ওখানে তো মনুষ্য সদগতিতে থাকে । তোমরা এই সদগতির উত্তরাধিকার ২১ জন্মের জন্ম পেতে পারো । ২১ কুল -- বলা হয়, বরহমাকুমারীরাই ২১ কুলের উদ্ভার করে । ভারতেই এই মহিমা করা হয় । ভারতেই তোমরা ২১ জন্মের উত্তরাধিকার লাভ করো । ওখানে তোমরা একই দেবী - দেবতা ধর্মের থাকো, অন্য কোনো ধর্ম ওখানে থাকে না । বাবা এসে তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা বানান । পবিত্র হওয়া ছাড়া আমরা কিভাবে ফিরে যেতে পারি ? এখানে তো সবাই বিকারী এবং পতিত । যে ধর্ম স্থাপনা আছেন, তারা তাদের ধর্মের পালনা করেন, তখন তাদের ধর্মের বৃদ্ধি হতে থাকে । কেউই ফিরে যেতে পারে না । একজন অভিনেতাও ফিরে যেতে পারে না । সবাইকে সতোপ্রধান, সতো, রজো এবং তমোতে আসতেই হবে । বরহমার জন্মও বলা হয় যে, বরহমার দিন এবং বরহমার রাত । তাহলে কি সৃষ্টিতে একা বরহমাই থাকবেন ? তোমরা এখন বরাহমণ কুলের তৈরী হচ্ছে । তোমরা রাতে ছিলে, এখন আবার দিনের দিকে যাচ্ছে ।

তোমাদের বোঝানো হয় যে, কতো সময় তোমরা পূজ্য থাকো, আর কতো সময় পূজারী হয়ে যাও । যতক্ষণ না বাবা আসছেন, ততক্ষণ কেউই ভরস্টাচারী থেকে স্প্রেস্টাচারী হতে পারবে না । তাদের ভরস্টাচারী বলা হয় - যাদের জন্ম বিকারের দ্বারা হয়, তাই এই দুনিয়াকে নরক বলা হয় । স্বর্গ আর নরক দুইয়েতেই যদি দুঃখ থাকে তাহলে তো তাকে স্বর্গ বলাই যাবে না । যতক্ষণ সম্পূর্ণ জ্ঞান না হবে, ততক্ষণ উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করবে । তোমাদের বোঝাতে হবে যে, ভারত খুব উচ্চ ছিলো । ঈশ্বরের মহিমা যেমন অপরমপার, তেমনই ভারতের মহিমাও অপরমপার । ভারত কি ছিলো, আর একে এমন কে বানালো ? বাবা, যাঁর মহিমা গাওয়া হয় । বাবা এসেই বাচ্চাদের বিশ্বের মালিক বানান । তিনিই মনুষ্য মাত্রকে দুর্গতি থেকে সদগতিতে নিয়ে যান । তিনিই শান্তিধামে নিয়ে যান, যার জন্ম মানুষ পুরুষাথ করে । একে অটল সুখ, অটল শান্তি, অটল পবিত্রতা বলা হয় । ওখানে তোমরা সুখেও থাকো, আবার শান্তিতেও থাকো, আর বাকি আত্মারা শান্তিতে থাকে । তোমরাই সবথেকে বেশী জন্মগ্রহণ করো । বাকি যারা অল্প অল্প জন্মগ্রহণ করে তারা শান্তিধামে অটল শান্তিতে থাকে । তারা মশার সদৃশ্য আসে, এক - আধ জন্ম অভিনয় করে, এ আর কি হলো ? তাদের কোনো দাম নেই । মশার আর কি দাম ? রাতে জন্মায়, আবার রাতেই মারা যায় । এই সময় বেশীরভাগই শান্তি চায়, কেননা এই সময়ের গুরুরা শান্তিতে যাবেন ।

তোমরা এখানে এসেছো - স্বর্গবাসী হওয়ার জন্ম । স্বর্গবাসীদের শান্তিবাসী বলা হবে না । শান্তিবাসী নিরাকারী দুনিয়াকে বলা হয় । মুক্তি অক্ষর গুরুর কাছ থেকে শেখে । মাতারা বরত - নিয়ম রাখে বৈকুণ্ঠপুরীতে যাওয়ার জন্ম । কেউ যদি মারা যায়, তখনো বলে - স্বর্গবাসী হয়েছেন । কেউই হয় না, কিন্তু ভারতবাসী স্বর্গকে মানে । তারা মনে করে - ভারত স্বর্গ ছিলো । শিববাবা ভারতে এসেই স্বর্গের রচনা করেন, তাই তিনি অবশ্যই এখানে এসেই রচনা করবেন । স্বর্গে তো আর আসবেন না । তিনি বলেন - আমি আসি স্বর্গ আর নরকের সজামে । কল্প - কল্পের সজামে আসি । ওরা আবার যুগে - যুগে লিখে দিয়েছে । 'কল্প' শব্দটি ভুলে গেছে । এই খেলাও বানানো আছে, যা আবার রিপটি হবে । এই অন্তিম জন্মে তোমরা বাবাকে আর সৃষ্টিচক্রকে জানো । কিভাবে নম্বর অনুসারে স্থাপনা হয়, তা এখন তোমরা জানো । এই সম্পূর্ণ খেলা তোমাদের ভারতবাসীদের উপরই বানানো আছে । তোমরা এখন বাবার কাছে রাজযোগ শেখো । তোমরা বাবার স্মরণেই এই রাজ্য পাও । চিত্রও তো আছে, তাই না । এই সব চিত্র কে বানিয়েছে । এনার তো কোনো গুরু - গোঁসাই নেই । কোনো গুরু যদি থাকতেন, তাহলে গুরুর তো একজন শিষ্য থাকতাই না । অনেক হতো, তাই না । এই জ্ঞান একমাত্র বাবা ছাড়া আর কেউই জানতে পারে না । অনেকেই জিজ্ঞেস করে, এই চিত্র কি তোমাদের দাদা বানিয়েছে ? এ তো বাবা দিব্যদৃষ্টির দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়েছেন । তিনি বৈকুণ্ঠেরও সাক্ষাৎকার করিয়েছেন । এখানে স্কুল কিভাবে চলে, ভাষা কি হয়, সব সাক্ষাৎকার করেছেন । বাচ্চারা যখন ভাটিতে থাকতো তখন বাবা তাদের চিত্র বিনোদন করাতেন । করাচিতে কেবল তোমরাই আলাদা ছিলে, যেন নিজেদের রাজত্ব । সবকিছুই তোমাদের, অন্য কেউই তা বুঝতে পারতো না । মনে করতো - এ হলো ভগবানের কোর্ট । বাবা বুঝিয়েছেন যে - তোমরা হলে সন্ধ্যাসিনী । কিছুই না কিন্তু একনম্বর । এক বাবাকে ছাড়া তোমরা আর কাউকেই স্মরণ করবে না । ওরা তো ক্রাইস্টকেই সন্ধ্যাসী বলে জানে, তাঁকে ছাড়া কাউকেই

জানে না ।

তোমরা জানো, উত্তরাধিকার এক শিব বাবার থেকেই পাওয়া যায় । শিব বাবা তো হলো বিন্দু । তিনিও তো কারোর দ্বারাই বোঝাবেন, তাই না । প্রজাপিতা বরহমা তো অবশ্যই এখানেই হবেন । বাবা বলেন যে, এনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মের পতিত শরীরে আমি প্রবেশ করি । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-

১) জ্ঞানকে খুব ভালোভাবে ধারণ করে দেহী অভিমাত্রী হতে হবে । এই হলো পরিশ্রম । এই হলো উচ্চ লক্ষ্য । এই পরিশ্রমেই আত্মাকে সতাপ্রধান হতে হবে ।

২) জিন হয়ে স্মরণের যাত্রা করতে হবে । মায়া যতই বিঘ্ন আনুক না কেন, মুখে চুম্বিকাঠি দিয়ে দিতে হবে । মায়ার দ্বারা বিচলিত হয়ো না । একের স্মরণে থেকে ঝড়কে দূর করতে হবে ।

বরদানঃ-

অলৌকিক খেলা এবং খেলনার দ্বারা খেলে সদা শক্তিশালী হয়ে অচল - অটল ভব

অলৌকিক জীবনে মায়ার বিঘ্ন আসাও অলৌকিক খেলা, শারীরিক শক্তির জন্ম যেমন খেলানো হয়, তেমনই অলৌকিক যুগে পরিস্থিতিকে খেলনা মনে করে এই অলৌকিক খেলা খেলো । এতে ভয় পেয়ে বা ঘাবড়ে যেও না । সর্ব সঙ্কল্প সহিত নিজেকে বাপদাদার কাছে বলিহারি দিয়ে দাও তাহলে মায়া কখনো আঘাত করতে পারবে না । রোজ অমৃতবেলায় সাক্ষী হয়ে নিজেকে সর্বশক্তির দ্বারা শৃঙ্খার করো, তাহলে অচল - অটল থাকবে ।

স্লেগানঃ-

কোনো সংসার সমাচার শোনা বা শোনানো -- এও নিজের প্রতি আর্বজনা জমা করা ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রীমৎ অনুসারে চলে সবাইকে সুখ দাও, অসুরিক মতে কেবল দুঃখই দিয়েছো, এখন সুখ দাও, সুখ নাও”

*প্রশ্নঃ - বুদ্ধিমান বাচ্চারা কোন্ রহস্য বুঝে উঁচু পদ প্রাপ্তির জন্ম পুরুষার্থ করে ?

*উত্তরঃ - তারা বোঝে যে, এ হল দুঃখ ও সুখ, হার ও জিতের খেলা। এখন অর্ধকল্প সুখের খেলা চলবে। সেখানে কোনো রকমের দুঃখ থাকবে না। এখন নতুন রাজধানী আসছে, তার জন্ম বাবা নিজের পরম ধাম ত্যাগ করে বাচ্চাদের অর্থাৎ আমাদের পড়াতে এসেছেন, এখন পুরুষার্থ করে উঁচু পদর্মযাদা নিতেই হবে।

*গীতঃ- বদলে যাক দুনিয়া, আমরা বদলাব না.....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা অর্থ বুঝলো। এখানে কোনো শপথ ইত্যাদি নেওয়ার দরকার নেই। এখানে তো আত্মার বোধ চাই। আত্মা তমোপ্রধান হওয়ার জন্ম একেবারেই বোধহীন হয়েছে। বাচ্চারা জানে - আমরা কিরূপ বোধহীন ছিলাম। এখন বুদ্ধিমান হয়েছি। অন্য সৎসজা ইত্যাদিতে এইসব কথা বলা হয় না। সেখানে শাস্ত্র, রামায়ণ ইত্যাদি পাঠ করা হয়। এক কান দিয়ে শুনে, অন্যটি দিয়ে বেরিয়ে যায়। কোনো প্রাপ্তি নেই। যজ্ঞ, তপ, দান-পুণ্য ইত্যাদি অনেক করে, ধাক্কা খেতে থাকে। প্রাপ্তি কিছুই নেই। এই দুনিয়ায় কারো সুখ নেই। এখন বাবা সম্পূর্ণ বোধ প্রদান করেন। সবাইকে সুখ-শান্তি একমাত্র বাবা দেন। মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে আছে। ভক্তিত মার্গের মানুষও স্মরণ করতে থাকে - হে দুঃখ হরণকর্তা, সুখ প্রদানকর্তা, সন্ততি দাতা। দেখো, দুনিয়ায় কি চলছে। সবারই দুঃখ আছে। মানুষ মাত্র কেউ জানেনা যে বাবা কে ? বাবার কাছে কি উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়? অসীম জগতের পিতাকে জানেনা। ধাক্কা খেতে থাকে, শান্তির জন্ম। এখন এই কথাটি কে বলেছে যে মনের শান্তি চাই ? আত্মা বলছে, তাও মানুষ জানেনা। দেহ-অভিমান আছে তাইনা। সাধু-সন্ন্যাসী ইত্যাদি সবাই হল দুঃখী, সবাই শান্তি চায়। রোগ ইত্যাদি তো সাধু-সন্ন্যাসীদেরও হয়। দুর্ঘটনাও হয়। দুনিয়ায় দুঃখ ছাড়া আর কিছু তো নেই। এখন তোমরা বুদ্ধিমান হয়েছো। বাবা বুঝিয়েছেন ড্রামাতে নতুন দুনিয়া ও পুরানো দুনিয়া, সুখ ও দুঃখের খেলা নির্দিষ্ট আছে। বাবা তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলেছেন এবং সব মানুষ মাত্রেব বুদ্ধিতে গোদরেজের তালা লাগানো আছে, সম্পূর্ণ তমোপ্রধান বুদ্ধি। তোমরা বাচ্চারা নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে জানো। সঠিকভাবে অসীম জগতের পিতাকে পেয়েছি, তিনি আমাদের সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বুঝিয়ে দেন যে এই খেলাটি কীভাবে তৈরি হয়েছে। যখন সুখ থাকে তখন দুঃখের চিহ্ন থাকে না। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা বাবার কাছে সুখ-শান্তি-সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। সৎযুগ থেকে ত্রেতাযুগের শেষ পর্যন্ত কোনো দুঃখ থাকবে না। এখন তোমরা আলায় বাস করছো। তোমরা পুরুষার্থ করছো - নিজের রাজধানীতে একে অপরের চেয়ে উঁচু পদ র্মযাদা প্রাপ্ত করো। এই স্কুল হল অসীম জগতের। অসীম জগতের পিতা পড়াচ্ছেন। তোমরা জানো উনি হলেন আমাদের মোস্ত বিলাভেড বাবা, যাঁর মহিমা হল অপরমঅপার। উনি হলেন উঁচু থেকে উঁচু পিতা, তিনি শ্রীমৎ দেন। বাকি সব মানুষ অসুরিক মতানুসারে একে অপরের দুঃখ দেয়। তোমাদের শ্রীমৎ অনুযায়ী সবাইকে সুখ দিতে হবে। এই ড্রামাতে আমরা হলাম অভিনেতা, সে কথা কেউ জানেনা। তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝেছো এই ড্রামাতে ভারতবাসীদেরই অলরাউন্ড পটি আছে। পূর্বে তো তোমরা কিছুই জানতে না। এখন তো মূলবতন থেকে সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতন সব কিছু তোমরা জেনেছো। প্রকৃত সৎযুগ জ্ঞান তোমাদেরই আছে। পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের বরহমা দ্বারা পড়াচ্ছেন। বাবা আমাদের ত্রিলোকের সম্পূর্ণ জ্ঞান দিচ্ছেন। এ হল কাঁটার জঞ্জাল। বাচ্চারা জানে - এখন আমরা কাঁটা থেকে ফুল অর্থাৎ মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হই। এখানে তো ছোট-বড় সবাই দুঃখ দেয়। গর্ভে বাচ্চারা নিজের মা-কে দুঃখ দেয়। এই দুনিয়া হল পুরানো ছিঃ ছিঃ দুনিয়া। এই সৃষ্টি চক্রের কথা কেউ জানেনা। আমরা কোথা থেকে এসেছি, কত গুলি জন্ম নিয়েছি, আবার কোথায় যাবো ?.... কিছুই জানেনা। অসীম জগতের পিতা অর্থাৎ সব সীতাদের একমাত্র রাম, তিনি হলেন নিরাকার। তোমরা সবাই হলে সীতা। বাবা হলেন বরাইডপ্সুম। এক প্রিয়তমের সবাই প্রিয়তমা, সবাই ভক্তিতরুপা। সব সীতা, সব রাবণের জেলে বন্দী হয়ে শোক বাটিকায় রয়েছে। সম্পূর্ণ দুনিয়ার সব মানুষ মাত্রই এক ভগবানকে স্মরণ করে। ভক্তদের রক্ষক ভগবানকে বলা হয়। তোমরা সবাই হলে এখন বরহমা মুখবংশী বরাহমণ। বরাহমণ জানে - আমাদের শিববাবা পড়াচ্ছেন। বাবার কাছে উত্তরাধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। শিববাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। স্বর্গ বলো বা দৈব রাজধানী বলো - এই হল স্বর্গের রাজধানী তাইনা। লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন স্বর্গের মালিক। এই কথাও তোমরা এখন বুঝেছো। এখানে যখন সৎযুগ ছিল তখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। এখন হল কলিযুগ। মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে আছে তাই কিছুই জানেনা যে এখন হল কলিযুগের শেষ সময়। বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তোমরা সবাই সীতা, তোমাদের সদগতি দাতা হলেন একমাত্র রাম। সব সীতা রা দুর্গতিতে আছে, কিন্তু এই কথা কেউ বোঝে না যে আমরা দুর্গতিতে আছি। নিজের ধন সম্পদের নেশা আছে। আমাদের এত বাড়ি, এত সম্পদ, এত মহল আছে, কেউ জানেনা যে দুঃখের দুনিয়ার এখন পরিবর্তন হবে। মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সব কিছু মাটিতে মিশে যাবে। এইসব যা কিছু পুরানো দুনিয়ায় দেখতে পাও, বিনাশ হয়ে যাবে। বিনাশের জন্ম পুরোপুরি প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এই হল সেই মহাভারতের যুদ্ধ। সেই গীতার ভগবান আছেন। কিন্তু বাবার বায়োপ্রাফিতে সন্তানের নাম (শ্রীকৃষ্ণের)

লিখে দিয়েছে। এখন শিববাবা তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। সবচেয়ে বড় ভুল এই হয়েছে যে ভগবানের নাম উল্লেখ করা হয় নি।

তোমরা বাচ্চারা জানো, আমাদের কোনো মানুষ, সাধু-সন্ন্যাসী ইত্যাদি পড়াচ্ছেন না, শিববাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। তিনি হলেন পিতা, টিচারও হলেন তিনি, গুরুও হলেন তিনি। তিনিই হলেন সব কিছু। এই কথা তো ভুলে যাওয়া উচিত নয় তাইনা। বাবা বলেন - সবাই আমার সন্তান কিন্তু সবাইকে কি পড়াবো নাকি। বাবা বলেন - আমরা ভারতবাসী, আমাদেরকে পুনরায় রাজযোগ শেখাতে এসেছেন। ভারতবাসী স্বর্গবাসী ছিল, হীরে সম ছিল, এখন কড়ি সম হয়েছে। ঘরে ঘরে অনেক অশান্তি। বলে - বাবা আমার খুব রাগ অনুভব হয়, সন্তানদের মারধর করতে হয়। ভয় অনুভব হয়, আমরা ৫-টি বিকার যদি বাবাকে দান করেছি তাহলে আমরা এইসব কেন করি? বাবা বোঝান - এই সময় সবার উপরে ৫ বিকারের গ্রহণ রয়েছে। দেহ-অভিমানের ভূত এলে অন্য সব ভূত (বিকার গুলি) এসে যায়। এখন বাবা বলেন - দেহী-অভিমানী হও। এখন তোমরা বুদ্ধি প্রাপ্ত করেছ। সৎযুগেও আমরা আত্ম-অভিমানী ছিলাম। বোধগম্য হয় - আত্মার এই শরীর এখন পুরানো হয়েছে। আয়ু পূর্ণ হয়েছে তাই এই শরীর ত্যাগ করে এখন নতুন ধারণ করতে হবে। সঁপ যেমন পুরানো খোলস ত্যাগ করে নতুন ধারণ করে, সঁপের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। এই দৃষ্টান্তটি হল সৎযুগের। সেখানে তোমরা এমন করে শরীর ত্যাগ কর, দুঃখের কোনো কথাই থাকে না। এখানে অনেক দুঃখ আছে। কান্নাকাটি ইত্যাদি অনেক হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো - এ হল পুরানো খোলস। এখানে কোনো নতুন খোলস প্রাপ্ত হয় না। এ হল অন্তিম পুরানো জুতো। এখন তোমরা এর প্রতি বিরক্ত হয়েছে। সেখানে তো খুশী অনুভব করে এক শরীর ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করে। এই কথাগুলি তোমরা বুঝতে পারছো। এখানে অনেক নতুন আত্মারা আসে কিছুই বুঝতে পারে না। দুই চার দিন এখানে বুঝে শুনে ফিরে যায় আর ভুলে যায়। হ্যাঁ, ভালো ভাবে যদি শোনে, খুশী অনুভব করে তাহলে প্রজায় আসবে। প্রজা তো অসংখ্য তৈরি হবে, তাইনা। এ হল ঈশ্বরের দ্বার অথবা ঘর তোমরা ঈশ্বরের ঘরে বসে আছো। পরমপিতা নিজ পরমধাম ত্যাগ করে এখানে সাধারণ দেহে এসে বসে আছেন। পরমধামে তো বাবার কাছে আত্মারা বাস করে। এখানে সজ্ঞামে বাবা স্বয়ং এসেছেন - পতিতদের পবিত্র করতে। তাঁকে শিব নিরাকার বলা হয়। নিরাকার বাবাকে আত্মারা, ও গড ফাদার বলে ডাকে। মানুষ না বুঝে বলে দেয়, ও গড ফাদার। এই লক্ষ্মী-নারায়ণকেও ইউরোপিয়ানরা ভগবান-ভগবতী বলে। এদের কে এমন বানিয়েছে? এই দেবতাদের বলে আপনি সঁব গুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ আর নিজেদের কি বলে? এই কথা জানেনা যে দেবতারাও মানুষ। ভারতেই রাজত্ব করে গেছে। তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মহিমা গান করে। নিজেকে নীচ পাপী বলে। কৃষ্ণের মন্দিরেও গিয়ে মহিমা গান করে। শিবের এমন মহিমা গান করবে না। তাঁর মহিমা পৃথক। শিবের কাছে গিয়ে এটাই বলে আমাদের ঝুলি ভরে দাও। তারপরে বলে ভাঙ খায়, ধুতরা খায়। আরে ভাঙ ধুতরা এলো কোথা থেকে? কিছুই বোধ নেই। চাইতে থাকে - স্বামী চাই, এই চাই দীপমালা অর্থাৎ দীপাবলীতে লক্ষ্মীর আহ্বান করে। লক্ষ্মী কে, সে কথা জানে না। ৮-১০ টি ভূজ কখনও হয় কি? এই চতুর্ভূজ স্বরূপ দেখানো হয় কারণ হল প্রবৃত্তি মার্গ। তার নাম বিষ্ণু রেখেছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ তো সৎযুগে বাস করেন। মানুষ জানেনা যে বিষ্ণুর দুইটি রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণের দ্বারা পালন হয়। চিত্রের লক্ষ্মীকে ৪-টি ভূজা দিয়েছে। ৪-টি ভূজধারীর সন্তানও ৪ ভূজ সহ হওয়া উচিত। কিছুই বোধ নেই। তোমরা এখন বুঝেছো - বাবা যখন আসেননি তখন আমরাও কিছু জানতাম না। এখন সম্পূর্ণ বিশ্বের আদি-মধ্য-অন্তকে জেনেছো। বাবা এসে পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানাচ্ছেন। আহ্বান করা হয় - হে পতিত-পাবন এসো। এবার পরমাত্মা আসবেন কীভাবে? কীভাবে এসে পতিতদের পবিত্র বানাবেন? বাবা বলেন ৫ হাজার বছর পূর্বে দৈবী স্বরাষ্ট্র বানিয়েছিলাম তারপরে তোমরা ৮৪ জন্ম কীভাবে নিয়েছো? এই কথাটি পূর্বে তোমাদের বুদ্ধিতে একেবারেই ছিল না। বরহমাও জানতেন না। রাধে-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজো করে। কিন্তু এই কথাটি জানেনা যে রাধে-কৃষ্ণ ই স্বয়ম্ভরের পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয় তাই প্রিন্সেস রাধে, প্রিন্স কৃষ্ণকে বলা হয়। স্বয়ম্ভরের পরে মহারাজা-মহারানী হয়। ইনি নিজেই সেই স্বরূপ ধারণ করছেন, উনি সেকথা জানতেন না। যদিও কারো দর্শন হয় কিন্তু একটুও বোধগম্য নয়। তবুও ভক্তদের ভাবনা অল্পকালের জন্ম পূর্ণ করে সাক্ষাৎকার করাই। এখানে তো ধ্যান বা দর্শনের কোনো কথা নেই। বাবা তো বোঝান - সাক্ষাৎকারে মায়া প্রবেশ করলে তোমরা পদ ভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। অনেকে এসে বলে - আমাদের শিববাবার সাক্ষাৎকার হোক। আরে তোমাদের বোঝানো হয় - ফায়ার ফ্লাই অর্থাৎ জোনাকি খুব ছোট, চোখে দেখা যায়। আত্মা তো তার চেয়েও ছোট, সূক্ষ্ম বিন্দু স্বরূপ। যেমন আত্মা তেমন পরমাত্মার স্বরূপ। সাক্ষাৎকার হলেও সূক্ষ্ম বিন্দুর হবে। এই তো হল সূক্ষ্ম বিন্দু যা ভ্রুকুটির মাঝখানে অবস্থান করে। আত্মার সাক্ষাৎকার হলেও কিছুই বুঝবে না।

তোমরা বাচ্চারা জানো - এখন আমরা হলাম শিববাবার সন্তান। সব বরহমাকুমার - কুমারীরা শিববাবার কাছে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছে। আমাদের মুখ্য লক্ষ্যটি হল এটাই। আমরা স্টুডেন্ট তাইনা। তোমরা বলো - বাবার কাছে সহজ রাজযোগ শিখতে এসেছি। এই হল মুখ্য লক্ষ্য। এই কথাটি বাচ্চাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। ভক্তি মার্গে ভক্তরা দেবতাদের চিত্র সজ্জা রাখতো। তাহলে তো তোমাদের এই ত্রিমূর্তির চিত্র পকেটে রাখা উচিত। শিববাবার দ্বারা আমরা এই লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বরূপে পরিণত হচ্ছি। আচ্ছা!

মিস্তি - মিস্তি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্মেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা গুঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-

১) শিববাবাকে বিকারের দান দিয়ে তা কখনও ফিরিয়ে নেবে না । দেহ-অভিমানের ভূতের হাত থেকে সুরক্ষিত থাকতে হবে । এই ভূতের দ্বারা সব ভূত (বিকার) এসে যায় তাই আত্ম -অভিমানী হওয়ার প্র্যাকটিস করতে হবে ।

২) ধ্যান করা বা দর্শনের আশা রাখবে না । মুখ্য লক্ষ্যটি সামনে রেখে পুরুষার্থ করতে হবে । শ্রীমৎ অনুসারে সবাইকে সুখ প্রদান করতে হবে ।

বরদানঃ-

নিজ স্মৃতিতে থেকে প্রতিটি কর্মকে সংযম (নিয়ম) বানিয়ে অথরিটি স্বরূপ ভব
যেমন (বরহমা বাবা) সাকারে নিজ স্মৃতিতে থেকে যে যে কর্ম করেছেন, সেসব বরাহ্মণ পরিবারে সংযম হয়ে গেছে । নিজের
নেশায় থাকার দরুন অথরিটি সহকারে বলতে পেরেছেন যে, যদি সাকার দ্বারা কোনো কর্ম ভুল হয়েও যায় তাও শিব বাবা
ঠিক করে দেবেন । নিজ স্বরূপের স্মৃতিতে থাকলে এই নেশা থাকে যে কোনো কর্ম ভুল হতে পারবে না । তোমরা বাচ্চারাও
যখন নিজ স্থিতিতে স্থির হবে তখন যে সঙ্কল্প করবে, যে কথা বলবে বা কর্ম করবে, সেইগুলি সংযম (নিয়ম) হয়ে যাবে ।

স্লেগানঃ-

পবিত্রতার পিলার মজবুত করো, তাহলে এই পিলার লাইট হাউসের কাজ করতে থাকবে ।

"মিস্তি বাচ্চারা — ছারিটি বিগিনস্ অ্যাট হোম (ঘর থেকেই দান শুরু করা) অর্থাৎ যারা দেবী-দেবতা ধর্মের অন্তর্গত, শিব বা দেবতাদের পূজারী, প্রথমে তাদেরই জ্ঞান প্রদান কর"

*প্রশ্নঃ - কোন কর্তব্য বাবা ছাড়া অন্য কোনও মানুষই করতে পারবে না এবং কেন ?

*উত্তরঃ - সম্পূর্ণ বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা একমাত্র বাবার কর্তব্য। মানুষ, বিশ্বে শান্তি স্থাপন করতে পারে না কেননা সবাই বিকারগ্রস্ত। শান্তি স্থাপন তখনই হবে যখন বাবাকে জেনে পবিত্র হবে। বাবাকে না জানার কারণে অনাথ হয়ে গেছে।

*গীতঃ- — মৃত্যু বরণ করব তোমার গলিতে (স্মরণ, আশ্রয়)....

ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তির অর্থও প্রতি মুহূর্তে বলতে হবে, কেননা ওম্ শান্তির অর্থ কেউ জানেনা। যেমন প্রতি মুহূর্তে বলতে হয় - "মন্মনাভব" অর্থাৎ অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ কর। ওম্ অর্থ বলে থাকে - ওম্ অর্থাৎ ভগবান। বাবা বলেন- ওম্ অর্থাৎ আমি আত্মা, আর এটা আমার শরীর। পরমপিতা পরমাৎমাও বলেন ওম্। আমিও আত্মা পরমধাম নিবাসী। তোমরা আত্মারা জন্ম মৃত্যুর চক্রে আসো। আমি আসি না। তবে হ্যাঁ, আমি সাকার শরীরে আসি, বাচ্চারা তোমাদের সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের সার বোঝাই। আর কেউ বোঝাতে পারবে না। যদি নিশ্চয় (অটুট বিশ্বাস) না থাকে তবে সম্পূর্ণ দুনিয়া ঘোরা উচিত, খোঁজা উচিত যে আর কেউ আছে যে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ দিয়ে থাকে। পরমপিতা পরমাৎমা ছাড়া সৃষ্টি চক্রে আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য কেউ বলতে পারবে না, কেউ রাজযোগ শেখাতে পারবে না। পতিতদের পবিত্র করে তুলতে পারবে না। সর্বপ্রথম যারা দেবী-দেবতাদের পূজারী, তাদের বোঝানোর জন্ম পুরুষার্থ কর। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীরাই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেছে, তারা যথার্থ রীতিতে বুঝবে। পরে যারা এসেছে তারা ৮৪ জন্ম নিতে পারে না। এ'সব তারা শুনবে যারা দেবতাদের পূজারি এবং গীতা পড়বে। গীতাতে শুধু একটাই ভুল হয়েছে ভগবানের পরিবর্তে কৃষ্ণের নাম রাখা হয়েছে। সুতরাং গীতা পাঠ করেন যারা তাদের বোঝান উচিত। জিজ্ঞাসা করা উচিত পরমপিতা পরমাৎমা শিবের সাথে তোমার কী সম্পর্ক? শিবকে ভগবান বলা হয়। শ্রী কৃষ্ণ তো দৈবীগুণ সম্পন্ন, তার দৈবী রাজধানী ছিল যেখানে সবাই দৈবীগুণ সম্পন্নরা ছিল। এখন তারাই আবার পৃথ্য থেকে পূজারি হয়েছে। সুতরাং প্রথমে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীদের বের করতে হবে। ছারিটি বিগিনস্ অ্যাট হোম। যারা শিবের পূজারী তাদেরও বোঝাতে হবে। শিব আসেন তবেই তো তাঁর জয়ন্তী পালন করা হয়, তিনি পরমপিতা পরমাৎমা। এসে নিশ্চয়ই রাজযোগ শেখান যা অন্য কোনও মানুষ শেখাতে পারে না। কৃষ্ণ বা ব্রহ্মাকে ভগবান বলা যায় না। সবার সঙ্গতি দাতা একজনই বাবা, তিনি জ্ঞানের সাগর হওয়ার কারণে সবার শিক্ষকও বটে। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের হিস্ট্রি-জিয়োগ্রাফী তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ জানেনা। বাবা বলেন আমাকে জ্ঞানের সাগর, চৈতন্য বীজরূপও বলা হয়। এই যে উল্টো বৃক্ষরূপী ঝাড়, তার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান ঐ বীজের মধ্যেই থাকবে সেইজন্মই আমাকে জ্ঞানের সাগর, অলমাইটি অথরিটি বলা হয়। অথরিটি কী? যিনি সমস্ত বেদ, শাস্ত্র, গ্রন্থ ইত্যাদি সব বিষয়ে জ্ঞাত, যা বাচ্চারা তোমাদের বোঝাচ্ছেন। ওরা (ভক্তি মার্গে) শাস্ত্র শোনায় যারা কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলে থাকে। কিন্তু তা তো হতে পারে না। নানারকম ধর্মের মানুষের সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ, তার আয়ু ভাগবতে দীর্ঘ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভাগবত তো কোনো ধর্মশাস্ত্র নয়। গীতা ধর্মশাস্ত্র, যার দ্বারা দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন হয়েছে। ভাগবত, মহাভারত ইত্যাদি দ্বারা কোনও ধর্ম স্থাপন হয়না। সেখানে তো শ্রী কৃষ্ণের হিস্ট্রি বর্ণনা করা হয়েছে। বাবা বোঝান — বাচ্চারা, তোমরা দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীদের বোঝাও যে, তোমরা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেছ। সংযুগে শুধু সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল অন্য কোনও ধর্ম ছিল না। ভারতই স্বর্গ ছিল, যার উচ্চ থেকে উচ্চতর মহিমা করা হয়, আর পরমপিতা পরমাৎমার বার্থপ্লেস (জন্ম ভূমি) যিনি এসে পতিতদের পবিত্র করে তোলেন। শিবের পূজাও এখানেই হয়ে থাকে, জয়ন্তীও এখানেই পালন করা হয়। নিশ্চয়ই তিনি পতিত দুনিয়াতেই আসেন। সবাই আহ্বান করে বলে থাকে — পতিত-পাবন এসো। ভারত পবিত্র ছিল ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করে এসেছে। যারা পবিত্র স্বর্গবাসী ছিল, এখন তারা পতিত নরকবাসী হয়ে গেছে। পবিত্র করেছিল শিববাবা, পতিত বানিয়েছে রাবণ। এই সময়টাই হলো রাবণ রাজ্য। প্রতিটি নরনারী বিকারের বশীভূত। সংযুগে বিকারের অংশমাংশ ছিল না, নিবিকারী ছিল। এখন পতিত হয়ে গেছে তবেই তো আহ্বান করে বলে -- এসো, এসে আমাদের পবিত্র করে তোল।

সংযুগে আমরা যখন পবিত্র ছিলাম, ২১ জন্ম রামরাজ্যে ছিলাম। এখন তো রাবণ রাজ্য, সবাই বিকারগ্রস্ত। বাবা বলেন— কাম মহাশত্রু যা আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখই দিয়ে থাকে। এর উপরেই বিজয় প্রাপ্ত করে পবিত্র হয়ে ওঠে। তোমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে পাপ করেছ, তমোপ্রধান হয়ে গেছ, আত্মার মধ্যে খাদ জমে গেছে। প্রথমে তো গোল্ডেন এজ ছিলে তারপর সিলভার এজ এবং কপার এজ খাদ জমতে-জমতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছ। এ'সবই ভারতের কথা। সংযুগে ৮ জন্ম, তেরতায় ১২ জন্ম তারপর সেই ভারতবাসীরাই চন্দ্রবংশী, বৈশ্যবংশী হয়ে ওঠে। আত্মা অপবিত্র হয়ে যায়। বাবা বলেন আমি কল্পে-কল্পে এসে ভারতকে স্বর্গ করে তুলি, তারপর রাবণ এসে নরক করে তোলে। এভাবেই ড্রামা তৈরি হয়েছে। বাবা বোঝান জ্ঞানের সাগর তো শিববাবা তাইনা। উচ্চ থেকে উচ্চতর শিববাবা সবার পৃথ্য। সর্বপ্রথম তাঁরই

পূজা হয়। তিনি হলেন অসীম জগতের পিতা। নিশ্চয়ই ঊঁনার কাছ থেকেই অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হয়। ভারতবাসীরা ভুলে গেছে, ভগবান এক নিরাকারকেই বলা হয়। মানুষ তাঁকে স্মরণও করে থাকে। এমন নয় যে সবাই ভগবান। একদিকে ভগবানকে স্মরণ করে অন্যদিকে গ্লানিও করে থাকে। একদিকে বলে থাকে সর্বব্যাপী তারপর আবার পতিত-পাবন এসো বলে আহ্বানও করে। বাবা এসে বরহমা শরীর দ্বারা বরহমা মুখ বংশাবলী বরাহমণদেরই বুঝিয়ে থাকেন। এখন তোমরা বরাহমণরা শীঘ্রস্থানীয়। বরাহমণদের উপর শিব। বিরাট রূপে দেবতা, কষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র দেখানো হয়। বরাহমণদের নামই নেই কেননা দেখেছে যে বরাহমণ তো বিকারগ্রস্ত। দেবতাদের থেকে স্রেষ্ঠ কীভাবে বলতে পারে? বাবা বোঝান ওরাও বলে থাকে বরাহমণ দেবী-দেবতায় নমঃ। সঠিকভাবে কেউ-ই জানে না যে এদের রাজ্য কবে ছিল? স্বর্গ কোথা থেকে আসে? এখন তোমরা জান বাবা এসে বরহমা দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা করেন, শঙ্কর দ্বারা নরকের বিনাশ করিয়ে থাকেন। মহাভারতেও লড়াই হয়েছিল তাইনা, যার ফলে স্বর্গের গেট খুলেছিল। মহিমা করে কিন্তু কিছুই জানে না। এটাও দেখানো হয়েছে যে ব্রহ্ম জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা বিনাশের লাভা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল। পূর্বের মতোই এখন সেই পটি চলছে। ৫ হাজার বছর পূর্বেও লড়াই হয়েছিল তখনই পতিত দুনিয়া বিনাশ হয়েছিল। ওরা গীতা জ্ঞান সম্পর্কে যখন কিছু শোনায় বলে থাকে সেখানে তিনটি সেনা বাহিনী ছিল — ইউরোপবাসী যাদব সেনা যারা সায়েন্সে মিসাইল আবিষ্কার করেছে। গীতার সম্পূর্ণ ৫ হাজার বছর পূর্ণ হতে চলেছে। বাবা বলেন এই তিন বাহিনী এখনও আছে। বলাও হয়ে থাকে — বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি অর্থাৎ পরমপিতা পরমাৎমার প্রতি বিপরীত বুদ্ধি (সংশয়, সন্দেহ) জানেই না যে তুমি ছাড়া আর কারো ভালোবাসা নেই। সবার বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি। তোমরা পান্ডবদের প্রীত বুদ্ধি (ঈশ্বরের প্রতি অটুট বিশ্বাস, ভালোবাসা)। তোমরা শিববাবাকেই স্মরণ কর। তোমরা জান শিববাবা আমাদের ২১ জন্মের জন্ম উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন। তোমাদের প্রীত বুদ্ধি এক শিববাবার সাথে। বাদবাকিরা তো বাবাকে জানেই না। সুতরাং তিন বাহিনী হলো না! তোমরা হলে পান্ডব সেনা। অবশ্যই বিনাশের সময়, মৃত্যু সামনেই অপেক্ষা করছে তোমরা জান। শিববাবা বলেন তোমরা পবিত্র হলে নতুন দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। সত্যযুগে একটাই দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল অন্য কোনও ধর্ম ছিল না। এখন অন্যান্য সব ধর্ম আছে কিন্তু আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম আর নেই। নিজেদের দেবী-দেবতা বলে মনেই করে না। বলে থাকে আমরা তো পতিত। দেবতাদের সামনে মহিমা করে — তুমি সর্বগুণসম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ। নিজের সম্পর্কে বলে থাকে আমি বিকারগ্রস্ত, আমি গুণহীন আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই। বাবাকে স্মরণ করে। তোমাদেরও এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। বাবাকে স্মরণ ছাড়া পবিত্র হতে পারবে না, সুতরাং উচ্চ পদও পাবেনা। অপবিত্র দুনিয়ার যখন বিনাশ হবে তখনই দুনিয়াতে শান্তি ফিরে আসবে। মানুষ চেষ্টা করে ভারত এবং বিশ্ব শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্ম। কিন্তু সেটাতো একমাংর বাবাই পারেন। মানুষ তো বিকারগ্রস্ত ওরা শান্তি কীভাবে স্থাপন করবে। ঘরে-ঘরে ঝগড়া। বাবাকে না জানার কারণে সম্পূর্ণ অনাথ হয়ে গেছে। সত্যযুগে সম্পূর্ণ পবিত্রতা, সুখ, শান্তি ছিল। এখন বাবা আবারও সেই পবিত্রতা, সুখ, শান্তি স্থাপন করছেন যা আর কেউ করতে পারে না। ভারতবাসীরা এখন নরকবাসী হয়ে গেছে। যখন স্বর্গে ছিল পূর্নজন্ম স্বর্গেই গ্রহণ করত। এখন পতিত হয়ে গেছে সেইজন্মই পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করে। বাচ্চারা এখন জানে — পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। লৌকিক বাবার কাছ থেকে সীমিত উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হয়। পারলৌকিক বাবার কাছ থেকে এখন তোমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছ। এসবই হলো বোঝার বিষয়। ওটা হলো ভক্তি মার্গ, এ হলো জ্ঞান মার্গ।

তোমাদের খুশি হয় এই ভেবে যে বাবা আমাদের স্বর্গবাসী করে তুলছেন। যারা কল্প পূর্বে স্বর্গবাসী হয়েছিল পুনরায় তারাই আবার হবে। বরাহমণ হওয়া ছাড়া কখনোই দেবতা হতে পারবে না। এ'সবই বোঝার বিষয় না! এখন ভারতে কোনও কলা নেই। কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় সবাই আচ্ছন্ন। বাবা তোমাদের জাগিয়ে তুলেছেন। তোমরা এখানে এসেছ স্বর্গবাসী হতে। বাবা ছাড়া আর কেউ স্বর্গবাসী করে তুলতে পারে না। স্বর্গ বলা হয় সত্যযুগকে। নরক বলা হয় কলিযুগকে। যেমন রাজা রাণী তেমন প্রজা। এখন সবাই বিকার দ্বারা জন্ম গ্রহণ করে, দেবতার কখনও বিকার দ্বারা পূর্নজন্ম নেয় না। বাচ্চারা বাবার কাছে পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করে থাকে কিন্তু চলতে-চলতে পরাজিত হয়ে পড়ে সুতরাং উপার্জনও কমে যায়। বড়ো জোরে চোট পায়। অবাক হয়ে জ্ঞান শোনে, অন্যদেরও শোনায় তারপর চলে যায়। যদিও সাক্ষাৎকার করে কিন্তু সেখানেও মায়ার অবাধ প্রবেশ ঘটে থাকে। যেমন রেডিওতে একে অপরের কথা শুনতে না পেরে মাঝখানে গড়বড় (ভুলভ্রান্তি) করে দেয়। এখানেও এরকমই হয়। যোগে মায়া বিঘন সৃষ্টি করে। সম্পূর্ণ পরিশ্রমতো যোগেই। যোগ ভারতের প্রাচীন বলাও হয়ে থাকে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আমাদের পিতা ঊঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-

১) এক বাবার প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা রেখে সত্য পান্ডব হয়ে উঠতে হবে। মৃত্যু সামনে অপেক্ষা করছে সেইজন্ম পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে হবে।

২) কাম মহাশত্ৰু যা আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দিয়ে থাকে, তার উপর বিজয় প্রাপ্ত করে পবিত্র হতে হবে, স্মরণ দ্বারা বিকারের খাদ বের করে আত্মমাকে গোল্ডেন এজের উপযুক্ত করে তুলতে হবে।

বরদান:-

— মন্মনাভব স্থিতির দ্বারা মনের ভাব জানতে সক্ষম সফলতা স্বরূপ ভব

যে বাচ্চা 'মন্মনাভব'র স্থিতিতে স্থিত থাকে, সে অন্যদের মনের ভাবকেও জানতে পারে। মুখের কথা যেমনই হোক না কেন, সে কী বলতে চাইছে তাকে জানার অভ্যাস করে যাও। প্রত্যেকের মনের ভাবকে বুঝতে পারলে তার যে চাওয়া বা প্রাপ্তির ইচ্ছা আছে, তা পূর্ণ করতে পারবে। এর মাধ্যমে বাচ্চারা তোমরা অবিনাশী পুরুষার্থী হতে পারবে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সাভিসের সফলতা দেখা দেবে এবং পুরুষার্থ স্বরূপের পরিবর্তে সফলতা স্বরূপ হয়ে যাবে।

স্লোগান:-

ঘুমাতে যাওয়ার আগে সবকিছু বাবার কাছে সর্মপণ করে খালি হয়ে গেলে বর্যথ বা বিকারী স্বপ্ন আসবে না।

“মিষ্টি বাচ্চারা - রাবণ তোমাদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, এখন তোমাদের অর্থাৎ ভক্তদের রক্ষক ভগবান এসে গেছেন তোমাদের কষ্ট দূর করতে”

*প্রশ্ন:- সুপুত্র বাচ্চাদের মুখ্য দুটি লক্ষণ বলা ?

*উত্তর:- সুপুত্র বাচ্চারা সর্বদা মাতা-পিতাকে অনুসরণ করে সিংহাসনধারী হবে। সর্বদা পুরুষার্থে ব্যস্ত থাকবে। ২- তার হৃদয়ের সংযোগ বাবার সাথে সত্য থাকবে। সত্য হৃদয়বান সর্বদা শ্রীমত চলবে। আর যদি অন্তরে সত্যতা না থাকে তাহলে স্মরণে থাকতে পারবে না।

*গীত:- ভোলানাথের থেকে অনুপম আর কেউ নেই...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা ভক্তি মার্গের এই গান শুনেছে। ভক্তরা এই গানের অর্থ জানে না। তোমরা ভগবানের সন্তান হয়েছ। ভগবান হলেন ভক্তদের রক্ষক। তোমরাও হলে ভক্তদের রক্ষক। ভক্তদের রক্ষা করো। কি এমন বিপদে পরলে ভক্তরা রক্ষা পাওয়ার জন্যে ভগবানকে আহ্বান করে? রাবণ ভক্তদের খুব দুঃখ দেয়। রাবণ সম্প্রদায় দুঃখের কারণে কষ্ট পায়। তখন ভোলানাথকে স্মরণ করে। তারা হলো রাবণ সম্প্রদায়, এটা হল রাম সম্প্রদায়। ভক্তদের এটা জানাই নেই যে আমাদের রক্ষক কে? যদিও গাইতে থাকে - ভোলানাথ হলেন রক্ষক। কিন্তু কি রক্ষা করেন, এটা জানেনা। বাচ্চারা তোমরা এখন বুঝে গেছো যে ভোলানাথ শিব বাবাই কুসংস্কারীকে শোধরাতে এসেছেন। দুনিয়াতে কারোরই এটা জানা নেই যে - ভগবান কাকে বলা যায়। ভগবানকে যদি জানে তাহলে ভগবানের রচনার আদি-মধ্য-অন্তকেও জানবে। তারা না ভগবানকে জানে, না রচনা সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান আছে। এইজন্য এই রকম মনুষ্য সম্প্রদায়কে অন্ধও বলা যায়। দ্বিতীয় দিকে হলে তোমরা, যাদের এখন দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত হয়েছে। এখন তোমাদের নামই হল - ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী। বোর্ডের উপরেও নাম লাগিয়ে দিয়েছে - ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়। কেবলমাত্র ব্রহ্মাকুমারী হতে পারেনা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা আছেন তাই না। পিতার কাছে বাচ্চা আর বাচ্চি (কন্যা) দূরকমই হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মারই এত অসংখ্য বাচ্চা হতে পারে। তাই বুঝতে হবে যে ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। এটাও জানে যে - ব্রহ্মা-বিশ্ব-শংকরের রচয়িতা হলেন এক বাবা, যাকে নিরাকার বলা যায়। তিনি হয়ে গেলেন অসীম জগতের বাবা। এটাও জানো যে, পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা রচনা রচিত করেন। সব রচনা এঁনারই। সকল মানুষ মাত্রই বাস্তবে হলো শিব বংশী। এখন তোমরা এসে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হয়েছ। এটা হল নতুন রচনা। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা রচনা রচিত করেন, তাই তোমাদেরকে ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী বলা যায়। এত অসংখ্য বাচ্চা আছে, তারা অবশ্যই অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। বাচ্চারা জানে যে, আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী, শিব বাবা আমাদের দত্তক নিয়েছেন। শিব বাবা বলেন যে, তোমরা হলে আমার বাচ্চা। তোমরা আত্মারাও নিরাকার ছিলে। কিন্তু জ্ঞান তো সাকারেই চাই। তোমরা জানো যে আমরা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ছিলাম। ব্রহ্মার দ্বারা রচনা এখানেই হয়। শিব জয়ন্তীও এখানেই পালন করা হয়। এখানে মগধ দেশেই জন্ম নিয়েছিলে। বাবা বলছেন যে - এই দেশ অত্যন্ত পবিত্র স্বর্গ ছিল। এখন একে নরক, মগধ দেশ বলা যায়। পুনরায় স্বর্গ হবে। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে শিব বাবা আমাদেরকে পুনরায় রাজযোগ শিখিয়ে পবিত্র বানাচ্ছেন। গাইতেও থাকে যে - পতিতপাবন ভক্তদের রক্ষক হলেন ভগবান। ভক্তরাই আহ্বান করে। পতিত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে পতিত মনে করে না। বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমরা সবাই এখন পতিত হয়ে গেছ। পবিত্র দুনিয়া সত্যযুগকে, পতিত দুনিয়া কলিযুগকে বলা যায়। বাবা তোমাদের সব সত্য কথা বলছেন। লক্ষ বছরের তো কোনও জিনিসই হয়না। মনুষ্য ঘোর অন্ধকারে আছে। মনে করে যে - কলিযুগ এখন ছোট বাচ্চা। আর তোমরা জানো যে মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার আর আলোর জগৎ -এর বর্ণনা সঙ্গম যুগেই করা যায়। এখন তোমরা ঘোর প্রকাশে এসেছো। সত্যযুগে তোমরা এটা বর্ণনা করতে পারবে না। সেখানে এই জ্ঞানই থাকবেনা। এই সময় বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, তোমরা সত্য যুগে সূর্যবংশী পরিবারে ছিলে, পুনরায় অস্ত্রে এসে শূদ্র বংশী পরিবারের হয়েছ। এখন পুনরায় ব্রাহ্মণ বংশী হয়েছ। এখন তোমরা হলে সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কুলের, তোমরা হলে উচ্চ থেকেও উচ্চতর। এটা হল ঈশ্বরীয় কুল তাই না। বাবার কাছে আসে তো বাবা জিজ্ঞাসা করেন - কার কাছে এসেছ? তখন বলে যে বাবার কাছে। বাবা হলেন দুটি - এক হলে লৌকিক, অন্যটি হলো পারলৌকিক। সকল শালীগ্রামের বাবা হলেন এক শিব। তোমাদের বুদ্ধিতে এটা আসতে থাকে। আমরা হলাম এক বাবার বাচ্চা, যার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। নিরাকার উত্তরাধিকার তো সাকারের দ্বারাই প্রদান করবেন, তাই না! বাবা নিজে বলছেন যে - আমি সাধারণ

শরীরে প্রবেশ করি। এখন বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন যে - বাচ্চারা দেহি-অভিমানী ভব। নিজেকে আত্মা মনে করো। এই দেহ হলো বিনাশী। আত্মা হলো অবিনাশী, আত্মাকেই ৮৪ জন্ম নিতে হয়, দেহকে নয়। দেহ পরিবর্তন হতে থাকে। পুনরায় ভিন্ন মিত্র-সম্বন্ধীদের সঙ্গে পরিচয় হয়। এখন আত্মাকে অসীম জগতের বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে হবে। পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা তোমরাই শুনে পুনরায় ধারণ করছো। সংস্কার তোমাদের আত্মাতেই আছে। আত্মাতেই সংস্কার থাকে। এরকম নয় যে শরীরের সংস্কার বলা যায়। না, তোমাদের আত্মার সংস্কার এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। তাকে এখন পরিবর্তন করতে হবে। কায়া কল্পতরু বলা হয়। কায়া কল্প বৃক্ষের সমান হয়। আয়ুও অনেক বড় হয়। তোমরা জানো যে - এখানে তো আয়ু অত্যন্ত অল্প হয়। অল্প আয়ুতেই বসে বসে অকালে মৃত্যু হয়ে যায়। এখন তোমরা কালের উপর বিজয় প্রাপ্ত করছ। সেখানে কাল কখনও থাকেনা। অকালে কখনোই শরীর ত্যাগ হবে না। তোমরা জানো যে এখন এই শরীর বৃদ্ধ হয়ে গেছে। একে ছেড়ে নতুন নিতে হবে। শরীর ছাড়ার সময়ও বাজনা বাজতে থাকে, আবার জন্ম নেওয়ার সময় বাজনা বাজতে থাকবে। সেখানে কাল্পকাটি করার কথাই থাকবে না। তোমাদেরকে ভ্রমরীর মত বোঝানো হয়েছে। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী। ব্রাহ্মণী আর ভ্রমরীর রাশি একই। যে কাজ ভ্রমরী করে, সেই কাজ তোমরাও করো। আশ্চর্যের বিষয়, তাই না। ভ্রমরীর দৃষ্টান্ত, কচ্ছপের, সাপের দৃষ্টান্ত এইসব শাস্ত্রে আছে। সন্ন্যাসী প্রভৃতির এইরকম উদাহরণ দিয়ে থাকেন। এখন বাচ্চারা তোমরা বাবার দ্বারা এই সবকিছুই বুঝতে পারছ। সেটা তো হল ভক্তিমার্গ। অতীতের গায়ন করা, পুনরায় পরবর্তীকালে এর গায়ন হবে। এই সময়ই বাবা এঁনার এই শরীরে আসেন। এঁনাকে অর্থাৎ ব্রহ্মাকে ভগবান বলা যায়না। তাহলে তো অন্ধশ্রদ্ধা হয়ে যায়। এইরকমও মানুষ আছে যারা রামকে, কৃষ্ণকে ভগবান মনে করে। কৃষ্ণের জন্য, রামের জন্য বলে দেয় যে তারা তো হলেন সর্বব্যাপী। কেউ কৃষ্ণ পন্থী, কেউ রাম পন্থী হয়ে থাকে। রামে পন্থীরা বলে যে সর্বত্র রামাই রাম। কৃষ্ণ পন্থীরা বলবে, যেকোনো দেখো কৃষ্ণই কৃষ্ণ। রাম পন্থীরা রামই রাম বলে থাকে। মনে করে রাম কৃষ্ণের থেকেও বড়, কেননা রামকে ত্রেতাতে আর কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। কতই না অজ্ঞান হয়ে গেছে। বাচ্চারা এখন বাবা তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। কত অসংখ্য ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী আছে, অবশ্যই অসীম জগতের বাবাও হবেন। তোমরা যে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারো যে প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম কি কখনো শুনেছো? বাবা স্বর্গের নতুন রচনা রচিত করছেন। গাওয়াও হয় যে ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ। যতক্ষণ তোমরা সব ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা মুখ বংশাবলি না হবে, ততক্ষণ ঠাকুর দাদার থেকে উত্তরাধিকার নিতে পারবে না। অসীম জগতের বাচ্চাদের অসীম জগতের উত্তরাধিকার বাবার থেকেই প্রাপ্ত করতে হবে। নিয়েও ছিলে প্রতিকল্পে। বরাবর স্বর্গবাসী ছিলে। এখন নরক বাসি হয়ে গেছ। এখন পুনরায় প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা পরমপিতা পরমাত্মা স্বর্গ রচনা করছেন। কতইনা সহজ বিষয়। শিব বাবা জিজ্ঞাসা করছেন - পূর্বে তোমাদের মধ্যে এই জ্ঞান ছিল? এঁনার আত্মাই বলে যে আমার মধ্যে এই জ্ঞান ছিল না। আমিও বিষ্ণুর পূজারী ছিলাম। আমরা যারা পূজ্য ছিলাম তারাই এখন পূজারী হয়ে গেছি। এখন পুনরায় বাবা এসে পূজারী থেকে পূজ্য দেবতা তৈরি করছেন। বাচ্চারা তোমাদেরকে অন্তর থেকে খুশিতে থাকতে হবে। পরমপিতা পরমাত্মা এসে আমাদেরকে দত্তক নিয়েছেন। মানুষ মানুষকে দত্তক নেয়, তাইনা। অনেক মানুষ আছে যাদের নিজের কোনও বাচ্চা হয় না তাই দত্তক নেয়। এখন বাবা জানেন যে আমার বাচ্চারা সবাই রাবণের হয়ে গেছে, এই জন্য আমাকে এসে পুনরায় দত্তক নিতে হয়। ব্রহ্মার দ্বারা নিজের বাচ্চাদেরকে দত্তক নিয়েছেন। এই দত্তক নেওয়া কতই না আশ্চর্য পূর্ণ! তোমরাই জানো যে - শিব বাবা আমাদেরকে ব্রহ্মার দ্বারা দত্তক নিয়েছেন। শিব বাবা বলছেন যে- বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে দত্তক নিয়েছি তোমাদেরকে অসীম জগতের সুখের উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য। এই ব্রহ্মা তো তা দিতে পারবে না। ইনিও তো হলেন মানুষ, প্রজাপিতা ব্রহ্মা। মানুষ এই জ্ঞান দিতে পারবে না। জ্ঞানের সাগর নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাই বসে এই জ্ঞান প্রদান করছেন। ব্রহ্মাকে অথবা বিষ্ণুকে জ্ঞানের সাগর বলা যায় না। এই তিনজনের মহিমা হল আলাদা। জ্ঞান সাগর পতিতপাবন হলেন এক বাবা। সমগ্র দুনিয়ার মানুষ মাত্রই তাঁকে আহ্বান করে। ইংরেজিতে বলা হয় তিনি হলেন লিট্রের অর্থাৎ মুক্তিদাতা। যার থেকে দুঃখ প্রাপ্ত হয় তার সাথে লিট্রের অর্থাৎ মুক্ত করা হয়। বাবাও এখানে এসে রাবণের থেকে আমাদের মুক্ত করছেন। রাবণ রাজ্য এখানেই আছে। এখানেই রাবণকে জ্বালানো হয়। জ্বালিয়ে পুনরায় বলে যে সোনার লক্ষা লুট করতে যাব। তাদের তো কিছুই জানা নেই। রাবণ কি জিনিস, কবেকার এই শত্রুতা। মনে করে রামের সীতা চুরি হয়েছিল। এটা বুঝতে পারে না যে আমরা সবাই হলাম সীতা। আমরা এখন রাবণের জেলে ফঁসে আছি। এই জ্ঞান কারোর মধ্যে নেই। গল্পকথা বসে শোনায। শিব বাবা বলেন যে আমি দূর দেশের অধিবাসী, এখানে এসেছি এই পরের দেশে। এটা হল পতিত দুনিয়া, পুরানো তাই না। এটা হল রাবণের দুনিয়া। আহবানও করে যে, হে বাবা এসো। আমরা পতিত হয়ে গেছি। বাবা বলছেন যে - তোমাদেরকে পবিত্র বানাতে আমাকে এই পতিত দুনিয়াতে আসতেই হয়। আর আমাকে আসতেই হয় সেই শরীরে যে প্রথম নম্বরের পবিত্র ছিল। যে সুন্দর ছিল। সে-ই এখন শ্যাম হয়ে গেছে। কতই না আশ্চর্যের বিষয়! কৃষ্ণকে শ্যামসুন্দর কেন বলা হয় এটা কারোর জানা নেই। এক কৃষ্ণকেই কি সর্পদংশন করেছিল? সত্যযুগে খোড়াই সাপ ইত্যাদি হবে। বাবা বলছেন যে, এই অন্তিম জন্ম আমার কারনে পবিত্র হও,

তাহলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করো আর পবিত্র হও। অল্ফকে স্মরণ করো তাহলে বে অর্থাৎ বাদশাহী তোমাদের হয়ে যাবে। এটাই হলো সহজ রাজযোগ, সহজ রাজত্ব। বাচ্চা জন্মালেই উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। এখানেও বাচ্চারা জানে যে আমরা বাবার হয়েছি, তাই স্বর্গের রাজত্ব আমাদের অধিকার। এখন বাবা বলছেন যে সতোপ্রধান থেকে তোমরা তমোপ্রধান হয়ে গিয়েছিলে, পুনরায় সতোপ্রধান হতে হবে। যোগ আর জ্ঞান শেখাতে এক সেকেন্ড লাগে। বাচ্চা জন্ম হওয়া আর উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা। তোমরা বাবার হয়েছে তাই রাজধানীর উত্তরাধিকার তোমাদের। কিন্তু সবাই তো আর রাজা রানী হবে না। এটা হল রাজযোগ। রাজা, রানী, প্রজা, ধনী-গরিব সবই চাই। এইজন্য রুদ্র মালা তৈরি হয়। যেটাকে ভক্তি মার্গে জপ করতে থাকে। তোমরা জানো যে আমরা এখন রাজযোগ শিখতে এসেছি। মাতা-পিতাকে অনুসরণ করে সর্বপ্রথম সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী হবে। সুপুত্র বাচ্চা তারাই, যারা মাতা-পিতাকে অনুসরণ করে সিংহাসনে আসীন হবে। অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা বলছেন যে আমাকে স্মরণ করো, বাচ্চারা করেই না, শ্রীমতে চলেই না। অন্তরে সত্যতা নেই। হৃদয় সত্য হলে তো শ্রীমতে চলতে পারবে। বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। শ্রীমতের আধারেই তোমাদের ঠাকুরদাদার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মা স্বর্গের উত্তরাধিকার দিতে পারেনা। ঠাকুরদাদার উপার্জনের উপর নাতিদের অধিকার থাকে। বাবার উপার্জনের উপর বাচ্চারা ভাগীদার হয় তাই অধিকার থাকে। এখানে তোমাদের শিব বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানের রত্ন বাবার দ্বারাই প্রাপ্ত হয়।

তোমরা জানো যে - আমরা ব্রাহ্মণেরাই তথা দেবী দেবতা হব। জগদম্বা কে? বাবা বোঝাচ্ছেন যে - ইনি ব্রাহ্মণী ছিলেন, জ্ঞানেশ্বরী ছিলেন পুনরায় রাজ-রাজেশ্বরী হবেন। তোমরাও এইরকম হচ্ছে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) আত্মার মধ্যে যে তমোপ্রধানতার সংস্কার আছে, সেটা স্মরণে শক্তির দ্বারা পরিবর্তন করতে হবে। সতোপ্রধান হতে হবে।

২) বাবার থেকে রাজত্বের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্যে সর্বদা সুপুত্র হয়ে শ্রীমতে চলতে হবে। সত্য বাবার কাছে সর্বদা সত্য থাকতে হবে। মাতা-পিতাকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে হবে। জ্ঞান রত্নের দান করতে হবে।

বরদানঃ:- সহযোগের শক্তির দ্বারা অসহযোগীদেরকে সহযোগী বানিয়ে নেওয়া বাবার সমান পরোপকারী ভব সহযোগীদের সাথে সহযোগী হওয়া - এটা কোনও মহান বীরত্ব নয়, কিন্তু যেসকল বাবা অপকারীদেরও উপকার করেন এই রকম তোমরা, বাচ্চারাও বাবার সমান হও। কেউ যতই অসহযোগী হোক, তোমরা তোমাদের সহযোগের শক্তির দ্বারা অসহযোগীকে সহযোগী বানিয়ে দাও, এই রকম চিন্তা করো না যে এই কারণের দ্বারা এ উন্নতি করতে পারছে না। দুর্বলকে দুর্বল মনে করে ছেড়ে দিও না, বরং তাকে বল প্রদান করে বলবান বানাও। এই কথার উপর অ্যাটেনশন দাও, তাহলে সেবার প্ল্যান রূপী গহনার ওপর হীরে ঝলমল করবে অর্থাৎ সহজেই প্রত্যক্ষতা হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- ক্রোধের কারণ হলো স্বার্থ বা ঈর্ষা - এটাই হলো বিরক্তিভাবের কারণ, প্রথমে একেই সমাপ্ত করো।

“মিষ্টি বাচ্চারা - নিজেকে জিজ্ঞাসা করো আমি কর্মেন্দ্রিয়-জিৎ হয়েছি, কোনও কর্মেন্দ্রিয় আমাকে ধোঁকা দেয় না তো !”

*প্রশ্ন:- কর্মাজীত হওয়ার জন্য বাচ্চারা তোমাদের নিজের কাছে কোন প্রতিজ্ঞাটি করা উচিত ?

*উত্তর:- নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করো যে কোনও কর্মেন্দ্রিয় কখনও চলমান হতে পারবে না। আমাকে আমার কর্মেন্দ্রিয় গুলি বশ করতে হবে। বাবা যা নির্দেশ দিয়েছেন, সেসব পালন করতে হবে। বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, কর্মাজীত হতে হবে, তাই কোনও কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিকর্ম করবে না। মায়া খুব প্রবল। চোখ দুটি ধোঁকা দেয়, তাই নিজেকে সামলে রাখো।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, তোমরা আত্ম - অভিমानी হয়ে বসেছো? নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, প্রতিটি কথা নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। বাবা যুক্তি বলে দেন যে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো আত্ম-অভিমानी হয়ে বসেছো ? বাবাকে স্মরণ করো? কারণ এ হল তোমাদের রূহানী সেনা অর্থাৎ আত্মিক সেনা। ওই সেনাবাহিনীতে কেবল যুবক ভর্তি হয়। এই সেনায় ১৪-১৫ বছরের যুবকও আছে তো ৯০ বছরের বৃদ্ধও আছে, ছোট বাচ্চারাও আছে। এই সেনাটি হল মায়াকে পরাজিত করার সেনা। প্রত্যেককে মায়ার উপরে জয় লাভ করে বাবার কাছে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে । কারণ মায়া খুব প্রখর। বাচ্চারা, নিজেরা জানে মায়া খুব বলশালী। প্রত্যেকটি কর্মেন্দ্রিয় খুব ধোঁকা দেয়। সবচেয়ে প্রথমে বেশিরভাগ সময় ধোঁকা দেয় কোন কর্মেন্দ্রিয়টি ? চোখ দুটিই সবচেয়ে বেশি ধোঁকা দেয়। নিজের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অন্য কাউকে সুন্দর দেখলে আকৃষ্ট হবে। চোখ দুটি খুব ধোঁকা দেয়। ইচ্ছে হবে স্পর্শ করার। আত্মারূপী বাচ্চাদের বোঝানো হয় - সর্বদা বুদ্ধির দ্বারা এই কথা বুঝবে যে আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার- কুমারী ভাই-বোন, এতেই মায়া খুব গুপ্তভাবে ধোঁকা দেয়, তাই কর্মের চার্টে লেখা উচিত - আজ সারাদিন কোন কর্মেন্দ্রিয় গুলি আমাদের ধোঁকা দিয়েছে ? সবচেয়ে বড় শত্রু হল এই চোখ দুটি। অতএব এই রূপ লেখা উচিত - অমুককে দেখেছি, আমাদের দৃষ্টি সেই দিকে গেছে। সুরদাসের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, তাইনা। নিজের চোখ দুটি নষ্ট করে দিল। নিজের পরীক্ষা করলে দেখবে চোখ দুটি বেশি ধোঁকা দেয়। নিজের স্ত্রী ব্যতীত অন্য সুন্দর স্ত্রী দেখলে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। কেউ ভালো গান করে, কেউ ভালো শৃঙ্গার করে তো চোখ দুটি অবিলম্বে সেই দিকে চলমান হবে। তাই বাবা বলেন, এই চোখ খুব ধোঁকা দেয়। যদিও ভালো সার্ভিস করে কিন্তু চোখ দুটি ধোঁকা দেয়। এই শত্রুর প্রতি সতর্ক থাকবে। নাহলে আমরা নিজেরাই নিজেদের পদ ভ্রষ্ট করবো। যে বুদ্ধিমান বাচ্চারা আছে তাদের নিজের নিজের ডায়রিতে নোট করা উচিত - অমুককে দেখে আমার দৃষ্টি চলমান হয়েছে তখন নিজেই নিজেকে দন্ড দাও। ভক্তিমাগেও পূজার সময় বুদ্ধি অন্য দিকে বিচরণ করলে নিজেদেরকে চিহ্নটি দিয়ে সতর্ক করে। অতএব যখন এমন কোনো স্ত্রী সম্মুখে এসে যায় তখন এড়িয়ে চলা উচিত। দাঁড়িয়ে দেখা উচিত নয়। চোখ দুটি খুব ধোঁকা দেয় তাই সন্ধ্যাসীরা চোখ বন্ধ করে বসে। স্ত্রীকে পিছনে, পুরুষকে সামনে বসানো হয়। অনেকে এমন আছে যারা স্ত্রীকে দেখেই না। বাচ্চারা, তোমাদেরকে তো অনেক পরিশ্রম করতে হবে। বিশ্বের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করা কম কথা নয়। তারা তো ১০, ১২, ২০ হাজার, এক-দুই, লক্ষ কোটি একত্র করে শেষ হয়ে যাবে। বাচ্চারা, তোমাদের তো অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। সব কিছু প্রাপ্তি হয়ে যায়। এমন কোনো জিনিস থাকে না যা প্রাপ্তির জন্য মাথা ঘামাতে হয়। কলিযুগের অন্ত এবং সত্যযুগের আদিতে রাত-দিনের তফাৎ আছে। এখানে তো কিছুই নেই।

এখন তোমাদের এই হল পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। পুরুষোত্তম শব্দটি অবশ্যই লিখতে হবে। মানুষ থেকে দেবতা করতে বেশী সময় লাগে না....। তোমরা হলে এখন ব্রাহ্মণ । মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে আছে। অনেকে আছে যারা স্বর্গ দেখবে না। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমাদের ধর্ম অনেক সুখ প্রদান করে। মানুষ তো জানেনা। ভারতবাসী ভুলে গেছে স্বর্গ কি জিনিস। খ্রিস্টানরাও বলে হেভেন ছিল। এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে গড-গডেজ বলে, তাইনা। নিশ্চয়ই গড স্বয়ং এমন স্বরূপ প্রদান করেছেন। অতএব বাবা বোঝান - অনেক পরিশ্রম করতে হবে। রোজ নিজের কর্মের চার্ট দেখো। কোন কর্মেন্দ্রিয়টি আমাদের ধোঁকা দিয়েছে ? মুখও ধোঁকা দেয়। আগে কোর্ট বসানো হত। সবাই নিজের ভুল স্বীকার করতো। আমি অমুক জিনিস লুকিয়ে খেয়েছি। ভালো ঘরের কন্যারা বলে দিতো, এমন ভাবে মায়া আঘাত করে। লুকিয়ে খাওয়াও একপ্রকার চুরি। তাও শিববাবার যজ্ঞের থেকে চুরি - খুব খারাপ কাজ। এক টাকার চোর হলেও চোর, লাখ টাকার চোর হলেও চোর । মায়া নাক দিয়ে ধরে। এই স্বভাব খুব খারাপ। খারাপ স্বভাব থাকলে আমরা কি রূপ ধারণ করবো! স্বর্গে যাওয়া কোনো বড় কথা নয়। কিন্তু সেখানে পদ মর্যাদা তো আছে, তাইনা। কোথায় রাজা কোথায় প্রজা। কতখানি তফাৎ হয়ে যায় ।

সুতরাং কর্মেন্দ্রিয় গুলি খুব ধোঁকা দেয়। খুব সতর্ক থাকা উচিত। উঁচু পদের অধিকারী হওয়ার জন্য বাবার নির্দেশ অনুসারে পুরোপুরি চলতে হবে। বাবা নির্দেশ দেবেন মায়া মাঝে মাঝে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। বাবা বলেন - ভুলে যেও না, তা নাহলে শেষ সময়ে অনুশোচনা হবে। ফেল হওয়ার সাক্ষাৎকারও হবে। এখন তোমরা বলো আমরা নর থেকে নারায়ণ হবো। কিন্তু নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, নিজের কর্মের চার্ট দেখাও। অনেকে আছে, যারা খুব কষ্ট করে বুঝে সেসব ব্যবহার করে। কিন্তু বাবা বলেন এর দ্বারা তোমাদের উন্নতি হবে। পুরো দিনের কর্মের চার্ট লেখা উচিত। এই চোখ দুটি খুব ধোঁকা দেয়। কাউকে দেখলে চিন্তন চলবে, অমুকে খুব ভালো, তারপর তা সাথে কথা বলতে চাইবে। ইচ্ছে হবে - কিছু উপহার দিতে, খাওয়াতে, এই সব চিন্তন চলতে থাকবে। বাচ্চারা বুঝতে পারে এতেই অনেক পরিশ্রম আছে। কর্মেন্দ্রিয়গুলি খুব ধোঁকা দেয়। রাবণ রাজ্য তাইনা। বাবা বলেন - সেখানে চিন্তার কোনো কথা থাকে না কারণ রাবণ রাজ্যই নেই। চিন্তার কথাই নেই। সেখানেও যদি চিন্তা থাকে তাহলে তো নরক আর স্বর্গে তফাৎ রইলো কোথায়? তোমরা বাচ্চারা খুব-খুব উঁচু পদের অধিকারী হওয়ার জন্য ভগবানের কাছে পড়াশোনা কর। বাবা বোঝান - মায়া নিন্দে করায়। তোমরা অপকার করো, আমি উপকার করি। বাচ্চারা, তোমরা যদি কু দৃষ্টি রাখবে তাহলে নিজেরই ক্ষতি করবে। লক্ষ্য খুব উঁচু, তাই বাবা বলেন - নিজের কর্মের চার্ট (পোতামেল) লেখো। কোনো বিকর্ম কি করেছি? কাউকে ধোঁকা দিয়েছি কি? এখন বিকর্মজিত হতে হবে। বিকর্মজিত এর সম্বন্ধে এর কথা কেউ জানেনা, কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানো। বাবা বুঝিয়েছেন - বিকর্মজিত হয়ে তারপর ৫ হাজার বছর পার হয়ে গেছে, বিকর্ম করে বাম মার্গে যায়। কর্ম, অকর্ম, বিকর্ম শব্দগুলি তো আছে, তাইনা। মায়ার রাজ্যে মানুষ যা কর্ম করে, সেসব বিকর্মই হয়। সত্যযুগে বিকার থাকে না। তখন বিকর্মও হয় না। এই কথাও তোমরা জানো, কারণ তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত কর। তোমরা ত্রি-নেত্রী হয়েছো। অতএব ত্রিকালদর্শী, ত্রিনেত্রী রূপে পরিণত করেন বাবা। তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েছো তখন ত্রিকালদর্শী হয়েছো। সম্পূর্ণ ড্রামার রহস্য বুদ্ধিতে আছে। মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতন, ৮৪-র চক্র তারপরে অন্য ধর্ম বুদ্ধি পায়। তারা সদগতি করতে পারে না। তাদের গুরুও বলা যাবে না। সর্বজনের সদগতি করেন একমাত্র বাবা। এখন সবারই সদগতি হবে। তাদের ধর্ম স্থাপক বলা হয়, গুরু নয়। ধর্ম স্থাপক ধর্ম স্থাপন করতে নিমিত্ত হয়। সদগতি করতে নয়। তাদের স্মরণ করলে সদগতি প্রাপ্ত হয় না। বিকর্ম বিনাশ হয় না। সেসব হল ভক্তি। অতএব বাবা বোঝান মায়া খুব প্রবল, এই নিয়েই যুদ্ধ। তোমরা হলে শিব শক্তি পাওব সেনা। তোমরা সবাই হলে পান্ডা। শান্তিধাম, সুখধামের রাস্তা বলে দাও। তোমরা হলে গাইড। তোমরা বলো - বাবাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে এবং অন্য দিকে যদি কোনো পাপ কর্ম করবে তো একশত গুণ পাপ জমা হবে। যত খানি সম্ভব কোনো বিকর্ম করা উচিত নয়। কর্মেন্দ্রিয় গুলি খুব ধোঁকা দেয়। বাবা প্রত্যেকের আচরণ দেখে বুঝতে পারেন। বাচ্চাদের সম্মুখে মায়ার অনেক ঝড় আসে। স্ত্রী-পুরুষ ভাবেই ঝড় আসে। অতএব এই দুটি চোখের উপরে অধিকার থাকা উচিত। আমরা তো শিববাবার সন্তান। বাবার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করে রাখি বেঁধে নেওয়ার পরেও মায়া ধোঁকা দেয়, তখন মুক্ত হতে পারে না। কর্মেন্দ্রিয় গুলি যখন বশীভূত হবে তখন কর্মজীত অবস্থা হতে পারে। বলা তো সহজ আমরা লক্ষ্মী-নারায়ণ হবো কিন্তু তার জন্য বোধ চাই তাইনা। বাবা বলেন নির্দেশ গুলি পালন করো। বাবা-বাবা করতে থাকো। বাবার কাছে আমরা সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবো। এমন টিচার কখনও কোথাও পাবে না। এই সব কথা দেবতারো জানবে না তো পরে আসা ধর্মের মানুষ কীভাবে জানবে। বাবা বলেন আমি যদি কিছু বলি তবু বুঝবে যে শিববাবা বলছেন। এমন ভেবো না ব্রহ্মাবাবা বলছেন। এই হল আমার রথ, ইনি কি করেন, বাচ্চারা তোমাদের রাজস্ব তো আমি প্রদান করি। এই রথ নয়। ইনি তো হলেন বেগার। ইনি বাবার কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেন। যেমন তোমরা পুরুষার্থ কর ইনিও তেমনই করেন। ইনিও স্টুডেন্ট লাইফে আছেন। এই রথ লোনে নিয়েছি, তমোপ্রধান দেহ। তোমরা পূজ্য দেবতা হওয়ার জন্য, মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য পড়াশোনা করছো। কারো ভাগ্যে নেই তো বলে আমার সন্দেহ হয়, শিববাবা কীভাবে এসে পড়ান। আমি তো বুঝতে পারি না। বাবার স্মরণ ব্যতীত বিকর্ম বিনাশ হবে না। পুরো দল্ড ভোগ করতে হবে। এই রাজ্য স্থাপন হচ্ছে। রাজাদের অনেক দাসী থাকে। বাবা তো রাজাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দাসী তো পণ স্বরূপ দেওয়া হয়। এখানেই এত দাসী আছে তো সত্য যুগে কতগুলি থাকবে। এও রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। বাবা জানেন কি কি কর্ম করছে। প্রত্যেকের কর্মের চার্ট দেখে বাবা বলতে পারেন। এই সময় মৃত্যু হলে কি স্বরূপ ধারণ হবে! কর্মজীত অবস্থাকে শেষে সবাই নম্বর অনুসারে প্রাপ্ত করবে। সুতরাং এই হল উপার্জন। মানুষ তো উপার্জন করতেই ব্যস্ত থাকে। খাবার খেতে থাকবে, কানে ফোন থাকবে। এমন মানুষ জ্ঞান অর্জন করে না। এখানে গরিব সাধারণ মানুষ ই আসে। ধনী মানুষ বলবে, সময় নেই। আরে, শুধু বাবাকে স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। অতএব বাবা মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদেরকে বার-বার বোঝান। প্রত্যেককে এই বার্তা শোনাতে হবে যাতে এমন একজনও কেউ না থেকে যায় যে বলবে আমরা জানি না শিববাবা এসেছেন। সারাদিন বাবা বাবা করতে থাকো। অনেক কন্যারা খুব স্মরণ করে। শিববাবা বললেই অনেক বাচ্চাদের ভালোবাসার অশ্রু বয়ে যায়। কবে গিয়ে দেখা করবো! দেখা না হয়ে থাকলে কষ্ট পায় আর যারা দেখেছে তারা মানতে চায় না। তারা দূরে বসে অশ্রু ঝরায়। ওয়ান্ডার তাই না। ব্রহ্মার সাক্ষাৎকার অনেকেরই

হয়। ভবিষ্যতে অনেকের সাক্ষাৎকার হবে। মানুষ মরার সময় সবাই এসে বলে ভগবানকে স্মরণ করো। তোমরাও শিববাবাকে স্মরণ করো। বাবা বলেন - বাচ্চারা, পুরুষার্থ করে মেকাপ করে নাও। সময় পেলেই মেকাপ করো। উপার্জন তো বিশাল। অনেকে তো এমন আছে যতই বোঝাও, কিছু বোঝে না। বাবা বলেন, এমন হয়ো না। নিজের কল্যাণ করো। বাবার শ্রীমং অনুসারে চলো। তোমাদেরকে বাবা পুরুষদের মধ্যে উত্তম বানাচ্ছেন। এ হল মুখ্য উদ্দেশ্য। বাবা সার্ভিস করার জন্য অনেক যুক্তি বলে দেন। বার্তা তো সবাইকে শোনাতে হবে। তারা বুঝবে এরা কথা তো যথাযথভাবে সত্য বলছে। এই যুদ্ধের দ্বারা বিশেষভাবে ভারতে, সাধারণভাবে সম্পূর্ণ বিশ্বে সুখ-শান্তি স্থাপন হয়। এমন এমন লিফলেট সব ভাষায় প্রিন্ট করা উচিত। ভারত তো বিশাল তাইনা। প্রত্যেকের জানা দরকার - যাতে কেউ না বলতে পারে আমরা তো জানি না। তোমরা বলবে আরে, বিমান দ্বারা কাগজ ছড়ানো হল, খবরের কাগজে ছাপানো হল, তবু তোমরা জাগলে না। এও দেখানো হয়েছে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজের খারাপ স্বভাব যা আছে - সেসব পরীক্ষা করে দূর করবার পরিশ্রম করতে হবে। নিজের কর্মের সত্য চার্ট (পোতামেল) রাখতে হবে। বাবার নির্দেশ অনুসারে চলতে হবে।

২) এমন কোনও কর্ম করবে না, যাতে বাবার নাম খারাপ হয়। নিজের উন্নতির খেয়াল রাখতে হবে। একটুও কু দৃষ্টি যেন না থাকে।

বরদানঃ-

দেহ-অভিমানের ত্যাগের দ্বারা শ্রেষ্ঠ ভাগ্য নির্মাণকারী সর্ব সিদ্ধি স্বরূপ ভব দেহ-অভিমানের ত্যাগ করলে অর্থাৎ দেহী-অভিমानी হলে বাবার সর্ব সম্বন্ধের, সর্ব শক্তির অনুভব হয়, এই অনুভবই হল সঙ্গমযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্য। বিধাতা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া এই বিধিটি ব্যবহার করলে বৃদ্ধিও হবে এবং সর্ব সিদ্ধিও প্রাপ্ত হবে। দেহধারীর সম্বন্ধ বা স্নেহে তো নিজস্ব রাজমুকুট, সিংহাসন এবং নিজ প্রকৃত স্বরূপ ত্যাগ করেছ, তাহলে কি বাবার স্নেহে দেহ-অভিমানের ত্যাগ করতে পারবে না! এই একটি ত্যাগের দ্বারা সর্ব ভাগ্য প্রাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ-

ক্রোধ মুক্ত হওয়ার জন্যে স্বার্থ ত্যাগ করে নিঃস্বার্থ হও, ইচ্ছা গুলির রূপ পরিবর্তন করো।

"নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ী রত্নদের লক্ষণসমূহ"

আজ বাপদাদা তাঁর চতুর্দিকের নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী বাচ্চাদেরকে দেখছেন। প্রতিটি বাচ্চার নিশ্চয়ের লক্ষণসমূহকে দেখছেন। নিশ্চয়ের বিশেষ লক্ষণসমূহ হল - ১) যেমন নিশ্চয় তেমন কর্মে, বাণীতে সকল সময় চেহারায়ে আত্মিক নেশা প্রতিভাত হবে। ২) প্রতিটি কর্মে, সংকল্পে, বিজয় সহজ প্রত্যক্ষ ফলের রূপে অনুভূত হবে। পরিশ্রমের রূপে নয়, বরং প্রত্যক্ষ ফল বা অধিকারের রূপে বিজয় অনুভব হবে। ৩) নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য, শ্রেষ্ঠ জীবন বা বাবা এবং পরিবারের সম্বন্ধ - সম্পর্কের দ্বারা এক পার্সেন্টও সংশয় সংকল্প মাত্রও হবে না। ৪) কোশ্চেন মার্ক সমাপ্ত, সব বিষয়ে বিন্দু হয়ে বিন্দু লাগিয়ে থাকবে। ৫) নিশ্চয়বুদ্ধি সব সময় নিজেকে দূষিতহীন সম্রাট (বেফিকর বাদশাহ) সহজ আর স্বতঃই অনুভব করবে অর্থাৎ বারেবারে স্মরণে নিয়ে আসার পরিশ্রম করতে হবে না। আমি সম্রাট, এটা বলবারও পরিশ্রম করতে হবে না, বরং সদা স্থিতির শ্রেষ্ঠ আসন বা সিংহাসনে স্থিতই রয়েছে। যেমন লৌকিক জীবনে পরিস্থিতি অনুসারে স্থিতি তৈরী হয়, দুঃখের কিস্তা সুখের, সেই স্থিতির অনুভূতিতেই স্বাভাবিকভাবে থাকে, বারে বারে পরিশ্রম করে না যে - আমি সুখী বা আমি দুঃখী। নিশ্চিত সম্রাটের স্থিতির অনুভব স্বতঃই সহজ হয়ে থাকে। অজ্ঞানী জীবনে পরিস্থিতি অনুসারে স্থিতি তৈরী হয়, কিন্তু শক্তিশালী অলৌকিক ব্রাহ্মণ জীবনে পরিস্থিতি অনুযায়ী স্থিতি হয় না, বরং বেফিকর বাদশাহ'র স্থিতি বা শ্রেষ্ঠ স্থিতি বাপদাদার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া নলেজের লাইট - মাইটের দ্বারা, স্মরণের শক্তির দ্বারা, যাকে বলা হয়ে থাকে 'জ্ঞান আর যোগের শক্তিগুলির উত্তরাধিকার', যা বাবার দ্বারা প্রাপ্ত হয়। তো ব্রাহ্মণ জীবনে বাবার বর্সার দ্বারা বা সঙ্করুর বরদানের দ্বারা বা ভাগ্যবিধাতার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের দ্বারা স্থিতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। যদি পরিস্থিতির আধারে স্থিতি হয়, তাহলে শক্তিশালী কে হল ? পরিস্থিতি পাওয়ারফুল হয়ে গেল - তাই না ! আর পরিস্থিতির আধারে স্থিতি যে বানাবে, সে কখনোই অচল, অটল থাকতে পারবে না। যেমন অজ্ঞানী জীবনে এখনই দেখলে খুব আনন্দে নাচছে, পরক্ষণেই উল্টে পড়ে রয়েছে। তো অলৌকিক জীবনে এই রকম অস্থিরতার স্থিতি হয় না। পরিস্থিতির আধারে নয়, বরং নিজের উত্তরাধিকার আর বরদানের আধারে বা নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতির আধারে পরিস্থিতিকে পরিবর্তনকারী হবে। তো নিশ্চয় বুদ্ধি এই কারণে সদা বেফিকর বাদশাহ। কেননা চিন্তা হয়ে থাকে কোনো অপরাধি অথবা কোনো কিছুর অভাব হওয়ার কারণে। যদি সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপ হবে, মাস্টার সর্বশক্তিমান হলে, তবে চিন্তা কোন্ বিষয়ে থাকবে ?

৬) নিশ্চয়বুদ্ধি অর্থাৎ সদা বাবার প্রতি বলিহারী হওয়া। বলিহার অর্থাৎ সর্বংশ সমর্পিত। তা সে দেহ ভাবে নিয়ে আসা বিকারের বংশ, কিস্তা দেহের সম্বন্ধের বংশ, অথবা দেহের বিনাশী পদার্থ গুলির প্রতি ইচ্ছা গুলির বংশ। সকল বংশের মধ্যেই এগুলি এসে যায়। সর্বংশ সমর্পিত বা সর্বংশ ত্যাগী একই কথা। সমর্পিত হওয়া একে বলা হয় না যে, মধুবনে বসে গেলাম বা সেন্টারে বসে গেলাম। এটাও একটা সিঁড়ি যে সেবা অর্থে নিজেকে অর্পণ করা হল, কিন্তু 'সর্বংশ অর্পিত' - এটা হল সিঁড়ির শেষ ধাপ। একটা সিঁড়ি চড়ে গেলে। কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছানো নিশ্চয় বুদ্ধির লক্ষণ হল - তিনটিই বংশ সহ অর্পিত হয়ে যাওয়া। সেই তিনটি বিষয়কে স্পষ্ট ভাবে বুঝে গেছো তো ? বংশ তখনই বিনাশ হয় যখন স্বপ্ন বা সংকল্পেও অংশমাত্রও থাকবে না। অংশও যদি থাকে, তবে বংশ বৃদ্ধি হয়ে যাবে। সেইজন্য সর্বংশ ত্যাগীর পরিভাষা হল অতি গুঢ়। এটাও অন্য কখনো বলবো।

৭) নিশ্চয়বুদ্ধি সদা চিন্তামুক্ত (বেফিকর), নিশ্চিত থাকবে। প্রতিটি বিষয়ে বিজয় প্রাপ্ত হওয়ার নেশাতে নিশ্চিত অনুভব করবে। অতএব নিশ্চয়, নিশ্চিত এবং নিশ্চিত - এটা সব সময় অনুভব করবে।

৮) সে সদা নিজেও নেশাতে থাকবে আর তার নেশাকে দেখে অন্যদেরও এই আত্মিক (রুহানী) নেশা অনুভব হবে। অন্যদেরকেও আত্মিক নেশাতে বাবার সহায়তায় নিজের স্থিতির দ্বারা অনুভব করাবে।

নিশ্চয়বুদ্ধির বা আত্মিক নেশাতে যারা থাকবে, তাদের জীবনের বিশেষত্ব কী হবে ? প্রথমতঃ, যতখানি শ্রেষ্ঠ নেশা ততই নিমিত্ত ভাব প্রত্যেকের জীবনের চরিত্রে থাকবে। নিমিত্ত ভাব এর বিশেষত্বের কারণে নির্মাণ বুদ্ধি। বুদ্ধির উপরে ধ্যান রাখা - যত নির্মাণ বুদ্ধি হবে, ততই নির্মাণ, নব নির্মাণ বলে থাকো না তোমরা ! তো নব নির্মাণকারী বুদ্ধি হবে। অতএব নির্মাণও হবে, নির্মাণও হবে। যেখানে এই বিশেষত্বগুলি থাকবে তাকেই বলা হবে - "নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী"। নিমিত্ত, নির্মাণ

আর নির্মাণ। নিশ্চয় বুদ্ধির ভাষা কেমন হবে ? নিশ্চয় বুদ্ধির ভাষাতে সদা মাধুর্য থাকা তো কমন ব্যাপার, থাকবে উদারতা। উদারতার অর্থ হল সকল আত্মাদের প্রতি তাদেরকে আগে এগোনোর উদারতা থাকবে। "আগে আপনি", হবে, 'আমি আমি' নয়। উদারতা অর্থাৎ অন্যদেরকে আগে রাখা। যেমন ব্রহ্মা বাবা সর্বদা প্রথমে জগদম্বা বা বাচ্চাদেরকে রেখেছিলেন - আমার থেকেও ক্ষুরধার জগদম্বা, আমার থেকেও ক্ষুরধার এই বাচ্চা। এ হল উদারতার ভাষা। আর যেখানে উদারতা রয়েছে, নিজেকে আগে রাখতে অনিচ্ছুক, সেখানে ড্রামা অনুসারে স্বতঃতই মনোবাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হয়েই যায়। যত বেশী নিজের বিষয়ে ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যার স্থিতি থাকবে, ততই বাবা আর পরিবার ভালো আর যোগ্য মনে করে তাকেই প্রথমে রেখে থাকে। অতএব 'আগে আপনি', মন থেকে যারা বলে, তারা পিছনে থাকতে পারে না। তারা মন থেকে 'আগে আপনি' বলে, তো সকলের কাছ থেকে তখন 'আগে আপনি' - এটাই হয়ে যায়। কিন্তু ইচ্ছা থাকলে তখন হবে না। তো নিশ্চয় বুদ্ধির ভাষা সর্বদা উদারতা সম্পন্ন ভাষা হবে, সন্তুষ্টতার হবে, সকলের কল্যাণের ভাষা হবে। এই রকম ভাষা যারা বলবে, তাদের বলা হবে - 'নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী'। তোমরা সবাই নিশ্চয় বুদ্ধি, তাই তো ? কেননা নিশ্চয়ই হল ফাউন্ডেশন।

কিন্তু যখন পরিস্থিতির, মায়ার, সংস্কার গুলির, নানান ধরনের স্বভাবের তুফান আসতে থাকে, তখন বোধগম্য হয় যে, নিশ্চয় এর ফাউন্ডেশন কতখানি মজবুত। যেমন এই পুরোনো জগতে নানান ধরনের ঝঞ্ঝাবাত আসে না ! কখনো বায়ুর, কখনো সমুদ্রের... এই রকমই এখানেও নানান ধরনের ঝড় ঝঞ্ঝা আসে। ঝড় কী করে ? প্রথমে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তারপর ছুঁড়ে ফেলে। তো এই ঝড়ও প্রথমে তো নিজের দিকে আনন্দের সাথে ওড়াতে থাকে। সাময়িক কালের নেশায় উপরে নিয়ে যায়। কেননা মায়াও জেনে গেছে যে, কিছু না পেলে এ আমার দিকে আসবে না। তাই প্রথমে আর্টিফিসিয়াল প্রাপ্তির দ্বারা ওড়াতে থাকে। তারপর নীচে পতনের কলার দিকে নিয়ে যায়। খুবই চতুর সে। তো নিশ্চয়বুদ্ধির নজর ত্রিনেত্রী হওয়ায়, তৃতীয় নেত্রের দ্বারা তিন কালকেই সে দেখে নেয়। সেইজন্য কখনোই ধোঁকা খেতে পারে না। তো নিশ্চয়ের পরখ ঝড়ঝঞ্ঝার সময়ই হয়ে থাকে। যেমন ঝড় বড় বড় গাছকে সমূলে উৎপাটিত করে ফেলে। তো এই মায়ার ঝঞ্ঝাও নিশ্চয়ের মূলকে (ফাউন্ডেশন) উপড়ে ফেলার চেষ্টায় থাকে। কিন্তু রেজাল্টে উৎপাটিত হয় কম, নড়েচড়ে যায় বেশী। নড়েচড়ে গেলেও ফাউন্ডেশন কাচা হয়ে যায়। তো এইরকম সময়ে নিজের নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশনকে চেক করো। এমনিতে কাউকে জিজ্ঞাসা করো - নিশ্চয় দূঢ় তো ? উত্তর কী দেবে ? খুব ভালো ভাষণ শোনাবে। নিশ্চয়ে থাকা তো ভালো। কিন্তু সময় অনুযায়ী নিশ্চয় যদি নড়েচড়ে, তবে তো নিশ্চয় কম্পমান হওয়া অর্থাৎ জন্ম জন্মের প্রালঙ্কণ কম্পমান হওয়া। সেইজন্য যখন ঝড়ঝঞ্ঝা আসে তখন চেক করো - কেউ আমাকে সীমিত (হদের) মান - সম্মান দিল না বা ব্যর্থ সংকল্প গুলির রূপে মায়ার তুফান আসে, যে যে চাওয়া বা ইচ্ছা পোষণ করে রেখেছে সেগুলি পূরণ না হলে, এ'মতো সময় যে নিশ্চয় রয়েছে যে - "আমি সমর্থ বাবার সমর্থ সন্তান" - এটা স্মরণে থাকে নাকি ব্যর্থ, সমর্থের উপরে বিজয়ী হয়ে যায় ? যদি ব্যর্থ বিজয়ী হয়ে যায়, তবে নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশন নড়বড়ে হয়ে যাবে, তাই না ! সমর্থের পরিবর্তে নিজেকে দুর্বল আত্মা অনুভব করবে। হতোদ্যম হয়ে যাবে। সেইজন্য বলা হয় যে, তুফানের সময়ে চেক করো। সীমিত মান - সম্মান, 'আমি' বোধ - রুহানী শৌর্যের থেকে নীচে নিয়ে আসে। সীমিত কোনো প্রকারের ইচ্ছা - 'ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা'র নিশ্চয়ের থেকে নীচে নিয়ে আসে। তো নিশ্চয়ের অর্থ এটা নয় যে, আমি শরীর নই আমি আত্মা, কিন্তু কেমন আত্মা। সেই নেশা, সেই স্বপ্ন সময় মতো অনুভব হওয়া, একেই বলা হয় - 'নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ী'। কোনো পেপারই নেই আর বলে দিল - আমি তো পাস উইথ অনার হয়ে গেছি, কেউ কি সেটাকে মানবে ? সার্টিফিকেট চাই, তাই না ! যতই কেউ পাশ হয়ে যাক, ডিগ্রি নিয়ে নিক, যতক্ষণ পর্যন্ত না সার্টিফিকেট পাচ্ছে কোনো ভ্যালু থাকে না। পেপার এলে পরীক্ষা দিয়ে সার্টিফিকেট নিলে - বাবার থেকে, পরিবারের থেকে, তখন বলা হবে - 'নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী'। বুঝতে পেরেছ ? তাই ফাউন্ডেশনকেও চেক করতে থাকো। নিশ্চয়বুদ্ধির বিশেষত্ব শুনলে তো ! যেমন সময় তেমনই নেশা জীবনে যেন দেখতে পাওয়া যায়। নিজের মনই কেবল খুশী হলে হবে না, লোকেও যেন খুশী হয়। সবাই যাতে অনুভব করে যে, হ্যাঁ ইনি (অলৌকিক) নেশায় থাকা আত্মা। কেবল নিজের মনের পছন্দের নয়, লোকেরও পছন্দের, বাবারও পছন্দের। একেই বলা হবে - বিজয়ী। আত্মা।

সকল নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী রত্নদেরকে, সর্ব নিশ্চিত, চিন্তামুক্ত (বেফিকর) বাচ্চাদেরকে, সর্ব নিশ্চিত বিজয়ের নেশাতে থাকা রুহানী আত্মাদেরকে, সদা অচল, অটল, একরস স্থিতিতে স্থিত থাকা নিশ্চয়বুদ্ধি বাচ্চাদেরকে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বিদেশী ভাই বোনেদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎ

নিজেকে সমীপ রত্ন অনুভব করো ? সমীপ রত্নের লক্ষণ কী হবে ? তারা সদা, সহজ আর স্বতঃ স্ত্রী আত্মা, যোগী আত্মা, গুণমূর্তি সেবাধারী অনুভব করবে। সমীপ রত্নের প্রতিটি কদমে এই চারটি বিশেষত্বই সহজ অনুভূত হবে, একটিও কম হবে না। স্ত্রী কাম, যোগে তীব্র কিশ্বা দিব্য গুণ গুলির ধারণাতে দুর্বল, তা হবে না, সবচেয়েই সে সদাই সহজ অনুভব করবে। সমীপ রত্ন কোনো বিষয়েই পরিশ্রম অনুভব করবে না বরং সহজ সফলতা অনুভব করবে। কেননা বাপদাদা বাচ্চাদেরকে সঙ্গমযুগে পরিশ্রম থেকেই মুক্ত করেন। ৬৩ জন্ম পরিশ্রম করেছে না! শরীরের জন্য পরিশ্রম করেছে কিশ্বা মনের জন্য পরিশ্রম করেছে। বাবাকে পাওয়ার জন্য নানান রকমের উপায় গ্রহণ করার চেষ্টা করে গেছে। তো এই সব মনের পরিশ্রম করেছে। আর ধনকেও দেখো, যে সার্ভিস তোমরা করো, যাকে বাপদাদা চাকরি বলেন, তাতেও দেখো কতো পরিশ্রম করে থাকো! তাতেও তো পরিশ্রম করতে হয়, তাই না! আর এখন অর্ধ কল্পের জন্য এই চাকরি তোমাদের করতে হয় না, এর থেকেও মুক্ত হয়ে যাও তোমরা। না লৌকিক চাকরি করবে, না ভক্তি করবে - দুটো থেকেই মুক্তি পেয়ে যাবে। এখনও দেখো, সে যদি লৌকিক কাজই করো, ব্রাহ্মণ জীবনে আসার পরে লৌকিক কাজের মধ্যেও অনেক প্রভেদ মনে হয়, তাই না ! এখন এই লৌকিক কাজ করবার সময়ও ডবল লাইট থাকো, কেন ? কেননা লৌকিক কাজ করবার সময়ও এই আনন্দ থাকে যে, এই কাজটা অলৌকিক সেবার নিমিত্তে আমি করছি। তোমার মনে ইচ্ছা তাতে থাকে না তো ? যেখানে ইচ্ছা থাকে সেখানে পরিশ্রম অনুভূত হয়। এখন নিমিত্ত মাত্র করো, কেননা তোমাদের জানা আছে যে, তন, মন, ধন - তিনটিই নিয়োজিত করলে এক এর পদমণ্ডল অবিদ্যার ব্যাঙ্কে জমা হয়ে যাচ্ছে। তারপর তো জমা হয়ে থাকা খেতে থাকো। পুরুষার্থের দ্বারা - যোগ লাগানোর, স্ত্রী শোনার আর শোনানোর, এই পরিশ্রমের থেকেও মুক্ত হয়ে যাও, তাই না! সেখানে তো লৌকিক রাজনৈতিক পড়াশোনা যা কিছুই হবে, সেও খেলাধুলার মাধ্যমেই হবে, বই এর পড়া মুখস্থ করতে হবে না। সব রকম পরিশ্রমের থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কারো কারো আবার পড়াশোনারও বোঝা থাকে। সঙ্গমযুগে তোমরা পরিশ্রম থেকে মুক্ত হওয়ার সংস্কার নিজেদের মধ্যে ভরো। যতই মায়ার ঝড় আসুক না কেন, মায়ার ওপরে বিজয়ী হওয়াও তোমরা একটা খেলা মনে করো, পরিশ্রম নয়। খেলায় কী হয় ? জয় লাভ করতে হয়। তো মায়ার ওপরেও বিজয়ী হওয়ার খেলা খেলো তোমরা। খেলা মনে হয় নাকি অনেক বড় ব্যাপার মনে হয় ? যখন মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্টেজে স্থিত হও তোমরা, তখন খেলা মনে হবে। তখন আরোই চ্যালেঞ্জ করো তোমরা যে, অর্ধ কল্পের জন্য বিদায় নিয়ে যাও। তো বিদায় সমারোহ পালন করতে আসে, লড়াই করবার জন্য আসে না। বিজয়ী রত্ন - সকল সময়, সকল কার্যে বিজয়ী। বিজয়ী তো তোমরা, তাই তো ? (হ্যাঁ বাবা) তো সেখানে গিয়েও 'হ্যাঁ, আশ্বে' করো। তবুও ভালো বাহাদুর হয়ে গেছ তোমরা। আগে একটু তাড়াতাড়ি ঘাবড়ে যেতে, এখন বাহাদুর হয়ে গেছ। এখন অনুভবী হয়ে গেছ তো অনুভবের অথরিটি সম্পন্ন হয়ে গেছ, পরখ (যাচাই) করবার শক্তিও চলে এসেছে। সেইজন্য ঘাবড়াও না তোমরা। অনেক বারের বিজয়ী ছিলে, রয়েছে আর থাকবেও - এই স্মৃতি সর্বদা রেখো। আচ্ছা !

বিদায়ের সময় দাদীদের সাথে

(দাদী জানকী মুম্বই থেকে ৩ - ৪ দিনের পরিক্রমা সেরে ফিরে এসেছেন) এখন থেকেই চক্রবর্তী হয়ে গেছো। খুব ভালো। এখানেও সেবা আছে, ওখানেও সেবা করেছে। এখানে থেকেও সেবা করছে আর যেখানেই যাচ্ছ সেখানেই সেবা হয়ে যায়। সেবার অনেক বড় কনট্রাক্ট তোমরা নিয়েছো। অনেক বড় কনট্রাক্টের যে তোমরা ! ছোট ছোট কনট্রাক্টের তো অনেক আছে, কিন্তু বড় কনট্রাক্টেরকে বড় বড় কাজকর্ম করতে হয়। (বাবা আজ মুরলী শুনে খুব আনন্দ পেলাম) আনন্দেরই তো। খুব ভালো। তোমরা ক্যাচ করে অন্যদেরকে ক্লিয়ার করতে পারো। সবাই তো একরকম ক্যাচ করতে পারে না। যেমন জগদম্বা মুরলী শুনে ক্লিয়ার করে, সহজ করে সবাইকে ধারণ করাতেন, তেমনি এখন তোমরা হলে নিমিত্ত। নতুনরা তো কেউ কেউ বুঝতেও পারে না। কিন্তু বাপদাদা সামনে যারা বসে রয়েছে তাদেরকে কেবল দেখেন না, সবাইকে সামনে রেখে দেখেন। তবুও সামনের সারিতে অনন্যরা থাকেন বলে তাদের উদ্দেশ্যই বাপদাদা বলেন। তোমরা তো পড়েও ক্যাচ করতে পারো। আচ্ছা !

বরদান:- ব্যর্থের লিকেজকে সমাপ্ত করে সমর্থ হয়ে ওঠা কম খরচে বেশী লাভবান (বালানশীন) ভব সঙ্গমযুগে বাবার দ্বারা যে যে সম্পদ (খাজানা) প্রাপ্ত হয়েছে, সেই সব সম্পদকে ব্যর্থ হতে না দিয়ে বাঁচালে, কম খরচে বেশী লাভবান হয়ে যাবে। ব্যর্থ থেকে বাঁচানো অর্থাৎ সমর্থ হওয়া। যেখানে সমর্থ থাকবে সেখানে ব্যর্থ হয়ে যাবে, সেটা হতে পারে না। যদি ব্যর্থের লিকেজ থাকে, তবে যতই পুরুষার্থ করো, পরিশ্রম করো, কিন্তু শক্তিশালী হতে পারবে না। সেইজন্য লিকেজকে চেক করে সমাপ্ত করো, তাহলে ব্যর্থ থেকে সমর্থ হয়ে যাবে।

স্লোগান:- প্রবৃত্তিতে থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র থাকা - এটাই হল স্ত্রী বা যোগী আত্মার চ্যালেঞ্জ।

"মিস্টি বাচ্চারা -- সদা এই খুশীতেই থাকো যে, স্বয়ং ভগবান শিক্ষক হয়ে আমাদের পড়াতে এসেছেন, আমরা ওঁনার থেকে রাজযোগ শিখছি, প্রজাযোগ নয়"

*প্রশ্নঃ - এই পঠন-পাঠনের বিশেষত্ব কি ? তোমাদের কতদিন পর্যন্ত পুরুষার্থ করতে হবে ?

*উত্তরঃ - এই পঠন-পাঠন যা অনেকসময় ধরে করে আসছে, তাদের থেকে নতুন বাচ্চারা তীব্রগতিতে এগিয়ে যায়। এই বিশেষত্বও রয়েছে যে, ৩ মাসের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন (তীব্র পুরুষার্থী) নতুন বাচ্চারা পুরোনোদের থেকেও এগিয়ে যেতে পারে। তোমাদের পুরুষার্থ ততক্ষণ পর্যন্ত করতে হবে যতক্ষণ না সম্পূর্ণরূপে উৎর্জীর্ণ হচ্ছে, কর্মাতীত অবস্থা না হচ্ছে, সমস্ত হিসেব-নিকেশ চুকত না হচ্ছে।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা কোথায় বসে রয়েছে ? অসীম জগতের পিতার স্কুলে। বাচ্চাদের অনেক উচ্চ নেশা থাকা উচিত। কার বাচ্চাদের ? অসীম জগতের বাবার বাচ্চাদের বা আধ্যাত্মিক বাচ্চাদের। বাবা আত্মাদেরকেই পড়ান। গুজরাটি অথবা মারাঠীদের পড়ান না। সে তো নাম-রূপই হয়ে গেল। তিনি পড়ানই আত্মাদের। বাচ্চারা, তোমরাও জানো যে আমাদের অসীম জগতের পিতা তিনিই যাকে ভগবান বলা হয়। অবশ্যই এ ভগবানুবাচই কিন্তু ভগবান কাকে বলা হয় -- তা বোঝে না। কথিতও রয়েছে -- শিব পরমাৎমায় নমঃ। পরমাৎমা তো অদ্বিতীয়। তিনি হলেন সর্বোচ্চ নিরাকার। তোমাদের ভগবান কৃষ্ণ পড়ান না। না কখনো পড়িয়েছেন। তোমরা জানো যে, আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। ঈশ্বর তো নিরাকারই হন। শিবের মন্দিরে যায়, ওঁনার পূজাও করে তাহলে অবশ্যই কোনো বস্তু আছে। নাম-রূপের উর্ধ্বে কোনও বস্তু হয় নাকি, না তা হয় না। এও তোমরা এখনই বুঝেছো। সমগ্র দুনিয়ায় কেউই জানে না। তোমরাও এখনই জানছো। অনেকপূর্ব থেকেই জেনে এসেছো। এমনও নয় যে বহুপূর্বে আগতদের থেকে নতুনরা তীব্রগতিতে যেতে পারবে না। এও ভালই। ৩ মাসের নতুন বাচ্চাও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হতে পারে। বলে যে -- বাবা, এই আত্মার বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ। নতুনরা যখন শোনে তখন অত্যন্ত গদ-গদ হয়ে যায়। এরা সকলেই গডলী স্টুডেন্ট। নিরাকার বাবা জ্ঞানের সাগর পড়াচ্ছেন। ভগবানুবাচের গায়নও রয়েছে, কিন্তু কবে ? তা ভুলে গেছে। বাচ্চারা, এখন তোমরাও জানো যে -- এমনও কেউ আছে যার বাবা টিচার। কিন্তু সে একটি সাবজেক্টই পড়াবে, অন্য সাবজেক্টের অন্য টিচার পড়াবে। এখানে তো বাবা সব বাচ্চাদেরই টিচার। এ হলো ওয়ান্ডারফুল কথা। অগণিত বাচ্চা রয়েছে, যাদের নিশ্চয় রয়েছে যে শিববাবা আমাদের পড়ান। স্রীকৃষ্ণকে তো বাবা বলতে পারবে না। কৃষ্ণকে এরকম টিচার, গুরুও মনে করে না। ইনি তো প্র্যাকটিক্যালি পড়াচ্ছেন। তোমরা বিভিন্নপ্রকারের স্টুডেন্টরা বসে রয়েছো। শিক্ষক-রূপে বাবা পড়ান, যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমরা উৎর্জীর্ণ হয়ে যাচ্ছ। যতক্ষণ না কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করছো ততক্ষণ পর্যন্ত পুরুষার্থ করতে হবে। কর্মের হিসেব-নিকেশ থেকে মুক্ত হতে হবে। অন্তরে তোমাদের অত্যন্ত খুশী থাকা উচিত -- বাবা আমাদের এমন দুনিয়ায় নিয়ে যান আর এরকম কোনো স্কুল হয় না যেখানে বাচ্চারা বসে রয়েছে আর মনে করে পরমধাম-নিবাসী বাবা এসে আমাদের পড়াবেন। এখন তোমরা যখন এখানে বসো আর মনে করো যে আমাদের অসীম জগতের পিতা আমাদের পড়ানোর উদ্দেশ্যেই আসেন। তখন অন্তরে অত্যন্ত খুশী হয়ে যাওয়া উচিত। বাবা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। এ প্রজাযোগ নয়, এ হলো রাজযোগ। এই স্মরণের দ্বারাই বাচ্চাদের খুশীর পারদ চড়ে থাকা উচিত। কত বড় পরীক্ষা আর তোমরা কত সাধারণভাবে বসেছো। যেমন মুসলিমরা বাচ্চাদের শতরঞ্জির (কার্পেট) উপর বসে পড়ায়। তোমরা এই নিশ্চয়ের সঙ্গে এখানে আসো। এখন বাবার সম্মুখে বসে রয়েছো। বাবাও বলেন -- আমি জ্ঞানের সাগর। আমি প্রতি কল্পে এসে রাজযোগ শেখাই। কৃষ্ণের ৮৪ জন্মই বলো বা বরহমার ৮৪ জন্মই বলো, একই কথা। বরহমাই স্রীকৃষ্ণ হয়। এ'কথা বুদ্ধিতে ভালভাবে ধারণ করতে হবে। বাবার সঙ্গে অতি প্রেম থাকা উচিত। আমরা আত্মারা সেই বাবার সন্তান, পরমপিতা পরমাৎমা এসে আমাদের পড়ান। কৃষ্ণ তো হতে পারে না। এমন করে কি কৃষ্ণ পড়িয়েছে, না তা পড়ায়নি। মুকুটাদি খুলে রেখে এসেছিলেন হয়তো। পড়াবেন যিনি তাকে তো বয়ঃবৃদ্ধ হতে হবে। এখন বাবা বলেন, আমি তো বৃদ্ধ শরীর ধারণ করেছি, এটা ফিকসড। শিববাবা বরহমার মাধ্যমেই পড়ান। কথিতও রয়েছে, পরমপিতা পরমাৎমা অবশ্যই বরহমার মাধ্যমে স্থাপন করেন। এখন বরহমা কোথা থেকে এসেছে, তা বোঝে না। প্রতিমূহূর্তে বাবা বসে থেকে বাচ্চাদের জাগৃত করেন। মায়া পুনরায় শূন্যে দেয়। এখন তোমরা সম্মুখে বসেছো, বোঝ যে আমি তোমাদের আধ্যাত্মিক পিতা। আমায় তো জানো, তাই না! গায়নও করা হয়, পরমপিতা পরমাৎমা জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন, দুঃখহীতা, সুখকর্তা। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে একথা কখনো বলা হবে না। সম্মিলিতভাবে সকলকে তো পড়ানো যেতে পারে না। মধুবনে মুরলী পাঠ হয়, পরে তা সব সেন্টারে যায়। তোমরা এখন সম্মুখে রয়েছো। তোমরা জানো যে কল্প-পূর্বেও বাবা এভাবেই পড়িয়েছিলেন। এটাই ছিল সেইসময় যা পাস্ট হয়ে গেছে। তাকেই আবার প্রেজেন্ট হতে হবে। ভক্তিমার্গের কথা এখন ত্যাগ করতে হবে। এখন তোমাদের প্রেম জ্ঞানের সঙ্গে, প্রেম শিক্ষকের সঙ্গে। কেউ-কেউ যখন টিচারের কাছে পড়ে তখন তাদেরকে উপহার দেওয়া হয়। এই বাবা তো স্বয়ং-ই উপহার দেন। এখানে এসে সাকার-রূপে বাচ্চাদের দেখেন, এরা আমার সন্তান। বাচ্চাদের এই জ্ঞানও রয়েছে যে -- সকলেই ৮৪ জন্ম নেয় না। কারোর এক জন্ম, সেও সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হবে। তোমরা এখন এইসব কথা বুঝতে পেরেছো। এ

হলো মনুষ্য-সৃষ্টির পুষ্পস্তবক। প্রথম স্থানে রয়েছে ব্রহ্মা-সরস্বতী, আদিদেব-আদিদেবী। তারপরে আবার অনেক ধর্ম হতে থাকে। তিনি হলেন সর্ব আত্মাদের বীজ-রূপ। বাকি সকলে হলো পাতা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা সকলের পিতা। এ'সময় প্রজাপিতা উপস্থিত রয়েছেন। উনি বসে-বসে শূন্য থেকে কনভার্ট করে ব্রাহ্মণে পরিনত করেন। এমন কেউ করতে পারে না। বাবা-ই তোমাদের শূন্য থেকে ব্রাহ্মণ করে পুনরায় দেবতায় পরিনত করার উদ্দেশ্যেই পড়াচ্ছেন। এ হলোই সহজ রাজযোগের পড়া। রাজা জনকও সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পেয়েছেন অর্থাৎ স্বর্গবাসী হয়ে গেছেন। মানুষ গাইতে তো থাকে কিন্তু তারপরেও বোঝাতে পারে না। এখন বাবা বলেন -- বাচ্চারা, দেহ-অভিমানী হও। তোমরা অশরীরী এসেছিলে, তারপর শরীর ধারণ করে নিজেদের ভূমিকা পালন করেছে। অবশ্যই ৮৪ জন্ম নিয়েছো। বাবা যিনি সৎযম, তিনি তো সৎযমই বলবেন। রাজধানী হয়েছে, তাই না! রাজযোগ কি একজনই শিখবে নাকি, না তা নয়। তোমরা সকলেই এখন কাঁটা থেকে ফুলে পরিনত হতে চলেছো। কাঁটা এবং ফুল কাকে বলা হয় -- সেও তোমরা এখনই বুঝতে পারছো। এ হলোই বিকারী(ছিঃ ছিঃ) কাঁটার জগৎ। আমরা ৮৪ জন্মের চক্র পরিক্রমা করে নরকবাসী হয়েছি। পুনরায় ওয়াল্টের হিন্ট্রী-জিওগ্রাফী রিপীট করা হবে। আমরা পুনরায় অবশ্যই স্বর্গবাসী হবো। প্রতি কল্পেই আমরা হই। প্রতিমুহুর্তে এ'কথা স্মরণ করতে হবে আর নলেজ বোঝাতে হবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ সূর্যবংশীয় ছিলেন। খ্রাইস্টের আগমনের পূর্বে অনেক স্বল্পসংখ্যক ছিল, রাজধানী ছিল না। বাবা এসে এখন সৎযমুগীয় রাজধানী স্থাপন করেন। স্থাপিত হয়ই সজাময়ুগে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে এ হলো -- সৎযমকালের কুম্ভমেলা। আত্মা অসংখ্য, পরমাত্মা এক। পিতা-পরমাত্মা বাচ্চাদের কাছে আসেনই তাদের পবিত্র করতে। একেই সজাময়ুগের, কুম্ভমেলা বলা হয়। এখন তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করেছে। বাবা এসে স্বর্গবাসী করেন, তারপরে নরক, পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হওয়া উচিত। প্রতিকল্পেই বিনাশ তো হয়ই। নতুন থেকে পুরোনো, পুরোনো থেকে নতুন হয়। এ তো অবশ্যই হবে। নতুনকে স্বর্গ, পুরোনোকে নরক বলা হয়। এখন তো মানুষের কতই বৃদ্ধি হতে থাকে। আনাজপাতি পাওয়া যায় না তখন মনে করে যে আমরা অনেক আনাজ উৎপাদন করবো, কিন্তু বাচ্চাও তো কত জন্ম নিতে থাকে। আনাজপাতি কোথা থেকে নিয়ে আসবে। এই জ্ঞান মানুষের ভালোও লাগে কিন্তু বুদ্ধিতে কিছুই বসে না। তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে নরকের পর স্বর্গ আসবে। সৎযমুগের দেবী-দেবতারা এসে চলে গেছেন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ ভারতের মালিক ছিলেন, চিত্র রয়েছে। সৎযমুগে হয় আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। এখন নিজেকে দেবতা ধর্মের বলে না, তার বদলে হিন্দু বলে। বাচ্চারা ভালভাবেই জানে যে আমরা এমন(দেবী-দেবতা) হতে চলেছি। বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন, এই কর্মস্মিতের দ্বারা। বাবা বলেন -- তা নাহলে আমি তোমাদের পড়াব কিভাবে! তিনি আত্মাদেরকেই পড়ান কারণ আত্মাতেই খাদ পড়ে। এখন তোমাদের নিখাদ সোনা হতে হবে, গোল্ডেন এজ থেকে সিলভার এজে অর্থাৎ বুপোর খাদ পড়ে তোমরা চন্দ্রবংশীয় হয়ে যাও। সৎযমুগ অর্থাৎ স্বর্গযুগে ছিলে, সেখান থেকে অধঃপতনে গিয়েছো আবার বৃদ্ধিও তো হয়ে যায়। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে -- আমরা গোল্ডেন, সিলভার, কপার, আয়রনে ৮৪-র চক্র পরিক্রমণ করে এসেছি। অসংখ্য বার এই ভূমিকা পালন করেছে, এই ভূমিকা পালন করা থেকে কেউই মুক্ত হতে পারে না। ওরা বলে, আমরা মোক্ষ চাই কিন্তু বাস্তবে বিরক্ত তো তোমাদের হওয়া উচিত। ৮৪-র চক্র তোমরা পরিক্রমা করেছে। মানুষ মনে করে আসা আর যাওয়া তো চলতেই থাকে, কেন না আমরা এরথেকে মুক্ত হয়ে যাই। কিন্তু এমন তো হতে পারে না। গুরুরাও বলে দেয় -- তোমরা মোক্ষলাভ করবে। ব্রহ্মকে স্মরণ করো তাহলেই ব্রহ্মতে বিলীন হয়ে যাবে। অনেক মত-মতান্তর ভারতেই রয়েছে, আর কোনো স্থানে(খন্ডে) এত নেই। অগণিত মত রয়েছে, একটি অপরটির সঙ্গে মেলে না। রিস্পি-সিস্পিও (তন্ত্রমন্ত্র) অনেক শেখে। কেউ কেসর বের করে আনে, কেউ আরো কি-কি..... এতে মানুষ অত্যন্ত খুশী হয়। কিন্তু এখানে এ হলো স্পীরিচুয়াল নলেজ। তোমরা জানো -- স্পীরিচুয়াল ফাদার, তিনি আত্মা-রূপী আমাদের পিতা। আধ্যাত্মিক পিতা আত্মাদের সঙ্গে বাতীলাপ করেন। তিনি এসে সৎযমনারায়ণের কথা শোনান বা অমরকথা শোনান যার দ্বারা অমরলোকের মালিকে পরিনত করেন, নর থেকে নারায়ণে পরিনত করেন। পরে পুনরায় কড়ি-তুল্য হয়ে যায়। এখন তোমরা হীরে-তুল্য অমূল্য জীবন প্রাপ্ত করেছে পুনরায় তা কড়ির পিছনে কেন নষ্ট করো! এই দুনিয়ার আর কত বছর বাকি রয়েছে। কত লড়াই-ঝগড়া হতে থাকে, সব শেষ হয়ে যাবে। মৃত্যু সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে, পরে এত লক্ষ-কোটি কে বসে থাকবে! একে সফল করা উচিত নয় কি? এমন আধ্যাত্মিক কলেজ খুলে দিলে মানুষ এভার-হেল্পী, ওয়েল্ডী, হ্যাপী হয়ে যাবে। তাও এ কম্বাইন্ডরূপে রয়েছে -- হসপিটাল এবং ইউনিভার্সিটি। হেল্থ, ওয়েল্থ, হ্যাপীনেস তো আছেই। যোগের দ্বারা অবশ্যই দীর্ঘায়ু লাভ হয়। তোমরা কত সুসাস্থ্যের অধিকারী হয়ে যাও, তারপর কার্বনের খাজানা (অপারিসীম সম্পদ) লাভ করো। আল্লাহ-আলাদিনের নাটক দেখানো হয়, তাই না! তোমরা জানো, ঈশ্বর যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন, তাতে অনেক সুখ আছে। নামই হলো স্বর্গ। তোমরা শান্তিধাম নিবাসী ছিলে পরে তোমরাই সর্বপ্রথমে সুখধামে এসেছো পুনরায় ৮৪ জন্ম নিয়ে নীচে নেমে এসেছো। বাচ্চারা, প্রতিকল্পে আমি তোমাদের এভাবেই বসে বোঝাই। তোমরা নিজেদের জন্মকে জানো না, আমি তোমাদের বলে দিই। তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছো, এই বন্স (শরীর) অপবিত্র। আত্মাও তমোপ্রধান হয়ে গেছে। বাবা সঠিক বলেন। বাবা কখনও ভুল বলবেন না। তিনিই হলেন সৎয (ট্রুথ)। সৎযমুগ হলোই নিবিকারী দুনিয়া, স্বেয়নিষ্ঠ দুনিয়া। রাবণ পুনরায় অসাধু করে দেয়। এ হলোই অসৎয দুনিয়া। গাওয়াও হয় -- মায়া মিথ্যা, কায়া মিথ্যা.... কেমন এই সংসার? সমগ্র এই পুরোনো সংসারই অসৎয। সৎযমুগে সংসার সুখের ছিল। জগৎ একটাই, দুটি জগৎ নেই। নতুন দুনিয়া থেকে পুনরায় পুরোনো হয়। নতুন বাড়ী, পুরোনো বাড়ীর মধ্যে পার্থক্য তো থাকেই। নতুন যখন নির্মাণ হয় তখন মনে করে যে নতুনে বসি। এখানেও বাচ্চাদের জন্ম নতুন বাড়ী নির্মাণ করা হয়, বাচ্চারা সংখ্যায় অধিক হতে থাকবে। বাচ্চারা, তোমাদের তো অত্যন্ত খুশী হওয়া উচিত। বাবা বলেন -- আমার অর্থাৎ জ্ঞানসাগরের বাচ্চারা সকলে, কাম-চিতায় বসে সম্পূর্ণ জ্বলে-পুড়ে গিয়েছে বেচারারা। এখন পুনরায় তাদের জ্ঞান-চিতায় বসানো হয় জ্ঞান-চিতায় বসিয়ে স্বর্গের

মালিক করে দেন। কাম-চিতায় বসে সম্পূর্ণই কালো হয়ে গেছে। কৃষ্ণকে শ্যাম-সুন্দর নাম দিয়েছে। কিন্তু অর্থ কেউই বুঝতে পারে না। এখন তোমরা কি থেকে কি হয়ে যাও। বাবা কড়ি থেকে হীরেতুল্য করে দেন সে'জন্য এতটা অ্যাটেনশন তো দেওয়া উচিত। বাবাকে স্মরণ করা উচিত। স্মরণের দ্বারাই তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এই হীরে-তুল্য অমূল্য জীবনকে কড়ির অর্থাৎ সামান্য পাই-পয়সার জন্য হারিয়ে ফেলা উচিত নয়। মৃত্যু সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেইজন্য নিজের সর্বকিছু আধ্যাত্মিক সেবায় সফল করতে হবে।

২) পড়াশোনা এবং যিনি পড়ান তাঁর সজো সঠিককারের প্রেমের সর্ম্পক স্থাপন করতে হবে। ঈশ্বর আমাদের পড়াতে আসেন, এই খুশীতে মত্ত থাকতে হবে।

বরদানঃ-

অধিকারবোধের স্মৃতির দ্বারা সর্বশক্তির অনুভাবী প্রাপ্তি-স্বরূপ ভব
যদি বুদ্ধির যোগসূত্র (সম্বন্ধ) একমাত্র বাবার সজোই জুড়ে থাকে তবে সর্বশক্তির (পারলৌকিক) পিতৃদত্ত সম্পদ অধিকার-রূপে প্রাপ্ত হয়। যারা নিজেদের অধিকারী মনে করে সর্বকর্ষ সম্পন্ন করে তাদের বাণী অথবা সঙ্কল্পেও চাইবার আবশ্যকতা থাকে না। এই অধিকারবোধের স্মৃতিই সর্বশক্তিগুলিকে প্রাপ্ত করার অনুভব করায়। সেইজন্য যেন এই নেশা থাকে যে সর্বশক্তি আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। অধিকারী হয়ে চলো তবেই অধীনতা সমাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লেগানঃ-

নিজের সজো যদি প্রকৃতিকেও পবিত্র করতে হয় তবে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হও।

"মিস্তি বাচ্চারা -- সুখ - শান্তির বরদান এক বাবার কাছ থেকেই পাওয়া যায়, কোনো দেহধারীর কাছ থেকে নয়, বাবা এখন এসেছেন -
তোমাদের মুক্তি এবং জীবনমুক্তির পথ বলে দিতে"

*প্রশ্নঃ - বাবার সাথে যাওয়ার এবং সৎযুগের আদিত আসার পুরূষার্থ কি ?

*উত্তরঃ - বাবার সঙ্গে যেতে হলে সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে । সৎযুগের আদিত আসতে হলে অন্য সজ্জের সঙ্গে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে
এক বাবার স্মরণে থাকতে হবে । অবশ্যই আত্ম - অভিমাত্রী হতে হবে । এক বাবার মতে চললে উচ্চ পদের অধিকারী হতে
পারবে ।

*গীতঃ- নয়ন হীনকে পথ দেখাও....

ওম্ শান্তি । এই গান কে গেয়েছে ? বাচ্চারা, কেননা বাবা তো একজনই, তাঁকেই রচয়িতা বলা হয় । রচনা, তার রচয়িতাকে ডাকতে থাকে ।
বাবা বুঝিয়েছেন -- ভক্তিমার্গে তো তোমাদের দুইজন বাবা । এক, লৌকিক, দ্বিতীয় হলো পারলৌকিক । সকল আত্মাদের বাবা একজনই ।
বাবা এক হওয়ার কারণে সকল আত্মা নিজেদের ভাই - ভাই বলে পরিচয় দেয় । তারা ওই বাবাকে ডাকে - ও গড ফাদার, ও পরমপিতা, দয়া
করো, কৃপা করো । ভক্তের রক্ষক এক ভগবানই । সবার প্রথমে তো এই কথা বোঝা উচিত - আমাদের দুইজন বাবা । এখন পারলৌকিক
বাবা তো সকলেরই এক । বাকি লৌকিক বাবা প্রত্যেকেরই আলাদা - আলাদা । এখন লৌকিক বাবা বড়, নাকি পারলৌকিক বাবা বড় ?
লৌকিক বাবাকে তো কখনোই ভগবান বা পরমপিতা বলবে না । আত্মার বাবা হলেন এক পরমপিতা পরমাত্মা । আত্মা নামের কখনোই
কোনো পরিবর্তন হয় না । শরীরের নামের পরিবর্তন হয় । আত্মা ভিন্ন - ভিন্ন শরীর ধারণ করে অভিনয় করতে আসে অর্থাৎ পূর্নজন্ম গ্রহণ
করে । অবশেষে কতো জন্ম পায় । তা বাবা এসেই বোঝান । বাচ্চারা, তোমরা নিজের জন্মকে জানো না । বাবা এই ভারতেই আসেন । তাঁর
নাম শিব । বুঝতেও পারে যে, শিব হলেন পরমাত্মা । মানুষ শিব জয়ন্তী বা শিবরাত্রিও পালন করে । তিনি হলেন নিরাকার । আত্মাও যেমন
নিরাকার, নিরাকার থেকে সাকারে আসে অভিনয় করতে । এখন নিরাকার শিব তো আর শরীর ছাড়া অভিনয় করতে পারেন না । মানুষ এইসব
কথা কিছুই বুঝতে পারে না, নয়ন হীন । এই শরীরের দুই নেত্র তো সকলেরই আছে । তৃতীয় জ্ঞান নেত্র আত্মার নেই, যাকে দিব্য চক্ষুও
বলা হয় । আত্মা নিজের বাবাকে ভুলে গেছে, তাই ডাকতে থাকে - নয়নহীনকে পথ বলে দাও । কোথাকার পথ ? শান্তিদাম আর সুখদামের ।
সর্বের সদগতিদাতা, সদগুরু একজনই । মানুষ, মানুষের গুরু হয়ে সদগতি দিতে পারে না । না নিজে সদগতি পায়, আর না অন্যদের দিতে
পারে । এক বাবাই সকলের সদগতি দেন । ওই অল্ফ অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাবা বোঝান যে - কোনো মানুষই মুক্তি -
জীবনমুক্তি, শান্তি আর সুখ সদাকালের জন্ম দিতে পারে না । সুখ - শান্তির বরদান তো এক বাবাই দিতে পারেন । মানুষ, মানুষকে দিতে
পারে না । ভারতবাসী যখন সতোষ্প্রধান ছিলো, তখন সৎযুগী স্র্গবাসী ছিলো । আত্মা তখন পবিত্র ছিলো । ভারতকে স্র্গ বলা হয়
তখনই, যখন আত্মা পবিত্র ছিলো, সতোষ্প্রধান ছিলো ।

তোমরা জানো যে, বরাবর আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারতে স্র্গ এবং সতোষ্প্রধান রাজত্ব ছিলো । এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব
ছিলো । এখন কলিযুগের অন্তিম সময়, একে নরক বলা হয় । এই ভারত যখন স্র্গ ছিলো, তখন খুবই ধনবান ছিলো । হীরে - জহরতের
মহল ছিলো । বাবা বাচ্চাদের মনে করিয়ে দেন । আদি সৎযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজধানী ছিলো । তাকে স্র্গ বা বৈকুণ্ঠ বলা হতো ।
বাবা বোঝান যে, এখন সেই স্র্গ নেই । বাবা এই ভারতেই আসেন । মানুষ নিরাকার শিবের জয়ন্তীও পালন করে, কিন্তু তিনি কি করেন, এ
কেউই জানে না । আমি আত্মাদের বাবা শিব, আমরা তাঁর জয়ন্তী পালন করি, কিন্তু বাবার বায়োগ্রাফিকেও জানে না । এমন গায়নও আছে
যে - দুঃখে সবাই স্মরণ করে । মানুষ ডাকে - ও গড ফাদার, দয়া করো । আমরা খুবই দুঃখী, কেননা এ হলো রাবণ রাজ্য । প্রত্যেক বর্ষ
রাবণকে জ্বালায়, তাই না, কিন্তু একথা কেউই জানে না যে, দশ মাথাওয়ালা রাবণ কে । আমরা তাকে কেন জ্বালাই, এ কেমন শত্রু, যে তার
কুশপুতলিকা বানিয়ে জ্বালানো হয় । ভারতবাসী কিছুই জানে না, কেননা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র নেই, তাই তো রামরাজ্য চায় । স্র্গীর মধ্যে
পাঁচ বিকার আর পুরুষের মধ্যে পাঁচ বিকার, তাই এদের রাবণ সম্প্রদায় বলা হয় । এই পাঁচ বিকার রাবণই অনেক বড় শত্রু, যার
কুশপুতলিকা বানিয়ে জ্বালায় । ভারতবাসীরা জানতেই পারে না যে, রাবণ কে, কাকে জ্বালানো হয় । এই রাবণ রাজ্য কবে থেকে শুরু হয়েছে
এও কেউই জানে না । বাবা বোঝান যে - রামরাজ্য হলো সৎযুগ এবং ত্রেতা । রাবণ রাজ্য - দ্বাপর এবং কলিযুগ । সৎযুগে এই লক্ষ্মী -
নারায়ণের রাজ্য ছিলো, এঁরা এই রাজ্য কোথা থেকে এবং কিভাবে পেয়েছিলো, এ কেউই জানে না । এ হলো বোঝার মতো কথা । এতে
মনোযোগ দিতে হয় । বাবা হলেন অতি প্রিয়, তাই তো তাঁকে ভক্তিমার্গে ডাকতে থাকে । ভারতে যখন এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব
ছিলো, তখন দুঃখের নামমাত্র ছিলো না । এখন হলো দুঃখদাম, এখানে এখন কতো ধর্ম । সৎযুগে এক ধর্ম ছিলো, এতো সব আত্মা কোথায়
চলে যাবে, কেউই জানে না, কারণ সকলেই নয়ন হীন । শাস্ত্র থেকে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র কেউই পায় না । জ্ঞান নেত্র জ্ঞানের সাগর

পরমপিতা পরমাৎমাই প্রদান করেন । আত্মা তৃতীয় নেত্র পায় । আত্মা ভুলেই গেছে যে, সে কতো জন্ম নিয়েছে । সৎযুগে যে দেবী দেবতার রাজ্য ছিলো, সেসব কোথায় গেলো ? এমন গায়নও আছে যে, মনুষ্য ৮৪ জন্মগ্রহণ করে । ৮৪ র চক্র বলা হয়, কিন্তু কোন আত্মা ৮৪ জন্মগ্রহণ করে ? যারা প্রথমে ভারতে এসেছিলো, তাঁরাই ছিলো দেবী - দেবতা । এঁরাই আবার ৮৪ জন্ম ভোগ করে অন্তিমে পতিত হয়ে যায় । এমন গেয়েও থাকে যে - হে পতিত পাবন, তাহলে সিদ্ধ করে যে, আমরা পতিত, তাই ডাকতে থাকে - হে পতিত পাবন, আমাদের পবিত্র বানাতে এসো । যে নিজেই পতিত, সে কিভাবে অন্যদের পবিত্র বানাবে । বাবা বোঝান -অধিক কল্পের ভক্তিমার্গে রাবণ রাজ্য, পাঁচ বিকার থাকার কারণে ভারত এতো দুঃখ পেয়েছে । ৮৪ জন্ম তো নেয়ই । তার হিসাবও বোঝা উচিত । প্রথম - প্রথম সৎযুগে থাকে সতোগ্রধান, তারপর ত্রেতাতে থাকে সত্য, আত্মায় খাদ জমা হয় । বাবা এই ভারতেই আসেন । শিব জয়ন্তী আছে, তাই না । আর সমস্ত আত্মা তো গর্তে জন্ম নেয় । বাবা বলেন যে, আমি সাধারণ বৃদ্ধ তনে প্রবেশ করি, যার এ হলো অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম । এ কখনো একজনকে বোঝানো হয় না । এ হলো গীতা পাঠশালা । এখানে মানুষকে দেবতা বানানোর জন্ম এই রাজযোগ শেখানো হয় । তোমরা এখানে এসেছো স্বর্গের এই বাদশাহী প্রাপ্ত করার জন্ম, যা একমাত্র বাবাই দিতে পারেন । গীতা পাঠ করে কেউই রাজা হয় না, আরো দরিন্দ্র হয়ে যায় । বাবা তোমাদের গীতার জ্ঞান শুনিয়ে রাজা করেন, অন্যদের কাছে গীতা শুনে দরিন্দ্র হয়ে গিয়েছিলো ॥ ভারতে যখন এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্বকাল ছিলো তখন পবিত্রতা, শান্তি, সম্পদ ছিলো, পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম ছিলো । ওখানে হিংসার নামমাত্র ছিলো না, তারপর দ্বাপর থেকে শুরু করে হিংসা শুরু হয়েছে । কাম কাটারি চালিয়ে তোমাদের এমন অবস্থা হয়ে গেছে । সৎযুগে একশো শতাংশ সলভেন্ট ছিলো, সতোগ্রধান ছিলো । এই রহস্য কোনো মানুষ অথবা সাধু - সন্তরাও জানে না । বাবা, যিনি জ্ঞানের সাগর, পতিত পাবন, উনি এসেই সতোগ্রধান হওয়ার যুক্তি বলে দেন । রাবণের মতে চলে মানুষের দেখো কি হাল হয়ে গেছে । রাজারাও, যারা পবিত্র রাজা ছিলো, তাঁদের চরণে গিয়ে পড়ে, আর মহিমা করে - আপনি সর্বগুণ সম্পন্ন, আমরা নীচ - পাপী । আমাদের মধ্যে কোনো গুণ নেই, তুমিই দয়া করো । তুমি এসে আমাদের মন্দিরের উপযুক্ত বানাও । কেউই বুঝতে পারে না যে, বাবা কিভাবে এসে আবার দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করান । তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, আমরাই সেই দেবী - দেবতা ধর্মের ছিলাম । আমরাই সেই কষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়েছিলাম, এতো জন্ম নিয়েছিলাম, এখন সেই ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । এবার দুনিয়ার চক্র আবার ঘোরার প্রয়োজন, তাই তোমাদের পবিত্র এখানেই হতে হবে । পতিত তো সুখধাম বা শান্তিধামে যেতে পারে না । বাবা বোঝান যে, তোমরা যে সতোগ্রধান ছিলে, তাই তমোগ্রধান হয়ে গেছো । গোল্ডেন এজ থেকে আয়রন এজে এসেছো, আবার তোমাদের গোল্ডেন এজের হতে হবে, তখনই মুক্তিধাম, সুখধামে যেতে পারবে । ভারত সুখধাম ছিলো । এখন তা দুঃখধাম । গানেও শুনেছো - আমার মতো নয়নহীনকে পথ বলে দাও -----আমি আমার শান্তিধামে কিভাবে যাবো । ওরা তো বলে দেয় - পরমাৎমা তো সর্বব্যাপী, অমুক অবতার, পরশুরাম অবতার । এখন বাবা পরশুরাম হয়ে কাউকে মারবেন কি ? এ হতে পারে না । বাবা বোঝান - তোমরা এই চক্রের কিভাবে ৮৪ জন্ম নিয়েছো । এখন আমি অল্ফ (আল্লাহ)কে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো । হে আত্মারা, তোমরা দেহী অভিমাত্রী হও । দেহ অভিমাত্রী হয়ে তোমরা সম্পূর্ণ দুঃখী, কাজাল, নরকবাসী হয়ে গেছো । যদি স্বর্গবাসী হতে হয় তাহলে অবশ্যই আত্ম অভিমাত্রী হতে হবে । আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে । এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, এখন সৎযুগ আদিতে যেতে হবে । এখন তোমরা আমাকে স্মরণ করো আর অন্যদের সঙ্গে বুদ্ধিযোগ ছিন্ত করো । গৃহস্থ জীবনেই থাকো, কিন্তু নিজেকে আত্ম নিশ্চিত করো । আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে । এখন তোমাদের দেহী অভিমাত্রী হতে হবে, তাই আমাকে যদি স্মরণ করো তাহলে সব খাদ জ্বলে যাবে । তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে, আমি তখন সব বাচ্চাদের ঘরে নিয়ে যাবো । আমার মতে যদি না চলো তাহলে এতো উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না । এই লক্ষ্মী নারায়ণের হলো উচ্চ পদ । এঁদের রাজত্ব যখন ছিলো তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না । দ্বাপর যুগ থেকে অন্য ধর্ম শুরু হয় । সৎযুগে মানুষও অল্পসংখ্যক থাকে । এখন তো অনেক ধর্ম হওয়ার কারণে মানুষ কতো দুঃখী হয়ে গেছে । ওই দেবতা ধর্মের যাঁরা, তাঁরা পতিত হওয়ার কারণে নিজেদের আর দেবতা বলে না । হিন্দু নাম রেখে দিয়েছে । হিন্দু তো কোনো ধর্ম নয় । বাবা বোঝান - রাবণ তোমাদের এমন করে দিয়েছে । তোমরা যখন উপযুক্ত দেবী - দেবতা ছিলে, তখন সম্পূর্ণ বিশ্বে তোমাদের রাজত্ব ছিলো, সবাই সুখী ছিলো । এখন সবাই দুঃখী হয়ে গেছে । ভারত স্বর্গ ছিলো, এখন তা নরক হয়ে গেছে, এবার বাবা ছাড়া আর কেউই এই নরককে স্বর্গ বানাতে পারে না । দেবতাদের সম্পূর্ণ নিবিকারী বলা হয় । এখানকার মানুষ তো সম্পূর্ণ বিকারী, এদের বলা হয় পতিত । ভারত শিবালয় ছিলো, যা শিববাবার দ্বারা স্থাপনা হয়েছিলো । বাবা স্বর্গ বানান, রাবণ আবার নরক তৈরী করে । রাবণ অভিষাপ দেয়, আর বাবা ২১ জন্মের জন্ম আর্শীবাদ করেন । এখন তোমরা প্রত্যেকেই এক বাবাকে স্মরণ করো, কোনো দেহধারীকে স্মরণ করো না । দেহধারীকে ভগবান বলা হয় না । ভগবান তো একজনই । বাবা তো অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রদান করেন, তারপর রাবণ তোমাদের অভিশপ্ত করে । এই সময় ভারত অভিশপ্ত, খুব দুঃখী । এখন এই রাবণকে জয় করতে হবে । এমন গায়নও আছে - দান করলে গ্রহণ দোষ কাটে । ওই গ্রহণ যা হয়, তা তো পৃথিবীর উপর প্রতিচ্ছায়া । বাবা এখন বলছেন - তোমাদের উপর পাঁচ বিকার রূপী রাবণের গ্রহণ আছে । এই পাঁচ বিকারকে দান করে দিতে হবে । প্রথম তো এই দান করো যে, আমরা কখনো বিকারে যাবো না । এই কাম কাটারিই মানুষকে পতিত করে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী

বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবা যে জ্ঞান প্রদান করেন, তা সম্পূর্ণ মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে । জ্ঞানের তৃতীয় নেত্রের সাহায্যে নিজের ৮৪ জন্মকে জেনে এখন এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হতে হবে ।

২) বাবণের অভিষাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এক বাবার স্মরণে থাকতে হবে । পাঁচ বিকারের দান করতে হবে । এক বাবার মতেই চলতে হবে ।

বরদানঃ-

নিজের স্মৃতি, বৃত্তি আর দৃষ্টিকে অলৌকিক বানিয়ে সর্ব আকর্ষণ থেকে মুক্ত ভব
বলা হয় - "যেমন সঙ্কল্প, তেমন সৃষ্টি", নতুন সৃষ্টি রচনার নিমিত্ত যে বিশেষ আত্মারা আছে, তাদের এক একটি সঙ্কল্প
শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অলৌকিক হওয়া উচিত । স্মৃতি - বৃত্তি এবং দৃষ্টি, এই সব যখন অলৌকিক হয়ে যায়, তখন এই দুনিয়ার
কোনো ব্যক্তি বা কোনো বস্তুই আকৃষ্ট করতে পারে না । যদি আকর্ষণ করে, তাহলে মনে করতে হবে, অলৌকিকতায়
ঘাটতি আছে । অলৌকিক আত্মারা সর্ব আকর্ষণ থেকে মুক্ত হবে ।

স্লেগানঃ-

হৃদয়ে পরমাৎম প্রেম বা শক্তি যদি মিশে থাকে তাহলে মনে অস্থিরতা আসতে পারবে না ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - যখন তোমরা সম্পূর্ণ পবিত্র হবে তখন বাবা তোমাদের সর্মপণ ভাব স্বীকার করবেন, নিজেকে জিজ্ঞাসা করো আমরা কতখানি পবিত্র হয়েছি”

*প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা এখন খুশীর অনুভূতি সহকারে বাবার কাছে সমপিত হও - কেন ?

*উত্তরঃ - কারণ তোমরা জানো, এখন আমরা সমপিত হই তো বাবাও ২১ জন্মের জন্ম সমপিত হয়ে থাকেন। তোমরা বাচ্চারা এই কথাও জানো যে এখন এই অবিনাশী বুদ্ধ জ্ঞান যজ্ঞেও সব মানুষ মাত্রকে স্বাহা হতেই হবে, তাই তোমরা আগে থেকেই খুশী মনে নিজের তন-মন-ধন সব কিছু অর্পণ করে সফল করে নাও।

*গীতঃ- নিজের চেহারা দেখে নে রে প্রাণী মন রূপী র্দপণে....

ওম্ শান্তি । শিব ভগবানুবাচ । নিশ্চয়ই নিজের আত্মা রূপী সন্তানদেরই নলেজ দেন বা শ্রীমৎ প্রদান করেন - হে বাচ্চারা বা হে প্রাণী । শরীর থেকে প্রাণ বেরিয়ে যায় বা আত্মা বেরিয়ে যায়, একই কথা । হে প্রাণী অথবা হে বাচ্চারা, তোমরা দেখেছো যে নিজের জীবনে কত পাপ ছিল এবং কত পুণ্য ছিল! হিসেব তো বলে দিয়েছি - তোমাদের জীবনে অর্ধকল্প পুণ্য, অর্ধকল্প পাপ থাকে । পুণ্যের উত্তরাধিকার বাবার কাছে প্রাপ্ত হয়, যাকে রাম বলা হয় । রাম, নিরাকারকে বলা হয়, সীতার রামকে নয় । অতএব এখন তোমরা যে বাচ্চারা এসে বরহমা মুখবংশী বরাহমণ হয়েছো, তোমাদের বুদ্ধিতে এসেছে যথাযথভাবে অর্ধকল্প আমরা পুণ্য-আত্মাই ছিলাম পরে অর্ধকল্প পাপ-আত্মা হই । এখন পুণ্য-আত্মা হতে হবে । কতখানি পুণ্য আত্মা হয়েছি, সে কথা প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো । পাপ-আত্মা থেকে পুণ্য-আত্মা কিভাবে হবো.... সে কথাও বাবা বুঝিয়েছেন । যজ্ঞেও, তপ ইত্যাদির দ্বারা তোমরা পুণ্য-আত্মা হবে না, ওটা হল ভক্তি-মার্গ, যার দ্বারা কোনো মানুষ পুণ্য-আত্মায় পরিণত হয় না । এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো, আমরা পুণ্য-আত্মায় পরিণত হচ্ছি । আসুরিক মতানুসারে পাপ-আত্মায় পরিবর্তিত হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমেছি । কত সময় আমরা পুণ্য আত্মা থাকি বা সুখের উত্তরাধিকার নিয়ে থাকি - সে কথা কেউ জানেনা । পিতাকে স্মরণ তো সবাই করে, তাঁকেই পরমপিতা পরমাত্মা বলে । বরহমা-বিশ্ব-শঙ্করকে পরমাত্মা বলবে না এবং অন্য কাউকে পরমাত্মা বলবে না । যদিও এই সময় তোমরা প্রজাপিতা বরহমা বলো কিন্তু প্রজাপিতাকে ভক্তিমার্গে কেউ স্মরণ করে না । স্মরণ তবুও সবাই নিরাকার পিতাকেই করে - ও গড ফাদার, ও ভগবান বলে । একের স্মরণেই থাকে । মানুষ নিজেকে গড ফাদার বলতে পারেনা । বরহমা-বিশ্ব-শঙ্করও নিজেকে গড ফাদার বলতে পারেন না । তাদের শরীরের নাম তো আছে তাইনা । গড ফাদার একজনই আছে, তাঁর নিজস্ব শরীর নেই । ভক্তিমার্গে শিবের পূজা অনেক হয় । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো - শিববাবা এই শরীর দ্বারা আমাদের সঙ্গে কথা বলেন - হে বাচ্চারা, কতখানি ভালোবাসা সহকারে বলেন বোবোন, আমি সর্বজনের পতিত-পাবন, সদগতি দাতা । মানুষ বাবার মহিমা গীত গায় কিন্তু তারা এ'কথা জানেনা যে তিনি ৫ হাজার পরে আসেন । অবশ্যই যখন কলিযুগের অন্তিমকাল হবে তখনই তো আসবেন । এখন কলিযুগের অন্তিম সময়, তাই এখন এসেছেন । তোমাদেরকে কৃষ্ণ পড়ান না । শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয়, শ্রীমৎ কৃষ্ণের নয় । কৃষ্ণের আত্মাও শ্রীমৎ দ্বারা দেবতা স্বরূপে পরিণত হয়েছিলেন পুনরায় ৮৪ জন্ম নিয়ে এখন তোমরা আসুরিক মতানুযায়ী হয়েছো । বাবা বলেন - আমি আসি তখন যখন তোমাদের চক্র পূর্ণ হয় । তোমরা যারা প্রথমে এসেছিলে তারা এখন জর্জরিভূত অবস্থায় আছো । বৃকষটি যখন পুরানো জর্জরিভূত অবস্থা হয় তখন সম্পূর্ণ বৃকষের এমন অবস্থা হয়ে যায় । বাবা বোবোন - তোমাদের তমোপ্রধান অবস্থা হওয়ার জন্ম সবাই তমোপ্রধান হয়েছে । এ হল মনুষ্য সৃষ্টির, ভয়ারাইটি ধর্মের বৃকষ, যাকে উল্টো বৃকষ বলা হয়, এই বৃকষের বীজ উপরে অবস্থিত । সেই বীজ থেকেই সম্পূর্ণ বৃকষ বৃদ্ধি পায় । মানুষ বলেও থাকে "গড ফাদার" । আত্মা বলে, আত্মার নামই হল আত্মা । আত্মা শরীরে আসে তখন শরীরের নাম রাখা হয়, খেলা চলতে থাকে । আত্মাদের দুনিয়ায় খেলা নেই । খেলার স্থান হল এইখানে । নাটকে লাইট ইত্যাদি সবই থাকে । যদিও আত্মারা যেখানে থাকে, সেখানে সূর্য, চাঁদ নেই, ডরামার খেলা চলে না । রাত-দিন এখানেই হয় । সূক্ষ্মবতনে বা মূলবতনে রাত-দিন হয় না, এ হল কর্মক্ষেত্র । এইখানে মানুষ ভালো কর্মও করে, খারাপ কর্মও করে । সৎযুগ-ত্রৈত্যয় ভালো কর্ম হয় কারণ সেখানে ৫ বিকার রূপী রাবণের রাজ্য থাকে না বাবা বসে কর্ম, অর্কম, বিকর্মের রহস্য বলে দেন । কর্ম তো করতেই হবে, এটা হল কর্মক্ষেত্র । সৎযুগে মানুষ যে কর্ম করে সেসব অর্কম হয়ে যায় । সেখানে রাবণ রাজ্য নেই, তার নাম হল হেভেন, স্বর্গ । এই সময় স্বর্গ নেই । সৎযুগে একমাত্র ভারত ছিল অন্য কোনো খন্ড ছিল না । হেভেনলি গড ফাদার বলা হয় সুতরাং বাবা নিশ্চয়ই স্বর্গ রচনা করবেন । এই কথা সব দেশবাসী জানে যে ভারত হল প্রাচীন দেশ । সর্ব প্রথমে শুধুমাত্র ভারত ই ছিল, এই কথা কেউ জানেনা । এখন তো নেই তাইনা । এ হল ৫ হাজার বছরের কথা । তারা বলেও থাকে খ্রীষ্টের থেকে ৩ হাজার বছর পূর্বে ভারত হেভেন ছিল । রচয়িতা নিশ্চয়ই রচনা করবেন । তমোপ্রধান বৃদ্ধি হওয়ার জন্ম এই কথাও বুঝতে পারে না । ভারত হল সবচেয়ে উঁচু খন্ড । প্রথম বংশ মনুষ্য সৃষ্টির । এও ডরামাতে নিদিষ্ট আছে । ধনী মানুষ গরিবদের সাহায্য করে, এও প্রচলিত আছে । ভক্তি মার্গেও ধনী ব্যক্তি গরিবকে দান করে । কিন্তু এই দুনিয়া হল পতিত । তাই যা কিছু দান পুণ্য করা হয়, পতিতই করে, যাকে দান করা হয় তারাও হয় পতিত । পতিত, পতিতকে দান করবে, তার কি ফল প্রাপ্ত করবে । যতই দান পুণ্য করেছে, তবু নীচেই নেমেছে । ভারতের মতন দানী খন্ড

অন্য একটিও নেই। এই সময় তোমাদের যা তন মন ধন আছে, সব এতেই অর্পণ কর, একেই বলে রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞ। আত্মা বলে - এই পুরানো শরীরও এখানেই স্বাহা অর্থাৎ ভস্মীভূত করতে হবে কারণ তোমরা জানো - সম্পূর্ণ দুনিয়ার মানুষ-মাংস এতেই ভস্মীভূত হয়, তাই আমরা খুশী মনে বাবার কাছে সর্পণ করি। আত্মা জানে - আমরা বাবাকে স্মরণ করি। তারা বলেছে, বাবা তুমি যখন আসবে তখন আমরা তোমার কাছে সর্পণ করবো কারণ এখন আমরা সমর্পিত হলে তুমি ২১ জন্মের জন্য আমাদের কাছে সর্পণ হয়ে থাকবে। এ হল সওদা অর্থাৎ লেন দেন। আমরা তোমার কাছে সর্পণ করি তো তুমিও ২১ বার সর্পণ হয়ে থাকো। বাবা বলেন - যতক্ষণ তোমাদের আত্মা পবিত্র না হচ্ছে ততক্ষণ আমি তোমাদের সর্পণ স্বীকার করি না।

বাবা বলেন - মামেকম্ স্মরণ করো তাহলে আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে। বাবাকে ভুলে তোমরা অনেক পতিত দুঃখী হয়েছো। মানুষ দুঃখী হয় তারপরে শরণাপন্ন হয়। এখন তোমরা ৬৩ জন্ম রাবণের কাছে থেকে অনেক দুঃখী হয়েছো। একজন সীতার কথা নয়, মানুষ মাংস সবাই হল সীতা। রামায়ণে কাহিনী লিখে দিয়েছে। সীতাকে রাবণ শোক বাটীকায় রেখেছে। বাস্তবে কথাটি সম্পূর্ণ ভাবে এই সময়ের। সবাই রাবণ অর্থাৎ ৫ বিকারের কারাগারে আছে তাই দুঃখী হয়ে ডাকে - এর হাত থেকে আমাদের মুক্ত করো। একজনের কথা নয়। বাবা বোঝান সম্পূর্ণ দুনিয়া রাবণের কারাগারে রয়েছে। রাবণের রাজত্ব তাইনা। বলেও সবাই - রামরাজ্য চাই। গান্ধীজীও বলেছেন, সন্ন্যাসীরা এমন বলবে না যে রামরাজ্য চাই। ভারতবাসীরাই বলবে। এই সময় আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম নেই অন্য শাখাগুলি আছে, সংযুগ ছিল। একটিই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। এখন সেই নাম পরিবর্তিত হয়েছে। নিজের ধর্ম ভুলে অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়েছে। মুসলমান এসে অনেক হিন্দুদের নিজের ধর্মে কনভার্ট করেছে। খ্রিস্টান ধর্মেও অনেকে কনভার্ট হয়েছে, তাই ভারতবাসীদের সংখ্যা কম হয়ে গেছে। তা নাহলে ভারতবাসীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী হওয়া উচিত। অনেক ধর্মে কনভার্ট হয়েছে। বাবা বলেন - তোমাদের যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম, সেই ধর্মটিই সবচেয়ে উঁচু ধর্ম। সত্যপ্রধান ছিল, এখন তা বদল হয়ে তমোপ্রধান হয়েছে। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো- জ্ঞান সাগর, পতিত-পাবন যাকে আহবান করা হয়, তিনিই সম্মুখে পড়াচ্ছেন। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর। খ্রীষ্টের এমন মহিমা করা হবে না। কৃষ্ণকে জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন বলা হয় না। সাগর এক। চারিদিকে অলরাউন্ড সাগরই সাগর আছে। সাগর দুটি নয়। এ হল মনুষ্য সৃষ্টির নাটক, এতে সকলের আলাদা-আলাদা পটি রয়েছে। বাবা বলেন আমার কর্তব্য সবচেয়ে আলাদা, আমি হলাম জ্ঞানের সাগর। তোমরা আমাকেই ডাকো হে পতিত-পাবন, তারপরে বলো লিবারেটর অর্থাৎ উদ্ধারকর্তা। কিসের থেকে লিবারেট করেন? সে কথা কেউ জানেনা। তোমরা জানো, আমরা সংযুগ ত্রেতায় অনেক সুখী ছিলাম, তার নামই হল সর্গ। এখন তো নরক তাই প্রার্থনা করে - দুঃখ থেকে লিবারেট করে সুখধামে নিয়ে চলো। সন্ন্যাসীরা কখনো বলবে না অমুকে স্বর্গে গেছে, তারা বলে পার্শ্বাধিকারে গেছে। বিদেশেও বলে লেফট ফর হেভেনলি অবোড। তারা ভাবে, গড ফাদারের কাছে গেছে। হেভেনলি গড ফাদার বলা হয়, যথার্থভাবে সর্গ ছিল। এখন নেই। নরকের পরে সর্গ চাই। গড ফাদারকে এখানে এসে সর্গ স্থাপন করতে হয়। সূক্ষ্মবতন, মূলবতনে কোনো সর্গ নেই। বাবাকে নিশ্চয়ই আসতে হয়।

বাবা বলেন - আমি এসে প্রকৃতির আধার নিয়ে থাকি, আমার জন্ম মানুষের মতন নয়। আমি গর্ভে আসি না, তোমরা সবাই গর্ভে আসো। সংযুগে গর্ভমহল থাকে কারণ সেখানে কোনো বিকর্ম হয় না যে দন্ড ভোগ করতে হয় তাই তাকে গর্ভ মহল বলা হয়। এখানে বিকর্ম করে, যার দন্ড ভোগ করতে হয়, তাই গর্ভ জেল বলা হয়। এখানে রাবণ রাজ্যে মানুষ পাপ করতাই থাকে। এই দুনিয়া হল পাপ আত্মাদের দুনিয়া। ওটা হল পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া - সর্গ, তাই বলা হয় অশ্বমেধ পাতায় কৃষ্ণের আগমন হয়েছে। এই রূপ কৃষ্ণের মহিমা দেখানো হয়েছে। সংযুগের গর্ভে দুঃখ থাকে না। বাবা কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি বোঝান, যার দ্বারা পরে গীতা শাস্ত্র তৈরি হয়। কিন্তু তাতে শিব ভগবানুবাচ না লিখে কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। এখন তোমরা জানো, আমরা অসীম জগতের পিতার কাছে অসীমের সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। এখন ভারত রাবণের দ্বারা অভিশপ্ত তাই দুর্গতি হয়েছে। এইরূপ বিরাট অভিশাপও ড্রামায় নির্দিষ্ট আছে। বাবা এসে বরদান দিচ্ছেন - আয়ুস্মান ভব, পুত্রবান ভব, সম্পত্তিবান ভব.... সর্ব সুখের উত্তরাধিকার দেন। বাবা এসে তোমাদেরকে পড়ান, যার দ্বারা তোমরা দেবতা হয়ে যাও। এইরূপ নতুন রচনা করা হচ্ছে। বরহমার দ্বারা বাবা তোমাদের আপন করেন। গায়নও আছে প্রজাপিতা বরহমা। তোমরা বরহমার সন্তান বরহমাকুমার-কুমারী হয়েছে। দাদুর সম্পত্তির উত্তরাধিকার পিতার দ্বারা প্রাপ্ত করছো। পূর্বেও এইভাবে নিয়েছিল। এখন বাবা পুনরায় এসেছেন। বাবার সন্তান বাবার কাছেই যাওয়া উচিত। কিন্তু গায়ন আছে, প্রজাপিতা বরহমার দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টি স্থাপন হয়। সুতরাং এখানেই হবে, তাইনা। আত্মার সম্বন্ধে বলা হবে আমরা হলাম ভাই-ভাই। প্রজাপিতা বরহমার সন্তান হলে তোমরা ভাই-বোন হয়ে যাও। এই সময় তোমরা সবাই হলে ভাই-বোন, তোমরা বাবার কাছে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিলে। এখনও বাবার কাছে উত্তরাধিকার নিচ্ছে। শিববাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো। তোমরা আত্মা, তোমাদের শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণের দ্বারাই তোমরা পবিত্র হবে অন্য কোনো উপায় নেই। পবিত্র না হলে তোমরা মুক্তিধামে (আত্মাদের নিবাস স্থান) যেতেও পারবে না। জীবনমুক্তিধামে সর্ব প্রথম আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল তারপর নম্বর অনুসারে অন্য ধর্ম গুলি এসেছে। বাবা শেষ কালে এসে সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। তাঁকে বলা হয় লিবারেটর অর্থাৎ উদ্ধারকর্তা। বাবা বলেন - তোমরা শুধু আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। তোমরা আহবানও করো - আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করুন। টিচার তো পড়ান, তিনি কী তোমার চরিত্র নির্মাণ করতে পারেন? এও হল

পড়াশোনা । বাবা জ্ঞান সাগর এসে জ্ঞান প্রদান করেন । আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঠাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-

১) কর্ম, অকর্ম, বিকর্মের গতির জ্ঞান লাভ করে এখন আর কোনও বিকর্ম করবে না । কর্ম ক্ষেত্রে কর্ম করাকালীন বিকারের ত্যাগ করাই হল বিকর্ম থেকে সুরক্ষিত থাকা ।

২) এমন পবিত্র হতে হবে যে আমাদের সর্মপণ বাবা যেন স্বীকার করে নেন । পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ায় যেতে হবে । তন-মন-ধন এই যজ্ঞে অর্পণ করে সফল করতে হবে ।

বরদানঃ-

আলস্যের ভিন্ন-ভিন্ন রূপ গুলিকে সমাপ্ত করে সদা উল্লাসে মেতে থাকা তীব্র পুরুষার্থী ভব বর্তমান সময়ে মায়ার আক্রমণ আলস্যের রূপে ভিন্ন-ভিন্ন রকমের হয় । এই আলস্যও হল বিশেষ বিকার, যা সমাপ্ত করতে সদা উৎসাহী থাকো । যখন উপার্জন করার উৎসাহ থাকে তখন আলস্য শেষ হয়ে যায় । তাই কখনও উল্লাস কম করবে না । ভেবে দেখবো, করবো, করেই নেব, হয়ে যাবে.... এই সব হল আলস্যের লক্ষণ । এমন আলস্যযুক্ত দুর্বল সঙ্কল্পগুলি সমাপ্ত করে এই সঙ্কল্প করো যা করবো, যতটুকু করবো, এখনই করবো - তখন বলা হবে তীব্র পুরুষার্থী ।

স্লেগানঃ-

প্রকৃত সেবাধারী হল সে, যার চিন্তন ও কর্ম সমান ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ, তোমরাই বাবার কাছ থেকে জ্ঞানের ত্রিনয়ন পেয়েছ, তোমরা এখন ঈশ্বরের কোলে রয়েছ”

*প্রশ্নঃ - অদ্বৈত রাজ্য, যেখানে অন্য কোনো ধর্ম থাকবে না, সেইরকম রাজত্ব স্থাপনের ভিত্তি কি ?

*উত্তরঃ - যোগবল। বাহুবলের দ্বারা কখনোই অদ্বৈত রাজত্ব স্থাপন সম্ভব নয়। হয়তো খ্রিষ্টানদের কাছে এত শক্তি আছে যে তারা নিজেদের মধ্যে মিলিত হয়ে গেলে সমগ্র বিশ্বের ওপরে রাজত্ব করতে পারবে। কিন্তু আইন তো এই কথা বলে না। সমগ্র বিশ্বে এক রাজ্য স্থাপন করা তো কেবল বাবার-ই কর্তব্য।

*গীতঃ- ছোড় ভী দে আকাশ সিংহাসন... (আকাশের সিংহাসন ত্যাগ করেও)

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদেরকে ওম্ শান্তি শব্দের অর্থ তো অনেকবার বোঝানো হয়েছে। ওম্ মানে আমি কে ? আমি এক আত্মা। এই শরীর আমাদের অর্গানস। আমি পরমধাম নিবাসী আত্মা। ভারতবাসীরা আহ্বান করে - হে দূরদেশবাসী, তুমি এসো। কারন ভারতে এখন প্রচন্ড ধর্মগ্লানি হয়, চারিদিকে কেবলই দুঃখ। তুমি পুনরায় এসে গীতার উপদেশ শোনাও। গীতা শোনানোর জন্যই বলা হয় - শিববাবা তুমি এসো। কারণ তিনি সকলের পিতা। বলা হয়, ভারতবাসীদের ওপর পুনরায় মায়া রূপী রাবণের ছায়া পড়েছে। তাই এখানে এরা দুঃখী আর পতিত। আহ্বান করা হয় - রূপ পরিবর্তন করে এসো, অর্থাৎ মানুষের রূপ ধারণ করে এসো। তাই আমি মানুষের বেশ ধারণ করেই আসি। আমার আগমন দৈব এবং অলৌকিক। আমি কোনো গর্ভে প্রবেশ করি না, আমি এক সাধারণ বৃদ্ধ শরীরের মধ্যে আসি।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমি প্রতি কল্পেই এইভাবে আমার নিরাকার রূপ পরিবর্তন করে আসি। পরমপিতা পরমাত্মা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর। কৃষ্ণকে কখনোই জ্ঞানের সাগর বলা যাবে না। বাবা বলছেন, আমি পুনরায় এই সাধারণ বৃদ্ধ শরীরের মধ্যে এসে তোমাদেরকে সহজ রাজযোগ শেখাচ্ছি। যখন দুনিয়া পতিত হয়ে যায়, তখনই আমাকে আসতে হয়। কলিযুগ থেকে সত্যযুগ বানানোর জন্য আমি আসি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের ছবিও রয়েছে। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন, শঙ্করের দ্বারা বিনাশ এবং তারপর বিষ্ণুর দ্বারা পালন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো বিষ্ণুর দুই রূপ। তোমরা বাচ্চারা এইটা জানো। বাবা পুনরায় রূপ পরিবর্তন করে এসেছেন। তিনি একাধারে আমাদের পরমপিতা, পরম শিক্ষক এবং পরম সদগুরু। অন্যান্য গুরুদেরকে পরম বা সুপ্রিম বলা যায় না। ইনি নিজেই বাবা, শিক্ষক এবং গুরু। লৌকিক পিতা তো সন্তানের লালন পালন করার পরে তাদেরকে স্কুলে পাঠিয়ে দেয়। খুব সামান্য কয়েকজন আছে, যে নিজেই পিতা এবং শিক্ষক। বাকিরা কেউ নিজেকে এইরকম বলতে পারবে না। সকল আত্মাই আমাকে আহ্বান করে, গড ফাদার বলে ডাকে। সুতরাং তিনি সকল আত্মার পিতা। এটা ভক্তিমূলক গীত। সত্যযুগে তো মায়াই থাকবে না যে আহ্বান করতে হবে। ওখানে কেবল সুখ আর সুখ। তোমরা জানো যে এই চক্র ৫ হাজার বছরের। অর্ধেক কল্প অর্থাৎ সত্য এবং ত্রেতাযুগ হলো দিন আর অর্ধেক কল্প অর্থাৎ দ্বাপর এবং কলিযুগ হলো রাত্রি। তোমরা হলে ব্রহ্মার মুখ (জাত) বংশাবলী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মার অর্থাৎ তোমাদের মতো ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রেই এই দিন রাত্রির গায়ন রয়েছে। তোমাদের মতো বাচ্চাদের কাছেই এই দিন রাত্রির পুরো জ্ঞান রয়েছে। লক্ষ্মী নারায়ণের কাছেও এই জ্ঞান নেই। এখন তোমরা সঙ্গমযুগে রয়েছ। তোমরা জানো যে ভক্তিমার্গ সম্পূর্ণ হয়ে এবার দিন শুরু হবে। তোমরাই এখন বাবার কাছ থেকে এই জ্ঞান পেয়েছ। কলিযুগ কিংবা সত্যযুগে কারোর কাছেই এই জ্ঞান থাকবে না। তাই গায়ন করা হয় - ব্রহ্মার দিন এবং ব্রহ্মার রাত্রি। তোমরা এখন সূর্য এবং চন্দ্রবংশের রাজত্ব পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। তারপর অর্ধেক কল্প পরে তোমরা সেই রাজত্ব হারিয়ে ফেলেছ। তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া অন্য কারোর কাছেই এই জ্ঞান নেই। তোমরা দেবতা হয়ে গেলে এই জ্ঞান আর থাকবে না। এখন রাত্রি রয়েছে। শিবরাত্রি পালন করা হয়। কৃষ্ণের ক্ষেত্রেও রাত্রির উল্লেখ করা হয় কিন্তু তার প্রকৃত অর্থ জানে না। শিব জয়ন্তীর অর্থ শিবের পুনঃ অবতরণ। এইরকম বাবার অবতরণ দিবস তো কমপক্ষে একমাস ধরে পালন করা উচিত। যিনি সমগ্র দুনিয়াকে পতিত থেকে পবিত্র করে দেন, তাঁর জন্য হলিডে পালন করা হয়। বাবা বলছেন, আমি সকলের মুক্তিদাতা, আমি পথপ্রদর্শক হয়ে সবাইকে নিয়ে যাই।

এখন তোমরা রাজযোগ শেখার পুরুষার্থ করছ। বাবা তোমাদেরকে জ্ঞানের ত্রিনয়ন দিচ্ছেন। আত্মার প্রকৃত রূপের জ্ঞানও কারোর কাছে নেই। বাবা বলছেন, তোমরা আত্মারা আঙুলের মতোও নও আর অখন্ড জ্যোতির মতোও নও।

তোমরা হলে নক্ষত্র সম, বিন্দু তুল্য। আমিও বিন্দু তুল্য আত্মা কিন্তু আমি পুনর্জন্ম নিই না। আমার মহিমা সম্পূর্ণ আলাদা। আমি সুপ্রিম, তাই আমি জন্ম মৃত্যুর চক্রে আসি না। তোমরা আত্মারা শরীর ধারণ করে এবং ৮৪ বার জন্ম নাও। আমি এই শরীরের মধ্যে প্রবেশ করি। এটা লোন নিয়েছি। বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরাও আত্মা। কিন্তু তোমরা নিজেকে আত্মা বলে উপলব্ধি করতে পারো না। আত্মাই নিজের পিতাকে স্মরণ করে। দুঃখের সময়ে সর্বদাই স্মরণ করে - হে ভগবান, হে করুণাসিন্ধু পিতা, করুণা করো। তিনি নিজেই নলেজফুল, ব্লিশফুল এবং পিওরিটি ফুল। তাই তোমরা প্রার্থনা করছ। জ্ঞানেও তিনি সম্পূর্ণ, জ্ঞানের সাগর। কোনো মানুষের জন্যই এই মহিমা করা যাবে না। সমগ্র দুনিয়াকে ওপরে আশীর্বাদ করা তো কেবল বাবার কর্তব্য। তিনি হলেন রচয়িতা। বাকি সবাই রচনা। রচয়িতা রচনার সৃষ্টি করেন। প্রথমে স্ত্রীকে অ্যাডাপ্ট করে এবং তারপর তার দ্বারা সন্তানের জন্ম দেয় এবং লালন পালন করে। তবে বিনাশ করে না। কিন্তু এই অসীম জগতের পিতা স্থাপন, প্রতিপালন এবং বিনাশ তিন কর্তব্যই করেন। আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের পালন করেন। সত্যযুগের শুরুতে হঠাৎ করেই রাজধানী স্থাপন হয়ে যায়। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা তো কেবল নিজ নিজ ধর্ম স্থাপন করে। তারপর যখন তাদের সংখ্যা লক্ষ কিংবা কোটি ছাড়িয়ে যায়, তখন রাজত্ব পায়। এখন তোমরা রাজধানী স্থাপন করছ। যোগবলের দ্বারা তোমরা সমগ্র বিশ্বের ওপরে রাজত্ব পাও। বাহুবল দ্বারা কখনো বিশ্বের ওপর রাজত্ব করা যায় না। বাবা বুঝিয়েছেন, খ্রীষ্টানদের মধ্যে এতো শক্তি আছে যে তারা যদি নিজেরা মিলিত হয়ে যায়, তবে বিশ্বের ওপরে রাজত্ব করতে পারে। কিন্তু বাহুবল দ্বারা কেউ বিশ্বের রাজত্ব পেয়ে যাবে - আইন তো এটা বলে না। ড্রামা তো এইরকম হবেই না যে বাহুবলের দ্বারা কেউ বিশ্বের ওপরে রাজত্ব পাবে। বাবা বোঝাচ্ছেন, যোগবলের দ্বারা আমার কাছ থেকেই বিশ্বের রাজত্ব পাওয়া সম্ভব। ওখানে কোনো পার্টিশন থাকে না। ধরনী, আকাশ সবকিছুই তোমাদের থাকবে। কেউ তোমাদেরকে ছুঁতেও পারবে না। ওই রাজত্বকে বলা হয় অদ্বৈত রাজ্য। এখানে অনেক রাজ্য রয়েছে। বাবা বলছেন, ৫ হাজার বছর পরে তোমাদেরকে এই রাজযোগ শেখাচ্ছি। কৃষ্ণের আত্মাও এখন শিখছে। কৃষ্ণ ছিল প্রথম রাজকুমার। সে এখন ৮৪ জন্মের শেষে এসে ব্রহ্মা হয়েছে। বাম্বাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে কিভাবে সৃষ্টিচক্র আবর্তিত হয়। বাবা পুনরায় স্বর্গ স্থাপন করছেন। এতসব ধর্মের বিনাশ তো অবশ্যই হবে। এক ধর্মের স্থাপন হবে। ভারতই ১০০ শতাংশ সলভেন্ট এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মাবলম্বী ছিল। দেবতাদের কর্মও শ্রেষ্ঠ ছিল। ওদের জন্যই মহিমা করা হয় - সর্বগুন সম্পন্ন। প্রথমে পবিত্র ছিল। এখন পতিত হয়ে গেছে। তারপর এখন বাবা এসে স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই পবিত্র বানাচ্ছেন। রাখিবন্ধন উৎসব কেন এত বড় করে পালিত হয়, তা কেউই জানে না। বাবা আসার পরেই প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন যে অন্তিম জন্মে তোমরা পবিত্র থাকো। সন্ন্যাসীদের ধর্ম তো একেবারে আলাদা ধর্ম। জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্য - এই কথাটা তোমাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তোমরা দেখেছ যে পাদ্রীরা যাওয়ার সময়ে একদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যায়। অন্য কোনো দিকে চোখ যায় না। নান্-রাও তো সেখানে থাকে। ওরা যীশুখ্রিস্টকে স্মরণ করে। বলে, যীশুখ্রিস্ট ছিলেন ঈশ্বরের সন্তান। সাদা পোশাকের সঙ্গে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তোমরা হলে আত্মা। অন্য কাউকে নয়, কেবল একজনকেই স্মরণ করতে হবে। তোমরাই হলে সত্যিকারের নান্। ওই বাবার কাছ থেকেই তোমরা উত্তরাধিকার পাচ্ছ। তাঁকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনষ্ট হবে। তাই বাবার নির্দেশ হলো - কেবল আমাকেই স্মরণ করো। কিন্তু আত্মাকে নিশ্চিত ভাবে না জানার কারণে ওই নান্-রা যীশুখ্রিস্টকে স্মরণ করে। ভগবান কে - সেটাই জানে না। যে ভারতবাসীরা একেবারে শুরু থেকে আসে, তারাই জানে না। লক্ষ্মী-নারায়ণের কাছে এই সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান ছিল না। তারা ত্রিকালদ্রষ্টা ছিল না। তোমরা ব্রাহ্মণরাই হলে ত্রিকালদ্রষ্টা। বাবা তোমাদেরকে কড়ি তুল্য থেকে হীরা তুল্য বানাচ্ছেন। তোমরা এখন ঈশ্বরের কোলে রয়েছে। তোমাদের এই অন্তিম জন্ম অত্যন্ত অমূল্য। সমগ্র বিশ্বের, বিশেষ করে এই ভারতের আধ্যাত্মিক সেবা করছ। বাকি যারা আছে, ওরা সকলেই জাগতিক সমাজ সেবক। কেবল তোমরাই আধ্যাত্মিক সমাজ সেবক। স্বয়ং পরমাত্মা তোমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। প্রত্যেক আত্মাকেই বলো - বাবাকে স্মরণ করো। বাবাকেই পতিত পাবন বলা হয়। তোমাদের পতিত হওয়ার জন্য ৮৪ জন্ম লেগে যায় আর ওপরে উঠতে এক সেকেন্ড সময় লাগে। এটাই এই মৃত্যুপুরীতে তোমাদের অন্তিম জন্ম। এরপর মৃত্যুলোক মূর্ত্যাবাদ, অমরলোক জিন্দাবাদ হবে। এটাই হলো অমর কথা। অমর বাবা এসে তোমাদেরকে অর্থাৎ অমর আত্মাদেরকে অমর যুগে নিয়ে যাওয়ার জন্য অমর কথা শোনাচ্ছেন। বাবা বলছেন - ঠিক আছে, অন্য সবকিছু ভুলে নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে কেবল আমাকে অর্থাৎ নিজের পিতাকে স্মরণ করো। আমার সাথে বুদ্ধি যুক্ত করলে তোমার পাপ ভস্মীভূত হয়ে যাবে এবং তুমি পূন্য আত্মা হয়ে যাবে। তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যাও। এটা কোনো নতুন কথা নয়। ৫ হাজার বছর পরে বাবা এসে তোমাদের উত্তরাধিকার দেন। তারপর রাবণ আবার অভিশাপ দিয়ে দেয়। এটাই হলো খেলা। এই কাহিনী কেবল ভারতের জন্যই। এইসব কথা কোনো বেদ-শাস্ত্রে নেই, বাবা এসেই বোঝাচ্ছেন। তাই গড ফাদারকে নলেজফুল, পিসফুল এবং ব্লিশফুল বলা হয়। তোমাদেরকে নিজের মতো বানাচ্ছেন। তোমরাও একসময়ে পূজনীয় ছিলে, এখন পূজারী হয়ে গেছ। তাই নিজেরাই পূজনীয় আবার নিজেরাই পূজারী। ভগবানের ক্ষেত্রে এটা বলা যাবে না। এটা তোমাদের মতো ভারতবাসীদের জন্য। প্রথমে তোমরা কেবল শিবের উপাসনা করত।

অব্যভিচারী ভক্তি করার পরে দেবতাদের ভক্তি করা শুরু করেছে। ক্রমশই অধঃপতন হয়েছে। এখন তোমরা পুনরায় দেবী-দেবতা হচ্ছে। যারা কম পড়াশুনা করবে, তারা প্রজা হয়ে যাবে। যারা ভালো পড়াশোনা করবে, তারা রাজ পরিবারে জন্ম নেবে। প্রজা তো অনেকেই হবে। একজন মহারাজার লক্ষ লক্ষ কিংবা কোটি কোটি প্রজা থাকবে। তোমরা আগের কল্পের মতোই পুরুষার্থ করছ। পুরুষার্থের দ্বারাই বোঝা যায় যে মালার মধ্যে কারা আসবে। প্রজাদের মধ্যেও কেউ গরিব, কেউ ধনী হয়। ভক্তিমাগে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করে। ঈশ্বরের কাছে কি অভাব আছে ? অথবা বলবে কৃষ্ণ অর্পণম। বাস্তবে তো ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই অর্পণ করে। মানুষ যা কিছু করে, পরের জন্মে তার ফল পেয়ে যায়। তবে এক জন্মের জন্যই পায়। এখন বাবা বলছেন, আমি তোমাদেরকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার দিতে এসেছি। আমার জন্য ডাইরেক্ট যা কিছু করো, তার বিনিময়ে ২১ জন্মের জন্য তোমাদের প্রাপ্তি হয়ে যায়। ইনডাইরেক্ট করলে এক জন্মের জন্য ঋণিকের সুখ পাও। বাবা বোঝাচ্ছেন, এগুলো অব মাটিতে মিশে যাবে, তাই এগুলো সফল করো। তোমরা এইরকম আধ্যাত্মিক হাসপাতাল কাম ইউনিভার্সিটি খুলতে থাকো যেখানে থেকে অনেকে এভার হেলদী আর এভার ওয়েলদী হবে। এর মাধ্যমে অনেক উপার্জন হয়ে যায়। যোগের দ্বারা হেল্থ (স্বাস্থ্য) আর চক্রকে জানলে ওয়েলথ (সম্পত্তি) পাওয়া যায়। তাই প্রত্যেক ঘরে ঘরে এইরকম ইউনিভার্সিটি কাম হাসপাতাল খুলতে থাকো। যদি খুব ধনী হও, তাহলে বড়ো করে খোলো যেখানে অনেক জন আসতে পারবে। বোর্ডেও লিখে দাও। যেভাবে নেচার কিওরের লোকেরা লেখে। বাবা সমগ্র দুনিয়ার নেচার পরিবর্তন করে পবিত্র করে দিচ্ছেন। এখন সকলেই অপবিত্র। বাবা-ই সমগ্র দুনিয়াকে এভার হেলদী, এভার ওয়েলদী বানিয়ে দেন। তিনিই এখন তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে পড়াচ্ছেন। তোমরা হলে সবথেকে মিষ্টি বাচ্চা। আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের এই অমূল্য জীবনকে আধ্যাত্মিক সেবায় নিয়োজিত করতে হবে। সমগ্র দুনিয়ার, বিশেষ করে ভারতের সেবা করতে হবে।

২) নিজের সবকিছু সফল করার জন্য ডাইরেক্ট ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে অর্পণ করতে হবে। আধ্যাত্মিক হাসপাতাল এবং ইউনিভার্সিটি খুলতে হবে।

বরদানঃ:- সম্পূর্ণ সমর্পণের বিধির দ্বারা সর্বগুণে সম্পন্ন হওয়ার পুরুষার্থে সর্বদা বিজয়ী ভব তাকেই সম্পূর্ণ সমর্পিত বলা যাবে যার সংকল্পেও দেহবোধ থাকে না। যে নিজের দেহবোধকেও সম্পূর্ণ অর্পণ করে দেয়, আমি অমুক - এই সঙ্কল্পকেও অর্পণ করে দেয়, সেই সর্বগুণে সম্পন্ন হয়। তার মধ্যে কোনো গুণের অভাব থাকে না। যারা সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে সর্বগুণে সম্পন্ন হওয়ার লক্ষ্য রাখে, সেইরকম পুরুষার্থীদেরকে বাপদাদা সর্বদা বিজয়ী হওয়ার বরদান দিয়ে দেন।

স্লোগানঃ:- যে মনকে নিজের বশে আনতে পারে, সে-ই মন্মনাভব অবস্থায় থাকতে পারে।

“মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমরা শূদ্র বংশের থেকে বেরিয়ে ব্রাহ্মণ বংশে এসেছ, বাবা ব্রহ্মা মুখের দ্বারা তোমাদেরকে দত্তক নিয়েছেন - তাই এই খুশিতে থাকো”

*প্রশ্নঃ - কি এমন গুপ্ত রহস্য ব্রাহ্মণ কুলের বাচ্চারাই কেবল বুঝতে পারে?

*উত্তরঃ - নিরাকার শিব বাবা হলেন আমাদের পিতা আর এই ব্রহ্মা হলেন আমাদের মাতা। নিরাকার ভগবান কিভাবে মাতা-পিতা, বন্ধু সখ হয়ে থাকেন, এই গুপ্ত রহস্য ব্রাহ্মণ কুলের বাচ্চারাই বুঝতে পারে। তার মধ্যেও যারা দৈবী কুলের উচ্চপদ প্রাপ্ত করার হবে তারাই এই রহস্য যথার্থ ভাবে বুঝতে পারবে।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা বসে আছে - বুঝতে পারছে যে আমাদের বাপ-দাদা এসে গেছেন। বাবা তো একত্রিত হয়ে যায় দাদার সাথে। তাই বলবে যে বাপ-দাদা এসে গেছেন। তিনি শিক্ষকও। বাবা দাদাকে ছাড়া কিছুই বলতে পারেন না। বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে, কেননা এটা হল নতুন কথা তাই না! অজ্ঞান কালে স্মরণ করে সিঙ্গেলকে। বলে আমাদের গুরু অমুক জায়গায় আছেন। তার শরীরের নাম জানে। আমাদের বাবা আমাদের মা অমুক জায়গায় আছেন। তার নাম রূপ সবকিছুই আছে। মানুষ তাকে স্ট করে দিয়েছে। মানুষ তো যা কিছু বানিয়েছে তাতে কিছু না কিছু ভুল আছে। যদিও গীত আছে স্বমেব মাতাশ্চ পিতা স্বমেব... এটা একজনের জন্যই গাওয়া হয়ে থাকে। ব্রহ্মার জন্য বলে না, কেননা তাঁর নাম রূপ বুদ্ধিতে আসে না। না বিষ্ণুর না শঙ্করের আসে। গাইতে থাকে যে তুমি মাতা-পিতা আমরা বালক তোমার... তাতেও বুদ্ধি উপরের দিকেই যায়। কৃষ্ণকে কেউ স্মরণ করতে পারে না। তবুও নিরাকারকেই স্মরণ করবে, তাঁর মহিমা আছে। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে- এখানে যখন বসে আছো তখন লৌকিক সম্বন্ধের থেকে বুদ্ধির যোগ সরিয়ে পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করো, কেননা এই সময় তিনি সম্মুখে বসে আছেন। ভক্তি মার্গে যখন গাইতে থাকে তখন চোখ উপরের দিকে তাকিয়ে গাইতে থাকে - তুমি মাতা পিতা... হে ভগবান বলে স্মরণ করতে থাকে। ভগবান যখন বলে তখন শিবলিঙ্গকেও স্মরণ করে না। তোতাপাখির মতো এইরকম গাইতে থাকে। লক্ষ্মী-নারায়ণের জন্যও এইরকম বলা যায়না, এনারা তো হলেন মহারাজা-মহারানী। তাদের বাচ্চারাই কেবল তাদেরকে মাতা-পিতা বলবে। ‘বন্ধু’ বলবে না। ভক্তরা গাইতে থাকে - হে পতিত-পাবন, কিন্তু এটাও বুদ্ধিতে আসেনা যে শিবলিঙ্গ হবে, এইরকমই বলে দেয়। হে ভগবান! হে ভগবান কে বলছে, কাকে বলছে? কিছুই জানে না। যদি এই জ্ঞান থাকতো যে আমি হলাম আত্মা, তাকে ডাকছি, তাহলে এটাই বুঝতে পারতো যে তিনি হলেন নিরাকার পরমাত্মা। তার রূপই হল লিঙ্গ স্বরূপ। যথার্থ ভাবে কেউ বাবাকে স্মরণ করে না। তার থেকে প্রাপ্তি কি হবে, কবে হবে - এসব কিছুই জানেনা। তোমরাও জানতে না। এখন তো বাবার হয়েছে। তোমরা জানো যে আমাদেরকে শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা নিজের বাচ্চা বানিয়েছেন। এই ব্রহ্মা হলেন মা। এই ব্রহ্মা মাতার দ্বারা শিব বাবা দত্তক নিয়েছেন। এই সময় তোমরা ভালো ভাবে বুঝতে পারছ। আমরা হলাম শিব বাবার সন্তান। সাকারে পুনরায় প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করেন। এমন নয় যে কোনও নতুন সৃষ্টি রচনা করেন? না, এই সময়ে এসে কোলে তুলে নেন, দত্তক নেন। এখন মাতা-পিতা বলতে তো শিব হলেন পিতা আর মাতা হলেন ব্রহ্মা। তাঁদেরকে বলা যায় মাতা পিতা। বাবা ব্রহ্মার দ্বারা বলছেন যে তোমরা আত্মারা হলে আমার বাচ্চা। তারপর আত্মাদেরকে বসে পরিচয় দিচ্ছেন যে- আত্মা কি? তারা বলেও যে ভ্রুকুটিট মাঝে থাকে আকাশের তারার মত, আর কিছুই জানেনা। এটা বলতে পারেনা যে আত্মা ৮৪ জন্ম ভোগ করে। আত্মা শরীরের দ্বারা ভূমিকা অভিনয় করে। ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ দেশ কাল থেকে আত্মা এক শরীর ত্যাগ করলে তো সমস্ত পরিবারই বদলে যায়। কেউ দত্তক নিলে তখন পরিবারই বদলে যায়। মাতা-পিতা, যার দ্বারা জন্ম নিয়েছে, তাদেরকেও জানে আবার যে দত্তক নিচ্ছেন তার ঘরের হয়ে যায়। এখানে তোমরা শূদ্র বংশের থেকে বেরিয়ে এখন ব্রাহ্মণ বংশে এসেছ। ব্রহ্মার শরীরে দ্বারা তোমাদেরকে দত্তক নিয়েছেন। তোমরা তো ব্রাহ্মণ কুলে এসে গেছ। এইসব কথা শাস্ত্রে লেখা যায় না, এটা বোঝানো যায়। লেখা হলে কেউ বুঝতে পারবে না।

এখন বাচ্চারা তোমরাই জানো যে - আমরা পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান হয়েছি। ইনি হয়ে গেলেন মা। ব্রহ্মাকে প্রজাপিতাই বলা হয়। এঁনার দ্বারা বাচ্চারা, তোমাদেরকে দত্তক নিই - এসব কতইনা গুপ্তকথা। সামনে না বসলে কেউই বুঝতে পারবে না। তারাই বুঝতে পারবে যারা এই ব্রাহ্মণ কুলের হবে। যারা দৈবী কুলের মধ্যেও উচ্চপদ পাওয়ার হবে। নতুন কারোর বুদ্ধিতে এসমস্ত কথা ধারণ হবে না। না বুদ্ধিতে ধারণ হবে, না কাউকে বোঝাতে পারবে। তোমাদের

মধ্যেও নশ্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে আছে, যাদের বুদ্ধিতে ধারণা হয়। গাওয়া হয় স্বমেব মাতাশ্চ পিতা... স্মরণ করা যায় শিব বাবাকে। পুনরায় বলে যে - তুমি মাতা পিতা। এক বাবা কিভাবে মাতা পিতা হতে পারেন? এসব কথা আর কেউ বোঝাতে পারবে না। যে রকম শাস্ত্রে ব্যাসদেব যা কিছু লিখেছেন সেটা মানুষ কণ্ঠস্থ করে নিয়েছে সেই রকম তোমাদেরকেও বলবে, তোমাদেরকে কেউ বলেছেন, তোমরা কণ্ঠস্থ করে নিয়েছো। নতুন মানুষের জন্য বোঝানো বড়ই মুশকিল। এখানে থেকেও কেউ কাউকে এতটা বোঝাতে পারবে না। তোমরা হলে আত্মা - তোমাদের বাবা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি হলেন অসীম জগতের বাবা অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রদান করছেন। উত্তরাধিকারের দিয়েছিলেন, পুনরায় পুনর্জন্ম নিতে নিতে ৮৪ জন্ম সম্পন্ন হয়েছে, এখন বাবা পুনরায় উত্তরাধিকার প্রদান করতে এসেছেন। এসব কাউকে বোঝানো কতইনা সহজ! তুমি মাতা-পিতা... কাকে বলা যায় এটা চিন্তন করার বিষয় তাই না! ব্রহ্মার দ্বারা দত্তক নিয়েছেন, তবুও মা তো অবশ্যই চাই। তাই যে অনন্য বাম্ভী (কন্যা) হবে ডামার প্ল্যান অনুসারে তাঁকে জগদম্বার টাইটেল দেওয়া যায়। মেল অর্থাৎ পুরুষকে জগদম্বা বলা যায় না, তাঁকে জগৎ পিতা বলা হয়। প্রজাপিতা নাম বিখ্যাত। আত্মা প্রজা মাতা কোথায়? তাই দত্তক নেওয়া হয় মাতাকে। আদি দেব তো আছেন পুনরায় আদি দেবীকে আহ্বান করা হয়। জগদম্বা তো একজনই আছেন - তাঁরই মহিমা আছে। জগদম্বারকে কেন্দ্র করে অনেক মেলা বসে। কিন্তু তাঁর কর্তব্যকে কেউ জানে না। কলকাতাতে কালী মন্দির আছে। বম্বেতেও জগদম্বার মন্দির আছে। মুখমন্ডল আলাদা আলাদা হয়। জগদম্বা কে? এটা কেউ জানে না। তাঁকেও ভগবতী বলা হয়। এখন জগদম্বাকে ভগবতী বলা যায়না। তিনি হলেন ব্রাহ্মণী। জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী, তিনিও বাবার থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত করেছেন। তোমরা সবাই হলে জগদম্বার বাম্ভা। জ্ঞান শুনে তারপর সবাইকে শোনাও। তোমাদের ধান্দাই হলো এটা। তোমাদেরকে এখন ঈশ্বর পড়াচ্ছেন, কোনও মানুষ পড়াচ্ছেন না। এই ব্রহ্মাও তো হলেন মানুষ। মানুষ কাউকেই পবিত্র বানাতে পারেনা। মানুষের বুদ্ধি এতই বোকা হয়ে গেছে যে কিছুই বুঝতে পারেনা। পতিত-পাবন তো হলেন এক বাবা। তিনি আসেনই পতিতকে পাবন বানাতে। এই সমগ্র দুনিয়া তমোপ্রধান হয়ে গেছে। সবাই হলো পতিত। নতুন দুনিয়া হল পবিত্র, পুরানো দুনিয়া হল পতিত। পুরানো দুনিয়াতে আছে নরকবাসী। নতুন দুনিয়া হল স্বর্গবাসী। বুদ্ধিও বলে যে - সত্যযুগে কেবল ভারতবাসী দেবী-দেবতারাই থাকবে আর কেউ থাকবে না। এখন বাম্ভারা তোমাদের এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। নতুন দুনিয়াতে সর্বপ্রথম সূর্যবংশী দেবতারাই ছিলেন পুনরায় চন্দ্র বংশী হলে তো সূর্যবংশী পাস্ট হয়ে যায়। চন্দ্রবংশীর পর পুনরায় বৈশ্য বংশী.... বরাবর লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। আত্মা তার আগে কি ছিল। এটা কেউ বুঝতে পারে না। তোমরা বাম্ভাদেরকে বাবা এখন চক্রের রহস্য বোঝাচ্ছেন। দ্বাপড়ে আছে বৈশ্য বংশী। কলি যুগে হয় শূদ্র বংশী।

এখন তোমরা জেনেছ যে - আমরা ব্রাহ্মণ হয়েছি। তোমাদেরকে বাবা নিজের বানিয়েছেন অর্থাৎ শূদ্র ধর্ম থেকে দেবতা ধর্মে ট্রান্সফার করেছেন। এখন সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী তো নেই। না লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য আছে, না রাম রাজ্য আছে। এখন হলো কলিযুগের অন্ত। কলিযুগের পর সত্যযুগ আসবে। কলিযুগে এই পুরানো পতিত দুনিয়া আছে, মহান দুঃখ আছে। এজন্য দেবতাদের কাছে গিয়ে মহিমা গান করে, মাথা ঠোকে। আত্মা লক্ষ্মী নারায়ণকে এই রাজ্য কে দিয়েছিলেন? কেউ তো আছে যে বলতে পারে। এসব কারো চিন্তাতে আসবে না, কেননা বুদ্ধিতে আছে কলিযুগ এখনো বাম্ভা। ৪০ হাজার বছর অবশিষ্ট আছে। এই জন্য এইসব চিন্তা আসেই না। এখন তোমাদের এই চিন্তা আসে। কোনও বাম্ভা বলে যে আমি স্মরণ করতে পারি না। কেন পারো না? কেননা সকাল সকাল উঠে স্মরণে বসে ধারণা করে না। বুঝতে পারে তথাপি কাউকে বোঝাতে পারে না। এটা তো অবশ্যই হবে। সবাই একরস বুঝদার হতে পারবে না। বুঝদারও চাই, অবুঝও চাই। অনেক বুঝদার তো গিয়ে রাজা রানী হবে। যত যত যে বেশি বুঝবে আর বোঝাবে তাদেরই নাম খ্যাত হবে। প্রদর্শনী হয় তো লেখে যে বাবা অমুককে পাঠাও। তাহলে কি তুমি বোঝাতে পারবে না? বাবা তার প্র্যাক্টিস অনেক বেশি। বাবা, আমি একটু কাঁচা। বাবা নিজেও বলেন যে - কোথা থেকে যদি নিমন্ত্রণ এলে লিখে পাঠাও, কে কে আছে, তখন দেখবো কাকে কাকে পাঠানো যায়। সন্ন্যাসীদের বোঝানোর জন্য এই নিমন্ত্রণ কি? তাহলে তো অনেক ভালো ব্রহ্মাকুমারীকে পাঠাতে হবে। আত্মা কুমারকা আছে, মনোহর আছে, গঙ্গে আছে, এদের মধ্যে কাউকে পাঠিয়ে দেবো। বাম্ভা তো অনেক আছে। জগদীশকে পাঠিয়ে দাও, রমেশকে পাঠিয়ে দাও। তোমরাও বুঝতে পারো যে একে অপরের থেকে সুদক্ষ। যেরকম জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে থাকে। একে অপরের থেকে সুদক্ষ হয়। গভর্নেন্ট জানে যে, একজন অপর জনের থেকে দক্ষ। তবেই তো কেস একজনের থেকে আরেক জনেরটা উপরে যায়। এরপর হাইকোর্টে যাও তারপর তার থেকেও উপরে। তিনিও যদি জাজমেন্ট ঠিক না দেন তাহলে তার থেকেও উপরে যাবে। এদের উপর তোমরা করুণা করো। এখন এইসব কথা এখানেই হয়। সত্য যুগ, ত্রেতাতে তো হয়না। পুনরায় দ্বাপরে রাজা রানীর রাজ্য হয়। সেখানে তো মহারাজা মহারানীকেই কেস সামলাতে হয়। কেস হবেও খুব অল্প। এখন তো তমোপ্রধান পতিত তাই না! তাই বাদশাহের কাছে কেস গেলে তো অল্প শাস্তি দিয়ে দেবেন। বেশি ভুল হলে তো বেশি শাস্তি দেবেন। এখানে তো অনেক জাজ উকিল আছে। কতইনা কারবারের

মধ্যে পার্থক্য আছে। সত্য যুগে কি হয়, এটা কারো জানা নেই। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন যে - কাউকে জিজ্ঞাসা করো, এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে জানো? যে রকম বিডলা অনেক মন্দির বানায় তো কেউ ভালো বাচ্চা থাকলে তাকে চিঠি লিখবে। তুমি লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির তো অনেক বানিয়েছ, এনাদের এই রাজধানী কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছে, যখন সত্যযুগের আগে কলিযুগ ছিল। কলিযুগে কিছুই নেই। দেবতাদের তো কারো সাথে যুদ্ধ হবে না। যুদ্ধ করে কেউ বিশ্বের মালিক হতে পারে না। বিশ্বের মালিক যাঁরা ছিলেন তাদেরই এই লক্ষী নারায়ণের চিত্র রাখা হয়। এখন তো হলো কলিযুগ। এখানে যুদ্ধ হয় হাতিয়ারের দ্বারা। বাবা বুঝিয়েছেন যে খ্রিস্টান ধর্মের আল্লাহা নিজেদের মধ্যে একতা এসে যায় নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা রাখে তো বিশ্বের মালিক হতে পারবে। কিন্তু বিশ্বের মালিক তো লক্ষ্মী-নারায়ণ হবেন। বুদ্ধি বলে যে এরা নিজেদের মধ্যে যদি এক হয়ে যায় - তাহলে মালিক হতে পারবে কিন্তু সত্যযুগে কিং কুইন তো কেউ হতে পারে না। ড্রামাই এরকম তৈরি হয়ে আছে। এখন আমরা পুনরায় যোগ বলের দ্বারা স্বর্গের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। তোমরা বলতে পারো যে - কল্প পূর্বেও সঙ্গম যুগে বাবার দ্বারা এই পদ প্রাপ্ত করেছিলাম। ৮৪ জন্ম সম্পন্ন হয়েছে, পুনরায় উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আল্লাদের পিতা ওঁনার আল্লা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজের মধ্যে ধারণা করা আর অন্যদেরকে করানোর জন্য - সকাল সকাল উঠে বাবার স্মরণে বসতে হবে। যেটা বুঝেছে সেটা অন্যদেরকেও বোঝানোর প্র্যাকটিস করতে হবে।

২) লৌকিক সম্বন্ধের থেকে বুদ্ধির যোগ সরিয়ে এক পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবার থেকে যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে সেটা শুনে সবাইকে শোনাতে হবে। এটাই হলো তোমাদের ধ্যান্দা।

বরদানঃ-

নিজের সম্পূর্ণ স্থিতির দ্বারা সকল প্রকারের অধীনতা সমাপ্তকারী প্রকৃতিজিৎ ভব যখন তোমরা নিজেদের সম্পূর্ণ স্থিতিতে স্থিত হবে তখন প্রকৃতির উপরেও বিজয় অর্থাৎ অধিকারের অনুভব হবে। সম্পূর্ণ স্থিতিতে কোনও প্রকারের অধীনতা থাকবে না। কিন্তু এই রকম সম্পূর্ণ স্থিতি বানানোর জন্য তিনটি কথা সাথে সাথে চাই :- ১) আধ্যাত্মিকতা, ২) অধ্যাত্ম, ৩) করুনার গুণ। যখন এই তিনটি কথা প্রত্যক্ষ রূপে, স্থিতিতে, চেহারায় বা কর্মে দেখা যাবে তখন বলা যাবে অধিকারী বা প্রকৃতিজিৎ আল্লা।

স্লোগানঃ-

শ্রীমতের লাগাম মজবুত আছে তো মন রূপী ঘোড়া উদ্ধান্ত হতে পারবে না।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখানে এসেছো সেন্সিবিলাইজ করার জন্য, তোমরা নিজেদেরকে আত্মা নিশ্চয় করে পরমাত্মা পিতার কাছে জ্ঞান অর্জন করো, দেহী-অভিমানী থাকার প্র্যাক্টিস করো”

*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদেরকে অনেকবার অনেকে জিজ্ঞাসা করে তোমরা আত্মার সাক্ষাৎকার করেছো, তখন তোমরা তাদের কি উত্তর দেবে ?

*উত্তরঃ - বলো হ্যাঁ, আমরা আত্মার সাক্ষাৎকার করেছি। আত্মা হল জ্যোতির্বিন্দু। আত্মার মধ্যেই ভালো বা খারাপ সংস্কার থাকে। আত্মার সম্পূর্ণ জ্ঞান এখন আমরা প্রাপ্ত করেছি। যতক্ষণ আত্মার সাক্ষাৎকার হয়নি ততক্ষণ দেহ-অভিমানী ছিলাম। এখন আমাদের পরমাত্মার দ্বারা গড রিয়লাইজেশন এবং সেন্সিবিলাইজেশন হয়েছে।

*গীতঃ- না সে আমাদের থেকে পৃথক হবে.....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা এই গান শুনলো। আত্মা রূপী বাচ্চারা শরীর দ্বারা কথা বলে। এমন কেউ কখনও বলবে না যে আমরা আত্মা বলিদান দেবো সাধু সন্ন্যাসীদের উপরে। বাচ্চারা জানে - আমাদের তো তাঁর সঙ্গে যেতে হবে, এই শরীর ত্যাগ করতে হবে। তাই বলে, এই শরীর ত্যাগ করে আমরা চলে যাবো বাবার সঙ্গে। বাবা এসেছেন সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই কথাটি খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। বাচ্চারা আহবান করে, আমরা পতিত এসে আমাদের পবিত্র করো, তখন কি করি। এখানে ছেড়ে তো যাবো না। এই সম্পূর্ণ দুনিয়া হল পতিত - সে কথা তোমরা জানো। তোমরা কাউকে বিকারগ্রস্ত, পতিত বললে তো তারা রেগে যাবে। মানুষকে খুব যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে। মহিমা বর্ণনা করতে হবে একমাত্র বাবার। এখন বাচ্চারা তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করেছো, খুব বুঝে শুনে কথা বলতে হবে। যদি কোথাও দেখো যে সওয়াল - জবাব চলছে তখন বলো আমরা এখন নতুন, সিনিয়র দিদি এসে রেসপন্স করবেন ।

তোমরা বলো, শিববাবা বোঝান, ভগবানুবাচ - মানুষ হল সবাই পতিত। পতিত তো ভগবান হতে পারেন না। পতিত-পাবনকে আহ্বান করে, কারণ পতিত হয়েছে। দেহধারীদের ভগবান বলা হবে না। ভগবান নিরাকার শিবকে বলা হয়, শিবের মন্দিরও অনেক আছে। সর্ব প্রথমে একটি কথা বুঝতে হবে তবে স্থির হতে পারবে। সবচেয়ে প্রথমে বলো যে শিব ভগবানুবাচ - শিববাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো। তাঁর নিজস্ব শরীর নেই। ব্রহ্মা-বিশ্ব-শঙ্করকেও নিজস্ব সূক্ষ্ম শরীর আছে। দেখতে পাওয়া যায়। তাঁকে তো দেখা যায় না। তাঁকেই বলা হয় - পরমপিতা পরমাত্মা। তোমরাও বলবে আমরা আত্মারা এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় ধারণ করি। তোমরা নিজেদের আত্মার সাক্ষাৎকার করেছো। ভক্তি মার্গে সাক্ষাৎকারের জন্য কঠিন ভক্তি বা নবধা ভক্তি করে। কিন্তু যারা ভক্তি করেছে তারা কখনও সাক্ষাৎকার করেনি। আত্মা কি জিনিস, সে কথা জানে না। শুধু বলে - সে নিরাকার। কথা বলে আত্মা। সংস্কারও আত্মায় ভরা থাকে। আত্মা বেরিয়ে গেলে আত্মা ও শরীর দুই ই কথা বলতে পারে না। আত্মা ব্যতীত শরীর কিছু করতে পারে না। প্রথমে তো আত্মাকে জানতে হবে এবং বাবার দ্বারা ই বাবাকে জানবে। পরমপিতা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার আত্মা করবে কীভাবে - যখন নিজেকে জানেনা, দেখে নি। যদিও বলে "আজব নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে", কিন্তু এই কথা কেউ জানেনা যে আত্মায় ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। মানুষ একেবারে দেহ-অভিমানী হয়ে থাকে। এখন বাবা বলেন দেহী-অভিমানী হও। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমার দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত করো। জ্ঞান শোনে তো আত্মা, আত্মাকে জ্ঞান শোনানোর জন্য পরমাত্মার প্রয়োজন হয়। মানুষকে বোঝানোর জন্য মানুষ থাকবে। আত্মার এই জ্ঞান কারো কাছে নেই তাই বলা হয় প্রথমে আত্মাকে জানো। সেন্সিবিলাইজ করো। আত্মা নিজেই বলে - আত্মাকে আমরা কীভাবে রিয়লাইজ করবো। সে কথা কেউ জানেনা, আমাদের আত্মায় কীভাবে সম্পূর্ণ পার্ট ভরা আছে। সাধু-সন্ন্যাসী ইত্যাদি কেউ বলতে পারে না। বাবাকেই এসে বাচ্চাদেরকে সেন্সিবিলাইজ করতে হয়। বাবা বলেন - নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমি নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার কাছে জ্ঞান শ্রবণ করো। আত্মা ও পরমাত্মা যখন মিলিত হয় তখন এই সব কথা হয়। দুনিয়া তো এই কথা জানেনা যে পরমপিতা পরমাত্মা কবে আসবেন। কীভাবে এসে বোঝাবেন ? না জানার দরুন মত বিভেদ হয়ে গেছে। তাদের সব কিছু নির্ভর করে শাস্ত্রের উপরে। বাবা বলেন - সেসবের দ্বারা তোমরা আমাকে এবং নিজেকে রিয়লাইজ করতে পারবে না। তারা তো বলে দেয় আত্মা ই হল পরমাত্মা। এমন কথা বললে কি হয়। আমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র কে করবে ? ত্রিকালদর্শী কে বানাবে ? অন্য কেউ আত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞান তো দিতে পারবে না তাই তোমরা বলো যে আত্মারা নিজের পিতাকে

জানেনা, তারা হল ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। তারা বলে যারা ভক্তি করে না তারা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। এখন তোমরা বাচ্চারা তো ভক্তি কর না। তোমাদের কাছে ভালো চিত্র আছে। চিত্রের উপরেই বোঝানো হয়। কেউ যদি বিশ্বের মানচিত্র না দেখে থাকে তবে কীভাবে জানবে - লন্ডন কোথায় ? আমেরিকা কোথায় ? যখন টিচার বসে ম্যাপ দেখিয়ে বোঝাবে, তাই তোমরাও এই চিত্র গুলি বানিয়েছো কিন্তু ডিটেলে কেউ বুঝতে পারে না। সূর্যবংশীরা এই রাজধানী কীভাবে নিয়েছে ? তারপরে চন্দ্রবংশীরা কীভাবে নিয়েছে ? সূর্যবংশীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল ? তোমরা বুঝেছো সবাই এক পিতার কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী তো হল বিশ্বের মালিক। দ্বিতীয় কোনো ধর্মই থাকে না তো যুদ্ধের কথাই নেই। এখন তোমরা বুঝেছো, আমরা বিশ্বের মালিক হই। এমন নয় সূর্যবংশীদের সঙ্গে চন্দ্রবংশীদের যুদ্ধ হয়েছিল। না, বংশ বা কুলই আলাদা থাকে।

এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এই চিত্র গুলির সম্পূর্ণ নলেজ আছে। স্কুলে স্টুডেন্ট পড়াশোনা করে তখন বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ নলেজ এসে যায়। ছোট বাচ্চাদের বই খুলে দেখানো হয় - এই ছবিটি হল হাতির, ইত্যাদি। এখন তোমরা এই ড্রামার কথা জেনেছো। এই সম্পূর্ণ চক্রটি বুদ্ধিতে আছে। এ হল সম্পূর্ণ নতুন কথা এবং এই কথা গুলো ব্রাহ্মণ কুল-ই কেবল বুঝবে। অন্যরা বসে অযথা ডিবেট করবে। এমন তো নয় যে সবাইকে একত্রে বোঝানো যাবে। না, আলাদা আলাদা বোঝাতে হয়। নিয়ম হল প্রথমে পিতাকে, তারপরে আত্মাকে বুঝবে তারপর ক্লাসে বসে বুঝবে, তা নাহলে বুঝবে না। সংশয় সন্দেহ করতেই থাকবে। তোমাদেরকে বোঝাতে হবে ভগবান হলেন এক - তিনি হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ। দেবতাদের ভগবান বলা যাবে না। আত্মার জ্ঞানও তোমরা এখন প্রাপ্ত করছো। কর্মের ফল আত্মাই ভোগ করে। সংস্কার আত্মাতেই থাকে। আত্মা শোনে কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা। ভগবান পিতা একজন, স্বর্গের উত্তরাধিকার তাঁর কাছেই প্রাপ্ত হয়। বাবা বুঝিয়েছেন - তোমরা নিজেদেরকে আত্মা নিশ্চয় করো এবং বাবার সঙ্গে বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হও। জন্ম-জন্মান্তর ভক্তি করে এসেছো। হনুমানের পূজারী হবে তো হনুমানকে স্মরণ করবে, কৃষ্ণের পূজারী হবে তো কৃষ্ণকে স্মরণ করবে। এখন তোমাদের বোঝানো হয় - তোমরা হলে আত্মা। তোমাদের পরমপিতা হলেন পরমাত্মা। তাঁকে স্মরণ করলেই পিতার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে, পিতা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, সুতরাং নিশ্চয়ই আমাদের স্বর্গে থাকা উচিত। ভারত স্বর্গ ছিল। এখন স্বর্গ তো নেই, যে রাজত্ব করবে। নরকে তো রাবণের রাজত্ব আছে। আমাদের রাজধানী কীভাবে চলেছে কীভাবে নীচে নেমেছে, সে কথা জানেনা। এখন তোমরা জানো পুনর্জন্ম নিতে নিতে আমাদেরকে নীচে নামতে হয়। এখন বাবা পুনরায় বলছেন, আমাকে স্মরণ করো তো তোমরা পবিত্র হবে। স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। আমরা বাবার সন্তান হই তখন বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। কিন্তু যতক্ষণ না তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হই, যোগের দ্বারা পবিত্র হই ততক্ষণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, বিকর্মজিত হবে, এর গ্যারান্টি আছে। তাই বোঝাতে হয়। কেউ বুঝবে, কেউ তীব্র বুদ্ধিমান হয় তারা তো শোরগোল করতে আরম্ভ করে। কেউ কেউ বিঘ্ন সৃষ্টিকারী থাকেই সর্বদা। কেউ শোরগোল করলে বলা উচিত - একান্তে এসে বোঝো। এখানকার নিয়ম হল - ৭ দিন ভাড়িতে থেকে বুঝতে হবে। কারণ এই জ্ঞান হল নতুন, তাই মানুষ বিভ্রান্ত হয়। কোথাও নতুন সেন্টার খুললে সেখানে কেউ বুদ্ধিমান থাকা উচিত যে সবাইকে বোঝাতে পারবে। ভগবান তো সবার এক, সব আত্মারা হল ভাই-ভাই। পরমাত্মা হলেন সকলের পিতা। সবাই আহবানও করে পতিত-পাবন এসো সুতরাং অবশ্যই তিনি হলেন পবিত্র, কখনও পতিত হন না। বাবা নিজে এসে পতিতদের পবিত্র করবেন। সত্যযুগে সবাই থাকে পবিত্র। কলিযুগে সবাই হয় - পতিত। পতিত সংখ্যায় অনেক, পবিত্র কম থাকে। সত্যযুগে সবাই তো যাবে না। যারা পতিত থেকে পবিত্র হয়, তারাই পবিত্র দুনিয়ায় যায়। বাকিরা সবাই নির্বাণ দুনিয়ায় চলে যাবে। এই কথাও জানে যে, সম্পূর্ণ দুনিয়া এসে এই মত গ্রহণ করবে না। এ তো খুবই কঠিন ব্যাপার যে তোমরা সম্পূর্ণ দুনিয়াকে বাবার শ্রীমত শোনাবে। এখন হল সবার বিনাশের সময়। বিনাশ তো সবার হবেই। বোঝানোর জন্য ভালো যুক্তি চাই। যাতে শান্তি মনে বসে শুনবে, বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না। সর্ব প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। শিববাবাই হলেন পতিত-পাবন, তিনিই বোঝান। গীতায়ও লেখা আছে। পতিত-পাবন বাবা বলেন যে আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। গীতার সঙ্গে এই কথা গুলির কানেকশন আছে। শিববাবা বলেছেন - আমাকে স্মরণ করো। আমি সর্ব শক্তিমান, আমি পতিত-পাবন। আমি গীতা জ্ঞান দাতা, আমি জ্ঞানের সাগর। গীতার শব্দ গুলি তো আছে তাইনা। তারা শুধু বলেছে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ, তোমরা বলো শিব ভগবানুবাচ। ভগবান হলেন নিরাকার, তিনি কখনও পুনর্জন্মে আসেন না, অলৌকিক দিব্য জন্ম নেন। তিনি নিজেই বোঝান - আমি সাধারণ বৃদ্ধ দেহে আসি, যাকে ভাগীরথী বলা হয়। ব্রহ্মার দ্বারা রচনা করেন। অতএব মানুষের নাম রাখা হয় ব্রহ্মা। ব্যক্ত ব্রহ্মা থেকে তারপরে পবিত্র অব্যক্ত ফরিস্তা হয়ে যান। বাবা আসেন কেবল - পতিতদের পবিত্র করতে। সুতরাং নিশ্চয়ই পতিত দুনিয়ায় পতিত শরীরে আসবেন। এইরূপ ডিটেলে বোঝানো হয়েছে। প্রথমে তো এই কথা বোঝানো উচিত - ভগবান বলেন যে কল্প পূর্বের মতন আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, পতিত থেকে পবিত্র হও। মানুষ

গানও করে, হে পতিত-পাবন এসো। গঙ্গা তো আছেই। তোমরা আহবান করো অর্থাৎ নিশ্চয়ই আসবেন কোনো স্থান থেকে। পতিত-পাবন আসেন পতিত থেকে পবিত্র করার পাট প্লে করতে। বাবা বলেন, তোমরা পবিত্র ছিলে তারপরে তোমাদের মধ্যে খাদ পড়েছে, তা যোগবলের দ্বারাই দূর হবে। তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে পরে পবিত্র দুনিয়াতেই আসবে। পতিত দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে। যা কিছু বোঝানো হয় সেসব ভালো ভাবে ধারণ করতে হবে। আমরা তো কেবল উঁচু থেকে উঁচু শিব বাবার মহিমা বর্ণনা করি। অসীম জগতের বাবা বোঝাচ্ছেন তোমরা ৮৪ জন্মের পাট প্লে করতে করতে কতখানি পতিত হয়েছো। প্রথমে পবিত্র ছিলে, এখন পতিত হয়েছো পরে স্মরণের যাত্রায় থেকে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। ভক্তিমার্গ দ্বারা তোমরা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমেছো। এই কথাটি খুব সহজ। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই কথাটি থাকা উচিত। সকালে উঠে বিচার সাগর মন্থন করা উচিত, যে আসবে তাকে বোঝানো উচিত। মূরলীর মুখ্য পয়েন্ট নোট করা উচিত এবং সেগুলি রিপোর্ট করা উচিত। তাহলে জ্ঞানের পয়েন্ট গুলি পাকা হয়ে যাবে।

সবচেয়ে প্রথম মুখ্য কথা হল বাবাকে স্মরণ করা। বাবা স্বয়ং বলেন "মন্বনাভব", আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। এবারে স্মরণ করো না করো, তোমাদের ইচ্ছে। বাবার আদেশ তো পেয়েছো। পবিত্র দুনিয়ায় যেতে হলে পতিত দুনিয়ায় বুদ্ধি যোগযুক্ত হওয়া উচিত নয়। বিকারে যাওয়া উচিত নয়। অনেক রকম ভাবে বোঝানো হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সকালে উঠে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। বাবা যা জ্ঞান প্রদান করেন সেসব নোট করে রিপোর্ট করতে হবে, অন্যদের শোনাতে হবে। সবাইকে সর্ব প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে।

২) পবিত্র দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য পতিত দুনিয়া থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে দিতে হবে।

বরদানঃ:- মনের শক্তির মহাদান দ্বারা প্রতিটি সংকল্পের সিদ্ধি প্রাপ্তকারী মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব
যে বাচ্চারা মনের দ্বারা শক্তির দান করে তাদের মাস্টার সর্বশক্তিমানের বরদান প্রাপ্ত হয়ে যায়। কারণ মনের শক্তির দান করলে সংকল্পে এত শক্তি জমা হয়ে যায় যে প্রতিটি সংকল্পের সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তারা নিজেদের সঙ্কল্প গুলি যেখানে ইচ্ছে সেখানে এক সেকেন্ডে স্থির করতে পারে, সঙ্কল্প তাদের বশে থাকে। তারা নিজের সঙ্কল্প গুলির উপরে বিজয়ী হওয়ার জন্য চঞ্চল সঙ্কল্পধারীকেও কিছু ক্ষণের জন্য অচল বা শান্ত করতে পারে।

স্লোগানঃ:- নিরন্তর এক পিতার সঙ্গে থাকো তাহলে সঙ্গদোষ থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

"নতুন বর্ষ - বাবা সমান হওয়ার বর্ষ"

আজ, ত্রিমূর্তি বাবা তিন সঙ্গম দেখছেন। এক হলো, বাবা আর বাচ্চাদের সঙ্গম, দুই - এই যুগ সঙ্গম, তিন - আজ বছরের সঙ্গম। তিন সঙ্গমেরই নিজ নিজ বিশেষত্ব আছে। প্রত্যেক সঙ্গম, পরিবর্তন হওয়ার প্রেরণা দেয়। সঙ্গমযুগ বিশ্ব পরিবর্তনের প্রেরণা দেয়। বাবা আর বাচ্চাদের সঙ্গম সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্য এবং শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির অনুভূতি করায়। বর্ষের সঙ্গম নবীনত্বের প্রেরণা দেয়। তিন সঙ্গমেরই আপন-আপন স্থলে মহত্ব আছে। আজ দেশ-বিদেশ থেকে বাচ্চার বিশেষভাবে এসেছে পুরানো দুনিয়ার নববর্ষ উদযাপন করতে। বাপদাদা তাঁর সব বাচ্চাকে দেখছেন, যারা সাকার রূপে এখানে পৌঁছেছে এবং যারা সূক্ষ্মাকার রূপে বুদ্ধির বিমান দ্বারা পৌঁছেছে, আর নতুন বছর উদযাপন করার জন্য ডায়মন্ডসম হিসেবে অভিনন্দিত করছেন, কেননা বাচ্চারা হীরাসম জীবন তৈরি করেছে। ডবল হিরো হয়েছে? এক তো তোমরা বাবার অমূল্য রত্ন, হিরো ডায়মন্ড। দ্বিতীয়তঃ, তোমরা হিরোর ভূমিকা (পার্ট) পালনকারী হিরো, সেইজন্য বাপদাদা প্রতি সেকেন্ড, প্রতিটা সঙ্কল্প, প্রতিটা জন্মের অবিনাশী অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মা শুধু আজকের দিনই অভিবাধন করছ তা নয়, বরং সবসময় শ্রেষ্ঠ ভাগ্য, শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির কারণে বাবাকেও সবসময় তোমরা অভিবাধন করছ আর বাবা বাচ্চাদের অভিবাধন করে উড়তি কলায় নিয়ে যাচ্ছেন। এই নতুন বছরে এই বিশেষ নবীনত্ব জীবনে অনুভব করতে থাকো যে প্রতি সেকেন্ডে আর সঙ্কল্পে সদা বাবাকে অভিনন্দন জানাচ্ছ। কিন্তু নিজেদের মধ্যেও প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মা অথবা কোনও অজানা, অস্ত্রানী আত্মাও যদি সম্বন্ধ বা সম্পর্কে আসে, বাবার মতো সবসময় প্রত্যেক আত্মার প্রতি হৃদয় থেকে যেন খুশির শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বের হতে থাকে। যে যেমনই হোক, তোমাদের খুশির শুভ কামনা যেন তাদেরও খুশির অনুভব করায়। অভিনন্দিত করা - খুশির লেনদেন করা। তোমরা যখন কখনও কাউকে অভিনন্দন জানাও সে'সব খুশির অভিনন্দন। দুঃখের সময় অভিনন্দন বলা হয় না। সুতরাং প্রত্যেক আত্মাকে দেখে খুশি হওয়া বা খুশি দেওয়া হলো হৃদয়ের শুভ কামনা বা অভিবাধন। অন্য আত্মা তোমার সঙ্গে যেমনই ব্যবহার করুক, তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা কিন্তু বাপদাদার থেকে সবসময় শুভ কামনা নিয়ে সবাইকে খুশি দাও। তারা যদি কাঁটাও দেয়, পরিবর্তে তোমরা অধ্যাত্ম গোলাপ দাও। তারা দুঃখ দিলেও, তোমরা সুখদাতার বাচ্চা তাদেরকে সুখ দাও। 'যে যেমন তার সাথে তেমন' এমন হ'য়োনা, অস্ত্রানীর সাথে তোমরা অস্ত্রানী হতে পারো না। সংস্কার-স্বভাবে বশীভূত আত্মার প্রভাবে তোমরা 'বশীভূত' হতে পারো না।

তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মার সব সঙ্কল্পে সকলের কল্যাণের জন্য, শ্রেষ্ঠ পরিবর্তনের জন্য, 'বশীভূত' থেকে স্বতন্ত্র বানানোর জন্য হৃদয়ের আশীর্বাদ অথবা খুশির শুভ কামনা যেন সদা ন্যাচারাল রূপে প্রতীয়মান হয়, কারণ তোমরা সবাই দাতা অর্থাৎ দেবতা, দানকারী তোমরা। সুতরাং এই নতুন বছরে বিশেষ খুশির শুভ ভাবনা দিতে থাকো। এমন নয় যে শুধু আজকের দিন বা কালকের দিন, চলতে-ফিরতে বলবে অভিনন্দন, অভিনন্দন - শুধু এই ব'লে নতুন বছর আরম্ভ কর না। বললেও, হৃদয় থেকে বলো। কিন্তু সারা বছর বলো, শুধু দুদিনের জন্য ব'লো না। কাউকে যদি হৃদয় থেকে অভিনন্দন জানাও তাহলে সেই আত্মা যেন হৃদয়ের অভিনন্দন নিয়ে দিলখুশ তথা প্রসন্নচিত্ত হয়ে যায়। অতএব, সবসময় 'দিলখুশ' মিষ্টি বিতরণ করে যাও। শুধু একদিনই মিষ্টি খেও না বা খাইও না। কালকের দিন মুখমিষ্টি যত চাও ততই খাও, সবাইকে অনেক অনেক মিষ্টি খাওয়াও। কিন্তু এইভাবে সদাই যদি প্রত্যেককে হৃদয় থেকে দিলখুশ মিষ্টি খাওয়াতে থাকো তাহলে কতো খুশি হবে! আজকালকার দুনিয়ায় তো মুখের মিষ্টি খেতে ভয়ও আছে, কিন্তু এই দিলখুশ মিষ্টি যত চাই খেতে পারো, খাওয়াতে পারো, এতে রোগ হবে না, কারণ বাপদাদা বাচ্চাদের সমান বানায়। সুতরাং বিশেষ এই বছরে বাবা সমান হওয়ার বিশেষত্ব বিশ্বের সামনে, ব্রাহ্মণ পরিবারের সামনে দেখাও। যেভাবে প্রত্যেক আত্মা 'বাবা' বলতে মধুরতা বা খুশির অনুভব করে। 'বাঃ বাবা' বলাতে মুখ মিষ্টি হয়, কারণ প্রাপ্তি হয়। এইরকম প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মা যে কোনও ব্রাহ্মণের নাম নিতেই খুশি হয়ে যায়, কেননা বাবা সমান তোমরা সবাইও একে অন্যকে বাবা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া বিশেষত্ব দ্বারা নিজেদের মধ্যে দেওয়া-নেওয়া করো, নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সহযোগী সাথী হয়ে উন্নতিকে প্রাপ্ত করাও। কার্য-সাথী যদি বা হও, জীবন সাথী হ'য়োনা। প্রত্যেক আত্মা নিজের প্রাপ্ত বিশেষত্ব দ্বারা নিজেদের মধ্যে খুশির লেনদেন যদি করো, ভবিষ্যতেও সদা করতে থাকো। যেমন, বাবাকে স্মরণ করতেই তোমরা খুশিতে নাচো, সেইরকমই প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মাকে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ স্মরণ করতে যেন খুশির অনুভব করে, সীমিত পরিসরের খুশি নয়। সবসময় বাবার সর্ব প্রাপ্তি কার্যতঃ নিমিত্ত রূপে অনুভব করো। একে বলে, প্রতিটা সঙ্কল্পে সবসময় একে অন্যকে অভিনন্দিত করা। সবার লক্ষ্য

তো একই যে বাবার সমান হতেই হবে। কারণ সমান হওয়া ব্যতীত না বাবার সঙ্গে সুইট হোমে যাবে, আর না ব্রহ্মা বাবার সঙ্গে রাজত্ব করবে। যারা ব্রহ্মাবাবার সাথে নিজের ঘরে যাবে, তারাই ব্রহ্মাবাবার সাথে রাজ্যে নামবে। উপর থেকে নিচে আসবে, তাই না ! শুধু যে সঙ্গে যাবে তাই নয়, সঙ্গে আসবেও। ব্রহ্মার সাথেই পূজ্য হবে আর পূজারীও ব্রহ্মাবাবার সাথেই হবে। সুতরাং অনেক জন্মের জন্য তোমাদের সঙ্গে সাথ থাকে। কিন্তু তার আধার হলো এই সময় সমান হয়ে তাঁর সাথে ফিরে যাওয়ার।

আসন্ন বছরের বিশেষত্ব দেখ - নম্বর ৮, ৮। আটের কতো মহত্ব ! যদি নিজের পূজ্য রূপ দেখ তো সেই স্মরণিক অষ্ট ভূজধারী ও অষ্ট শক্তির। অষ্ট রত্ন, অষ্ট রাজধানী - ভিন্ন ভিন্ন রূপে আটের গায়ন আছে, সেইজন্য এই বছর বাবা সমান হওয়ার বিশেষ দৃঢ় সঙ্কল্পের বছর উদযাপন করো। যে কর্মই করো, বাবা সমান করো। সঙ্কল্প করো, বোল বোলো, সম্বন্ধ-সম্পর্কে এসো, বাবা সমান হও। ব্রহ্মাবাবা সমান হওয়া তো সহজ, তাই না, কেননা ইনি সাকার - এই আত্মা ৮৪ জন্ম নিয়েছেন। পূজ্য অথবা পূজারী সবার অনুভাবী আত্মা। পুরানো দুনিয়ার, পুরানো সংস্কারের, পুরানো হিসেব-নিকেশের, সংগঠনে একসাথে চলা এবং সবাইকে একসাথে চালানো - সব বিষয়ের অনুভাবী। অতএব, অনুভাবীকে ফলো করা কঠিন হয় না। আর বাবা তো বলেন যে ব্রহ্মা বাবার প্রতি পদাঙ্কে কদম রাখো। তোমাদের কোনও নতুন মার্গ বের করতে হবে না, শুধু প্রতি কদমে কদম রাখতে হবে। ব্রহ্মাকে কপি করো। এইটুকু বোধ-বুদ্ধি তো আছে, আছে না ? শুধু পদাঙ্কে মিলিয়ে চলতে থাকো, কারণ বাপদাদা উভয়েই তোমাদের সাথে চলার জন্য থেমে আছেন। নিরাকার বাবা পরমধাম নিবাসী, কিন্তু সঙ্গমযুগে সাকার দ্বারা ভূমিকা (পার্ট) তো পালন করতে হবে, তাই না ! সেইজন্য তোমাদের এই কল্পের পার্ট সমাপ্ত হওয়ার সাথে বাবা, দাদা উভয়েরই এই কল্পের পার্ট সমাপ্ত হবে। তারপরে কল্প রিপিট হবে, সেইজন্য নিরাকার বাবাও তোমরা সব বাচ্চার পার্টের সাথে বেঁধে আছেন। এটা শুদ্ধ বন্ধন। যতই হোক, পার্টের বন্ধন তো আছে, তাই না ! স্নেহের বন্ধন, সেবার বন্ধন ...কিন্তু মধুর বন্ধন। কর্মভোগের বন্ধন নয়।

অতএব, নতুন বছর সদা অভিনন্দনের বছর। নতুন বছর সদা বাবা সমান হওয়ার বছর। নতুন বছর ব্রহ্মাবাবাকে ফলো করার বছর। নতুন বছর বাবার সাথে সুইট হোম আর সুইট রাজধানীতে সাথে থাকার বরদান প্রাপ্ত করার বছর, কারণ এখন থেকে সদা সাথে থাকবেন। এই সময় সদা তাঁর সাথে একসঙ্গে থাকার বরদান। নয়তো বরযাত্রী হবে এবং নিকট সম্বন্ধে হওয়ার পরিবর্তে দূর সম্বন্ধের হবে। কখনো কখনো দেখা হবে। শুধু কখনো কখনোই মিলিত হবে, তোমরা তো সেরকম নও, তাই না ? প্রথম জন্মে প্রথম রাজ্যের সুখ আর প্রথম নম্বরের রাজ্য অধিকারী বিশ্ব মহারাজা-বিশ্ব মহারানীর রয়্যাল সম্বন্ধ, তার ঝলক আর নেশা অনুপম হবে ! যদি দ্বিতীয় নম্বরের রাজ্য অধিকারী বিশ্ব মহারাজা-মহারানীর রয়্যাল ফ্যামিলিতে এসেও যাও তাহলে তা'তেও তারতম্য আছে। এক জন্মের তফাৎ হয়ে যাবে। সেটা একসাথে হওয়া বলা হবে না। যে কোনো নতুন জিনিস একবারও যদি ইউজ করে নাও, তাহলে সেটা ইউজ করা হয়েছে বলা হবে, তাই না ! নতুন তো বলবে না। তোমাদের সাথে যেতে হবে, সাথে আসতে হবে, একসাথে প্রথম জন্মের রয়্যাল ফ্যামিলির অংশ হয়ে রাজত্ব করতে হবে। একেই বলে, সমান হওয়া। তাহলে কী করতে হবে, সমান হবে নাকি বরযাত্রী হবে ?

বাপদাদা অস্ত্রানী আর স্ত্রানীদের মধ্যে এক প্রভেদ দেখছিলেন। একটা দৃশ্যরূপে দেখছিলেন। বাবার বাচ্চারা কী রকম আর অস্ত্রানী কী রকম ? আজকের দুনিয়ায় বিকারী আত্মারা কী হয়ে গেছে ! আজকাল যেমন কোনও বড় ফ্যাক্টরিতে বা অন্য কোথাও যেখানে আগুন জ্বালিয়ে তার ধোঁয়া বের করতে চিমনি বানায়, তার থেকে সবসময় ধোঁয়া বের হয় আর চিমনি সর্বক্ষণ কালো দেখায়, ঠিক সেরকমই আজকের মানব বিকারী হওয়ার কারণে, কোনো না কোনও বিকার বশ হওয়ায় সঙ্কল্পে, বোলে ঈর্ষা, ঘৃণা, কিংবা কোনো না কোনও বিকারের ধোঁয়া বের হতে থাকে। চোখের থেকেও বিকারের ধোঁয়া বের হতে থাকে আর স্ত্রানী বাচ্চাদের ফরিস্তা স্থিতিতে প্রতি বোল বা সঙ্কল্প দ্বারা আশীর্বাদ উৎপন্ন হয়। তাদের হলো বিকার-অগ্নির ধোঁয়া আর 'স্ত্রানী তু আত্মা'দের ফরিস্তা রূপ থেকে সদা আশীর্বাদ উদ্ভূত হয়। কখনও সঙ্কল্পেও কোনো বিকারের বশে বিকার-অগ্নির ধোঁয়া নির্গত হওয়া উচিত নয়, সদা আশীর্বাদ ব্যক্ত হতে দাও। অতএব, চেক করো - কখনো আশীর্বাদের পরিবর্তে ধোঁয়া নিঃসরণ হয় না তো ? ফরিস্তা সবসময়ই আশীর্বাদ-স্বরূপ। যদি কখনো এইরকম কোনও সঙ্কল্প আসে কিংবা বোল নির্গত হয় তাহলে এই দৃশ্য সামনে নিয়ে এসো - আমি কী হয়েছি, ফরিস্তা থেকে আমি বদলে যাইনি তো ? ব্যর্থ সঙ্কল্পেরও ধোঁয়া আছে। সেটা জ্বলন্ত অগ্নির ধোঁয়া, এটা অর্ধেক জ্বলা আগুনের ধোঁয়া। যদি আগুন পুরো না জ্বলে, তবুও তো ধোঁয়া উদ্ভিন্ন হয়, তাই না ! সুতরাং, ফরিস্তা রূপ এমন হোক যাতে সদা আশীর্বাদের উদ্ভব হয়। একে বলে মাস্টার দয়ালু, কৃপালু, মার্সিফুল। অতএব, এখন এই পার্ট পালন করো। নিজের প্রতিও কৃপা করো, অন্যের

প্রতিও কৃপা করো। যা কিছু দেখেছ, শুনেছ তা' বর্ণন ক'র না, ভেবো না। না ব্যর্থ ভাবো, না দেখ - এটা নিজের জন্য কৃপা করা আর যে করেছে বা বলেছে তার প্রতিও সদা দয়া করো, কৃপা করো অর্থাৎ যে আত্মা সম্বন্ধে ব্যর্থ যা শুনেছ, দেখেছ সেই আত্মার প্রতিও শুভ ভাবনা শুভ কামনার কৃপা করো। অন্য কোনও কৃপা নয় বা হাত দ্বারা কোনো বরদান দেওয়া নয়, কিন্তু তোমার মনের মধ্যে কোনো কিছু রেখো না - এটাই ওই আত্মার প্রতি কৃপা করা। কোনরকম ব্যর্থ বিষয় দেখে বা শুনে যদি তুমি বর্ণন করো অর্থাৎ ব্যর্থ বীজ থেকে বৃক্ষ বাড়তে দিচ্ছ, যদি বায়ুমন্ডলে ছড়িয়ে দিচ্ছ, তাহলে বৃক্ষ তৈরী হয়েই যায়। কারণ একজন যা কিছু খারাপ দেখে বা শোনে, সে একলা তার মনের মধ্যে রাখতে পারে না, অন্যকে অবশ্যই শোনাবে, অবশ্যই বর্ণন করবে। আর যদি একজন আরেকজনকে সেটা বলে, তাহলে কী হবে? তখন এক থেকে অনেক হয়ে যায়। আর এক থেকে একে যখন মালা হয়ে যায়, তখন যে ব্যর্থ কিছু করে সে নিজের ব্যর্থকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিপন্ন করার জিদ করে। সুতরাং বায়ুমন্ডলে কী ছড়িয়ে গেল? ব্যর্থ। এই ধোঁয়াই তো ছড়িয়ে আছে, তাই না! এ কী আশীর্বাদ নাকি ধোঁয়া? সেইজন্য ব্যর্থ দেখে, শুনে সস্নেহে শুভ ভাবনা দ্বারা সমাহিত করো। বিস্তার ক'র না। একে বলে, অন্যের প্রতি কৃপা করা অর্থাৎ আশিস দেওয়া। সুতরাং সমান হয়ে তাঁর সাথে ফিরে যাওয়ার আর তাঁর সাথে থাকার প্রস্তুতি নাও। এইরকম মনে করো না তো, এখন এখানেই থাকা ঠিক, ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি এখন প্রয়োজন নেই, আর একটু থাকবে! এখানে আরও থাকতে চাও তোমরা? যদি থাকতেই চাও তো বাবা সমান হয়ে থাকো। এইরকম হয়ে থাকো না, বরং সমান হয়ে থাকো। তখন যদি বা থাকো, তার জন্য তোমাদের অনুমতি আছে। তোমরা তো এভাররেডি, তাই না? সেবা থাকতে দেবে নাকি ড্রামা, সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু নিজের কারণে এখানে থাকো না। কর্মবন্ধন বশে যারা থাকে, তোমরা তারা নও। কর্মের হিসেব-নিকেশের খতিয়ান স্বচ্ছ আর স্পষ্ট হওয়া উচিত। বুঝেছ! আচ্ছা!

চারিদিকের সব বাচ্চার নতুন বছরের মহত্বের দ্বারা মহান হওয়ার অভিনন্দন সদা তোমাদের সাথে থাকবে। যাদের মনোবল আছে, যারা ফলো ফাদার করে, সদা পরস্পরকে দিলখুশ মিষ্টি খাইয়ে সদা ফুরিস্তা হয়ে আশীর্বাদ দেয়, এইরকম বাবা সমান দয়ালু, কৃপালু বাচ্চাদের সমান হওয়ার অভিনন্দনের সাথে বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

"ডবল বিদেশি ভাই-বোনেদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার"

সদা নিজেদের সঙ্গমযুগী শ্রেষ্ঠ আত্মা হিসেবে অনুভব করো? শ্রেষ্ঠ আত্মাদের প্রত্যেক সঙ্কল্প বা বোল অথবা সব কর্ম স্বতঃই শ্রেষ্ঠ হয়। তাহলে তো সব কর্ম শ্রেষ্ঠ হয়ে গেছে, তাই না? যে যেমন হয়, সে'রকমই তার কার্য হয়। সুতরাং শ্রেষ্ঠ আত্মাদের কর্মও শ্রেষ্ঠই হবে, তাই না! স্মৃতি যেমন হয়, সে'ভাবে স্থিতি নিজে থেকেই হয়। সুতরাং শ্রেষ্ঠ স্থিতিই তোমাদের ন্যাচারাল স্থিতি, কারণ তোমরাই যে বিশেষ আত্মা। উঁচুতম থেকেও উঁচু বাবার হয়ে গেছ তোমরা, সুতরাং যেমন বাবা তেমন বাচ্চা, তাইতো হলে, না? বাচ্চাদের সবসময় বলা যায়, 'সন রোজ ফাদার।' তাহলে তোমরা কি এইরকম? তোমাদের হৃদয়ে কে সমাহিত হয়ে আছে? যিনি হৃদয়ে, বুদ্ধিতে তিনিই হবেন, বোলে হবেন, সঙ্কল্পেও তিনিই হবেন। তোমরা কার্ডও তো আনো হার্টের, তাই না! তোমরা গিস্টও পাঠাও হার্টের। তাহলে এই যে সব চিত্র পাঠাও সেগুলো তোমাদের স্থিতির চিত্র, তাই না! সুতরাং যারা সদা বাবার হৃদয়ে থাকে, তারা সদাই যা বলবে, যা করবে তা' আপনা থেকেই বাবা সমান হবে। বাবা সমান হওয়া তো কঠিন নয়, না? শুধু ডট অর্থাৎ বিন্দু স্মরণে রাখো, তাহলে তো মুশকিলই নট হয়ে যাবে। ডট যদি ভুলে যাও তবে নট হয় না। কতো সহজ ডট বানানো বা ডট লাগানো। সারা জ্ঞান এই এক শব্দে সমাহিত হয়ে আছে। তোমরাও বিন্দু, বাবাও বিন্দু আর যা অতীত হয়ে গেল তা'তেও বিন্দু লাগিয়ে দাও, ব্যস! ছোট বাচ্চাও, যখন লিখতে শুরু করে। তো প্রথমে কাগজের উপরে পেন্সিল রাখে, তখন কী তৈরি হবে? ডট তৈরি হবে, তাই না? সুতরাং এও বাচ্চাদের খেলা। এই জ্ঞানের সমগ্র পঠন-পাঠন খেলতে খেলতে হয়ে যায়। কঠিন কাজ দেওয়া হয়নি, সেইজন্য কাজও সহজ আর তোমরাও তো সহজ যোগী। বোর্ডেও তো লেখ "সহজ রাজযোগ"। সুতরাং এটা সহজ অনুভব করাকে জ্ঞান বলা হয়। যে নলেজফুল সে আপনা থেকেই পাওয়ারফুল হবে, কেননা নলেজকে লাইট আর মাইট বলা হয়। সুতরাং নলেজফুল আত্মারা সহজেই পাওয়ারফুল হওয়ার কারণে সব বিষয়ে সহজে সামনে এগিয়ে যায়। অতএব, এই পুরো গ্রুপ সহজযোগীদের গ্রুপ, তাই না! এইরকমই সহজযোগী থাকো। আচ্ছা।

বরদানঃ- সংশয়ের সঙ্কল্পকে সমাপ্ত করে মায়াজিৎ হয়ে বিজয়ী রত্ন ভব

কখনও আগে থেকে যেন সংশয়ের সঙ্কল্প উৎপন্ন না হয় যে "জানিনা, হয়তো ফেল হয়ে যাব", সংশয়বুদ্ধি হওয়াতেই পরাজয় হয়। সেইজন্য সদা এই সঙ্কল্প হোক যে তোমরা বিজয় প্রাপ্ত করে দেখাবেই। বিজয় তো তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার, এইরকম অধিকারী হয়ে কর্ম করলে বিজয় অর্থাৎ সফলতার অধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত হয়, এইভাবে বিজয়ী রত্ন হয়ে যাবে, সেইজন্য মাস্টার নলেজফুলের মুখ থেকে 'জানিনা' শব্দ

কখনো বের হওয়া উচিত নয়।

স্লোগান:-

দয়ার ভাবনা সহজেই নিমিত্ত ভাব ইমার্জ করে দেয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা এসেছেন, তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের নিজের সমান মহিমায় মহিমাম্বিত করতে, যা বাবার মহিমা তা এখন তোমরা ধারণ করছো"

*প্রশ্নঃ - ভক্তিমার্গে প্রিয়তম পরমাত্মাকে সম্পূর্ণরূপে না জানলেও কোন্ শব্দটি অতি প্রেম-পূর্বক বলে এবং স্মরণ করে ?

*উত্তরঃ - অতি প্রেম-পূর্বক বলে এবং স্মরণ করে -- হে প্রিয়তম, তুমি যখন আসবে তখন আমরা কেবলমাত্র তোমাকেই স্মরণ করবো এবং সকলের সঙ্গে বুদ্ধির যোগসূত্র ছিন্ন করে তোমার সঙ্গে যুক্ত করবো। এখন বাবা বলেন -- হে বাচ্চারা, আমি যখন এসেছি তখন দেহী-অভিমানী হও। তোমাদের প্রথম দায়িত্ব হলো -- প্রেম-পূর্বক বাবা স্মরণ করা।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি জীব আত্মাদের, পরমপিতা পরমাত্মা (যিনি এখন শরীরকে ধার হিসাবে নিয়েছেন) বোঝান যে, আমি সাধারণ বৃদ্ধের শরীরে আসি। এসে অসংখ্য বাচ্চাদের শিক্ষা প্রদান করি। ব্রহ্মা মুখ-বংশজাত ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরকেই বোঝাবেন। অবশ্যই মুখের সাহায্যেই বোঝাবেন আর কাকে বোঝাবেন। তিনি বলেন -- বাচ্চারা, ভক্তিমার্গে তোমরা আমাকে আহ্বান করে এসেছো -- হে পতিত-পাবন, বিশেষতঃ ভারতে এবং সাধারণতঃ জগতের সকলেই আহ্বান করে থাকে। ভারতই পবিত্র ছিল, বাকি সকলেই শান্তিধামে ছিল। বাচ্চাদের এ'কথা স্মৃতিতে রাখা উচিত যে সত্যযুগ-ত্রৈতা কাকে বলে, দ্বাপর-কলিযুগ কাকে বলে। সেখানে কারা-কারা রাজ্য করতো, তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ নলেজ রয়েছে। যেমন বাবার কাছে রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান রয়েছে, তেমন তোমাদের বুদ্ধিতেও রয়েছে। বাবা যে জ্ঞান দান করেন তা বাচ্চাদের মধ্যেও অবশ্যই থাকা উচিত। বাবা এসে বাচ্চাদের নিজ-সম তৈরী করেন। বাবার মহিমা যতখানি, ততখানি বাচ্চাদেরও। বাবা বাচ্চাদের অত্যন্ত মহিমা-সম্পন্ন করে গড়ে তুলেছেন। সর্বদা মনে রাখবে শিববাবা ঐনার মাধ্যমে শিখিয়ে থাকেন। আত্মাই পরম্পরের সঙ্গে বার্তালাপ করে। কিন্তু মানুষ দেহ-অভিমানী হওয়ার কারণে মনে করে অমুকে পড়াচ্ছে। বাস্তবে করে সবকিছুই আত্মা। আত্মাই ভূমিকা(পার্ট) পালন করে। দেহী-অভিমানী হতে হবে। প্রতিমুহূর্তে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত বাবাকেও স্মরণ করতে পারবে না। ভুলে যায়। তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হয় -- তোমরা কার সন্তান ? তখন বলো যে আমরা শিববাবার সন্তান। ভিজিটার বুকেও লেখা রয়েছে -- তোমাদের পিতা কে ? তখন ঝট করে দেহের (লৌকিক) পিতার নাম বলে দেবে। এখন দেহীর(আত্মা) পিতার নাম বলো। তখন কেউ কৃষ্ণের, কেউ হনুমানের নাম লিখবে অথবা লিখবে -- আমরা জানি না। আরে, তোমরা লৌকিক পিতাকে জানো আর পারলৌকিক পিতা যাঁকে তোমরা সর্বদা দুঃখে স্মরণ করো, ওঁনাকে জানো না। বলেও -- হে ঈশ্বর দয়া করো। হে ঈশ্বর, একটি সন্তান দাও। ভিক্ষা তো করো, তাই না! এখন বাবা একদম সহজ কথা বলেন। তোমরা অত্যন্ত দেহ-অভিমাণে থাকো তাই বাবার উত্তরাধিকারের নেশা চড়ে না। তোমাদের তো অত্যন্ত নেশা চড়ে থাকা উচিত। ভক্তি করেই ভগবানের সঙ্গে মিলনের জন্য। জপ, তপ, দান-পুণ্যাদি করা এ'সব হলো ভক্তি। সকলেই অদ্বিতীয় ভগবানকে স্মরণ করে। বাবা বলেন -- আমি তোমাদের পতিদেরও পতি, পিতারও পিতা। সকলেই ঈশ্বর-পিতাকে অবশ্যই স্মরণ করে। আত্মারাই স্মরণ করে। যদিও বলে যে ব্রুকুটির মধ্যভাগে জ্বল-জ্বল করে এক আজব নক্ষত্র.... কিন্তু তারা না বুঝে এমনিই বলে দেয়। রহস্যের কিছুই জানা নেই। তোমরা আত্মাকেই জানো না তো আত্মার বাবাকে কিকরে জানবে। ভক্তিমাগীয়া-দের সাষ্কাংকার হয়। ভক্তিমার্গে পূজার জন্য বড়-বড় লিঙ্গ রেখে দেয়, কারণ যদি বিন্দুরূপ দর্শন করায় তবে কেউ বুঝতে পারবে না। এ হলো সূক্ষ্ম কথা। পরমাত্মা যাঁকে অখন্ড জ্যোতি-স্বরূপ বলা হয়, মানুষ বলে ওঁনার কোনো অতি বড় রূপ আছে। ব্রহ্মসমাজীয় মঠের অনুগামীরা জ্যোতিকে পরমাত্মা বলে। দুনিয়ায় এ'কথা কারোর জানা নেই যে পরমপিতা পরমাত্মা বিন্দু, তাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। বাচ্চারাও বলে, বাবা কাকে স্মরণ করবো। আমরা তো শুনেছিলাম তিনি বৃহৎ লিঙ্গাকৃতির, ওঁনাকে স্মরণ করা হয়। এখন বিন্দুকে কিভাবে স্মরণ করবে ? আরে, তোমরা আত্মারাও বিন্দু, বাবাও বিন্দু। আত্মাকে আহ্বান করে, তিনি অবশ্যই এখানে এসে বসবেন। ভক্তিমার্গে যে সাষ্কাংকারাদি হয়, এ'সমস্ত হলো ভক্তি। ভক্তিও একজনের করে না, অনেককেই ভগবান বানিয়ে দিয়েছে। যারা ভক্ত তারা ভক্তি করতেই থাকে, তাদের ভগবান কিভাবে বলবে। যদি পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে তবে ভক্তি কাকে করে। তাও আবার ভিন্নধরণের ভক্তি করে। বাবা বোঝান -- বাচ্চারা, এমন মনে কোরো না যে আমাদের অনেক বছর পর্যন্ত বাঁচতে হবে। এখন সময় অত্যন্ত নিকটে আসতে চলেছে। নিশ্চয় রাখতে হবে, বাবাকে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করতে

হবে। স্বয়ং বাবা বলেন -- আমি ঐনার দ্বারা তোমাদের সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বলি। গাওয়াও হয় -- ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা। এটা জানে না যে নতুন দুনিয়াকে বিষ্ণুপুরী বলা হয় অর্থাৎ বিষ্ণুর দুটি-রূপ (লক্ষ্মী-নারায়ণ) রাজত্ব করতেন। কারোর জানা নেই যে বিষ্ণু কে ? তোমরা জানো যে এই ব্রহ্মা-সরস্বতীই পুনরায় বিষ্ণুর দুই-রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে পালনা করে। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, বিষ্ণুপুরী অর্থাৎ পরে আবার স্বর্গের পালনা করবেন। তোমাদের বুদ্ধিতে আসা উচিত -- বাবা জ্ঞানের সাগর। মনুষ্য-সৃষ্টির বীজরূপ। তিনি এই ডামার আদি-মধ্য-অন্তকে জানেন। তিনিই পতিত-পাবন, যা বাবার কর্তব্য, সেটাই তোমাদেরও। তোমরাও পতিত থেকে পবিত্র বানাও। দুনিয়ায় একজন পিতার ৩-৪টি সন্তান হবে। কোনো বাচ্চা অনেক উঁচুতে উঠে গেছে, কেউ একদমই নীচে নেমে গেছে। এখানে বাবা তোমাদের একটাই কর্তব্য শেখান যে তোমরা পতিতদের পবিত্র করো। সকলের জন্য এই লক্ষ্যমাত্রাই নির্দিষ্ট করো যে শিববাবা বলেন -- আমায় স্মরণ করো। গীতায় কৃষ্ণ ভগবানুবাচ এই উল্টো কথা লিখে দেওয়া হয়েছে।

তোমাদের বোঝাতে হবে -- ভগবান নিরাকার, পুনর্জন্ম-রহিত। ব্যস, এটাই ভুল। বাচ্চারা, এখন তোমরা কৃষ্ণপুরীর মালিক হয়েছে। কেউ রাজধানীতে আসে, কেউ প্রজায়। কৃষ্ণপুরী বলা হয় কারণ কৃষ্ণ সকলেরই অতি প্রিয়। বাচ্চা তো প্রিয়ই হয়, তাই না!

বাচ্চারও মাতা-পিতার প্রতি ভালবাসা হয়ে যায়। সমস্ত ভালবাসা ছড়িয়ে পড়ে। এখন বাবা বোঝান -- তোমরা নিজেদের শরীর মনে কোরো না। প্রতিমুহূর্তে নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করো। আত্ম-অভিমानी হও। বাবাও নিরাকার। এখানেও শরীর ধারণ করতে হয় -- বোঝানোর জন্য। শরীর ব্যতীত তো বোঝাতে পারবে না। তোমাদের তো শরীর আছে, বাবাকে তো পুনরায় লোন নিতে হয়। এছাড়া এর মধ্যে প্রেরণাদির কোনো কথাই নেই। স্বয়ং বাবা বলেন -- আমি এই শরীর ধারণ করে বাচ্চাদের পড়াই কারণ তোমাদের আত্মা যা এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে তাকে এখন সতোপ্রধান করতে হবে। গায়নও করে -- পতিত-পাবন এসো, কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। এখন তোমরা বোঝ যে -- বাবা এসে কিভাবে পবিত্র করেন। এও তোমরা জানো। সত্যযুগে কেবলমাত্র আমাদেরই ছোট বৃক্ষ(ঝাড়) থাকবে। তোমরা স্বর্গে যাবে। বাকি যে এত খন্ড রয়েছে তার নাম ও নিশান(চিহ্ন) থাকবে না। ভারতখন্ডই স্বর্গে পরিণত হবে। পরমপিতাই এসে স্বর্গের স্থাপনা করেন। এখন নরক। প্রাচীন ভারত-ভূখন্ড যেখানে দেবতাদের রাজ্য ছিল, এখন নেই। এখানে ওনাদের মন্দির আছে, চিত্র আছে। তাহলে ভারতের কথাই বলা হয়েছে। 'একথা কোনো ভারতবাসীর বুদ্ধিতে আসে না যে ভারত স্বর্গ ছিল, এই লক্ষ্মী-নারায়ণই মালিক ছিলেন, আর কোনো খন্ড ছিল না। এখন তো অনেক ধর্ম এসে গেছে। ভারতবাসী ধর্মব্রষ্ট, কর্মব্রষ্ট হয়ে গেছে। কৃষ্ণকে শ্যাম-সুন্দর বলে কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। অবশ্যই তিনি শ্যামবর্ণ ছিলেন। কথিত রয়েছে, কৃষ্ণকে সর্প দংশন করে তখন কালো হয়ে যায়। এখন তিনি তো সত্যযুগের প্রিন্স ছিলেন, কিভাবে কালো হয়ে গেলো। তোমরা এখন এ'সব কথা জানো। কৃষ্ণের মাতা-পিতাও এখন অধ্যয়নে রত। মাতা-পিতার থেকেও উত্তম, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যেই গাওয়া হয়। মাতা-পিতার কোনো নাম নেই। তা নাহলে যে মাতা-পিতার কোলে এমন সন্তানের জন্ম হয়েছে সেই মাতা-পিতাও প্রিয় হওয়া উচিত। কিন্তু না, সম্পূর্ণ মহিমা রাধা-কৃষ্ণের। মাতা-পিতার কিছুই নেই। তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান রয়েছে। জ্ঞান হলো দিন, ভক্তি হলো রাত। অন্ধকার রাতে ঠোঁকর খেতে থাকে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বোঝানো হয় -- ঘরে থাকো আর এই সেবা করতে থাকো। যেকোনজনকে বোঝাও যে তোমরা আধাকল্পের জন্য প্রিয়তমা হয়েছে, এক প্রিয়তমের। ভক্তিমার্গে সকলেই ঐনাকে স্মরণ করে তাহলে প্রিয়তমাই তো হলো, তাই না! কিন্তু প্রিয়তমকে সম্পূর্ণরূপে জানে না। অত্যন্ত ভালবেসে স্মরণ করে, হে প্রিয়তম তুমি যখন আসবে তখন আমরা কেবলমাত্র তোমাকেই স্মরণ করবো এবং সকলের সঙ্গে বুদ্ধির যোগসূত্র ছিন্ন করে তোমার সঙ্গে যুক্ত করবো। এভাবেই তো গাইতে, তাই না! কিন্তু বাবার থেকে কিসের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, তা কারোর জানা নেই। এখন বাবা বোঝান -- তোমরা দেহী-অভিমानी হও। বাচ্চারা, বাবাকে স্মরণ করাই তোমাদের প্রথম কর্তব্য। পুত্র সদা বাবাকে, কন্যা মা-কে স্মরণ করে। স্বগোত্রীয় (হামজিন্স) তো, তাই না! পুত্রসন্তানেরা মনে করে, আমরা বাবার উত্তরাধিকারী হবো। কন্যাসন্তানেরা এরকম বলবে নাকি, না এরকম বলবে না। তারা মনে করে যে, আমাদের পিত্রালয় থেকে শ্বশুরালয়ে যেতে হবে। তোমাদের এখন নিরাকার এবং সাকার পিতৃগৃহ রয়েছে। আবাহনও করে -- হে পরমপিতা পরমাত্মা দয়া করো। দুঃখ হরণ করে সুখ দাও, আমাদের মুক্ত করো, আমাদের গাইড হও। কিন্তু এর অর্থ বড়-বড় বিদ্বান-আচার্যরাও জানে না। বাবা হলেন সকলের মুক্তিদাতা, তিনিই সকলের জন্য কল্যাণকারী। বাকিরা তো নিজেদের কল্যাণই করতে পারে না তাহলে অন্যদের কল্যাণ কিভাবে করবে। এখানে বাবা বলেন -- আমি গুপ্তভাবে আসি, খুদা-দোস্তের গল্প রয়েছে, তাই না! এখন এ হলো কলিযুগ আর সত্যযুগের মধ্যকার সেতু(পুল), ওই পাড়ে যেতে হবে। এখন খুদা হলেন বাবা, দোস্ত অর্থাৎ বন্ধুও। তিনি মাতা, পিতা, শিক্ষকের ভূমিকাও পালন করেন। এখানে তোমাদের সাক্ষাৎকার হলে বলে থাকে এ হলো জাদু। যারা প্রগাঢ় ভক্তি(নৌধা ভক্তি) করে

তাদেরও সাক্ষাৎকার হয়, অনেক গোঁড়া(কটুর) ভক্তও রয়েছে। তারা বলে, দর্শন দাও তা নাহলে আমরা গলা কেটে দেবো(আত্মঘাতী), তখন তাদের সাক্ষাৎকার হয়। একেই নওধা ভক্তি বলে। এখানে নওধাভক্তির কোনো কথা নেই। ঘরে বসে-বসেও অনেকের সাক্ষাৎকার হতে থাকে। দিব্য-দৃষ্টির চাবি আমার কাছে। অর্জুনকেও আমিই দিব্য-দৃষ্টি দিয়েছিলাম, তাই না! এই বিনাশকে দেখো, নিজের রাজ্যকে দেখো। এখন মামেকম স্মরণ করো তবেই এরকম হবে। এখন তোমরা বোঝ যে -- বিষ্ণু কে ? মন্দির যারা তৈরী করেছে তারাও জানে না। বিষ্ণুর দ্বারা পালনা, চতুর্ভুজের অর্থই হলো -- ২টি পুরুষের, ২টি নারীর। বিষ্ণুর দুটি রূপ হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ। কিন্তু কিছুই বোঝে না। কারোর জ্ঞান নেই। না শিববাবার, না বিষ্ণুর। প্রথমে-প্রথমে বাবার প্রতি আকর্ষণ ছিল, অনেকেই আসতো। শুরুতে আঙিনা সম্পূর্ণ ভরে যেতো। জজ, ম্যাজিস্ট্রেট সকলেই আসতো। তারপর বিকারের লড়াই শুরু হয়, বলতে থাকে যে বাচ্চার জন্ম না হলে সৃষ্টি কিভাবে চলবে। এ হলো সৃষ্টি বৃদ্ধির নিয়ম। গীতার কথাও ভুলে গেছে যে ভগবানুবাচ -- কাম মহাশত্রু, এর উপর বিজয়প্রাপ্ত করতে হবে। বলে থাকে যে, নারী-পুরুষ দুজনে একত্রে এলে তাদের জ্ঞান দান করো। একাকী থাকলে দিও না। এখন যদি দুজনে আসে তবে তো দেবে, তাই না! একত্রে দুজনকে যদি দেয়ও তবুও কেউ জ্ঞান নেয়, কেউ নেয় না। ভাগ্যে না থাকলে কি আর করা যাবে। একজন হংস, একজন বক হয়ে যায়। এখানে তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, দেবতাদের থেকেও উত্তম। তোমরা জানো যে -- আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান, শিববাবার বাচ্চা। ওখানে স্বর্গে তোমাদের এই জ্ঞান থাকবে না, আর যখন নিরাকারী দুনিয়া মুক্তিধামে থাকবে তখনও এই জ্ঞান থাকবে না। এই জ্ঞান শরীরের সঙ্গেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। এখন তোমাদের জ্ঞান রয়েছে যে অদ্বিতীয় পিতাই পড়াচ্ছেন। এখন এই খেলা সম্পূর্ণ হচ্ছে, সমস্ত অভিনেতারাই উপস্থিত রয়েছে। বাবাও এসেছেন। বাকি রয়ে যাওয়া আত্মারাও আসতে থাকে। যখন সকলেই চলে আসবে তখন বিনাশ হবে তারপরে বাবা সকলকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। সকলকেই যেতে হবে, এই অপবিত্র দুনিয়ার বিনাশ হবেই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) পতিত থেকে পবিত্র করার যে কর্তব্য বাবার, সেটাই তোমাদেরও করতে হবে। সকলের জন্য এই লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করতে হবে যে বাবাকে স্মরণ করো এবং পবিত্র হও।

২) এই ব্রাহ্মণ জীবন দেবতাদের থেকেও উত্তম, এই নেশায় থাকতে হবে। বুদ্ধির যোগসূত্র আর সকলের সঙ্গে ছিন্ন করে একমাত্র প্রিয়তমকেই স্মরণ করতে হবে।

বরদানঃ-

আসক্তিকে অনাসক্তিতে পরিবর্তনকারী শক্তি-স্বরূপ ভব শক্তি-স্বরূপ হওয়ার জন্য আসক্তিকে অনাসক্তিতে পরিবর্তন করো। নিজের দেহে, সম্বন্ধে-সম্পর্কে, কোনও পদার্থে যদি কোথাও আসক্তি রয়ে যায় তবে মায়াও আসতে পারে আর শক্তি-স্বরূপও হতে পারবে না সেইজন্য প্রথমে অনাসক্ত হও তবেই মায়ার বিঘ্নের মোকাবিলা করতে পারবে। বিঘ্ন এলে চিংকার-চঁচামেচি করা বা ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার পরিবর্তে শক্তিরূপ ধারণ করে নাও তবেই বিঘ্ন-বিনাশক হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ-

দয়া, নিঃস্বার্থ এবং মোহমুক্ত হও -- স্বার্থপর নয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - কালেরও কাল বাবা এসেছেন, তোমাদের কালের উপর বিজয় প্রাপ্ত করাতে, 'মন্মনাভব' মন্ত্রের দ্বারাই তোমরা কালকে জয় করতে পারবে"

*প্রশ্নঃ - আত্মাদের বাবা তোমাদের মতো আত্মারূপী যাত্রীদের কোন্ বিশেষ শিক্ষা দেন ?

*উত্তরঃ - হে আত্মা রূপী যাত্রীরা - তোমরা দেহ বোধ ত্যাগ করে আত্ম - অভিমानी হও । অর্ধেক কল্প ধরে রাবণ তোমাদের দেহ - অভিমानी বানিয়েছে, এখন তোমরা আত্ম - অভিমानी হও । এই আত্মিক জ্ঞান তোমাদের সুপ্রীম আত্মাই দেন, আর কেউই তা দিতে পারে না ।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায় -----

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা তাদের বাবার মহিমা শুনেছে । এমন গায়নও হয় যে, উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান । তিনি হলেন সব বাচ্চাদের বাবা । বাকি যারাই আছে, তারা নিজেদের মধ্যে সবাই ভাই - ভাই, আর সকলের বাবাও হলেন এক । তিনি হলেন শিব বাবা । বাবা বুঝিয়েছেন যে - হে বাচ্চারা, ভক্তিমার্গে তোমাদের দুইজন বাবা থাকেন - লৌকিক বাবা আর পারলৌকিক বাবা । রচয়িতার থেকে রচনা উত্তরাধিকার পায়, ও হলো জাগতিক উত্তরাধিকার, আর এ হলো অসীম জগতের উত্তরাধিকার । অসীম জগতের বাবা তো একজনই, যাঁর থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার পাওয়া যায় । তিনি হলেন নিরাকার, তাঁর নাম পরমপিতা পরমাত্মা শিব । এমন বলেও থাকে - শিব পরমাত্ময়ে নমঃ, তিনি হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু । তোমাদের বুদ্ধি নিরাকার বাবার দিকে চলে যায় । তিনি পরমধামে থাকেন, যেখান থেকে তোমরা আত্মারা এখানে আসো । বাবাও ওখানেই থাকেন । তিনি সকলের সদগতি দাতা । ভারত হলো পরমপিতা পরমাত্মার জন্মভূমি, শিব জয়ন্তীও এখানেই পালন করা হয় । ওই আধ্যাত্মিক পিতাকেই জ্ঞানের সাগর, পতিত - পাবন, উদ্ধারকর্তা, গাইড বলা হয় । তিনিই হলেন দুঃখহর্তা - সুখকর্তা - একথা ভারতবাসী জানে । এ হলো দুঃখধাম, ভারতই সুখধাম ছিলো । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান - হে ভারতবাসী, তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে, যেখানে তোমাদের আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম ছিলো । দেবী - দেবতা ধর্ম - শ্রেষ্ঠ, কর্ম - শ্রেষ্ঠ ছিলো, এখন এই ধর্ম - ভ্রষ্ট, কর্ম - ভ্রষ্ট হয়ে গেছে । নিজেদের পবিত্র দেবতা বলতে পারে না । কলিযুগ অন্ত পর্যন্ত ভক্তি মার্গ চলে, এখানে কোনো জ্ঞান থাকে না । জ্ঞান থেকে সদগতি হয় । সর্বের সঙ্গতি দাতা বাবা যতক্ষণ না আসেন, ততক্ষণ কোনো সদগতি হতে পারে না । বাবা বলেন - আমি কল্পের সঙ্গম যুগে আসি । এই সময় হলো পতিত দুনিয়া । এখানে একজনও পবিত্র থাকে না । যদিও সন্ন্যাসীরা পবিত্র হয়, তবুও তো তাদের এখানেই পুনর্জন্ম নিতে হবে । বিশ্বের দ্বারা জন্ম নিতে হয় । ফিরে যেতে পারে না । চক্র যখন সম্পূর্ণ হয়, তখন বাবা এসে নিয়ে যান । একেই বলা হয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান । সুপ্রীম আত্মা এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করেন । এই সুপ্রীম আত্মাই জ্ঞানের সাগর, পতিত পাবন । বাকি শাস্ত্রের জ্ঞান তো হলো ভক্তিমার্গ । বাবা বলেন - তোমরা যজ্ঞ, তপ, তীর্থ আদি করে আরো নীচে নেমে এসেছো । তোমরা প্রথমে সতোপ্রধান ছিলে । ভারতে যখন পবিত্রতা ছিলো, তখন শান্তি এবং সম্পদও ছিলো । স্বাস্থ্য এবং সম্পদ দুইই ছিলো । এ হলো আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বের কথা, যখন এই ভারত স্বর্গ ছিলো । সেই সময় আর কোনো ধর্ম ছিলো না । কেবলমাত্র এক আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম ছিলো, যা পরমপিতা পরমাত্মা স্থাপন করেছিলেন । স্বর্গের স্থাপনা তো তিনিই করবেন । মানুষ তো তা করতে পারবে না । এমন তো বলবে না যে - কৃষ্ণ হলেন রচয়িতা । তা নয়, রচয়িতা হলেন এক নিরাকার শিব । বাকি সবই তাঁর রচনা । রচয়িতার থেকেই রচনা উত্তরাধিকার পায় ।

বাবা বোঝান যে - আমি তোমাদের অসীম জগতের পিতা, তোমাদের ২১ জন্মের জন্য অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রদান করি । আমি সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী পবিত্র ধর্ম স্থাপন করি । ব্রাহ্মণ ধর্ম হলো শিখা । সবথেকে উচ্চ হলেন আত্মাদের বাবা, তিনি আত্মাদের নিজের সমান করেন । বাবা জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর, তিনি তোমাদের তেমনই তৈরী করেন । ভারতই সতোপ্রধান ছিলো, এখন তো দুঃখধাম । বাবা কিভাবে আসেন, এ কেউই জানে না । সত্যযুগ আদি থেকে কলিযুগ অন্ত পর্যন্ত এই সম্পূর্ণ হিন্দি - জিওগ্রাফি ভারতেরই । এই লক্ষ্মী - নারায়ণ কতো হেলদি - ওয়েলদি ছিলেন । তাঁরা কখনোই অসুস্থ হতেন না । এখন কালকে জয় করার শিক্ষা নিচ্ছেন । যাঁকে কালেরও কাল, মহাকাল বলা হয়, তিনি তোমাদের কালকে জয় করান । তোমরা নামও শুনেছো - শিবায় নমঃ । তোমরা এমন তো বলবে না যে, পরমাত্মা সর্বব্যাপী, তিনি কুকুর - বিড়ালের মধ্যে আছেন, একে বলা হয় ধর্মের গ্লানি । মানুষ বাবার গ্লানি করে । এখন এ হলো কল্পের সঙ্গম সময় ।

এই সময়েই বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি বলা হয় । এখন বিনাশ তো সামনে উপস্থিত । গীতাতেও লেখা আছে - যাদব, কৌরব আর পাণ্ডবরা কি করছিলো ? সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি হলো শ্রীমৎ ভাগবত গীতা । এর থেকেই অন্য শাস্ত্র বের হয়েছে । তোমরা জানো যে, গীতা হলো দেব ধর্মের শাস্ত্র । বাবা বলেন যে - আমি আসি, তোমাদের শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ তৈরী করি, তারপর ব্রাহ্মণ থেকে দেবী - দেবতা বানাই । তারপর তোমরা ঋত্রিয় এবং শূদ্র হও । বাবা বোঝান যে, তোমরা কিভাবে ৮৪ জন্মগ্রহণ করো । সবথেকে বেশী জন্ম তারা নেয়, যারা প্রথম - প্রথম সত্যযুগে আসে । তোমরা ভারতবাসীরাই সবথেকে বেশী জন্ম নিয়েছো, সবথেকে কম হলো এক জন্ম । এও বাবা বসেই বোঝান । বাবা ছাড়া আর কাউকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয় না । পতিত - পাবন, জ্ঞানের সাগর বললেই বুদ্ধি উপরের দিকে চলে যায় । বাবাই সবাইকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে নিয়ে যান, সর্বের সদগতিদাতা এক বাবাই । আচ্ছা, তাহলে সকলের দুর্গতি কিভাবে হয় ? কে করে ? সদগতি সত্যযুগকে আর দুর্গতি কলিযুগকে বলা হয় । বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি কল্পে - কল্পে এসে তোমাদের সদগতি দান করি । বাচ্চারা, তোমরা পৃথিবীর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি জানো । স্কুলে তো অর্ধেক হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি শেখায় । সত্যযুগ, ত্রেতাতে কারা রাজত্ব করতো, কেউই জানে না । চিত্র তো বরাবর আছে - এই লক্ষ্মী - নারায়ণ রাজত্ব করতো । কতো সময় সেই রাজত্ব চলেছিল, তা তোমরা বলতে পারো । খ্রীষ্টান রাজত্ব দুই হাজার বছর চলেছিলো । ইসলামী -- তার আগে, তারও আগে চন্দ্রবংশীরা ছিলো যা ১২৫০ বছর চলেছিলো । সত্যযুগ আর ত্রেতাতে সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী ছিলো, আর কোনো ধর্ম ছিলো না । তোমরাই সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী হও । এখন আবার ব্রাহ্মণবংশী হয়েছে । এই সম্পূর্ণ নাটক ভারতের উপরেই তৈরী হয়েছে । ভারতই নরক আর স্বর্গ হয়, আর ধর্মের জন্য এমন বলা হবে না । ওরা তো স্বর্গে থাকে না । কেউ যখন মারা যায় তখন বলে - স্বর্গবাসী হয়েছে কিন্তু বুঝতেই পারে না । নরকবাসীদের তো নরকেই জন্ম নিতে হবে । স্বর্গবাসীরা স্বর্গেই পুনর্জন্ম নেবে । বাচ্চারা, তোমরা বুঝতে পারো যে, এই লক্ষ্মী - নারায়ণ স্বর্গবাসী ছিলেন । তাঁরা এই রাজধানী কিভাবে পেয়েছিলেন ? লাখ বছরের কথা তো মনে থাকতেই পারে না । সত্যযুগে এই শাস্ত্র ইত্যাদি থাকে না । এ সবই হলো ভক্তিমাগের সামগ্রী । সিঁড়ি নীচে নামতেই হবে । সতোপ্রধান থেকে সতো, রজো, তমোতে, এই সিঁড়ি নামতে পাঁচ হাজার বছর লাগে । সত্যযুগে ১৬ কলা সম্পূর্ণ, তারপর ত্রেতাতে ২ কলা কম, আত্মায় রূপের খাদ পড়ে যায় । কপার যুগে এলে আত্মায় কপার অর্থাৎ তামার খাদ পড়ে, এখন তো সম্পূর্ণ তমোপ্রধান । আত্মার মধ্যেই খাদ জমা হয় । তোমরাই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মগ্রহণ করো । আত্মাদের এই পিতা শিব বাবা এসে আত্মা রূপী সন্তানদের বোঝান । তোমাদের এখন আত্মা - অভিমানী হতে হবে রাবণের প্রবেশ হলে সবাই দেহ - অভিমানী হয়ে যায় । তোমাদের এখন নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে । আমরাই ৮৪ জন্ম নিয়ে ভিন্ন - ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে এসেছি । এখন ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে । এখন তো এই শরীরও জর্জরিভূত হয়ে গেছে । দ্বাপর থেকে রাবণ রাজ্য হয় । সত্যযুগে থাকে রামরাজ্য । সত্যযুগে তোমরা আত্মা - অভিমানী ছিলে । দ্বাপর এবং কলিযুগে তোমরা দেহ বোধে এসে যাও । তোমরা তখন না আত্মাকে, আর না পরমাত্মাকে জানো । বাবা বোঝান যে - আত্মা হলো এক তারার মতো । ভ্রুকুটির মাঝে ঝলমলে এক আজব নক্ষত্র । একে দিব্য দৃষ্টি ছাড়া দেখা যায় না । এ হলো খুবই সূক্ষ্ম । আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে । আমরা আত্মারা ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছি । পরমপিতা পরমাত্মাও বিন্দুই, তাঁকেই জ্ঞানের সাগর, পতিত পাবন, নলেজফুল বলা হয় । পরমপিতা পরমাত্মার মধ্যে এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান আছে । বীজরূপ হওয়ার কারণে তাঁকে সৎ - চিৎ - আনন্দ স্বরূপ বলা হয় । বাবার মধ্যে যে জ্ঞান আছে, তা অবশ্যই শোনাতে হবে । এ হলো আধ্যাত্মিক জ্ঞান । সমস্ত আত্মাদের পিতা এসে আত্মাদের পড়ান । তোমাদের আত্মা - অভিমানী হতে হবে । শিববাবা আমাদের পড়ান, তিনিই হলেন নলেজফুল । বাবা এসেই স্বর্গের রচনা করেন । তিনি তোমাদের স্বর্গের উপযুক্ত করেন । এই সৃষ্টিচক্রের রহস্য কোনো মানুষই জানে না । বাবাকে না জানার কারণেই ভারতের এই হাল হয়েছে । ভারতে যখন পবিত্রতা ছিলো, তখন শান্তি এবং সম্পদও ছিলো । এখন তো এ হলো নরক, তাহলে কেউ কিভাবে স্বর্গে যেতে পারে । মানুষ সম্পূর্ণ পাথর বুদ্ধির হয়ে গেছে ।

বাবা বলেন - আমি তো বাচ্চাদের জন্য কোনো উপহার নিয়ে আসবোই । আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাই । পূর্ব কল্পে যারা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিলো, তারাই এখন আবার নেবে । তারা মনুষ্য থেকে দেবতা হবে । বাস্তবে তো, সবাই হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান । এখন ব্রহ্মার দ্বারা শিব বাবা রচনা করছেন । তোমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারী হয়ে যাচ্ছে । শিব বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হলে তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে, তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে । বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের সব বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান বাবা ছাড়া আর কেউই দিতে পারে না । আত্মাদের পিতাই আত্মাদের জ্ঞান দান করেন । তোমরা এই আধ্যাত্মিক যাত্রা করো । দেহ - অভিমানকে ত্যাগ করে তোমরা দেহী - অভিমানী হও । আত্মা হলো অবিনাশী । আত্মার মধ্যেই পাট ভরা আছে । আত্মা কিভাবে ৮৪ জন্মের অভিনয় করে, এখন আমরা জানতে পেরেছি । আমরা সূর্যবংশী ছিলাম, তারপর চন্দ্রবংশী হয়েছিলাম, আবার আমাদের সূর্যবংশী হতে হবে বাবা এখন আমাদের সতোপ্রধান হওয়ার শিক্ষা দেন, মামেকম (আমাকে) স্মরণ করো ।

ভগবান উবাচঃ - গীতার ভগবান শিব বাবা, নাকি শ্রীকৃষ্ণ ? কৃষ্ণের আত্মাও এখন এই শিক্ষা নিচ্ছে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) আধ্যাত্মিক যাত্রা করতে হবে এবং করাতে হবে। নিজেকে সত্যপ্রধান বানানোর জন্য এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে ।
আত্ম - অভিমানী হওয়ার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে ।

২) কালকে জয় করার জন্য বাবার শিক্ষাতে মনোযোগ দিতে হবে। নিজেকে আত্মা মনে করে অন্য আত্মাদের এই জ্ঞান প্রদান করতে হবে ।

বরদানঃ:- আওয়াজের উর্ধ্ব স্থিতিতে স্থির হয়ে সর্ব গুণের অনুভবকারী মাস্টার বীজ রূপ ভব বীজের মধ্যে যেমন সম্পূর্ণ বৃক্ষ অন্তর্লীন হয়ে থাকে, তেমনই আওয়াজের উর্ধ্ব স্থিতিতে সঙ্গম যুগের সর্ব বিশেষ গুণ অনুভবে আসে । মাস্টার বীজ রূপ হওয়া অর্থাৎ কেবল শান্তি নয়, কিন্তু শান্তির সঙ্গে জ্ঞান, অতীন্দ্রিয় সুখ, প্রেম, আনন্দ, শক্তি আদি - আদি সর্ব মুখ্য গুণের অনুভব করা । এই অনুভব কেবল নিজেরই হয় না, কিন্তু অন্য আত্মারাও তাদের চেহারা দেখে সর্বগুণের অনুভব করে । এক গুণের মধ্যে সর্ব গুণ বিলীন হয়ে থাকে ।

স্লোগানঃ:- ভালোকে ধারণ করো, কিন্তু সেই ভালোর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যেও না ।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য :

"যার সাথী ভগবান, তাকে কিভাবে আটকাবে ঝড় আর তুফান"

যার সাথী ভগবান, তাকে কিভাবে আটকাবে ঝড় আর তুফান... দেখো, এই গীত প্রমাণিত করে আত্মা আর পরমাত্মা দুই আলাদা জিনিস, ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন। কেননা যার সাথী ঈশ্বর, সেই ঈশ্বর হাজির হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টিতে এতো দুঃখ কেন ? মানুষ এতো কাঙ্গাল আর নির্ভরশীল কেন ? পরমাত্মা তো সুখ স্বরূপ, তাই পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলা অর্থাৎ পরমাত্মাকে অপমান করা হলো । ভগবান হাজির হলে দুনিয়া তো সুখ স্বরূপ হওয়া চাই, নাকি দুঃখ স্বরূপ ? তাহলে পরমাত্মাকে ডাকার দরকার কেন ? তাহলে এই সময় মায়া কি সর্বব্যাপী, নাকি পরমাত্মা হাজির । পরমাত্মা কেবল একবার এই সঙ্গমে আসেন, তখন তাকে উপস্থিত বলা যেতে পারে, বাকি তাঁর স্মরণ সকলের হৃদয়ে অবশ্যই ব্যাপক । শরীরের চালনাকারী শক্তি তো প্রত্যেকের মধ্যে ভিন্ন - ভিন্ন সংস্কার সম্পন্ন আত্মা, নাকি পরমাত্মা । এখন ভালো করে ভেবে দেখতে হবে যে, পরমাত্মার সাথ কেন চাওয়া হয়েছে ? এই মায়ার ঝড় আর তুফান থেকে পার হওয়ার জন্য। তাহলে অবশ্যই কোনো মায়ার তুফান আছে, যার থেকে পার হওয়ার জন্য আমরা আত্মারা ওই পরমাত্মার সাথ চাই। তিনি যদি উপস্থিত থাকতেন, তাহলে না মায়ার অস্তিত্ব থাকতো, আর না তাঁর সাথ পাওয়ার জন্য স্মরণ করতে হতো । তাই এই খেলায় আত্মা আর পরমাত্মা উভয়েরই পার্ট আছে । তাই পরমাত্মা যখন আসেন, তখন তাঁর সম্পূর্ণ সাথ নিয়ে তাঁর হয়ে যেতে হবে, তখনই মায়ার তুফান থেকে মুক্ত হতে পারবে । যদিও তিনি সকলেরই সুখদাতা, কিন্তু যে প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে অবলম্বন করে, সেই তাঁর সাহায্য পেয়ে থাকে । তাই সেই বাচ্চাদের অতিরিক্ত প্রাপ্তি হয়, যদিও তিনি এই দুনিয়ার অন্দরে এসে উপস্থিত হয়েছেন, তবুও আহা ! আশ্চর্যবৎ! দুনিয়া তাঁকে না জানার কারণে তাঁর সহায়তা নেয় না, যদি তাঁর সম্পূর্ণ সাথ নিতে পারে, তাহলে সাহায্যকারী হিসাবে তিনি ওস্তাদ । বলা হয় - তুমি এক কদম এগিয়ে চলো, তাহলে তিনি দশ কদম এগিয়ে আসবেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার দেবেন, যাতে কোনো অপূর্ণতা থাকবে না । আচ্ছা ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা বাবার কাছে এসেছো নিজের উঁচু ভাগ্য নির্মাণ করতে, যত শ্রীমৎ অনুসারে চলবে ততই উঁচু ভাগ্য নির্মাণ হবে”

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, ভক্তির কোন্ অভ্যেসটি এখন আর তোমাদের মধ্যে থাকা উচিত নয় ?

*উত্তরঃ - ভক্তিতে একটু দুঃখ হলেই, অসুখ হলেই বলবে হে রাম, হে ভগবান, হায়-হায় করার অভ্যেস ভক্তিতে থাকে। এখন তোমরা কখনও এমন কথা আর মুখ দিয়ে বলবে না। তোমাদের তো অন্তরে মিষ্টি বাবাকে ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে।

*গীতঃ- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি.....

ওম্ শান্তি । প্রত্যেকটি মানুষ পুরুষার্থ করে - সুখ ও শান্তির ভাগ্য নির্মাণ করতে। সাধু-সন্ত, সন্ন্যাসীরা বলে, আমাদের শান্তি চাই। দুঃখ হরণ করে, সুখ প্রদান করে। তারা ভাবে - ভগবানই একমাত্র দুঃখ হরণ কর্তা, সুখ প্রদান কর্তা। এখন ভগবানকে মানুষ তো জানেনা। তোমরা তো বলো শিববাবা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে বাবা বলবে না। তারা হলেন দেবতা। ভগবানকেই বাবা বলবে, তিনি হলেন নিরাকার, যাঁর পূজা অর্চনা করা হয়। জানে শিববাবা হলেন সবার। কিন্তু এই কথাটি চিন্তনে আসে না যে আমরা বাবা কেন বলি। বাবা তো একজন লৌকিকেও থাকে - ইনি তাহলে কোন্ পিতা! এই কথাটি আত্মা বলে তিনি হলেন নিরাকার পিতা। তিনিও নিরাকার, আমরা আত্মারাও নিরাকার। সাকার বাবা থাকা সত্ত্বেও আত্মা নিরাকার পিতাকে ভুলে যায় না। তিনি গড ফাদার, আমরা তাঁরই সন্তান। এখানে বলা হয় পরমপিতা। ইংরেজিতে বলা হয় - গড ফাদার, সুপ্রিম সোল, সবচেয়ে উঁচু। লৌকিক পিতা শরীরে রচয়িতা এবং তিনি হলেন পারলৌকিক পিতা। বাবা স্বয়ং বসে বাচ্চাদের বোঝান। বাবাকে স্মরণ করে কারণ বাবার কাছে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তোমরা বাবার কাছে এসেছো উত্তরাধিকার নিতে। দুঃখ হরণ কর্তা, সুখ প্রদান কর্তা বাবা স্বয়ং এসে সুখের পথ বলে দেন। সেখানে তো দুঃখের নাম পর্যন্ত থাকে না। এখানে তো অনেক দুঃখ আছে তাইনা, সবাই প্রার্থনা করে। এখন তো দুনিয়ায় আরও অনেক দুঃখ আসবে। কেউ মারা গেলে কতখানি দুঃখ হয়। 'হায় ভগবান' বলে কান্নাকাটি করে। তিনি হলেন কল্যাণকারী পিতা। গান যখন কর অর্থাৎ দুঃখ হরণ করেছেন, সুখ দিয়েছেন তাইনা। বাবা এসে বোঝান - বাচ্চারা তোমরা কল্প-কল্প যখন অনেক দুঃখী পতিত হয়ে যাও তখন আহবান কর, হে বাবা এসো। আমি প্রতি কল্পের সঙ্গমে আসি। পবিত্র দুনিয়ার আদি এবং পতিত দুনিয়ার অন্ত সময়কে সঙ্গম বলা হয়। এই হল একটিমাত্র সঙ্গমযুগ। বাবা আসেন সকলের জ্যোতি জাগ্রত করতে, দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান করতে। তোমরা জানো আমরা পারলৌকিক পিতার কাছে এসেছি, শিববাবা ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ করে এসেছেন। নিজেই বলেন আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে এনার নাম ব্রহ্মা রাখি। তোমরা সবাই হলে ব্রহ্মাকুমার ও কুমারী। তোমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে আমরা ব্রহ্মার সন্তান হয়েছি - বাবার কাছে সুখের উত্তরাধিকার নিতে। বাচ্চারা, তোমাদের সুখ ছিল, যখন এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। এখন হল কলিযুগ, দুঃখধাম। এর পরে আবার সত্যযুগ আসবে। বিশ্বের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি রিপিট হয় তাইনা। সত্যযুগে পুনরায় লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব চাই। এই চক্র তো আবর্তিত হতেই থাকে। বাবা বোঝান তোমরা নরকবাসী হয়েছো এখন পুনরায় স্বর্গবাসী হতে হবে। তোমরা দেবী-দেবতাদের বৃষ্টি খুব ছোট ছিল। এখন তোমাদের স্মরণে এসেছে, আমরাই ৮৪ জন্ম নিয়েছি। আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক ছিলাম, পরে পুনর্জন্ম নিয়েছি। এখন তোমাদের ৮৪তম অন্তিম জন্মেরও শেষ সময়। দুনিয়া নতুন থেকে পুরানো অবশ্যই হবে। নতুন দুনিয়া পবিত্র ছিল, এখন দুনিয়া পুরানো পতিত হয়েছে। অনেক দুঃখী কাঙাল আছে। ভারত অনেক ধনী ছিল। পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম ছিল। পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ ছিল, সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল, সর্ব গুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিল। এই সব কথা শান্ত্রে নেই। শান্ত্র হল ভক্তি মার্গের জন্য। ভক্তির নিয়মাবলী ই আছে তাতে। বাবার সঙ্গে মিলিত হওয়ার পথ পাওয়া যায় না শান্ত্রে। যদিও বুঝতে পারে - ভগবানকে এখানে আসতে হবে তাহলে সেখানে পৌঁছানোর কোনো প্রশ্ন নেই। যজ্ঞ, তপ ইত্যাদি করা - শেষ কোনো পথ নয়। ভগবানকে আহবান করে এসো, আমাদের পথ বলে দাও। আমাদের আত্মা তমোপ্রধান হয়েছে, যার দরুন উড়তে পারে না অর্থাৎ বাবার কাছে যেতে পারে না। যদিও আত্মা এক দেহ ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করে। কোথা থেকে কোথায় চলে যায়। আমেরিকায়ও যেতে পারে। কারো সঙ্গে সম্বন্ধ থাকলে আত্মা তৎক্ষণাৎ উড়ে যাবে, এক সেকেন্ডে। কিন্তু উড়ে নিজের ঘরে অর্থাৎ পরমধাম যাবে, তা সম্ভব নয়। পতিত সেখানে যেতে পারে না, তাই আহবান করে, হে পতিত-পাবন এসো। বাবা যখন আসেন তখন এসে বোঝান - আমি আসি তখন, যখন সম্পূর্ণ দুনিয়া হয় পতিত। পতিত দুনিয়ায় একজনও পবিত্র নেই। তারা ভাবে

গঙ্গা নদী হল পতিত-পাবনী তাই স্নান করতে যায়। কিন্তু নদীর জল দ্বারা কেউ পবিত্র হতে পারে না। পুরানো দুনিয়া হল পতিত, নতুন দুনিয়া হল পবিত্র। এখন তোমরা অসীম জগতের পিতার কাছে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিতে এসেছো। তোমাদেরকে পুণ্য আত্মায় পরিণত হতে হবে। তোমাদের আত্মা সতোপ্রধান ছিল, এখন তমোপ্রধান হয়েছে। পুনরায় সতোপ্রধান গঙ্গা স্নান দ্বারা হবে না। পতিতদের পবিত্র করা - এই কর্তব্যটি হল বাবার। নদী তো সর্বত্র ই আছে। মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়, সবাই পেয়ে যায়। যদি নদী দ্বারা পবিত্র হওয়া যায়, তাহলে তো সবাইকে পবিত্র করে দিতে পারে। পবিত্র হওয়ার যুক্তি কেবল বাবা এসে বলেন ব্রহ্মার দ্বারা। এনার নিজস্ব আত্মা আছে। বাবা বলেন - আমার নিজের শরীর নেই। কল্প-কল্প ব্রহ্মা দেহে আসি তোমাদেরকে বোঝাতে। তোমরা নিজের জন্মের কথা জানো না। কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলে দিয়েছো।

বাবা বলেন - এই হল ৮৪ জন্মের চক্র। ৫ হাজার বছরে ৮৪ লক্ষ জন্ম কেউ নিতে পারে না। তাই বাবা বোঝান - স্বর্গে তোমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলে তারপরে ২-টি কলা কম হয়েছে তারপরে ধীরে-ধীরে কলা বা কোয়ালিটি কম হয়েছে। নতুন দুনিয়াই পুরানো দুনিয়ায় পরিণত হয়। দ্বাপর কলিযুগকে পতিত দুনিয়া বলা হয়। এইসব কথা কোনও শাস্ত্রে নেই। আমাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। আমি কি কোনো শাস্ত্র পড়ি? আমি এই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের কথা জানি। ভক্তি মার্গের মানুষের এই জ্ঞান থাকে না। সেসব হল ভক্তির জ্ঞান। গানও করে, আমি পাপী, আমি নীচ। আমাদের কোনো গুণ নেই। আপনা থেকেই দয়া হয় এনার উপরে দয়া করা হয় তবে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হয়েছেন, একেই বলে উঁচু থেকে উঁচু ভাগ্য। স্কুলে ভাগ্য নির্মাণ করতে যায়। কেউ জজ, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হয়। ওই হল বিকার যুক্ত ভাগ্য, এইখানে তোমাদের নির্মাণ হয় ঈশ্বরের দ্বারা ভাগ্য, তাই আহবান করে দুঃখ হরণ-কর্তা সুখ প্রদান-কর্তা, দেবতা বানাতে একমাত্র বাবা ব্যতীত কেউ পড়াতে পারে না। বাবা আত্মাদের সঙ্গে বসে কথা বলছেন। আত্মা বলে - এই হল আমার শরীর। শরীর তো বলবেনা, আমার আত্মা। শরীরের ভিতরে আত্মা আছে, সে বলে - এই হল আমার শরীর। মানুষ বলে আমার আত্মাকে দুঃখ দিও না। আত্মা শরীরে না থাকলে কথাও বলতে পারে না। আত্মা বলে, আমি এক শরীর ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করি। আমরা নিশ্চয়ই ৮৪ জন্ম ভোগ করেছি, নরকবাসী হয়েছি। এখন তোমরা পুনরায় স্বর্গবাসী হওয়ার পুরুষার্থ করছো। স্বর্গবাসী তো বাবা বানাবেন। স্বর্গ বলা হয় সত্যযুগকে। এই যে বলা হয় অমুক স্বর্গবাসী হল, সে কথা হল মিথ্যা। এই দুনিয়া তো নরক। কেউ মারা গেলে বলে স্বর্গে গেছে তাহলে নরকে ডেকে আবার খাওয়ানো হয় কেন। স্বর্গে তো তারা অনেক বৈভব প্রাপ্ত করে তাহলে তোমরা তাদের নরকে ডাকো কেন? মানুষের এতটুকু বোধ নেই। বাবা বসে বোঝান - এখন এই কলিযুগ শেষ হবে, এখানেই আগুন লাগবে। এইসব শেষ হয়ে যাবে। তোমরা বাচ্চারা যারা বাবার কাছে উত্তরাধিকার নিয়েছো, তারা সত্যযুগে এসে রাজত্ব করবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে এই স্বর্গের উত্তরাধিকার কে দিয়েছে? বাবা প্রদান করেছেন। তোমরা এখন বাবার দ্বারা উপযুক্ত হচ্ছে। তোমরা বলবে আমরা নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসীতে পরিণত হচ্ছি। বাবা বলেন - আমি স্বর্গবাসী হই না। আমি তো পরমধামে থাকি। নরকবাসী - স্বর্গবাসী তোমরা হও। আত্মার নিবাস স্থান হল শান্তিধাম পরে তোমরা সুখধামে আসো। এই হল দুঃখধাম, এখন এই দুনিয়ার বিনাশ হবে। এই কথা কেউ জানেনা যে ভগবান ব্রহ্মা দেহে এসে রাজযোগের শিক্ষা দেন। তারা ভাবে কৃষ্ণ এসেছিল, কৃষ্ণের দেহে এমনও বলে না। কৃষ্ণকে ভগবান বলা হবে না। কৃষ্ণ তো বিশ্বের মালিক। লিফেটর সকলের একজনই, তিনি হলেন সুপ্রীম আত্মা, পরম-আত্মা। দুনিয়ায় কোনও সৎ সঙ্গ এমন নেই, যেখানে এমন বোঝানো হয় যে আমরা পিতার কাছে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। পতিত থেকে পবিত্র করেন একমাত্র বাবা। বাবা বলেন - আমি তোমাদের সত্য গুরু, তোমাদেরকে পবিত্র করি। যদিও গঙ্গা জল পবিত্র করে না। এই হল পাপাত্মাদের দুনিয়া। যা কিছু কর সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতেই হবে। সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হতেই হবে। তোমরা ভক্তি কর না। হায়-রামও বলবে না। উনি হলেন তোমাদের পিতা, তোমাদের পড়াচ্ছেন। হে ভগবান এসো, হে রামও কখনও বলা উচিত নয়। কিন্তু অনেকের এই অভ্যেস আছে তাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তোমাদেরকে বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে এবং তোমরা আমার কাছে আসবে। এক কেই স্মরণ করতে হবে।

বাবা বলেন - এই হল তোমাদের অন্তিম জন্ম। এখন স্বর্গের উত্তরাধিকার নিয়ে নিলে তো ভালো, তা নাহলে আর কখনও পাবে না। বাবা বুঝিয়েছেন, এরা যারা নিজেদেরকে হিন্দু বলে পরিচয় দেয়, তারা আসলে দেবী-দেবতা ধর্মের। খ্রিস্টান ধর্মের মানুষ কখনও নাম পরিবর্তন করে না। যদিও তমো প্রধান হয় তবু খ্রিস্টান ধর্মই আছে। তোমরা হলে দেবী-দেবতা কিন্তু পতিত হওয়ার জন্য নিজেকে হিন্দু বলো, নিজেকে দেবতা বলতে পার না। হিন্দুরা এই কথা ভুলে গেছে যে আমরা আসলে দেবী-দেবতা ছিলাম। নিজেকে দেবতা ধর্মের কেউ বলে না কারণ বিকারগ্রস্ত হয়েছে। এই হল দেহ-অভিমান। বাচ্চাদের খুব ভালো ভাবে বোঝানো হয়েছে। এখানে কোনও সাধু-সন্ন্যাসী ইত্যাদি নেই। আমরা ব্যবসায়ী, আমরা অমুক

- এইসব হল দেহ-অভিমান। এখন তোমাদের দেহী-অভিমानी হতে হবে। দেহী-অভিমानी হওয়াতেই আছে পরিশ্রম। তোমাদেরকে বাবার কাছে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিতে হবে তাই বাবাকে ই স্মরণ করতে হবে। হাতে থাক কর্মে, মন বাবার স্মরণে... । তোমরা হলে প্রিয়তমা এক প্রিয়তমের। সর্বজনের সদগতি দাতা হলেন একমাত্র প্রিয়তম। তিনি আসেন তখন, যখন সবারই সদগতি প্রাপ্ত হয়, স্বর্গের স্থাপনা হয়, দুঃখের নাম চিহ্ন লুপ্ত হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা এখানে এসেছো - অসীম জগতের পিতার কাছে স্বর্গের, ২১ জন্মের জন্য সদা সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে। অন্য কোনও মানুষ মাত্রই কাউকে স্বর্গের মালিক বানাতে পারে না। শিববাবা ভারতেই এসে ভারতকে স্বর্গ বানান। শিব জয়ন্তীও পালন করে কিন্তু ভুলে গেছে যে বাবার কাছে আমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) পড়াশোনার আধারে নিজের ভাগ্য উঁচু বানাতে হবে, মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে। পবিত্র হয়ে ঘরে অর্থাৎ পরমধামে ফিরে যেতে হবে তারপরে নতুন দুনিয়ায় আসতে হবে।

২) হাতে কাজ করাকালীন - এক বাবার স্মরণে থাকতে হবে। কোনও উল্টো কথা না শুনবে, না শোনাবে।

বরদানঃ:- বুদ্ধির প্রীতি এক প্রিয়তমের সঙ্গে যুক্ত রেখে সদা সম্মুখের অনুভূতিকারী বিজয়ী রত্ন ভব
প্রীতি বুদ্ধি অর্থাৎ বুদ্ধির যোগ এক প্রিয়তমের সাথে যুক্ত থাকা। যার একের সঙ্গে প্রীতি আছে তার অন্য কোনও ব্যক্তি বা বৈভবের সঙ্গে প্রীতি কখনই যুক্ত হবে না। তারা সদা বাপদাদাকে নিজের সম্মুখে অনুভব করবে। তাদের মনে শ্রীমতের বিপরীতে ব্যর্থ সঙ্কল্প বা বিকল্প আসবে না। তাদের মুখ বা মন থেকে সদা এই কথাই বের হবে - তোমার সঙ্গে থাই, তোমার সঙ্গে বসি ... তোমার সঙ্গে সর্ব সম্বন্ধ রাখি ... এমন সদা প্রীতি বুদ্ধিধারী আত্মারাই বিজয়ী রত্ন হয়।

স্লোগানঃ:- চাই- চাই এর সঙ্কল্প করাও হল রয়্যাল রূপের ভিক্ষা চাওয়া।

"মিষ্টি বাচ্চারা — এই পুরানো দুনিয়া বা দেহধারীদের সাথে তোমাদের মনকে কখনও জুড়ো না, যদি এই বিষয়ে তোমাদের হৃদয় জুড়ে থাকে তবে ভাগ্য হারা হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - — বাবা বাচ্চাদের এই নাটকের কোন গুপ্ত রহস্য শুনিয়েছেন ?

*উত্তরঃ - — বাচ্চারা - এখন এই নাটক শেষ হতে চলেছে, সেইজন্য সমস্ত আত্মাদের এখানে উপস্থিত থাকতেই হবে। সব ধর্মের আত্মারা এখন উপস্থিত থাকবে কেননা সবার পিতা এখানে উপস্থিত হয়েছেন। বাবাকে অভিবাদন করতে আসতেই হবে। সব ধর্মের আত্মারা মন্মানাভব'র মন্ত্র নিয়ে যাবে। ওরা কোনও মধ্যাজীভব'র মন্ত্র ধারণ করে চক্রবর্তী রাজা হবে না।

*গীতঃ- — অন্তর তাঁর আশ্রয় থেকে যেন ছিল না হয়

ওম্ শান্তি । সমস্ত সেন্টারের বাচ্চারা এই গান শুনেছে। তোমরা আজ শুনছ আর অন্যান্য বাচ্চারা ২-৪ দিন পরে শুনবে। যদি পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীরের প্রতি মন জুড়ে থাকে তবে ভাগ্যহীন হয়ে পড়বে, কেননা এই শরীর পুরানো দুনিয়ারই। সুতরাং দেহ-অভিমানের জন্য যে ভাগ্য তৈরি হয়েছিল তা ছিল হয়ে যাবে। যখন দুর্ভাগ্যজনক থেকে তোমরা ভাগ্যবান হতে চলেছ তখন যতটুকু সম্ভব শুধু বাবাকেই স্মরণ কর, যিনি তোমাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন। বাবাকে আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর। এই পুরানো দুনিয়ার সময় খুব অল্পই অবশিষ্ট রয়েছে। এখানেই তোমাদের পুরুষার্থ করে অবশ্যই সর্বগুণসম্পন্ন হয়ে উঠতে হবে। অনেকেই আছে যারা পবিত্র থাকে, কেউবা প্রতি মুহূর্তে নীচে নেমে যেতে থাকে। বাবা বলেন, তোমাদের বাবার সার্ভিসের সহযোগী হওয়া উচিত, অনেক বড় এই সার্ভিস, এতো বড় এই দুনিয়াকে পবিত্র করে তুলতে হবে। এমনটাও নয় যে সবাই বাবাকে সাহায্য করবে। যারা কল্প পূর্বে বাবার সহযোগী হয়েছিল, ব্রাহ্মণ কুলভূষণ বি.কে তারাই সহযোগী হবে, বিচক্ষণ হবে। প্রজাপিতা ব্রাহ্মার নাম তো করা হয়। ব্রাহ্মার বাচ্চাদের নিশ্চয়ই বি.কে বলবে। তারা নিশ্চয়ই অতীতে বিদ্যমান ছিল। মানুষ আদিদেব, আদি দেবীকেও স্মরণ করে, অতীতে যা কিছু হয়ে চলে গেছে তার উপস্থিতি অবশ্যই থাকতে হবে। মানুষ জানে, সত্যযুগ ছিল যা হয়ে চলে গেছে, সেখানে আদি সনাতন দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল, যা এখন আর নেই। দেবী-দেবতারা যারা পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গে রাজত্ব করত, তারা এখন ৮৪ জন্মের অন্তিম। এখন না তারা পবিত্র আছে না আছে তাদের রাজত্ব, পতিত হয়ে গেছে, তারপর বাবা এসেছেন, তাদের পবিত্র করে তুলতে। বাবা বলেন — পতিতদের দিকে বুদ্ধিযোগ লাগিও না, এক বাবাকেই স্মরণ কর।

তোমরা জানো, আমরা বাবার শ্রীমতে চলে বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। কিভাবে উত্তরাধিকার পাওয়া যায় সেই যুক্তিও বলে দেন। মানুষ তো অনেক রকম যুক্তি রচনা করে থাকে। কারো কাছে বিজ্ঞানের অহঙ্কার আছে আবার কারো কাছে ওষুধের অহঙ্কার (ডাক্তারীতে) আছে। লিখে দেয় হার্ট কাজ না করলে প্লাস্টিকের হার্ট প্রতিস্থাপন করার কথা। আসল হার্টকে বের করে কৃত্রিম হার্ট দিয়ে কাজ চালায়। এমনই দক্ষতা। এটা হলো সাময়িকভাবে সুখ। আগামীকাল যদি সে মারা যায় তবে শরীর তো শেষ হয়ে যাবে, প্রাপ্তি তো কিছুই হবে না। যা কিছু পেয়েছিল তা অস্থায়ী সময়ের জন্য। ওরা বিজ্ঞানের দ্বারা অনেক বিস্ময়কর জিনিস প্রকাশ করে তবে সেটাও অল্প সময়ের জন্য। এখানে বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা। পবিত্র আত্মা ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে এখন পতিত হয়ে গেছে। ঐ পতিত আত্মাদের পুনরায় পবিত্র করে তোলা এক বাবা ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। একজনেরই মহিমা করা হয়। সবার পতিত-পাবন, সবার সঙ্গতি দাতা, সবার প্রতি দয়ার দৃষ্টি প্রদানকারী, লিডার এক বাবাই। মানুষ নিজেকে সর্বদয় লিডার বলে থাকে। সর্ব মানে এর মধ্যে সবাই অন্তর্ভুক্ত। সবার প্রতি দয়া প্রদানকারী এক বাবাকেই বলা হয়। একমাত্র পিতা যিনি পরম করুণাময়, পরম আনন্দময়। মানুষ সবাইকে কীভাবে দয়া করবে ? নিজের প্রতি-ই করতে পারে না সুতরাং সবার প্রতি কীভাবে করবে ! দয়া করলেও অল্প সময়ের জন্য করে এবং নিজেদের কত বড়-বড় নামকরণ করে থাকে।

বাবা বলেন, কত সহজ যুক্তিতে তোমাদের বলে দিই, এভার হেল্দি (সদা স্বাস্থ্যকর), এভার ওয়েল্দি (সদা বিত্তশালী) হওয়ার। যুক্তি সম্পূর্ণ সহজ, শুধু আমাকে স্মরণ কর, কেননা তোমরা আমাকে ভুলে গেছ। সত্যযুগে তো তোমরা সুখে থাক সেইজন্য আমাকে স্মরণ কর না। ৮৪ জন্মের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী তোমাদের শুনিয়েছি, যে তোমরা এইভাবে রাজত্ব করত,

সবসময় সুখী ছিলে তারপর একটু-একটু করে নিচে নামতে নামতে তমোপ্রধান, দুঃখী পতিত হয়ে গেছ। এখন বাবা পুনরায় তোমাদের কল্প পূর্বের মতো অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করছেন, যারা কল্পে-কল্পে এসে উত্তরাধিকার গ্রহণ করে, শ্রীমতে চলে। শ্রীমত-ই হলো বাপদাদার মত, তাঁদের ছাড়া শ্রীমত কোথা থেকে পাবে। বাবা বলেন তোমরা ভেবে দেখো, এই দক্ষতা আর কারো আছে? নেই। কাউকে বিশ্বের মালিক করে তোলার যুক্তি বাবাই বলে দেন। তিনি বলেন এ ছাড়া আর কোনো পদ্ধতি নেই। পতিত-পাবন বাবাই নলেজ দিয়ে থাকেন উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য। এমন নয় যে শুধু সৃষ্টি চক্র সম্পর্কে জানলেই তোমরা পবিত্র হতে পারবে। বাবা বলেন -- আমাকে স্মরণ কর। এই যোগ অগ্নি দ্বারাই তোমাদের পাপের ঘড়া যা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, তা শেষ হয়ে যাবে।

বাবা বলেন — তোমরাই ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে এখন পতিত হয়ে গেছ। আজকাল তো নিজেকেই শিবোহম (আমিই শিব) তত্বম বলে থাকে নম্রতো বলে তুমি পরমাত্মার রূপ, যে আত্মা সেই পরমাত্মা। এখন বাবা এসেছেন, তোমরা জানো শিববাবার স্মৃতি অন্যদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। সবারই সঙ্গতি দাতা এক পরমপিতা পরমাত্মা। শিবের জন্য আলাদা মন্দির নির্মাণ করে থাকে, শঙ্করের রূপ আলাদা। প্রদর্শনীতেও দেখানো উচিত, শিব নিরাকার, শঙ্কর সাকার। কৃষ্ণও সাকারে আছে, তার সাথে রাধাকে দেখানো যুক্তিযুক্ত। সুতরাং এর থেকেই প্রমাণ হয় এরাই লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। কৃষ্ণ দ্বাপরে গীতা শোনাতে আসেই না। কৃষ্ণ কলিযুগের অন্তিমে পতিত হয়ে পড়ে। পবিত্র থাকে সত্যযুগে। সেইজন্য অবশ্যই তাকে সঙ্গমে আসতে হবে (পবিত্র হওয়ার জন্য)। এ'সব বিষয় বাবাই জানেন, তিনি হলেন ত্রিকালদর্শী। কৃষ্ণকে ত্রিকালদর্শী বলা হয়না। কৃষ্ণ তো তিন কালের জ্ঞান শোনাতে পারেনা। তার মধ্যে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান-ই নেই। তারা বলে থাকে-ছোট বাচ্চা, দৈবী প্রিন্স-প্রিন্সেস কলেজে বিদ্যা অর্জন করতে যায়। প্রথমে সেখানেও প্রিন্স -প্রিন্সেসদের কলেজ ছিল, এখন সব একাকার হয়ে গেছে। কৃষ্ণ প্রিন্স ছিল নিশ্চয়ই তার সাথে আরও অনেক প্রিন্স-প্রিন্সেস হবে যারা একত্রে পড়াশোনা করে। ওটা হলো নির্বিকারী দুনিয়া। এক শিববাবাই হলেন সবার সঙ্গতি দাতা। মানুষ সবার সঙ্গতি দাতা হতেই পারে না। বাবা এসেই সবাইকে মুক্তি-জীবনমুক্তি দিয়ে থাকেন। এটাও বোঝানো হয়েছে — দেবতাদের রাজ্যে আর কোনো ধর্ম ছিল না। ওরা তো অর্ধকল্প পরে এসেছে। সুতরাং সত্যযুগে কীভাবে থাকবে, ওরা হলো নিবৃত্তি মার্গের হঠযোগী। ওরা রাজযোগ বোঝেনা। এই রাজযোগ হলো প্রবৃত্তি মার্গের জন্য। ভারত পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গে ছিল, এখন কলিযুগে পতিত প্রবৃত্তি মার্গের হয়ে গেছে।

ভগবানুবাচ -- মামেকম্ স্মরণ করো, যদি পুরানো দুনিয়া অথবা দেহের সম্বন্ধে মন জুড়ে থাকে তবে ভাগ্যহীন হয়ে পড়বে। অনেকেরই ভাগ্য ছেদ হয়ে যায়। কোনো অকর্তব্য করলে শেষে গিয়ে সব সামনে আসবে, সাক্ষাত্কার হবে। কোনো-কোনো বাচ্চা গোপন করে থাকে, এই জন্মে করা পাপ কর্ম বাবাকে শোনাতে শাস্তি অর্ধেক হয়ে যাবে, কিন্তু লজ্জার কারণে শোনায় না। নোংরা কাজ তো অনেক করে থাকে। বুদ্ধিতে তো স্মরণ থাকে তাইনা। বাবাকে বললে মুক্ত হয়ে যাবে। বাবা হলেন অবিনাশী সার্জন। লজ্জার কারণে রোগের কথা সার্জেনকে না বললে কিভাবে মুক্ত হবে। যে কোনো বিকর্মের কথা বাবাকে বললে অর্ধেক মাফ হয়ে যাবে। না বললে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আরও ফেসে যাবে। তারপর সৌভাগ্য শেষ হয়ে দুর্ভাগ্য নেমে আসবে। বাবা বলেন — দেহের সাথেও সম্বন্ধ রেখো না, সবসময় মামেকম্ স্মরণ করলে বিকর্ম হবে না। বাবা ধর্মরাজ। ওঁনার কাছে বিকর্মের কথা গোপন করলে তোমাদের মতো সাজা আর কেউ পাবেনা। সময় যত নিকটে আসবে সবার সাক্ষাত্কার হতে থাকবে। এখন সবারই বিনাশের সময়, সবাই পতিত। পাপের দন্ড অবশ্যই পেতে হবে। যেমন এক সেকেন্ডে জীবন মুক্তি পাওয়া যায় তেমনি এক সেকেন্ডে শাস্তির এমনই অনুভব হবে যেন দীর্ঘ সময় ধরে সাজা ভোগ করে আসছ। খুব সূক্ষ্ম বিষয়। প্রত্যেকের বিনাশের সময়। সাজা অবশ্যই পেতে হবে। তারপর সব আত্মারা পবিত্র হয়ে ফিরে যাবে। বাবা এসেই পতিত আত্মাদের পবিত্র করে তোলেন। বাবা ছাড়া আর কারো শক্তি নেই। এতো জন্ম পাপ করতে-করতে এখন তোমাদের পাপের ঘড়া পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সবার উপরেই মায়ার গ্রহণ লেগেছে। সবচেয়ে বড় গ্রহণ তোমাদের উপর লেগেছে। তোমরা সর্বগুণসম্পন্ন ছিলে তারপর তোমাদের উপর গ্রহণ লেগেছে। জ্ঞানও বাচ্চারা তোমরাই পেয়েছ। বাবা বলেন তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে, তোমরাই ৮৪ জন্ম ভোগ করে এসেছ।

কত সহজভাবে বুঝিয়ে বলেন তোমরাই প্রকৃতপক্ষে দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলে তারপর পতিত হওয়ার কারণে হিন্দু নামকরণ হয়েছে। হিন্দু ধর্ম তো কেউ স্থাপন করেইনি। মঠ, পন্থকে ডিনায়েস্টি বলা হয় না, ডিনায়েস্টি হয় রাজাদের। লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রথম, সেকেন্ড, থার্ড এইভাবে রাজত্ব চলে। পবিত্র থেকে পতিতও হতে হবে। পতিত হওয়ার কারণে দেবী-দেবতা বলা যায় না। তোমরা জানো -- আমরাই পূজ্য আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম, এখন নিজ ধর্মের

চিত্রকেই পূজা করি। ভুলে গেছি আমরাই পূজ্য দেবী-দেবতা ছিলাম, এখন পূজারি হয়ে গেছি। এখন তোমরা বুঝেছ — বাবা আমাদের উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন তারপর পতিত হয়ে গেছি এবং নিজের চিত্রকেই বসে পূজা করেছি। নিজেই পূজ্য নিজেই পূজারি। ভারত ছাড়া আর কারো সম্পর্কে একথা বলা হয় না। বাবা ভারতে এসেই জ্ঞান প্রদান করে থাকেন, দেবতা করে তোলার জন্য। বাদবাকি সবাই হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে ফিরে যাবে। আত্মারা সবাই বাবাকে আহ্বান করে বলে - ও গড ফাদার। এই সময় তোমাদের তিনজন পিতা এক-শিববাবা, দ্বিতীয়-লৌকিক পিতা, আর ইনি অলৌকিক পিতা প্রজাপিতা ব্রহ্মা। বাদবাকি সবার দুই পিতা লৌকিক আর পারলৌকিক। সত্যযুগে একজনই লৌকিক পিতা। পারলৌকিক পিতাকে জানেই না। ওখানে তো শুধুই সুখ তবে আর কেন পারলৌকিক পিতাকে স্মরণ করবে। দুঃখে সবাই স্মরণ করে। এখানে তোমাদের তিনজন পিতা এটা বোঝার বিষয়। সত্যযুগে আত্ম-অভিমানী হয়ে থাকে তারপর ধীরে ধীরে দেহ অভিমানে আসতে থাকে। এখানে তোমরা আত্ম-অভিমানীর সাথে পরমাত্মা অভিমানীও। শুদ্ধ অভিমান এই যে আমরা সবাই বাবার সন্তান, তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। তিনি পিতা, শিক্ষক এবং সঙ্গুরু। ঐশ্বর্য মহিমা বোঝাতে হবে। তিনিই এসে সব বাচ্চাদের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। সত্যযুগে তোমাদের উত্তরাধিকার ছিল তারপর ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে সব হারিয়েছ। বাবাকে বলা হয় পতিত-পাবন, সবার সঙ্গতি দাতা। এই দুনিয়া পতিতদের কেউ সঙ্গতি কিভাবে দিতে পারে! কেউ যদি অনেক শাস্ত্র পড়ে থাকে তবে তার অন্ত মতি সো গতি প্রাপ্ত হয়, তারপর পুনর্জন্ম হলে ছোটবেলাতেই সহজে কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। বাবা তোমাদের কত মিষ্টি-মিষ্টি কথা শোনান। বাচ্চারা তোমরা তমোপ্রধান হয়ে গেছ। এখন বাবাকে স্মরণ করলে আত্মায় জমে থাকা খাদ বেরিয়ে যাবে। নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে, সবাইকে উপস্থিত হতে হবে। ক্রিস্চান ইত্যাদি সব আত্মারা উপস্থিত, তারাও বাবার সামনে অভিবাদন জানাতে আসবে, চক্রবর্তী তো হবে না। শুধু বাবাকে স্মরণ করবে, মন্মানাভব'র মন্ত্র নিয়ে যাবে। তোমাদের জন্য মন্মানাভব আর মধ্যাজীভবর ডবল মন্ত্র। বাবা কত সুন্দর যুক্তি বলে দেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা ঐশ্বর্য আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই পুরানো দুনিয়ায় থেকে পুরুষার্থ করে সর্বগুণসম্পন্ন অবশ্যই হতে হবে। এই পুরানো শরীর বা পুরানো দুনিয়ার প্রতি মন যেন না জোড়ে। ভাগ্যবান হতে হবে।

২) আত্ম-অভিমানী এবং পরমাত্ম-অভিমানী হয়ে থাকতে হবে। অবিনাশী সার্জনের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে হবে।

বরদান:- সदा জ্ঞান সূর্যের সম্মুখে থেকে অন্তর্মুখী, স্বমানধারী ভব
যেমন সূর্যের সামনে দাঁড়ালে সূর্যের কিরণ আসে, তেমনি যে বাচ্চারা সবসময় জ্ঞান সূর্য বাবার সামনে থাকে তারা জ্ঞান সূর্যের সর্বগুণের কিরণ নিজের মধ্যে অনুভব করে থাকে। তার মুখমণ্ডলে অন্তর্মুখতার ঝলক আর সঙ্গম যুগের বা ভবিষ্যতের সর্ব স্বমানের ঝলক দেখা যায়। এরজন্য সবসময় যেন স্মৃতিতে থাকে যে এটাই অন্তিম মুহূর্ত। যে কোন মুহূর্তে এই শরীরের বিনাশ হতে পারে। সেইজন্য সदा প্রীত বুদ্ধি হয়ে জ্ঞান সূর্যের সামনে থেকে অন্তর্মুখী বা স্বমানের অনুভবে থাকতে হবে।

স্লোগান:- সदा উড়তি কলাতে ওড়াই হলো ঝঞ্ঝাটের পাহাড় অতিক্রম করা।

“মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বদা স্মরণে রাখো যে - অনেক সময় চলে গেছে, এখন আর অল্প সময় অবশিষ্ট আছে, এখন তো ঘরে যেতে হবে, এই নোংরা ছিঃ ছিঃ শরীর আর দুনিয়াকে ভুলে যেতে হবে”

*প্রশ্নঃ - কি এমন নেশা নিরন্তর থাকলে স্থিতি খুব সুন্দর হবে?

*উত্তরঃ - নিরন্তর এই নেশা যেন থাকে যে “মিরুয়া মং মলুকা শিকার”। আমরা মলুক অর্থাৎ ফরিস্তা হয়ে আমার প্রিয়তমের সাথে ঘরে ফিরে যাব, বাকি সবকিছুই বিনাশ হয়ে যাবে। এখন আমরা এই পুরানো শরীরকে ছেড়ে নতুন নেব। এই জ্ঞান সারাদিন বুদ্ধিতে যেন আসতে থাকে, তাহলে অসীম খুশি থাকবে। স্থিতি ফাস্ট ক্লাস হয়ে যাবে।

*গীতঃ- কে এসেছে আজ...

ওম শান্তি । এ'কথা কে বলছে? বাচ্চারা। অতীন্দ্রিয় সুখময় জীবনে এসে বলছে - অসীম জগতের বাবা এসে গেছেন। কিসের জন্য? এই পতিত দুনিয়াকে পরিবর্তন করে পবিত্র দুনিয়া তৈরি করার জন্য, পবিত্র দুনিয়া কত বড় হবে। পতিত দুনিয়া কত বৃদ্ধি হয়েছে, মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এ' সব আসা চাই। এখানে কত কোটি কোটি মানুষ আছে। একে পতিত ব্রষ্টাচারী দুনিয়া বলা হয়। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এটা স্মরণে আনতে হবে যে - আমাদের নতুন দুনিয়া কত ছোটো হবে। আমরা কিভাবে রাজ্য করব। আমাদের ভারতের মতো আর কোনো দেশ হতে পারবে না। এটা কেউই বুঝতে পারেনা যে - ভারত স্বর্গ ছিল, তার মতো কোনও দেশ হতে পারবে না। তোমাদের এটা বোধগম্য হয়ে গেছে যে, এই ভারত তো এখন কোনো কাজেরই নেই। ভারত স্বর্গ ছিল, এখন নেই। এটা কারোরই স্মরণে আসে না, আমাদের ভারত সবথেকে উঁচু, সবথেকে প্রাচীন। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আসে, সেটাও আবার নশ্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে। এত খুশি, এত সম্মান থাকে? অসীম জগতের বাবা এসে গেছেন। তিনি প্রতি কল্পেই আসেন। মায়া রাবণ যে আমাদের রাজ্য ভাগ্য ছিনিয়ে নিয়েছিল, বাবা এসে আমাদের আত্মাদেরকে পুনরায় নিজেদের রাজ্য-ভাগ্য ফিরিয়ে দিচ্ছেন। এইরকম নয় যে, কোনো লডাই-এর দ্বারা ছিনিয়ে নিয়েছিল। না, রাবণ রাজ্যে আমাদের মত ব্রষ্টাচারী হয়ে যায়। শ্রেষ্ঠাচারী থেকে আমরা ব্রষ্টাচারী হয়ে যাই। দুনিয়া দেখো কত বৃদ্ধি হয়ে গেছে, আমাদের ভারত দেশ কত ছোট ছিল। স্বর্গতে কত সুখী থাকবে। হিরে জহরতের মহল হবে। সেখানে রাবণ হবে না। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে খুশি হওয়া চাই, অতীন্দ্রিয় সুখে থাকা চাই। বাবা বলছেন - দেহী-অভিমানী ভব। দেহ-অভিমান ভাঙ্গার জন্য বাবা বলেছিলেন যে, ১০৮ টা তালি দেওয়া কাপড় পরিধান করো। যদিও ধনী ব্যক্তিদের সাথে, জহরীদের সাথে সম্পর্ক রয়েছে, সেই নেশা ভাঙবে কীভাবে। দেহী-অভিমানী হতে হবে। আমি হলাম আত্মা, এটা তো হল পুরানো শরীর। একে ছেড়ে নতুন ফাস্ট ক্লাস শরীর নিতে হবে। সাপ তো একটা খোলস ছেড়ে দ্বিতীয়টা নিয়ে নেয়। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান আছে, এই পুরানো খোলস ছেড়ে আমরা আরেকটা নতুন নেব, পুনরায় অন্য শরীর প্রাপ্ত হবে। এই সমস্ত জ্ঞান বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আসা চাই। এটা তো হল ছিঃ ছিঃ নোংরা দুনিয়া। একে দেখেও বুদ্ধির দ্বারা ভুলতে হবে। আমরা এখন যাত্রা করছি, আমাদের বুদ্ধির যোগ ঘরের প্রতি যাচ্ছে। অভ্যাস তো করতে হবে তাই না। এই শরীরও পুরানো হয়ে গেছে, দুনিয়াও পুরানো হয়ে গেছে। সাক্ষাৎকার করে নিয়েছ, এখন এই দেহ এবং দেহের সব সম্বন্ধকে ত্যাগ করে ঘরে যেতে হবে। অন্তরে খুশি হয়, এখন আমরা পুনরায় বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। বুদ্ধির যোগ সেখানে লাগতে হবে। এক পরস্পরকে এটাই শোনাতে হবে যে - "মন্বনা ভব" । এটা অনেক শক্তিশালী মন্ত্র। গীতা যদিও অনেকে পড়ে কিন্তু অর্থ কেউই বুঝতে পারে না। যেরকম অন্যান্য শাস্ত্র পড়ে, এইরকম পড়ে নেয়। এটা কারোর বুদ্ধিতে আসে না। আমরা ভবিষ্যতের জন্য রাজযোগ শিখছি। অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, এখন অল্প সময় অবশিষ্ট আছে। এইরকমভাবে নিজেকে আনন্দে আর খুশিতে রাখতে হবে। এই সবকিছুই তো বিনাশ হয়ে যাবে। কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ (★মিরুয়া মং মলুকা শিকার) । আমরা মলুক হয়ে নিজের প্রেমিকের সাথে ঘরে ফিরে যাব। আত্মাদের বাবা বসে এই শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি সাধারণ হয়েও উচ্চ থেকেও উচ্চতর। বাবা এসেছেন অসীম জগতের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করতে। তিনি প্রতি কল্পেই আসেন। এটা তো হল ছিঃ-ছিঃ নোংরা দুনিয়া। এইধরনের কথা বলতে হবে। একেই বলা যায় বিচার সাগর মন্ডন। এই শাস্ত্র ইত্যাদি তো জন্ম-জন্মান্তর ধরে পড়ে এসেছে, আমরা ভারতবাসীরা যত পরিমানে জপ-তপ্ ইত্যাদি করেছি ততটা অন্য কেউই করেনি। যারা প্রথমদিকে এসেছে তারাই ভক্তি করেছে, আর তারা এই জ্ঞান-যোগেও তীব্রগতিতে যাবে কেননা তাদেরকে

পুনরায় প্রথম নম্বরে আসতে হবে। দেখাচ্ছে, কেউ-কেউ তো খুব ভালো পুরুষার্থ করছে।

বাচ্চারা, তোমরা যারা এই আধ্যাত্মিক সেবায় তৎপর আছো, তাদের জন্য তো খুব ভালো। সত্যিকারের ভাঙিতে বসে আছো। সেই সম্বন্ধে অটুট হয়ে আছে আর যারা গৃহস্থ ব্যবহারে থাকে, এই জ্ঞান শুনতে এবং শোনাতে থাকে, তারা পুরানোদের থেকেও অতি তীব্র বেগে যায়। দেখা যায় যে নতুন যারা আসছে তারা দ্রুত উন্নতি করে এগিয়ে যায়। তোমরা লিস্ট বের করো তো বুঝতে পারবে। প্রথম দিকে তোমাদের মালা তৈরি হয়েছিল পুনরায় দেখা গেল যে কত ভালো ভালো বাচ্চা ৩-৪ নম্বরের বাচ্চারা ছেড়ে চলে গেল। একদম গিয়ে প্রজা হবে। এখন তোমাদের এই হল ছাত্র জীবন। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও সাথে সাথে এই কোর্স করো। অনেক বাচ্চারাই ডবল কোর্স করে, তাদের লিস্ট প্রাপ্ত হয়। তোমাদের কোর্স হল গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে এই পড়াশোনা করা। এক্ষেত্রেও কন্যাদের খুব দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে। কন্যাদের কারণেই কানাই বা গোপাল নাম গাওয়া হয়ে থাকে। আছে তো গোপ-ও কেননা প্রবৃত্তি মার্গে আছে তাই না। তোমরা সত্য যুগ দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণও প্রবৃত্তি মার্গে রাজ্য করেছিলেন। এই জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আসা চাই যে আমরা কি হতে চলেছি! দেবতার কত ফাস্ট ক্লাস হয়! তাঁদের কাছে গিয়ে মহিমা গান করে - আপনি সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পন্ন....আর আমরা হলাম পাপী, কপটা। আমাদের নিগুণ আত্মাতে কোনো গুণ নেই। এখন এক্ষেত্রে ভগবানেরও দয়া আসেনা বা কৃপা করেন না। বাস্তবে দয়া বা কৃপা নিজের উপর নিজেকেই করতে হয়। তোমরাই দেবতা ছিলে, এখন কি হয়ে গেছে, নিজেকে দেখো, পুনরায় পুরুষার্থ করে দেবতা হও। শ্যাম থেকে সুন্দর হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। ইনি তো ভক্তি মার্গে বলতেন যে - মরে যাচ্ছিলাম, অমুকের কৃপায় বেঁচে গেছি, তাঁর আশীর্বাদের কারণে। মহাত্মা ইত্যাদিদের হাতজোড় করে বলে - আপনাদের আশীর্বাদ চাই। এখানে তো হলো পড়াশোনা। কৃপা ইত্যাদির কোনও কথাই নেই। মন্মনা ভব-র অর্থ আছে, তাইনা। মন্ত্র তো অনেক দিয়েছেন। অনেক প্রকারের হঠযোগ শেখায়। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা শিক্ষা হয়। হঠযোগের স্যাম্পেল দেখতে হলে তো জয়পুরের মিউজিয়ামে গিয়ে দেখো। এখানে তো কতই না আরামে বসে আছো। বুদ্ধিতে আছে আমাদেরকে পুনরায় বাবা রাজ্য প্রদান করছেন। সেখানেই অদ্বৈত দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল আর অন্য কোন ধর্ম ছিল না। দুই হাত দিয়েই তালি বাজে। এক ধর্ম থাকলে তো মারামারি হবে না। এখন হলো কলিযুগ। কলিযুগ সম্পন্ন হলে ভক্তিও সম্পূর্ণ হবে। এখন তো মানুষের বুদ্ধি কতই না হয়ে গেছে। ভারতের ধরিত্রী বুদ্ধি হয় না। ধরিত্রী সেটাই থাকে। শুধু মানুষের সংখ্যা কম বেশি হয়। সেখানে মানুষ খুব কম হবে, দুনিয়া তো এটাই থাকবে। দুনিয়া কখনো ছোট হয়ে যাবে না। তাই বাচ্চারা তোমাদেরকে খুবই খুশিতে থাকতে হবে। আমরা যোগ বলের দ্বারা নিজের রাজ্য স্থাপন করছি, বাবার শ্রীমৎ অনুসারে। বাবা বলছেন - মামেকম স্বরণ করো তাহলে তোমাদের পাপ ভঞ্জন হয়ে যাবে। আত্মাতেই খাত পড়ে আছে তাই না। শুধু বলে যে - সত্যো রজঃ তমো... এটা দেখায় না যে আত্মাতেই খাত পড়ে। প্রথমে গোল্ডেন এজড ছিল, পিওর সোনা ছিল তারপর রূপা হয়ে যায়, তাকে সিলভার এজড বলা যায়, চন্দ্র বংশী। ইংরেজি অক্ষর কত সুন্দর। গোল্ডেন, সিলভার, কপার তারপর আয়রন। বাবা বোঝাচ্ছেন যে - আত্মাতেই খাত পড়ে আছে, সেটা বেরোবে কিভাবে। সত্য থেকে তমো হয়েছে পুনরায় তমো থেকে সত্যো কিভাবে হবে। তারা মনে করে যে গঙ্গা স্নান করলে সত্যোপ্রধান হয়ে যাবে। কিন্তু এটা তো সম্ভব নয়। গঙ্গাস্নানাদি তো প্রতিদিনই করতে থাকে। কেউ কেউ তো দ্রুততার সাথে এই নিয়ম পালন করে। অনেকে ক্যানলে গিয়েও স্নান করে থাকে। তোমাদেরকে বাবা বলছেন - এই নিয়ম রাখো, বাবাকে স্মরণ করার। স্মরণের স্নান বা যাত্রা করো। জ্ঞান স্নানও করতে থাকো, যোগের যাত্রাও শেখাতে থাকো। বাবা জ্ঞান প্রদান করেন। এতে যোগেরও জ্ঞান, সৃষ্টিচক্রেরও জ্ঞান আছে। বাকি শাস্ত্রের জ্ঞান তো অনেকেই দিয়ে থাকে কিন্তু যোগ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। হঠযোগ বুঝে নিয়েছে। যোগ আশ্রম তো অনেক আছে। মন্মনা ভব-র মন্ত্র দিয়ে দেয় কিন্তু এক বাবা ছাড়া কোনও মানুষের কাছেই এই জ্ঞান নেই। এখন ৮৪ জন্মের চক্র সম্পন্ন হয়েছে। পুনরায় নতুন দুনিয়া হবে। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, ঝাড়ের বুদ্ধি কিভাবে হয়। এই রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে, সবাই একসাথে থোড়াই যাবে। ব্রাহ্মণদের ঝাড় অনেক বড় হবে। তারপর অল্প অল্প করে যাবে। প্রজা হতে থাকবে। অল্প একটুও যদি এই জ্ঞান শুনে থাকে তাহলে প্রজাতে এসে যাবে। সেন্টারও অনেক বুদ্ধি হবে। প্রদর্শনীও অনেক হবে, যেখানে-সেখানে হতে থাকবে। যেরকম মন্দির তৈরী করার সময় সবাই বের হয়, সেই রকম তোমাদের প্রদর্শনীও গ্রামে গ্রামে হবে। ঘরে ঘরে প্রদর্শনী রাখতে হবে। বুদ্ধি হতে থাকবে। এই জন্য বিশেষ করে এই চিত্রগুলি ছাপাতে হবে। সকলের কাছে বাবার পরিচয় পৌঁছাতে হবে। বাচ্চারা তোমাদেরকে অনেক বড় সেবা করতে হবে। এখন এই প্রজেক্টর প্রদর্শনীর ফ্যাশন বেরিয়েছে, তাই গ্রামে গ্রামে গিয়ে দেখাতে হবে। তারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে। শিব জয়ন্তীও গাওয়া হয়ে থাকে কিন্তু তিনি কীভাবে আসেন এটা কারো জানা নেই। শিব পুরাণ ইত্যাদিতে এই সমস্ত কথা নেই। এইসব কথা তোমরাই শুনছো। শোনার সময় ভালো লাগে তারপর ভুলে যাও। ভালভাবে পয়েন্টস ধারণ হলে তবেই সার্ভিস ভালো রীতি করতে পারবে। কিন্তু সমস্ত পয়েন্ট কারোর ধারণ হয়না। ভাষণ করতে আসবে তারপর মনে পড়বে - যদি এই পয়েন্টও বোঝানো যেত তাহলে ভালো হতো,

যার দেহ অভিমান থাকবে না সে-ই শীঘ্র বোঝাতে পারবে। ভাষণ করে পুনরায় বিচার করবে - আমি সব পয়েন্ট ঠিক বুঝিয়েছি? হয়ত এই পয়েন্ট ভুলে গিয়েছিলাম, পয়েন্টস কারো সাথে যাবে না। এসব এখনকার জন্য। তারপর তো এই সব বিনাশ হয়ে যাবে। এই চোখের দ্বারা যা কিছু এখন দেখছে পুনরায় সত্য যুগে এসব থাকবে না। তোমাদের এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়, এখন তোমরা ত্রিনেত্রী হচ্ছ। বাবা এসে তোমাদেরকে জ্ঞান প্রদান করছেন, যেটা আত্মা ধারণ করছে। আত্মাদের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে এই জ্ঞান কারোর মধ্যে নেই যে - আমি হলাম আত্মা। এই শরীরের দ্বারা এই কাজ করছি। বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। এটা বুদ্ধিতে রাখতে হবে - এতেই পরিশ্রম আছে। বাচ্চাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে আর খুশিতেও থাকতে হবে। ব্যস, এখন আমাদের রাজ্য অতি নিকটাসন্ন। তোমরা জানো যে আমাদের রাজ্যে কি কি থাকবে। বাচ্চারা তোমাদেরকে তো অত্যন্ত খুশিতে থাকতে হবে কারণ আমরা এই পড়াশোনার দ্বারা রাজ্য প্রাপ্ত করছি। যারা পড়াশোনা করে তাদের লক্ষ্য স্মরণে থাকে। আমরা পড়াশোনা করছি ভবিষ্যতের জন্য। ভালোভাবে পড়লে তো রাজগদিতে বসবে। তারা তো সম্মানীয় হয়ে যায়। এখন লিস্ট বের করলে, মালা বানানো হলে তো সবাই বলবে যে অমুক বাচ্চীকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দাও, রিফ্রেশ করার জন্য। যারা ভাষণ করতে পারে তাদেরকেই আহ্বান করে, তাই তাঁদের সম্মানও রাখতে হবে। আমাদের ঐনার মতো হুশিয়ার হতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করার জন্য দেহের অভিমানকে ত্যাগ করার পুরুষার্থ করতে হবে। এখন বাড়ি ফিরে যেতে হবে, এইজন্য বুদ্ধির যোগ ঘরের সাথে যুক্ত করতে হবে।

২) গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পড়াশোনাও পড়তে হবে, ডবল কোর্সও করতে হবে। জ্ঞানের স্নান আর স্মরণের যাত্রা করতেও হবে এবং অন্যদেরকেও করাতে হবে।

বরদানঃ:- পৃথকভাবে অভ্যাস দ্বারা ফরিস্তা রূপের সাক্ষাৎকার করিয়ে নিরন্তর সহজ যোগী ভব যেরকম কোনও বস্ত্র ধারণ করা বা না করা নিজের হাতেই থাকে, এই রকম অনুভব - এই শরীররূপী বস্ত্রেও থাকবে। যেরকম বস্ত্র ধারণ করে কার্য করা হয় আর কার্য সম্পন্ন হতেই বস্ত্র থেকে পৃথক হয়ে যায়। যখন শরীর আর আত্মার পৃথকত্ব চলতে-ফিরতে অনুভব হবে - তখন বলা যাবে নিরন্তর সহজযোগী। এইরকম পৃথক থাকা বাচ্চাদের দ্বারা অনেক আত্মাদেরকে ফরিস্তারূপ আর ভবিষ্যতের রাজপদের সাক্ষাৎকার হবে। অন্তিম সময়ে এই সেবার দ্বারাই প্রভাব বের হবে।

স্লোগানঃ:- সঙ্গমের এক সেকেন্ডও ব্যর্থ নষ্ট করা অর্থাৎ এক বছর নষ্ট করা।

★ মিরুয়া মং মলুকা শিকার - মিরুয়া = শিকার, মলুক = শিকারী। শিকার ধরা পড়লে (মরলে) শিকারী আনন্দ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের যা কিছু আছে সবকিছু ঈশ্বরীয় সেবায় সফল করে ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করে নাও কারণ মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে”

*প্রশ্নঃ - জ্ঞান শোনা সত্ত্বেও বাচ্চাদের ধারণা হয় না কেন ?

*উত্তরঃ - কারণ বিচার সাগর মন্থন করতে পারে না। বুদ্ধিযোগ দেহ আর দেহের সম্বন্ধে আটকে থাকে। প্রথমে বুদ্ধি থেকে মোহ দূর হলে তবে কিছু ধারণা হবে। মোহ এমন একটি জিনিস, যে একেবারে বানর বানিয়ে দেয়। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে সর্ব প্রথম প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দেন - দেহ সহ, দেহের সব সম্বন্ধকে ভুলে যাও আর আমাকে স্মরণ করো।

*গীতঃ- ভোলা নাথের চেয়ে অনুপম কেউ নয়

ওম শান্তি । বাবা বসে বোঝান, এখন বাচ্চারা তো এই কথা ভালো ভাবে জানে যে অসীম জগতের পিতাকেই বলা হয় - সংশোধনকারী । কৃষ্ণ ভুলকে ঠিক করতে পারেন না। গীতার ভগবান কৃষ্ণ নয়, শিব। শিববাবা হলেন রচয়িতা এবং কৃষ্ণ হলেন রচনা। স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করেন, স্বর্গের রচয়িতাই হবেন। এই হল ভারতের মুখ্য ভুল। শ্রীকৃষ্ণকে কেউ পিতা বা বাবা বলতে পারে না। সম্পত্তির অধিকার পিতার কাছেই প্রাপ্ত হয় এবং ভারতই প্রাপ্ত করেছিল। ভারতেই শ্রী কৃষ্ণ রাজকুমার, রাজকুমারী রাধে নাম গাওয়া হয়। মহিমা উঁচু থেকে উঁচু একমাত্র বাবার। শ্রীকৃষ্ণ হলেন উঁচু থেকে উঁচু রচনা, বিশ্বের মালিক। শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় সূর্যবংশী দেবতা কুল। গীতা হল আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের শাস্ত্র। সত্যযুগে তো কাউকে জ্ঞান শোনানো হয় না। সঙ্গমেই বাবা এসে জ্ঞান প্রদান করেন। চিত্র দ্বারা প্রথমে এই কথা প্রমাণ করতে হবে। দু'জনের চিত্র দেওয়া হয়, গীতার ভগবান, ইনি হলেন রচয়িতা, পুনর্জন্মে আসেন না, শ্রীকৃষ্ণ নয়, কৃষ্ণ তো রচনা । তোমরা জানো - শিববাবাই হীরে তুল্য বানান। গায়নও করে - হীরে-তুল্য, কড়ি-তুল্য। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই কথা থাকা উচিত যে বাবার আদেশ হল - তোমরা আমাকে স্মরণ করো এবং স্বর্গের উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। উনি অসীম জগতের পিতা। কৃষ্ণ তো হলেন দেহের জগতের মালিক। যদিও বিশ্বের রাজা হয়, শিববাবা তো রাজাও হন না। গীতার বাস্তবে অনেক মহিমা। সাথে ভারতেরও অনেক মহিমা আছে। ভারত হল সর্ব ধর্মের মানুষের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। শুধুমাত্র কৃষ্ণের নাম লিখে দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ গুরুত্ব লুপ্ত হয়েছে। সেই জন্য ভারত কড়ি-তুল্য হয়েছে। যদিও সবই হল ড্রামা অনুযায়ী কিন্তু সত্য করতে হয়। বাবা বোঝান খুব ভালোভাবে। দিন দিন ওহ্য কথা বলেন, তাই পুরানো চিত্র বদল করে অন্য বানাতে হয়। এইসব তো শেষ পর্যন্ত চলবে। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে ভালো ভাবে রাখা উচিত - শিববাবা আমাদের স্বর্গের অধিকার দিচ্ছেন। বাবা বলেন - মামেকম স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। কৃষ্ণকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না। কৃষ্ণ সর্বশক্তিমান নয়। সর্বশক্তিমান হলেন বাবা, স্বর্গের অধিকারও বাবা প্রদান করেন। মানুষ, কৃষ্ণকে স্মরণ করতে থাকে। আচ্ছা ধরো, কৃষ্ণ বলেছেন। কৃষ্ণ বলছেন - দেহের সম্বন্ধ ত্যাগ করে, মামেকম স্মরণ করো। আত্মা তো বাবাকে স্মরণ করবে তাইনা। কৃষ্ণ তো সর্ব আত্মাদের পিতা নয়। এইসব কথা বিচার সাগর মন্থন করে বুদ্ধিতে ধারণ করা উচিত। কেউ মোহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ধারণ করতে পারে না। তোমরা গানও গেয়েছো - অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করে বাবা তোমার সঙ্গে যুক্ত থাকবো। আমার তো এক, দ্বিতীয় নয় কেউ। কিন্তু মোহ এমনই জিনিস যে বানরে পরিণত করে। বানরের লোভ আর মোহ দুই ই বেশি থাকে। ধনী ব্যক্তিদের বোঝানো হয় যে এখন মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে। এইসব ঈশ্বরীয় সেবায় লাগাও, ভবিষ্যৎ বানিয়ে নাও। কিন্তু বানর সম আটকে ধরে রাখে, ছাড়তে পারে না। বাবা বলেন - যা কিছু দেহ সহ, দেহের সম্বন্ধ আছে সব কিছু থেকে বুদ্ধি যোগ ছিন্ন করো। বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলো। তোমরা বলো - এই ধন, সম্ভান ইত্যাদি তো সব ঈশ্বর দিয়েছেন। এখন তিনি নিজে এসেছেন, বলছেন - তোমাদের এই ধন-সম্পদ ইত্যাদি সব শেষ হয়ে যাবে। কাদের ধুলোয় মিশে যাবে ভূমিকম্প ইত্যাদি হবে, এইসব শেষ হয়ে যাবে। বিমান দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে বা আগুন লাগলে সবচেয়ে প্রথমে চোর ঢুকে যায়, যতক্ষণ না পুলিশ আসে। তাই বাবা বোঝান - বাচ্চারা, দেহধারীদের প্রতি মোহ ত্যাগ করা উচিত। মোহ জিত হতে হবে। দেহ-অভিমান হল সবচেয়ে প্রথম নশ্বরের শত্রু। দেবতার হলেন দেহী-অভিমাত্রী। দেহ-অভিমান এলেই বিকার গ্রস্ত হয়। তোমরা অর্ধকল্প দেহ-অভিমাত্রী হয়ে থাকো। এখন দেহী-অভিমাত্রী হওয়ার প্র্যাক্টিস করতে হবে। মানুষ এইসব কথা একেবারেই জানেনা, পরমাত্মাকেও জানেনা। আত্মা কি, পরমাত্মা কি, আত্মা কত গুলি জন্ম নেয়, কীভাবে পার্ট প্লে করে, আমরা হলাম অ্যাক্টর্স - এইসব কেউ জানেনা, তাই অরফান বা অনাথ বলা হয়। তারা তো বলে দেয় আত্মা জ্যোতিতে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু আত্মা তো হল অবিনাশী।

আত্মায় ৮৪ জন্মের পাট ভরা আছে। বলাও হয় আত্মা হল স্টার, তবুও বোঝে না। আত্মা ই পরমাত্মা বলে দেয়, বাবাকে একেবারে জানেনা। আত্মার উদ্দেশ্যে বলা হয় ক্রুকুটির মধ্যে জ্বলজ্বল করে নক্ষত্র। পরমাত্মার উদ্দেশ্যে কিছু বলে না। তাঁকে পরম-আত্মা বলা হয়, তিনিও পরমধামে বাস করেন। তিনিও হলেন বিন্দু স্বরূপ। শুধুমাত্র পুনর্জন্ম রহিত, আত্মারা পুনর্জন্মে আসে। পরমাত্মার জন্য বলা হয় জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর, পবিত্রতার সাগর। দেবতাদের এই স্বর্গের অধিকার কে দিয়েছেন? বাবা দিয়েছেন। সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ... এই দেবতাদের মতন এখন কেউ নেই। দেবতাদের এই স্বর্গের অধিকার কীভাবে প্রাপ্ত হয়, সে কথা কেউ জানেনা। বাবা স্বয়ং এসে বোঝান, তাঁকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। এই সময় এসে জ্ঞান প্রদান করেন যা পরে লুপ্ত হয়ে যায়। তারপরে হয় ভক্তি, যাকে জ্ঞান বলা যাবে না। জ্ঞানের দ্বারা তো সদগতি হয়। যখন দুর্গতি হবে, তখন সর্বের সদগতি দাতা, জ্ঞানের সাগর আসবেন। বাবা এসে জ্ঞানের স্নান করান। তারা তো জলের স্নান করায়, যার দ্বারা সদগতি হয় না। এই সব কথা ধারণ করা উচিত। মুখ্য যে ভালো-ভালো চিত্র আছে, সেসব বড় সাইজের হওয়া উচিত যাতে যে কেউ ভালো ভাবে বুঝতে পারে। লেখাও যেন স্পষ্ট হয়। চিত্রকরদের এই সব বুদ্ধিতে রাখা দরকার। সকলকে নিমন্ত্রণ দিয়ে ডাকবে যে এসে পরমপিতা পরমাত্মার পরিচয় নাও এবং ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত কর। ভাই-বোনেরা পারলৌকিক পিতার কাছে অসীম সুখের স্বরাজ্য কীভাবে প্রাপ্ত হয় - সেসব এসে বোঝো। অসীম জগতের পিতার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করা শেখো, এতে ভয়ের কোনও কথা নেই। আহবান করেছ - হে পতিত-পাবন এসো। বাবাও বলেন - কাম বিকার হল মহা শত্রু। পবিত্র দুনিয়ায় যেতে হলে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। পতিত তাদের বলা হয় যারা বিকারের দ্বারা জন্ম নেয়। সত্যযুগ - ত্রেতায় বিষ থাকে না, তার নাম বলা হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। বিকারের নাম চিহ্ন নেই। তাহলে তোমরা এই প্রশ্ন কেন জিজ্ঞাসা করো - সন্তান জন্ম হবে কীভাবে? তোমরা তো নির্বিকারী হও। সন্তানের জন্ম যেমন হওয়ার হবে। এই প্রশ্ন তোমরা জিজ্ঞাসা কর কেন? তোমরা বাবাকে স্মরণ করো তো জন্ম-জন্মান্তরের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে, এই হল পাপ আত্মাদের দুনিয়া। ওই হল পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া। এই কথা ভালো রীতি বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। ভক্তির ফল ভগবান এসে দেন, বাবা সর্বজনের সদগতি করে স্বর্গের মালিক করেন। বাবা বলেন - এখন পবিত্র হও, মামেকম্ স্মরণ করো, এই হল মহামন্ত্র। বাবার কাছে অবশ্যই স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হবে। বাবা বলেন - তোমরা আমাকে স্মরণ করো তো তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। সিঁড়ির চিত্রটি বোঝাতে হবে। দিন-দিন সব কিছুই উন্নতি হয়, এতে সব ক্রিয়ার করে লিখতে হবে। ব্রহ্মার দ্বারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করা হয়। যখন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। যারা পবিত্র হবে তারা পবিত্র দুনিয়ায় আসবে। তোমাদের মধ্যে যত শক্তি ভরতে থাকবে, ততই প্রথমে আসবে। সবাই একত্রে তো আসবে না। এই কথাও জানো সত্যযুগ-ত্রেতায় দেবী-দেবতা সংখ্যায় অনেক কম থাকে, শেষের দিকে বৃদ্ধি হয়। প্রজার সংখ্যা তো অনেক হবে। বোঝানোর জন্য আত্মা রূপী বাচ্চা ভালো চাই। বলা, অসীম জগতের পিতার কাছে এসে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত কর, যাকে আহবান করো হে বাবা, বাস্তবে তাঁর নামই হল শিব। ঈশ্বর বা প্রভু, ভগবান বললে এই কথা বোঝা যায়না যে তিনি হলেন পিতা, তাঁর কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হবে। শিববাবা বললে অবিনাশী উত্তরাধিকার স্মরণে আসে। তাঁকে বলে শিব পরমাত্মায় নমঃ, পরমাত্মার নাম তো বলা। নাম-রূপ হীন কেউ নয়। তাঁর নাম তো শিব। শুধু শিবায় নমঃও বলবে না। প্রতিটি শব্দ খুব ভালো রীতি ক্রিয়ার করে বোঝাতে হবে। শিবায় নমঃ বললেও বাবা সম্বোধনের আনন্দ প্রাপ্ত হয় না। মানুষ তো সব নাম নিজের উপরে রেখেছে। তোমরা জানো মানুষকে কখনও ভগবান বলা হয় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকেও দেবতা বলা হয়। বাবা, রচয়িতা তিনি একমাত্র নিরাকার। যেমন লৌকিক পিতা সন্তানদের রচনা করে, সম্পত্তির অধিকার দেয়, তেমনই অসীম জগতের পিতাও স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন। ভারতকে বিশ্বের মালিক বানান। সম্পূর্ণ দুনিয়ার পিতা একমাত্র পতিত-পাবন। এই কথা কেউ জানেনা। আমাদের ধর্ম স্থাপকও এই সময় পতিত, কবরে রয়েছে। এখন সবারই বিনাশের সময়। বাবা নিজে এসে সবাইকে জাগ্রত করবেন। বিনাশের সময়েই খোদা, ভগবান আসেন। তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর। লেখা আছে - সাগরের সন্তান ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ কাম চিতায় বসে কালো, আয়রন এজেড হয়ে গিয়েছিল, পুনরায় সুন্দর হবে কীভাবে? বাবা বলেন স্মরণের যাত্রা দ্বারা। যোগ শব্দটি বললে মানুষ বিভ্রান্ত হয়। বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো তো অন্ত মতি সেই গতি হয়ে যাবে। কতখানি সহজ করে বোঝান তবুও এই কথাগুলি বুদ্ধিতে স্থির থাকে না কেন? দেহ-অভিমান অনেক তাই ধারণা ভালো হয় না। বাবা খুব ভালো যুক্তি দিয়ে বলেন। অসীম জগতের পিতা, যাকে স্মরণ করা হয় তিনি এসে কি করেছেন? ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছিলেন। জাগতিক উত্তরাধিকার তো জন্ম-জন্মান্তর নিয়ে এসেছে। এখন অসীম জগতের পিতার কাছে ২১ জন্মের জন্য অসীম জগতের উত্তরাধিকার নাও। সত্যযুগ - ত্রেতায় দেবতারা রাজত্ব করতেন। সূর্য বংশী পরে চন্দ্রবংশী থেকে বৈশ্য বংশী, শূদ্র বংশী.... সেইসব লিখে দিলে প্রমাণিত হয় যে তারাই পুনর্জন্ম নেয়, বর্ণে আসে। বাবা তো সবাইকে বোঝান, তোমরা সম্মুখে বসে খুশী অনুভব করো। কারো ভাগ্যে না থাকলে তারা সার্ভিস করে না। সার্ভিস করলে তো সুনাম অর্জন হবে। তারা বলবে বাবার কন্যারা খুব তীব্র, সব কাজ করে। আমাদের স্বর্গের

বাদশাহী দেয়, এই জিনিস পত্রও দেয়। এই চিত্র গুলি আছে - অন্ধের সামনে দর্পণ, এতে জাদু ইত্যাদির কোনও কথা নেই। পবিত্রতা হল মুখ্য। তারা বুঝতে পারে - এই হল শেষ জন্ম, স্বর্গে যেতে হলে পবিত্র তো অবশ্যই হতে হবে। বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পবিত্র নিশ্চয়ই হতে হবে। সন্ন্যাসী ঘর সংসার ত্যাগ করে - পবিত্র হওয়ার জন্য। বাবা বলেন বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে, আমাকে স্মরণ করো তাহলে ভব সাগর পার হয়ে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বিনাশের পূর্বে নিজের সব কিছু সফল করতে হবে। এ হল বিনাশের সময়, তাই পবিত্র নিশ্চয়ই হতে হবে।

২) দেহধারীদের প্রতি মোহ দূর করে মোহজিৎ হতে হবে। দেহ-অভিমান হল প্রথম নশ্বরের শত্রু, তার উপরে জয় লাভ করতে হবে। অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করে, বাবার সঙ্গে বুদ্ধি যোগ যুক্ত করে রাখতে হবে।

বরদানঃ-

মনন শক্তির দ্বারা শক্তিশালী হয়ে বিঘ্নের ফোর্স সমাপ্ত করে সর্ব আকর্ষণ মুক্ত ভব বর্তমান সময়ে মনন শক্তির দ্বারা আত্মায় সর্বশক্তিকে ভরপুর করার প্রয়োজন । এর জন্য অন্তর্মুখী হয়ে প্রতিটি পয়েন্টে মনন করো, তাহলে মাখন প্রাপ্ত হবে এবং শক্তিশালী হয়ে যাবে। এমন শক্তিশালী আত্মারা অতীন্দ্রিয় সুখের প্রাপ্তির অনুভব করে, তাদের অল্পকালের কোনও বস্তু নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে না। তাদের মগ্ন অবস্থার দ্বারা আত্মার যে শক্তিশালী স্থিতি তৈরি হয় তার দ্বারা বিঘ্নের ফোর্স সমাপ্ত হয়ে যায়।

স্লোগানঃ-

ব্রাহ্মণ সংসারে যে সর্বজনের সম্মান প্রাপ্ত করে, সে-ই সিংহাসনে বিরাজিত হয়।

"হৃদয়ে জ্ঞানী তথা স্নেহী হও এবং লিকেজ বন্ধ করো"

আজ স্নেহের সাগর বাপদাদা নিজের স্নেহী বাচ্চাদের সাথে মিলনের জন্য এসেছেন। এই অধ্যাত্ম স্নেহ, পরমাত্ম-স্নেহ নিঃস্বার্থ প্রকৃত স্নেহ। প্রকৃত হৃদয়ের স্নেহ তোমরা সব আত্মাকে সমগ্র কল্পের স্নেহী বানিয়ে দেয়, কারণ পরমাত্ম-স্নেহ, আত্মিক স্নেহ, অবিনাশী স্নেহ, এই অধ্যাত্ম স্নেহ ব্রাহ্মণ জীবনের ফাউন্ডেশন। আধ্যাত্মিক স্নেহের অনুভব যদি না হয় তাহলে ব্রাহ্মণ জীবনের প্রকৃত আনন্দও নেই। পরমাত্ম-স্নেহ যে কোনও পতিত আত্মাকে পরিবর্তন করার চুস্ক, পরিবর্তন হওয়ার সহজ উপায়। স্নেহ অধিকারী বানানোর, অধ্যাত্ম নেশা অনুভব করার आधार। যদি স্নেহ আছে তো তোমাদের ব্রাহ্মণ জীবন আনন্দদায়ক। আর যদি স্নেহ নেই তো ব্রাহ্মণ জীবন নীরস, পরিশ্রমের জীবন। পরমাত্ম-স্নেহ হৃদয়ের স্নেহ। লৌকিক স্নেহ হৃদয় টুকরো টুকরো করে দেয়, কারণ ভাগ হয়ে যায়। অনেকের সাথে স্নেহের দায়িত্ব পালন করতে হয়। অলৌকিক স্নেহ অনেক টুকরো হওয়া হৃদয় জুড়ে দেয়। এক বাবার প্রতি স্নেহ দিয়েছ তো আপনা থেকেই সবার সহযোগী হয়ে যাও, কারণ বাবা বীজ। সুতরাং বীজকে জল দেওয়ায় প্রতিটা পাতা নিজে থেকেই জল পেয়ে যায়, পাতায় পাতায় জল দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। এইভাবে রুহানী বাবার সাথে স্নেহ সংযোগ অর্থাৎ সকলের স্নেহী হওয়া, সেইজন্য হৃদয় টুকরো টুকরো হয় না। স্নেহ সব কার্যকে সহজ করে দেয় অর্থাৎ পরিশ্রম থেকে রেহাই দেয়। যেখানে স্নেহ সেখানে স্মরণ আপনা থেকে সহজেই আসে। স্নেহীকে ভুলে যাওয়া কঠিন, তাঁকে স্মরণ করা কঠিন হয় না। জ্ঞান অর্থাৎ বোধশক্তি বুদ্ধিতে যতই থাক না কেন জ্ঞান যথার্থ হোক অর্থাৎ স্নেহ সম্পন্ন জ্ঞান হোক। যদি জ্ঞান আছে কিন্তু স্নেহ নেই তাহলে সেটা শুষ্ক জ্ঞান। স্নেহ সর্ব সম্বন্ধ অনুভব করায়। যে শুধু জ্ঞানী হয় সে মস্তিষ্ক দ্বারা স্মরণ করে আর স্নেহী হৃদয় দিয়ে স্মরণ করে। মস্তিষ্ক দ্বারা যারা স্মরণ করে তাদের স্মরণে, সেবায়, ধারণায় পরিশ্রম করতে হয়। তারা পরিশ্রমের ফল খায় আর এরা ভালোবাসার ফল খায়। যেখানে স্নেহ নেই এবং জ্ঞান বিচারবুদ্ধিযুক্ত, সেখানে জ্ঞানের বিষয়ে কেন, কী, কীভাবে... এর সাথেই বুদ্ধি লড়াই করতে থাকবে আর লড়াই লাগতে থাকবে নিজের সঙ্গে নিজের। অধিক মাত্রায় ব্যর্থ সঙ্কল্প চলবে। যেখানে কেন, কেন প্রশ্ন হবে সেখানে কেন'র ক্যু (লাইন) হবে। আর যেখানে স্নেহ আছে সেখানে যুদ্ধ নেই, বরং সেখানে তোমরা ভালোবাসায় নিমজ্জিত, সমাহিত হয়ে আছ। কারণ প্রতি হৃদয়ের স্নেহ থাকলে তো স্নেহ বিষয়ে কেন, কী-এর প্রশ্নই ওঠে না। যেমন পতঙ্গ দীপবাতির স্নেহে কেন, কী করে না, বলিদান হয়ে যায়, ঠিক সেভাবেই পরমাত্ম-স্নেহী আত্মারা স্নেহে সমাহিত হয়ে থাকে।

কিছু বাচ্চা বাবার সঙ্গে অধ্যাত্ম আলাপকালে এই কম্পলেন্ট (আফেপ) করে, "জ্ঞান তো তাদের বুদ্ধিতে আছে, তারা ব্রাহ্মণও হয়ে গেছে, আত্মাকেও জেনে গেছে, তারা বাবাকেও তাঁর পূর্ণ পরিচয়ে জানে, সম্বন্ধ বিষয়েও তারা জ্ঞাত আছে, চক্রেরও জ্ঞান আছে, রচয়িতা আর রচনারও সমস্ত জ্ঞান আছে - তবুও স্মরণ সহজ কেন হয় না? আনন্দের বা শক্তির, শান্তির অনুভব সদা কেন হয় না? পরিশ্রমের দ্বারা কেন তাদের স্মরণ করতে হয়, নিরন্তর কেন স্মরণ থাকে না? কেন বারবার তারা স্মরণ করতে ভুলে যায়? এর কারণ তাদের জ্ঞান মস্তক পর্যন্ত, জ্ঞানের সাথে সাথে হৃদয়ের স্নেহ কম। মগজের স্নেহ। আমি বাচ্চা, তিনি বাবা, দাতা-বিধাতা - এটা মগজের জ্ঞান। কিন্তু এই জ্ঞান যখন হৃদয়ে সমাহিত হয়ে যায়, তখন স্নেহের লক্ষণ কী দেখায়? হৃদয়। সুতরাং জ্ঞান আর স্নেহ কন্সাইন্ড হয়ে যায়। জ্ঞান বীজ আর জল হ'লো স্নেহ! যদি বীজ জলই না পায় তাহলে ফল দেবে না। ঠিক সে'রকমই, তোমাদের জ্ঞান তো আছে কিন্তু হৃদয়ের স্নেহ নেই, তাহলে প্রাপ্তির ফল পাওয়া যায় না, সেইজন্য পরিশ্রম করতে হয়। স্নেহ অর্থাৎ সর্বপ্রাপ্তির ও সর্ব অনুভবের সাগরে সমাহিত হওয়া। যেমন, লৌকিক দুনিয়াতেও দেখ, স্নেহের ছোট একটা গিস্ট (উপহার) কতো প্রাপ্তির অনুভব করায়! আর যতই হোক, স্বার্থের সম্বন্ধে যদি লেন-দেন করো তাহলে কেউ এক কোটি দিলেও, যে নেয় তার কিন্তু এক কোটি পাওয়ার সন্তুষ্টি হবে না, কোনো না কোনও ত্রুটি বের করতে থাকবে - এটা হওয়া উচিত, এটা করা উচিত। আজকাল তারা কতো খরচ করে, কতো শো করে! কিন্তু তবুও তাদের স্নেহ কাছে আনে নাকি তাদের দূরে করে? কোটির লেনদেন এত সুখের অনুভব করায় না, কিন্তু হৃদয়ের স্নেহের একটা ছোট জিনিসও কতো সুখের অনুভব করায়। কারণ হৃদয়ের স্নেহ হিসেবনিকেশকেও চুকিয়ে দেয়। স্নেহ এইরকম বিশেষ অনুভূতি। অতএব, নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করো, জ্ঞানের সাথে সাথে হৃদয়ের স্নেহ আছে? হৃদয়ে লিকেজ (ফুটো) নেই তো? যেখানে লিকেজ থাকে কী হয়? যদি এক বাবা ব্যতীত অন্য কারও জন্য স্নেহ থাকে, এমনকি তোমাদের সঙ্কল্পেও, তা' ব্যক্তির প্রতি হোক বা বৈভবের প্রতি, এমনকি যদি কোনো ব্যক্তির শরীরের প্রতি স্নেহ থাকে, অথবা তার বিশেষত্বের প্রতি - যদি তা' কিছু সীমিত প্রাপ্তির আধারেই হয়, কিন্তু বিশেষত্ব যিনি দেন তিনি কে

? প্রাপ্তি কে করায় ?

যদি কোনরকম স্নেহ অর্থাৎ মোহ তা' সঙ্কল্প মাত্র হোক বা বাণীতে অথবা কর্মে সামান্যতম হোক, একে লিকেজ বলা হবে। অনেক বাচ্চা সরলভাবে বলে - মোহ নেই কিন্তু ভালো লাগে, চাইনা কিন্তু মনে পড়ে। কিন্তু মোহের লক্ষণ হলো - সঙ্কল্প, বোল আর কর্ম দ্বারা বশ্যতা স্বীকার করা। সেইজন্য লিকেজ হওয়ার কারণে শক্তি বৃদ্ধি হয় না। আর শক্তিশালী না হওয়ার কারণে বাবাকে স্মরণ করতে পরিশ্রম লাগে। আর পরিশ্রম হওয়ার কারণে সন্তুষ্টতা থাকে না। যেখানে সন্তুষ্টতা নেই, সেখানে এই মুহূর্তে স্মরণের অনুভূতি দ্বারা পরমানন্দে বিভোর হয়ে যাবে আর পরমুহূর্তেই আবার নিরাশ হয়ে যাবে, কারণ লিকেজ হওয়ার জন্য শক্তি অল্প সময়ই ভরে, সদা স্থায়ী হয় না। সেইজন্য সহজ নিরন্তর যোগী হতে পারো না। সুতরাং চেক করো - কোনো ব্যক্তি বা বৈভবের প্রতি মোহ নেই তো অর্থাৎ লিকেজ নেই তো? এই লিকেজ লাভলীন (ভাবে বিভোর) স্থিতি অনুভব হতে দেবে না। বৈভবের প্রয়োগ যদি বা করো তবে যোগী হয়ে প্রয়োগ করো। এইরকম যেন না হয় যে, যেটা তুমি আরামের সামগ্রী ভাবছ তা' মনের স্থিতিকে আরামহীন করে! কেননা, অনেক বাচ্চা বৈভবের বশ হয়েও মনের মোহ বৃদ্ধিতে পারে না। তাদের রয়্যাল ভাষা এটাই বলে যে তারা হঠযোগী নয়, সহজ যোগী। সহজযোগী হওয়া তো ভালো কিন্তু তোমরা কি যোগী? যা বাবার স্মরণে ব্যাঘাত ঘটায় অর্থাৎ যা কিছু তার নিজের দিকে যদি আকৃষ্ট করে, অধীন বানায়, তাহলে যোগী হয়ে প্রয়োগ করছ বলা যাবে না, কেননা, বাবার হওয়ার কারণে সময় সময়ে প্রকৃতি দাসী অর্থাৎ বৈভবের উপকরণের প্রাপ্তি বেড়ে চলেছে। ১৮-১৯ বছরের মধ্যে এখনই তো কতো প্রাপ্তি হচ্ছে! আরামের সবরকম সামগ্রী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রাপ্তি সবই কিন্তু বাবার হওয়ার ফল হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং ফল খেতে গিয়ে বীজকে ভুলে যেও না। অল্প সময়ের জন্য এই সুযোগ-সুবিধা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকবে। কিন্তু আরামে থাকতে গিয়ে রামকে ভুলে যেও না। প্রকৃত সীতা হয়ে থাকো। মর্যাদার রেখা থেকে সঙ্কল্প রূপী অঙ্গুষ্ঠও যেন বাইরে বের না হয়, কারণ সাধনা ব্যতীত যদি এই উপকরণ ইউজ করো তাহলে তা' স্বর্ণ-মৃগের মতো কাজ করে নেবে, সেইজন্য ব্যক্তি আর বৈভবের মোহ এবং বশ্যতা থেকে সদাসর্বদা নিজেকে সেফ রাখো, নয়তো বাবার স্নেহী হওয়ার পরিবর্তে, সহজ যোগী হওয়ার পরিবর্তে কখনো সহযোগী, কখনো সহজ যোগী, কখনো বিয়োগী - এইরকম অনুভূতি করতে থাকবে। কখনো স্মরণ, কখনো দোষারোপ - এই দুইই তোমরা অনুভব করতে থাকবে আর কম্পলেন্টও কখনো পুরো হবে না।

ব্যক্তি আর বৈভবের অধীনতার লক্ষণ - এক তো তোমাদের বলা হয়েছে যে কখনো সহজ যোগী, কখনো যোগী, কখনো অভিযোগকারী। দ্বিতীয় বিষয় হলো এইরকম আত্মার সব প্রাপ্তি হবে, হয় তা' সামগ্রী, অথবা সহযোগ বা স্নেহ, কিন্তু যে আত্মার লিকেজ আছে তার প্রাপ্তি হলেও সন্তুষ্ট হবে না। তার মুখ থেকে সবসময় কোনো না কোনভাবে না চাইতেও অসন্তুষ্টতার বোল বেরোতে থাকবে। অন্যেরা অনুভব করবে যে এই আত্মার অনেক প্রাপ্তি, এর মতো কারও প্রাপ্তি হয় না। কিন্তু সেই আত্মা সদা নিজের অপ্রাপ্তির দুঃখ বর্ণন করতে থাকবে। লোকে বলবে - এর মত সুখী কেউ নেই আর সে বলবে, আমার মতো দুঃখী কেউ নেই, কারণ সে গ্যাস বেলুন - যখন এটা বড় তো অনেক উঁচু যায়, কিন্তু যখন শেষ হয়ে যায় কোথাও পড়ে যায়! যখন ওড়ে দেখতে কতো সুন্দর লাগে! উড়ন্ত, কিন্তু অল্পকালের হয়। নিজের ভাগ্যের প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না। সদা কাউকে না কাউকে নিজের ভাগ্যের অপ্রাপ্তির নিমিত্ত বানাতে থাকবে - এ এইরকম করে, এটা এইরকম হতো, সেইজন্য আমার ভাগ্যে নেই! ভাগ্যবিধাতা ভাগ্য বানান। যেখানে ভাগ্যবিধাতা ভাগ্য বানাচ্ছেন, সেই পরমাত্ম-শক্তির সামনে আত্মার শক্তি ভাগ্যকে নড়াতে পারবে না। এ সবই বাহানার খেলা! উড়তি কলার খেলা তাদের জানা নেই তো অনেক অজুহাত দেখিয়ে দেয়। এতে সবাই চতুর। সেইজন্য এটা চেক করো - স্নেহের কারণে অধীনতা, নাকি হিসেবনিকেশ চুকে যাওয়ার কারণে!

যার প্রতি ঈর্ষা বা ঘৃণা হয় সেখানেও অধীনতা থাকে। বারবার সেই স্মরণে আসতে থাকবে। বাবাকে তোমরা স্মরণ করতে বসবে আর স্মরণে আসবে যাকে ঘৃণা বা ঈর্ষা করো। তুমি ভাববে যে তুমি স্বদর্শন চক্রধারী আর চক্র চালাবে পর-দর্শনের! সুতরাং উভয় তরফের অধীনতা নিচে নামিয়ে আনে, সেইজন্য দুটোই চেক করো। আবার বাবার কাছে অনুরোধ করো, "সাধারণতঃ আমি ভালোই, কিন্তু এই একটা বিষয়েই শুধু এইরকম, এটা আপনি চুকিয়ে দিন!" বাবা হাসেন নিজে হিসেব বানিয়েছ আর চুকাবে বাবা! চুকিয়ে দেবেন - সেতো না হয় ঠিক আছে, কিন্তু তোমার জন্য বাবাকে চুকাতে হবে এটা ঠিক নয়। হিসেব বানানোর সময় বাবাকে ভুলে গেছ আর হিসেব চুকানোর টাইমে বাবা-বাবা বলো! করণকরাবনহার (করানোর মালিক) করানোর জন্য বেঁধে আছেন, কিন্তু করতে তো হবে তোমাকেই। তাহলে শুনেছ, বাচ্চাদের কী কী সমাচার বাপদাদা দেখেন? সার কী ছিল? শুধু নীরস জ্ঞানী হ'য়োনা। হৃদয়ের জ্ঞানী আর স্নেহী হও এবং লিকেজ চেক করো। বুঝেছ?

১৮ জানুয়ারি আসছে, তাই না ! সেইজন্য আগে থেকেই বাবা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যাতে ১৮জানুয়ারির দিন সদা সমর্থ তথা শক্তিশালী দিবস উদযাপন করতে পারো । বুঝেছ ? শুধু জীবন কাহিনী শুনিয়ে উদযাপন কর না বরং তোমাদের জীবনও সমান বানাতে উদযাপন করো । আচ্ছা !

সদা ব্যক্তি আর বৈভবের বশ্যতা থেকে স্বতন্ত্র, বাবার স্নেহে সমাহিত হয়ে, সদা যথার্থ জ্ঞান আর হৃদয়ের স্নেহ - উভয়তঃ কস্মাইন্ড স্থিতির অনুভব করে, সদা যোগী হয়ে সাধনার স্থিতিতে স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ ব্যবহার করে, সদা স্নেহী এবং হৃদয়ে সমাহিত হওয়া সেই বাচ্চাদের দিলারাম বাবার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

পাটিদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকার:- নিজেদের তোমরা ডবল হিরো মনে করো ? তোমাদের জীবন হিরেতুল্য হয়ে গেছে । সুতরাং তোমরা হীরাসম হয়ে গেছ আর সৃষ্টি ড্রামাতে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত তোমরা হিরোর ভূমিকা (পার্ট) পালন করো । তাহলে তোমরা ডবল হিরোই তো হয়ে গেলে, তাই না ! সীমিত পরিসরের যে কোনো ড্রামাতে যে অ্যাক্টর হিরোর পার্ট প্লে করে তারই গায়ন হয়, কিন্তু ডবল হিরো কেউ হয় না । আর সেক্ষেত্রে তোমরা ডবল হিরো । বাবার সঙ্গে পার্ট প্লে করা - এটা কতো বড় ভাগ্য ! তাহলে তোমরা সদা এই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে স্মৃতিতে রেখে এগিয়ে চলেছ, তাই না ! নিশ্চল হয়ে তো থাকো না, তাই না ? যে ক্লান্ত হয় না সে থেমেও থাকে না, সমানে এগিয়ে চলে । তাহলে তোমরা কী নিশ্চল নাকি পরিশ্রান্ত ? তোমরা যখন একা হয়ে যাও, তোমরা ক্লান্ত হয়ে যাও । বোর হয়ে যাও, তাইতো ক্লান্ত হও । কিন্তু যেখানে সাথ আছে সেখানে সদাই উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে । যখন কোনো তীর্থযাত্রায় যাও তখন তোমরা কী করো ? দল তথা সংগঠন তৈরি করো, তাই না ? কেন বানো ? সংগঠনের সাথে, সাথে থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনায় তোমরা সামনে এগিয়ে যেতে থাকো । সুতরাং আধ্যাত্মিক যাত্রায় তোমরা সদা অগ্রচালিত হতে থাকো, কারণ বাবার সাথ, ব্রাহ্মণ পরিবারের সাথ কতো মহান সঙ্গ ! যদি কোনও ভালো সাথী থাকে, তাহলে তোমরা কখনো বোর হও না, ক্লান্ত হও না । অতএব, যারা সদা অগ্রচালিত তারা সবসময়ই প্রফুল্ল, সদা খুশিতে নাচতে থাকে । তাহলে সদাই বৃদ্ধি হচ্ছে, তাই না ! বৃদ্ধি হতেই হবে, কেননা যেখানে যে কোণেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া বাচ্চারা আছে, সেখানের সেই আত্মাদের অবশ্যই কাছে আসতে হবে, সেইজন্য সেবাতে বৃদ্ধি হতেই থাকে । যতই চাও শান্ত হয়ে বসে যাবে, বসতে পারবে না । সেবা বসতে দেবে না, তোমাদের অগ্রচালিত করবে, কারণ যে আত্মারা বাবার ছিল, তাদের আবারও বাবার হতেই হবে । আচ্ছা !

"মুখ্য ভ্রাতাদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার:-" পান্ডবরা ভাবে শক্তির ভালো চাম্প পায়, দাদী হওয়া ভালো । যতই হোক, পাণ্ডবের যদি প্ল্যানিং বুদ্ধি না থাকত তাহলে শক্তির কী করতো ! অস্তিম জন্মেও পাণ্ডব হওয়া কম ভাগ্য নয় । কারণ পাণ্ডবদের বিশেষত্ব তো তারা সদা ব্রহ্মাবাবার সাথেই আছে । সুতরাং পাণ্ডব কম নয় । পাণ্ডব ব্যতীত শক্তি নেই, শক্তি ব্যতীত পাণ্ডব নেই । চতুর্ভুজের দুই ভুজ তারা আর অন্য দুই ভুজ এরা । সেইজন্য পাণ্ডবদের বিশেষত্ব তাদের নিজস্ব । নিমিত্ত সেবা এঁদের (দাদীদের) প্রাপ্ত হয়েছে, সেই কারণে তাঁরা এটা করে । যাই হোক, সদা পাণ্ডবদের জন্য শক্তির আর শক্তির জন্য পাণ্ডবদের স্নেহ থাকে, রিগার্ড থাকে আর সদা থাকবে । শক্তির পাণ্ডবদের সামনে রাখে - এতেই সফলতা আর তোমরা পাণ্ডবরা শক্তির সামনে রাখ - তাতেই সফলতা । উভয়েরই 'প্রথমে তুমি'র পার্ট পাকা । 'প্রথমে তুমি', 'প্রথমে তুমি' বলতে বলতে নিজেই 'প্রথমে তুমি' হয়ে যাবে । বাবা যখন মাঝখানে আছেন তো দ্বন্দ্বই নেই । পাণ্ডবরা বুদ্ধির বরদান ভালোই প্রাপ্ত করেছে । যে কার্যের নিমিত্ত হয়েছে সেই কার্য অনুসারেই তোমরা সেই বিশেষত্ব লাভ করেছে আর প্রত্যেকের বিশেষত্ব প্রত্যেকের হিসেবে ভালো । সেই কারণে তোমরা নিমিত্ত আত্মা । আচ্ছা !

বরদান:- সঙ্কল্প, বৃত্তি আর স্মৃতি দ্বারা ব্যর্থকে সমাপ্ত করে সম্পূর্ণ পবিত্র প্রকৃত ব্রাহ্মণ ভব নিজের সঙ্কল্প, বৃত্তি আর স্মৃতি চেক করো - এইরকম নয় যে কিছু ভুল হয়ে গেল, অনুশোচনা করলে, ক্ষমা চেয়ে নিলে আর নিষ্কৃতি পেয়ে গেলে ! যে যতই ক্ষমা প্রার্থনা যাচনা করুক, কিন্তু যে পাপ বা ব্যর্থ কর্ম হয়েছে তার চিহ্ন মুছে ফেলা যায় না । রেজিস্টার পরিষ্কার স্বচ্ছ হয় না । শুধু রীতি-নীতিই আপন কর না, বরং এই স্মৃতি যেন থাকে যে "আমি সম্পূর্ণ পবিত্র ব্রাহ্মণ" - অপবিত্রতা, সঙ্কল্প বৃত্তি অথবা স্মৃতিকেও টাচ করতে পারে না, এর জন্য প্রতি কদমে সাবধান থাকো ।

স্লোগান:- বাবার সাথকে ইউজ করো, তাহলে কখনো নিরাশ হবে না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- রাবণের মতানুসারে তোমরা বাবার গ্লানি করেছে, সেইজন্য ভারত কড়ি-তুল্য হয়ে গেছে, এখন ওঁনাকে জেনে স্মরণ করো তবেই ধনবান হয়ে যাবে"

*প্রশ্ন:- সিড়ির চিত্রে কোন্ বিস্ময়কর রহস্য সমাহিত রয়েছে ?

*উত্তর:- আধাকল্প হলো ভক্তির ডাক্স আর আধাকল্প হলো জ্ঞানের ডাক্স। যখন ভক্তির ডাক্স হয় তখন জ্ঞানের হয় না, যখন জ্ঞানের ডাক্স হয় তখন ভক্তির হয় না। বাচ্চারা, আধাকল্প রাবণের প্রালঙ্ক চলে আর আধাকল্প তোমরা প্রালঙ্ক(ফল) ভোগ করো। এই গুপ্ত রহস্য সিড়ির চিত্রে সমাহিত রয়েছে।

*গীত:- ওম্ নমঃ শিবায়ঃ.....

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বোঝান -- ভক্তিমাগে অনেক ভক্তির ডাক্স করেছে, জ্ঞানের ডাক্স কর'নি। ভক্তির ডাক্স যখন হয় তখন জ্ঞানের হয় না। যখন জ্ঞানের হয় তখন ভক্তির হয় না। কারণ ভক্তির ডাক্স অবরোহণ-কলায় নিয়ে যায়। সত্যযুগ-ত্রৈতায় ভক্তি হয় না। ভক্তি শুরু হয় দ্বাপর থেকে। যখন ভক্তি শুরু হয় তখন জ্ঞানের প্রালঙ্ক পূর্ণ হয়ে যায়, তারপর অবরোহণ-কলা শুরু হয়। কিভাবে নামে, তাও বাবা বসে বোঝান। আমি প্রতিকল্পে এসে বাচ্চাদের বলি -- বাচ্চারা, তোমরা আমার অনেক গ্লানি করেছে। যখনই ভারতে এই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের অত্যন্ত গ্লানি হয় তখন আমি আসি। গ্লানি কাকে বলে, তাও বোঝানো হয়। বাবা বলেন -- প্রতিকল্পে আমি ভারতের বিকারী নরকবাসীদের এসে স্বর্গবাসী করি। আসুরীয় মতানুসারে তোমরা আমার গ্লানি করার ফলে কত কাঙ্গাল হয়ে গেছে। রাম-রাজ্য ছিল, এখন হলো রাবণ-রাজ্য, যাকে জয় এবং পরাজয়, দিন এবং রাত বলা হয়ে থাকে। এখন বিচার করো যে আমি কখন আসব! যাদের রাজ্য দিয়েছিলাম তারাই রাজ্য হারিয়ে বসে আছে। সমগ্র হিসেব-নিকেশ তো বোঝানোই হয়েছে। আমি এসে তোমাদের উত্তরাধিকার প্রদান করি পুনরায় রাবণ এসে তোমাদের অভিশপ্ত করে দেয় -- বিশেষভাবে ভারতকে, সাধারণভাবে সমগ্র দুনিয়াকে। ভারতের মহিমার কথাও কারো জানা নেই। সর্বপ্রথমে ভারতই ছিল, কবে ছিল, কেমন ছিল, কারা রাজত্ব করতো, কারোর কিছুই জানা নেই। কিছুই বোঝে না। যারা দেবতা ছিলেন, তাদের চেহারা ছিল মানুষের, আচার-আচরণ ছিল দেবতাদের মতন। এখন চেহারা যদিও মানুষের, আচার-আচরণ আসুরীয়। যাদের বোঝানো হয় তারা বোঝে না কারণ পারলৌকিক পিতাকেই জানে না। আরোই বসে গালি দেয়। বাবার গ্লানি করতে-করতে সম্পূর্ণ কড়ি-তুল্য হয়ে পড়ছে। ভারতের অধঃপতন (ডাউন ফল) হয়ে গেছে। এমন অবস্থা যখন হয়, বাবা বলেন -- তখন আমি আসি। বাচ্চারা, এখন তোমাদের সম্মুখে এসে বোঝাই। কল্প-পূর্বেও এভাবেই বুঝিয়েছিলাম। এই দৈব-সম্প্রদায় স্থাপিত হচ্ছে, মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হচ্ছে। মানুষের এটাই জানা নেই যে বাবা কবে আসেন, সত্যযুগ-ত্রৈতায় তোমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে প্রালঙ্ক অর্থাৎ ফল ভোগ করো। পরে দ্বাপর থেকে রাবণের অভিশাপ প্রাপ্ত করতে-করতে একদম শেষ হয়ে যাও। যেমন দেবতার প্রালঙ্ক ভোগ করতে-করতে ত্রৈতার অন্তে তা সমাপ্ত হয়ে যায়, তারপর রাবণের আসুরীয় প্রালঙ্ক শুরু হয়। ভক্তিও প্রথমে অব্যভিচারী হয়, পরে ব্যভিচারী হয়। সিঁড়ি সঠিকভাবে তৈরী হয়েছে। প্রত্যেকটি বস্তু সত্বোপপ্রধান, সতঃ-রজঃ-তমোঃ হয়। খাদ পড়তে থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের অত্যন্ত ভালভাবে বোঝানো হয়, কিন্তু ধারণা কম। কারোর মধ্যে বোঝানোর বুদ্ধি তো একদমই নেই। কেউ ভাল অনুভাবী হয়, যার ধারণা অত্যন্ত ভাল হয়। নশ্বরের অনুক্রমে তো হয়ই, তাই না! স্টুডেন্টরা এক সমান হয় না। কিছু না কিছু নশ্বর অবশ্যই পাবে। কাউকে বোঝানো অতি সহজ। বাবা বলেন -- আমাকে স্মরণ করো। আমি তোমাদের অসীম জগতের পিতা, সৃষ্টির রচয়িতা। আমাকে স্মরণ করলে তোমরা অসীম জগতের উত্তরাধিকার পাবে। স্মরণের দ্বারাই খাদ নিষ্কাশিত হবে। কেবল এটাই বোঝাও যে তোমরা ভারতবাসীরা সত্যযুগে সত্বোপপ্রধান ছিলে, এখন কলিযুগে তমোপপ্রধান হয়ে গেছো। আত্মাতেই খাদ পড়ে। পবিত্র না হলে সেখানে কেউ যেতে পারে না। নতুন দুনিয়ায় হয়ই সত্বোপপ্রধান। বস্তু নতুন হলে বলা হবে সত্বোপপ্রধান, পরে পুরোনো হলে তমোপপ্রধান হয়ে যায়। এখন সকলের বস্তু ছিল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। সবকিছু জীর্ণাবস্থায় পৌঁছে গেছে। যারা বিশ্বের মালিক ছিল তারাই সম্পূর্ণ দরিদ্র হয়ে গেছে। পুনরায় তাদেরই ধনবান হতে হবে। এইসমস্ত কথা মানুষ জানে না। ভারত স্বর্গ ছিল, এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, আর সব ধর্মাবলম্বীরা তো পরে আসে। বাবা বসে-বসে তোমাদের সত্যকথা বোঝান। দেখ, গীতার কত মান। অধ্যয়ন করতে-করতে সম্পূর্ণ অধঃপতনে গেছে, তখন আহ্বান করে -- হে পতিত-পাবন এসো। আমরা ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছি। সন্নতি তো ঈশ্বরই প্রদান করতে পারেন। এছাড়া শাস্ত্রে তো সবই ভক্তিমাগ। তোমাদের বুদ্ধিতে বসে রয়েছে -- আমরা বাবার জ্ঞানের দ্বারা দেবতায় পরিণত হই।

এখন সমগ্র দুনিয়ার থেকে বৈরাগ্য আসে। সন্ন্যাসীরাও ভক্তি করে, গঙ্গা স্নানাদি করে, তাই না! ভক্তিও সতোপ্রধান, পরে রজঃ, তমঃ হয়। এও এমনই। অর্ধেককল্প দিন, অর্ধেককল্প রাতের গায়ন রয়েছে। ব্রহ্মার সাথে ব্রাহ্মণদেরও (গায়ন) হবে। তোমরা এখন দিবসে প্রবেশ করছো, ভক্তির রাত পূর্ণ হচ্ছে। ভক্তিতে দুঃখ-কষ্ট অনেক, তাকে রাত বলা হয়। অন্ধকারে ধাক্কা খেতে থাকে -- ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের জন্য। ভক্তিমার্গে সন্নতি প্রদানের কেউ থাকে না। তোমরা ব্যতীত কেউই যথাযথভাবে ভগবানকে জানে না। আত্মাও বিন্দু, পরমাত্মাও বিন্দু, এ'কথা কেউই বুঝতে পারে না। পরমাত্মাই স্বয়ং এসে ব্রহ্মার শরীরের মাধ্যমে বুঝিয়ে থাকেন। ওরা(অজ্ঞানী) আবার ভগীরথ, ষাড়-রূপে দেখিয়েছে। এখানে ষাড়ের তো কোনো কথাই নেই। বাবা সব কথা ভালভাবে বোঝান, কিন্তু কারোর বুদ্ধিতে সম্পূর্ণরীতিতে বসে না। বাবা বসে থেকে বোঝান -- বাচ্চারা, আমি তোমাদের আত্মাদের পিতা। তোমরা আমাকে স্মরণ করো আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তবুও বলো যে ভুলে যাই। বাঃ! এরকম প্রিয়তম বা বাবাকে ভুলে যাওয়া উচিত! স্ত্রী তার স্বামীকে অথবা বাচ্চা বাবাকে ভুলে যায় কি? এখানে তোমরা কেন ভুলে যাও? তোমরা বলোও -- বাবা তুমি আমাদের স্বর্গের মালিক করে দিচ্ছ তবুও ভুলে যাই।

বাবা বলেন -- স্মরণ না করলে ভিতরে যে মরচে পড়ে রয়েছে তা কীভাবে নিষ্কাশিত হবে। মুখ্য কথাই হলো স্মরণ। আমাদের কোনো অন্য ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। স্কুলে হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী তো বোঝাও। কেউ একদমই বোঝে না। বাবা পড়ান, এ'কথা বুদ্ধিতে বসে না। আচ্ছা, বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো, সে'কথাও ভুলে যাও! যারজন্য আধাকল্প ধরে ভক্তি করে এসেছো, সেই বাবাকেই স্মরণ করো না। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে, এখন আমরা শরীর পরিত্যাগ করে রাজধানীতে যাব, এ হলো অন্তিম জন্ম। সূক্ষ্মলোকে ওঁনাদের ফীচার্স তো তেমনই দেখ, বৈকুণ্ঠও দেখ। তোমরা জানো যে, মাম্মা-বাবাই লক্ষী-নারায়ণ হয়, তোমরা যখন সত্যযুগে বাস করো তখন মনে করো যে, এই এক শরীর পরিত্যাগ করে অন্য ধারণ করতে হবে। ওখানে ওঁনাদের এ'কথা জানা থাকে না যে সত্যযুগের পর ত্রেতা আসবে, দ্বাপর আসবে, আমরা নীচে নামতে থাকব। জ্ঞানের কোনো কথা থাকে না। পুনর্জন্ম নিতে থাকে। ওখানে আত্ম-অভিমানী হয়ে থাকে পরে আত্ম-অভিমানী থেকে দেহ-অভিমানী হয়ে যায়। এই নলেজ কেবলমাত্র তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদেরই রয়েছে আর কারোর কাছে নেই। ইনিই জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বর, যিনি জ্ঞানসাগর-স্বরূপ পিতা, তিনিই শোনান। অবশ্যই ব্রহ্মার সন্তান, ব্রাহ্মণদেরই শোনাবেন। ব্রহ্মার সন্তান -- ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। রাত-দিনের পার্থক্য। তোমরা পুরুষার্থ করে সম্পূর্ণ গুণবান হও। সম্পূর্ণ নির্বিকারী, গৃহস্থী জীবনে থেকেও তোমরা বাবাকে স্মরণ করো, কর্ম তো করতেই হবে। বুদ্ধির যোগ যেন বাবার সঙ্গে থাকে। অবশ্যই যেকোন কর্ম করো, ছুতোরের কাজ করো অথবা রাজস্ব করো, কর্ম তো করতেই হবে। রাজা জনকের গায়ন রয়েছে, তাই না! রাজস্ব করো কিন্তু বুদ্ধির যোগসূত্র বাবার সঙ্গে স্থাপন করো তবেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। বাবা বলেন, মন্মনাভব, মামেকম্ স্মরণ করো। শিববাবা বলেন, কেবলমাত্র শিব বললে (শিব)লিঙ্গ স্মরণে আসবে। আর সকলেরই তো শরীরের নাম নেওয়া হয়, ভূমিকা পালন শরীরই করে। এখন তোমাদের আত্ম-অভিমানী করা হয়, যা অর্ধেক কল্প পর্যন্ত চলে। এইসময় সকলেই দেহ-অভিমাণে রয়েছে। ওখানে আত্ম-অভিমানী হবে, যেমন রাজা-রানী তেমনই প্রজা। আয়ু সকলেরই দীর্ঘ হয়। এখানে সকলের আয়ু কম হয়। বাবা সম্মুখে বসে বাচ্চাদের কত ভালভাবে বোঝান -- হে আত্মারা, কারণ আত্মাই জ্ঞান প্রাপ্ত করে, ধারণাও আত্মাতেই হয়। বাবার তো শরীর নেই। সম্পূর্ণ জ্ঞান আত্মাতেই রয়েছে। আত্মাও স্টার, বাবাও স্টার। তিনি পুনর্জন্ম নেন না, আত্মারা পুনর্জন্ম নেয় সেইজন্য বাবা কাজ দিয়েছিলেন যে পরমাত্মার মহিমা এবং বাচ্চার মহিমা লিখে নিয়ে এসো। দুজনেরই আলাদা-আলাদা। শ্রীকৃষ্ণের মহিমা আলাদা। ইনি সাকারী, উনি নিরাকারী। এত গুণবান কে তৈরী করেছে? অবশ্যই বলবে, পরমাত্মা তৈরী করেছেন। এইসময় তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের। তোমাদের বাবা শেখাচ্ছেন। পুনরায় ভবিষ্যতে ফল(প্রালব্ধ) ভোগ করবে। সত্যযুগে কেউই শেখাবে না। ভক্তিমার্গের সামগ্রীই সমাপ্ত হয়ে যায়। এই দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্যও আসা চাই অর্থাৎ দেহ-সহ দেহের সর্ব-সম্বন্ধকে পরিত্যাগ করে নিজেকে অশরীরী আত্মা মনে করতে হবে। নগ্ন এসেছিলে, নগ্ন হয়ে যেতে হবে (শরীর রূপী খোলস পরে ধারণ হয়)। এই পুরোনো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে, আমরা সকলেই নতুন দুনিয়ায় চলে যাব। ব্যস্, স্মরণের এই পরিশ্রমই করতে থাকো, এখানেই অনুত্তীর্ণ হয়ে যায়। স্মরণ করে না। যারা বুঝবার জন্য আসে, তাদেরকে এ'টাই বোঝাতে হবে -- শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা বলে থাকেন যে আমায় স্মরণ করো তবেই স্মরণের মাধ্যমে তোমাদের খাদ দূরীভূত হয়ে যাবে, তোমরা বিষ্ণুপুরীর মালিক হয়ে যাবে। বিষ্ণুপুরীই স্বর্গপুরী। সে'জন্য যতখানি সম্ভব বাবাকে স্মরণ করো, যে বাবাকে অর্ধেককল্প ধরে স্মরণ করে এসেছো এখন তিনি সম্মুখে এসেছেন। তিনি বলেন -- আমাকে স্মরণ করো, তাঁকে কেউই জানে না। তিনি স্বয়ং-ই এসে নিজের পরিচয় দেন। আমি যা, যেমন, তেমনভাবে কোনও বিরল ব্যক্তিই আমায় জানে এবং নিশ্চয় করে। নিশ্চয় করে নিলে তখন পুরুষার্থ করে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে নেয়। শিববাবা বলেন -- আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে আর তোমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র

দুনিয়ার মালিক হবে। কোনো বিকর্ম করা উচিত নয়। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) পুরুষার্থ করে সম্পূর্ণরূপে গুণবান হতে হবে। কর্ম যাই হোক না কেন তা বাবার স্মরণে থেকে করতে হবে। কোনো বিকর্ম করা উচিত নয়।

২) এই পুরোনো বস্ত্র(শরীর) জীর্ণ হয়ে গেছে, এর থেকে মমতা সরিয়ে ফেলতে হবে। আত্মাকে সতোপ্রধান করার জন্য পূর্ণমাত্রায় পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদানঃ:- কর্ম এবং বাণী -- এই দুটিকে সমান করে কোয়ালিটি(শ্রেষ্ঠ) সেবা প্রদানকারী সত্য-সেবাধারী ভব সदा যেন অ্যাটেনশন থাকে যে প্রথমে করতে হবে তারপর বলতে হবে। বলা সহজ, করতেই পরিশ্রম। পরিশ্রমের ফল ভাল হয়। কিন্তু যদি অন্যদের বলে তা নিজে না করো তখন সার্ভিসের সঙ্গে ডিসসার্ভিসেরও প্রত্যক্ষতা হয়। যেমন অমৃতের মধ্যে যদি বিষের একটি ফোঁটাও পড়ে তবে সম্পূর্ণ অমৃত বিষে পরিণত হয়, তেমনই যতই সেবা করো, ছোট্ট একটি ভুল কিন্তু সম্পূর্ণ সেবাকে সমাপ্ত করে দেয়। সেই কারণে প্রথমে নিজের উপর অ্যাটেনশন দাও, তবেই বলা হবে সত্যিকারের সেবাধারী।

স্লোগানঃ:- বিবিধতার মাঝে একতা আনা, ব্রষ্টকে শ্রেষ্ঠে পরিণত করা -- এটিই হলো সর্বাপেক্ষা বড় বিশেষত্ব ।

মাতেশ্বরী-জীর অমূল্য মহাবাক্য :

"আরোহণ-কলা এবং অবরোহণ-কলার মুখ্য ভিত্তি কি ?"

অসংখ্য মানুষ এই প্রশ্ন করে যে যখন এত পুরুষার্থ করে জীবনমুক্তি পদ প্রাপ্ত হয় তখন পুনরায় সেখানে কি কারণ ঘটে যে আমরা অধঃপতনে যাই ? যদিও আমরা বলি যে, এ হলো জয়-পরাজয়ের খেলা, এর মাঝে আরোহণ-কলা এবং অবরোহণ-কলারও নিশ্চয়ই কোনও কারণ রয়েছে। যে কারণের আধারে এই খেলা চলে। যেমন পুরুষার্থের মাধ্যমে আমরা উত্তরণ করছি তেমনই অধঃপতনেরও কোনও কারণ অবশ্যই রয়েছে। কারণও এখন কোনো বড়কিছু নয় সামান্য ভুল, যেমন পরমাত্মা বলেন -- আমায়কে স্মরণ করো তাহলে আমি তোমাদের মুক্তি-জীবনমুক্তির পদ প্রাপ্ত করাও, তেমনই যখন বড়ি কনশাস হও তখন পরমাত্মাকে ভুলে গিয়ে অধঃপতন হয়। পুনরায় বাম-মার্গে যায় তারপর পঞ্চবিকারে আবদ্ধ হয়ে দুঃখবরণ করে, এইটাই হলো নিজের দোষ, রচনার দোষ নয়। যে মানুষেরা বলে দুঃখ-সুখ সব পরমাত্মাই দেন, একথা বলা সম্পূর্ণ ভুল। বাবা সুখের রচনা করেন, দুঃখের রচনা নয়। এছাড়া আমরা শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারা সুখ ভোগ করি এবং ব্রষ্ট কর্মে দুঃখভোগ করি। এছাড়াও ভালকর্মের ফল এবং খারাপ কর্মের দন্ডভোগ পরমাত্মার দ্বারা অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এরকম বলা যাবে না যে সুখ-দুঃখ দুই-ই পরমাত্মা দেন, না। পরমাত্মা তো আরোহণ-কলায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, আর অধঃপতনে নিয়ে যায় মায়া। সাধারণ নিয়মানুসারেও সুখের জন্য কেউ-কেউ সঙ্গ অথবা সহায়তা নেয়। এছাড়া দুঃখভোগের জন্য কেউ কারোর সহায়তা নেয় না। এছাড়া যেমন-যেমন কর্ম তেমন-তেমনই ফলের রেজাল্ট। সে'জন্য এই ড্রামার ভিতরে দুঃখ-সুখের খেলা আপন কর্মফলের উপরেই তৈরী হয়ে রয়েছে, কিন্তু তুচ্ছবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এই রহস্যকে জানে না। আচ্ছা -- ওম্ শান্তি।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই ড্রামার ভিতরে স্পষ্টভাবে বিনাশ নিহিত আছে, তোমাদের বিনাশের পূর্বে কর্মাতীত হতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাবার কোন্ শব্দের আকর্ষণ সম্মুখে অনেক হয় ?

*উত্তরঃ - বাবা যখন বলেন -- তোমরা আমার বাচ্চা, তখন এই শব্দের আকর্ষণ সম্মুখে অনেক হয় । সম্মুখে শুনলে খুব ভালো লাগে । মধুবন সব বাচ্চাদের আকর্ষণ করে, কেননা এ হলো ঈশ্বরীয় পরিবার । এখানে ব্রাহ্মণদের সংগঠন । ব্রাহ্মণরা নিজেদের মধ্যে জ্ঞানের আদানপ্রদান করে ।

*গীতঃ- আমাদের তীর্থ অনুপম...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জানে যে, আমরা অবিনাশী যাত্রা অথবা আধ্যাত্মিক যাত্রায় যাচ্ছি, যেই যাত্রা থেকে আমরা মৃত্যুলোকে ফিরে আসবো না । মনুষ্য তো এই কথা জানেই না যে, এমন যাত্রাও কোনো হয়, যেখান থেকে কখনো ফিরে আসতে হয় না । তোমরা ভাগ্যবান নক্ষত্ররা এখন জানতে পেরেছো । একথা দৃঢ়ভাবে স্মরণ করতে হবে । আমরা আত্মারা অভিনয় করি । ওই নাটকে এমন কখনোই বলবে না যে, আমি আত্মা এই বস্ত্র পরিধান করে অভিনয় করেছি, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । ওরা তো নিজেদের শরীরই মনে করে । বাচ্চারা, এখানে তোমাদের এই জ্ঞান আছে যে - আমরা হলাম আত্মা, এই শরীর রূপী বস্ত্র ত্যাগ করে অন্য বস্ত্র পরিধান করবো । এ হলো ৮৪ জন্মের পুরানো কাপড়, এই কাপড় ত্যাগ করে নতুন দুনিয়ায় নতুন বস্ত্র পরিধান করবো । এখানে তো মানুষ বলে থাকে -- আমি নিরুপদে মধ্য কোনো গুণ নেই । বাবাই আবার আমাদের এমন গুণবান বানান । বাবা বলেন -- আমারও পাট আছে, আমি এসে তোমাদের নির্বিকারী বানাই । এখানে এ হলো জীবনবন্ধ ধাম, রাবণরাজ্য । একথা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা পতিত থেকে পবিত্র, আবার পবিত্র থেকে পতিত কিভাবে হই । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে - কলিযুগ হলো অন্ধকারের । এ হলো রাবণ রাজ্যের অন্তিম সময়, আর রামরাজ্যের আদি হতে হবে । এখন হলো সঙ্গম । কল্পের এই সঙ্গম যুগে বাবাকেই আসতে হয় । দুনিয়ার মানুষও এখন এই কথা বুঝতে পারছে, এখন হলো বিনাশের সময়, আর স্থাপনার কারণে ভগবান কোথাও গুপ্ত বেশে রয়েছেন এখন গুপ্ত বেশে তো তোমরা আত্মারাও আছো । আত্মা পৃথক আর শরীরও পৃথক । এই মনুষ্য দেহ রূপী বস্ত্র হলো গুপ্ত বেশ । বাবাকেও এতে প্রবেশ করতে হয় । তোমাদের শরীরের তো নাম হয়, তাঁর তো কোনো শরীরই নেই । তোমরাও আত্মা, আর তিনিও আত্মা । আত্মার, আত্মার উপরে এখন মোহের বন্ধন তৈরী হয়েছে । এমন গাওয়াও হয় যে - অন্যদের সঙ্গ ত্যাগ করে তোমার সঙ্গে জুড়বো । তোমরা যেমন মোহজিৎ, আমরাও তেমনই হবো । বাবা খুবই মোহজিৎ । কতো বাচ্চা আছে, যারা কাম চিতায় বসে ভস্ম হয়ে গেছে । পরমপিতা পরমাত্মা আসেনই - পুরানো দুনিয়ার বিনাশ করাতে, তাহলে কিভাবে মোহ হবে । পতিতদের যখন বিনাশ হবে, তখনই তো শান্তির রাজ্য হবে । এই সময় কেউই তো সুখী নেই । সকলেই তমোপ্রধান, দুঃখী হয়ে আছে । এ হলো পতিত দুনিয়া । শিব বাবা এসেই স্বর্গের স্থাপনা করেন, যার নাম হয় শিবালয় । শিব বাবা দেবতাদের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন । সে হলো চৈতন্য শিবালয়, আর ওই শিবালয়, যাতে শিবের চিত্র আছে, সে তো জড় হয়ে গেলো । এখন তোমরা বুঝতে পেরে গেছো বরাবর লক্ষ্মী - নারায়ণ এই স্বর্গের মালিক ছিলো । তাঁরা পূজ্য ছিলো, আবার তাঁরা পূজ্য তৈরী হচ্ছে । তোমাদের এখন জ্ঞান হয়েছে । তোমরা আর লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে তাঁদের সামনে মাথা নত করো না । তোমরা তো চৈতন্য অবস্থায় তাঁদের রাজধানীতে যাও । তোমরা জানো যে, আমরা দেবতা ছিলাম, এখন আর তেমন নেই । যাঁরা অতীতে হয়ে গেছেন, তাঁদেরই চিত্র বানানো হয় । লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দির সবথেকে বিশেষ কেউ তৈরী করে । তাই তাদেরও সেবা করা উচিত । তাদের বলো -- তোমরা এই যে লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দির তৈরী করো, আমরা তোমাদের ঐদের ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাচ্ছি । যুক্তির সঙ্গে এই উপহার দেওয়া উচিত । বাবা তো সেবার যুক্তিও বলে দেন । মাতারা গিয়ে বলো - তোমরা তো এনাদের মন্দির তৈরী করো, কিন্তু ঐদের জীবন কাহিনী জানো না । আমরা জানি আর তোমাদের বোঝাতেও পারি । যে বোঝাবে, তার বাণী খুব সুন্দর হওয়া চাই । বাবাও বসে বোঝান, তাই না । বাবা বলেন - যদি ছুটি না পাও, তাহলে ঘরে বসে স্মরণ করো । এ তো জানো যে, আমরা শিব বাবার সন্তান । মুরলী তো তোমরা পেয়েই যাও । এমন নয় যে, এখানে আসলে তোমাদের স্মরণের যাত্রা সুন্দর হবে, আর ঘরে বসলে স্মরণের যাত্রা কম হয়ে যাবে । রিফ্রেশ করার জন্যই বাদল আসে । তোমরাও আসো রিফ্রেশ হতে । বাবার কাছে সম্মুখে যায় । আত্মার জ্ঞান আছে যে, সম্মুখে শুনলে ভালো লাগে । কথা তো ওই, দেখো --- শিববাবা, বাচ্চাদের কিভাবে বসে বোঝান । "বাচ্চারা, তোমরা আমার ।" তোমরা ৮৪ জন্মের অভিনয় করেছো । তোমরা জন্ম - মরণে আসো, আমি আসি না । আমি পুনর্জন্ম গ্রহণ করি না । আজন্মাও নয় । আমি আসি, কিন্তু বৃদ্ধ শরীরে প্রবেশ করি ।

তোমরা আত্মারা ছোটো বাচ্চাদের শরীরে প্রবেশ করো, আমি পরমধাম থেকে নীচে আসি অভিনয় করতে । আমি বিকারী গর্ভে আসি না । তোমরা আমাকে বলো -- স্বমেব মাতাশ্চ পিতা... আমার কোনো মা - বাবা নেই । আমি কেবল শরীরের আধার নিয়ে অভিনয় করি । তোমরা আমাকে ডাকো দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান করার জন্য । এখন আমি সম্মুখে এসেছি, আত্মাদের সঙ্গে কথা বলছি । এখানে তো সকলেই ব্রাহ্মণ । তোমরা বাইরে গেলেই হংস আর বক হয়ে যাও, এখানে (মধুবনে) তোমরা ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই করো । নিজেদের মধ্যে জ্ঞান নিয়েই আলোচনা করবে । আমরা আমাদের রাজধানী স্থাপন করছি । বাবা এসেছেন, তাই একে অপরকে বাবাকে স্মরণ করার এই যুক্তি বলতে থাকো । ভোজন করার সময়ও একে অপরকে এই ইঙ্গিত দিতে থাকো যে, বাবাকে স্মরণ করো । এ তো অনেক বড় সংগঠন, তাই না । ওখানে তো বিকারীও সঙ্গে থাকে, ফলে তাদের আকর্ষণ থাকে । এখানে তো কারোর প্রতি কারোর আকর্ষণ থাকে না । এখানে তো যোদ্ধা, যোদ্ধার সঙ্গেই থাকে । তোমাদের আত্মীয় এখানেই । বুদ্ধিতে এই কথাই থাকে যে, যাকেই পাই তাকেই যেন বাবার পরিচয় দিয়ে বলি যে, ভগবানকে স্মরণ করতে থাকো । আমাদের তো দুইজন বাবা, তাই না । লৌকিক বাবা থাকা সত্ত্বেও তো ভগবানকে স্মরণ করো, তাই না । উনি হলেন লৌকিক বাবা । লৌকিক ফাদারকে গড ফাদার বলা হবে না । ইনি হলেন পারলৌকিক বাবা, অবশ্যই গড ফাদারের কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে । এইভাবে ভো - ভো গুঞ্জন করতে থাকো । তোমরা তো ব্রাহ্মণ, তাই না । সন্ন্যাসীরাও তো নাম জপ করে, তাই না । এই দুনিয়ার সুখ কাক বিষ্ঠার সমান, এখানে কতো দুঃখ । ওরা তো হঠযোগী, নিবৃত্তি মার্গের । ওদের ধর্মই আলাদা । তোমরা জানো যে - সত্যযুগে আমরা কতো সুখী আর পবিত্র থাকি । ভারত প্রবৃত্তি মার্গের ছিলো যেখানে দেবী - দেবতার রাজ্য ছিলো । যারা পবিত্র ছিলো তারাই আবার পতিত হয়ে গেছে । মানুষ ডাকতেও থাকে - হে পতিত পাবন, এসো, তারপর আবার বলে দেয় যে, পরমাত্মা সর্বব্যাপী । আমরা গিয়ে জ্যোতিতে মিলিয়ে যাবো । পুনর্জন্মকেও মানে না । অনেক মত আছে, তাই না । দিনে দিনে তার বৃদ্ধি হতে থাকে । তোমাদের এও বলতে হবে যে, সন্ন্যাসীদের কিভাবে হয় । নাগা সন্ন্যাসীদেরও বৃদ্ধি হয়, যার যে ধর্ম, সেই ধর্মে থাকলেই অন্ত মতি তেমন গতি হয়ে যায় । যে যেমন বেশী অভ্যাস করে, কেউ যেমন বেশী শাস্ত্র পাঠ করে, তো তার তেমনই অন্ত মতি তেমন গতি হয়ে যায়, তখন আবার ছোটবেলা থেকেই শাস্ত্র কন্ঠস্থ হয়ে যায় । বাবা এখন বলেন - আমি অমুক, আমি এই, এই সব দেহ বোধের কথা ছেড়ে দাও । নিজেকে অশরীরী আত্মা মনে করো আর বাবাকে স্মরণ করো । এই শরীরকে দেখেও দেখো না । দেহ সহিত দেহের যে সম্বন্ধ ইত্যাদি আছে, সব ত্যাগ করো । নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করে পরমাত্মাকে স্মরণ করো । এতে অনেক সময় লাগে । মায়া তোমাদের স্মরণ করতে দেয় না । না হলে বানপ্রস্থীদের কাছে খুবই সহজ । বাবা নিজেই বলেন - এখন তোমাদের ছোটো - বড় সকলেরই বানপ্রস্থ অবস্থা । একদিকে বিনাশও হতে থাকবে, আর একদিকে জন্মও নিতে থাকবে । পুনর্জন্ম নিতে হলে, তোমরা এসে যাবে । বাচ্চাদেরও জন্ম হবে । তারপর বিনাশও হয়ে যাবে । এ তো তোমরা জানো যে, কেউ গর্ভে থাকবে, কেউ আবার অন্য কোথাও, সব শেষ হয়ে যাবে । সবাই নিজের হিসেব - নিকেশ শোধ করে ঘরে ফিরে যাবে । হিসেব - নিকেশ থেকে গেলে খুব বেশী সাজা ভোগ করতে হবে । তখন তারাও হালকা হয়ে যাবে । এমন নয় যে, যোগেও থাকবে আবার পাপ কর্মও করতে থাকবে । কোনো কোনো বাচ্চা একদিকে চার্টও লিখতে থাকে, আর তারপর বলে, মায়া মুখ কালো করে দিয়েছে । মায়া যদি হারিয়ে দেয়, তাহলে তো কাঁচা থেকে যাবে, তাই না । বাবা তাই বোঝান যে, তোমরা এমন মনে করো যে, আমরা অল্প দিন এখানে আছি, এরপর চলে যাবো । এই সবকিছুর বিনাশ হয়ে যাচ্ছে । বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, নিজের চার্ট দেখতে থাকো - আমি কতজনকে পথ বলে দিচ্ছি আর পুরুষার্থ করছি । তন - মন এবং ধনের দ্বারা এই আধ্যাত্মিক সেবাতে সাহায্যকারী হতে হবে । বলা হয়, মনকে অমন করতে পারবে না । আত্মা তো হলোই শান্ত । আমরা আত্মারা পরমধামে গিয়ে বসবো । দুনিয়ার কোনো সঙ্কল্পই সেখানে আসবে না । এমন নয় যে, চোখ বন্ধ করে অচেতন হতে হবে । এমনও অনেকেই শেখে । ১০ - ১৫ দিন অচেতন হয়ে থাকে । এমন অভ্যাস করে যে, এতো সময় পরে আবার জেগে যাবো । টাইম বোম্ব যেমন হয়, তারও তো সময় ঠিক থাকে যে, এ এতো ঘন্টা পরে ফাটবে ।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে - আমরা যোগ লাগাচ্ছি । যখন তমোপ্রধান আবর্জনা বের হয়ে যাবে, তখন আমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবো, তখন এই শরীরকে ত্যাগ করবো । আমরা এখন যোগ যাত্রায় আছি । আমরা সময় পেয়েছি, এরপর এই শরীর ত্যাগ করতেই হবে তখন সবই শেষ হয়ে যাবে । সময় তো লিপিবদ্ধ আছে, তারপর পরের দিকে মশার সদৃশ শরীর ত্যাগ করবে ॥ বিনাশ তখনই হবে, যখন তোমরা কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে, তারপর বিনাশ শুরু হয়ে যাবে । বিনাশের অনেক বড় এবং ভারী সিন । এ এই ড্রামাতে গভীর ভাবে লিপিবদ্ধ আছে । তোমরা জানো যে - আমাদের অবস্থা তখন একরস থাকবে । তোমরা খুশীতে সর্বদা হর্ষিত থাকবে । এই দুনিয়া তো শেষ হতেই হবে । তোমরা জানো যে, কল্প - কল্পের যখন সঙ্গম যুগ হয়, তখনই বিনাশ হয় । কেবলমাত্র বোম্ব নয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও এতে সাহায্য করে । বাচ্চাদের তাই এই

কথা বুদ্ধিতে থাকা উচিত - এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে । বাবাকে যত স্মরণ করবে, ততই বিকর্ম বিনাশ হবে, আর তোমরা উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে । চ্যারিটি বিগিন্স এট হোম । তোমাদের চেষ্টা করতে হবে । সেই উপযুক্ত কন্যা, যে স্বশুর ঘর এবং বাবার ঘরকে উদ্ধার করে । তাহলে চ্যারিটি বিগিন্স এট হোম হল না ? তোমাদের সেবাতে লেগে থাকা উচিত, বলো - শিব বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করলে তোমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে । এ হলো সহজ কথা । আমি অল্ফ অর্থাৎ আল্লাহ, তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো তাহলে স্বর্গের উত্তরাধিকার তোমাদের । তোমরাই বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে । এখন যদি উত্তরাধিকার লাভ করতে হয় তাহলে আমাকে স্মরণ করো বাচ্চাদের দায়িত্ব হলো সবাইকে এই খবর দেওয়া । পূর্বেও তোমরা দিয়েছিলে । তোমাদের বলতে হবে - বিনাশ সামনে উপস্থিত । কলিযুগের পরে সত্যযুগ আসবে । বাবা এসেই এই উত্তরাধিকার প্রদান করেন রাবণ তোমাদের নরকবাসী তৈরী করে । বাবা এসেই তোমাদের স্বর্গবাসী করেন । এই কাহিনী হলো ভারতেরই । ভারতবাসীদেরই তৈরী করতে হবে । তোমাদের প্রথমে শিবের মন্দিরে গিয়ে বোঝাতে হবে । এই বাবা নতুন সৃষ্টি রচনা করবেন । তিনি বলেন - তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । এই নিরাকার বাবা এখন এসেছেন । তিনি ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা করছেন । তোমরা এখন বাবাকে আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো । তোমাদের ৮৪ জন্ম এখন সম্পূর্ণ হয়েছে । এখন আমরা তোমাদের এই কথাই বলছি । এখন মানো, বা না মানো, তোমাদের মর্জি । কথা তো খুবই সুন্দর । বাবাই হলেন দুঃখহর্তা এবং সুখকর্তা । অল্প কিছু বুঝিয়ে তাদের কাছ থেকে চলে যাও । এ হলো তোমাদের কাজ । এতে তো কোনো পরিশ্রম নেই । কেবল মুখে বলতে হবে -- বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো । দেহী অভিমানী হও । তোমরা শিবের পূজারীদের কাছে যাও আর লক্ষ্মী - নারায়ণের পূজারীদের কাছে যাও । ওদের, ওদের নিজেদের জীবন কাহিনী শোনাও । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) তন - মন এবং ধনের দ্বারা এই আধ্যাত্মিক সেবায় সাহায্যকারী হতে হবে । সবাইকে অল্ফ (আল্লাহ) অর্থাৎ বাবার পরিচয় দিয়ে উত্তরাধিকারের অধিকারী হতে হবে । বিনাশের পূর্বে কর্মজীবিত হওয়ার জন্য বাবার স্মরণে থাকতে হবে ।

২) বাবার সমান মোহজিৎ হতে হবে । আত্মার প্রতি আত্মার যে মোহ হয়ে গেছে বাবার একাগ্রতায় মগ্ন হতে হবে ।

বরদানঃ:- নিরাকারী স্থিতির অভ্যাস দ্বারা 'আমিত্ব' ভাবকে সমাপ্ত করে নিরহংকারী ভব বর্তমান সময় সবথেকে সূক্ষ্ম আর সুন্দর ধাগা - এই 'আমিত্ব' ভাব । এই 'আমি' শব্দ দেহ বোধ থেকেও দূরে নিয়ে যায়, আবার দেহ বোধেও নিয়ে আসে । এই আমিত্ব ভাব যখন উল্টো রূপে আসে, তখন বাবার প্রিয় হওয়ার পরিবর্তে কোনো না কোনো আত্মার নাম - মান - আভিজাত্যের প্রিয় বানিয়ে দেয় । এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নিরন্তর নিরাকারী স্থিতিতে স্থিত হয়ে সাকারে এসো - এই অভ্যাসকে স্বাভাবিক স্বভাব বানিয়ে নাও, তাহলেই নিরহংকারী হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ:- কারোর মন্দ বা ভালো কথা শুনে সঙ্কল্পেও ঘৃণা ভাব আসা - এও পরমত ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে বাবার প্রতিটি আদেশ অনুযায়ী চলতে থাকো, আদেশ অনুসারে চললেই শ্রেষ্ঠ হবে”

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চাদের প্রকৃত সেবাধারী বলা হবে ?

*উত্তরঃ - যারা রাজস্ব প্রাপ্ত করার উদ্দেশ্যে পুরুষার্থ করে এবং অন্যদেরও নিজ সম বানায়। এমন ঈশ্বরীয় সেবায় নিযুক্ত বাচ্চারা ই হল প্রকৃত সেবাধারী। তাদের দেখে অন্যরাও সহযোগী হয়।

ওম্ শান্তি । তোমরা যখন এইখানে বসো তখন সবাইকে বলা শিববাবাকে স্মরণ করো। এই কথা তো তোমরা জানো যে শিববাবা আছেন, তাঁর মন্দিরেও যায় কিন্তু এই কথা কেউ জানেনা যে শিববাবা কে - শুধুমাত্র তোমরা বাচ্চারা জানো। অতএব শিববাবাকে স্মরণ করতে বলতে হবে। এইখানে বসে অনেকের বুদ্ধিযোগ চারিদিকে বিচরণ করে তাই তোমাদের কর্তব্য হল স্মরণ করানো। ভাই এবং বোনেরা বাবাকে স্মরণ করো, যে পিতার (শিববাবার) কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হয়। তোমরা এখন প্রকৃত ভাই-বোন হয়েছো। তারা তো শুধু মেল, ফিমেল হওয়ার দরুন ভাই-বোন বলে দেয়। ভাষণ করার সময়ও বলে - ব্রাদার্স সিস্টার্স... তারা হল ভাই-বোন দেহের আধারে। এইখানে সেরকম নয়। এখানে তো আত্মাদের বোঝানো হয় যে নিজের রচয়িতা পিতাকে স্মরণ করো, তাঁর কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। তফাৎ আছে তাইনা। ভাই-বোন বলা তো খুব সাধারণ। এখানে বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন আমি পিতা আমাকে স্মরণ করো। তিনি হলেন শিববাবা আত্মার পিতা এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন দৈহিক পিতা। অতএব বাপদাদা দুইজনেই বলছেন বাচ্চারা, বাবাকে স্মরণ করো অন্য কোথাও বুদ্ধিযোগ যেন যুক্ত না থাকে। বুদ্ধি খুব বিচরণ করে। ভক্তি মার্গেও এমন হয়। কৃষ্ণের সম্মুখে বা কোনও দেবতার সম্মুখে বসে, মালা জপ করে। বুদ্ধি বাইরে বিচরণ করে। দেবতা কে ? তাদের এই রাজস্ব কীভাবে প্রাপ্ত হয়েছে, কবে প্রাপ্ত হয়েছে ! সে কথা কেউ জানেনা। সিংহ ধর্মের মানুষ জানে - গুরু নানক শিখ পন্থের স্থাপনা করেছেন। তার গুরু শিষ্য সব চলে আসছে। তারা পুনর্জন্মেও আসতে থাকে, সে কথা কেউ জানেনা। সর্বদা গুরু নানককে স্মরণ করবে না। আত্মা, গুরুনানককে বা বুদ্ধকে অথবা কোনও অন্য ধর্ম-স্থাপককে স্মরণ করে কিন্তু এই কথা তো কেউ জানেনা যে এখন তারা কোথায় আছেন। তারা তো বলে দেয় জ্যোতি জ্যোতিতে বিলীন হয়েছে। বাণীর উর্ধ্বে চলে গেছে বা বলে দেয় হাজির-হজুর আছে অর্থাৎ যে দিকে তাকিয়ে দেখি সেথায় কৃষ্ণ দেখি। রাধেই রাধে দেখি। এমন কথা বলতে থাকে। বাবা বসে বোঝান - তোমরা ভারতবাসী দেবতা ছিলে। তোমাদের চেহারা ছিল মানুষের, চরিত্র ছিল দেবতাদের মতন। দেবতাদের চিত্রও আছে তাইনা। চিত্র না থাকলে এই কথাও বোধগম্য হত না। রাধে-কৃষ্ণের সঙ্গে লক্ষ্মী-নারায়ণের কি সম্বন্ধ, এই কথা বাবা এসে বোঝান। তোমরা সবাইকে বোঝাতে পারো - নিরাকার বাবা আমাদের এই কথা বোঝান। বাস্তবে সবাই হল নিরাকার। আত্মা হল নিরাকার, সে এই সাকার দেহ দ্বারা কথা বলে। নিরাকার তো কথা বলে না। তোমরা বোঝাতে পারো - আমাদের বাবা তিনিই তোমাদের বাবা। শিববাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর। অসীম জগতের পিতা। তাঁরও শরীর তো চাই তাইনা। তিনি নিজেই বলেন - আমি এই ব্রহ্মা দেহে আসি, তবে এই ব্রাহ্মণ ধর্ম স্থাপন হয়। ব্রহ্মার দ্বারা রচনা করা হয় ব্রাহ্মণদের। সুতরাং বাবা ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরই বোঝান, অন্য কাউকে নয়, বাচ্চাদেরই বোঝান। এমন নয় যে আমরা শিববাবার সন্তান তাই ভগবান। নয়। বাবা হলেন পিতা, বাচ্চারা হল তাঁর সন্তান। হ্যাঁ, বাচ্চারা যখন বড় হয়, পিতা হয়, সন্তান জন্ম দেয় তখন পিতা বলা হয়। এনার তো অসংখ্য সন্তান আছে তাইনা, বাচ্চাদেরই বোঝানো হয়। যারা নিশ্চয়বুদ্ধি আছে, নিশ্চয়বুদ্ধি রা বাবার আদেশ অনুযায়ী চলবে কারণ শ্রীমৎ দ্বারা শ্রেষ্ঠ হওয়া সম্ভব।

এখন তোমরা জানো আমরা দেবতাদের মতন হই। জন্ম-জন্মান্তর আমরা দেবতাদের মহিমা গান করে এসেছি। এখন আমাদেরকে শ্রীমৎ অনুসারে এমন হতে হবে, রাজস্ব স্থাপন হচ্ছে। সবাই তো পূর্ণ রীতি শ্রীমৎ অনুযায়ী চলবে না, নম্বর অনুসারে চলবে কারণ এই হল বিশাল রাজস্ব । রাজ্যে প্রজা, দাস-দাসী, চান্দাল ইত্যাদি সব চাই। এমন চলন যাদের তাদের সাম্রাজ্যকারও হবে যে এরা চান্দাল পরিবারে যাবে। চান্দাল কেউ একজন তো হবে না তাইনা, তাদেরও পরিবার থাকবে। চান্দালদের ইউনিয়ন থাকে। সবাই নিজেদের মধ্যে মিলিত হয়। স্ট্রাইক ইত্যাদি করে, কাজ কর্ম করা বন্ধ করে দেয়। সত্যযুগে এমন কথা হয় না। তোমাদের একটি চিত্রও আছে, যে চিত্রটি দেখিয়ে তোমরা জিজ্ঞাসা করো কি হতে চাও - ব্যারিস্টার হবে, দেবতা হবে ? তোমাদের সম্পূর্ণ রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, কম কথা নয়। অসীম জগতের পিতা, অসীম জগতের কথা বসে বোঝান। এই কথা বুদ্ধিতে থাকা উচিত। আমরা ভবিষ্যতের জন্য পুরুষার্থ করে উঁচু পদমর্যাদা প্রাপ্ত

করবো। শ্রীমৎ অনুসারে আমরা শ্রেষ্ঠতম রাজপদ পাবো এবং অন্যদের যখন নিজ সম তৈরি করবো তখন বলা হবে ঈশ্বরীয় সেবাধারী। কারো কিছু লুকানো থাকবে না। ভবিষ্যতে সব জানবে। একেই জ্ঞানের প্রকাশ বলা হয়, জ্ঞানের আলো প্রাপ্ত হয়। মানুষ তো কিছুই জানেনা। বোমা ইত্যাদি তৈরি করে। কোনও জিনিস ভরে রাখার জন্য তৈরি করা হয় না। সর্ব প্রথমে তেলায়ার দিয়ে যুদ্ধ হয় তারপরে বন্দুকের নির্মাণ হল, কাজে লাগানোর জন্য, রাখার জন্য নয়। যদিও বোম্বো এইসব দিয়ে মৃত্যু হবে। ট্রায়াল তো করেছে না। হিরোশিমায় একটি বোমা দিয়ে অসংখ্য মৃত্যু হয়েছিল, তারপরে দেখো আবার কত উল্লসিত করেছে, অনেক বাড়ি ঘর বানিয়েছে। এখন এমন বিনাশ হবে না যে হাসপাতালে পড়ে থাকবে। হাসপাতাল ইত্যাদি তো থাকবে না, তাই ভূমিকম্প ইত্যাদি একত্রে হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেউ আটকাতে পারে না। বলাও হয় - এই সব হল ঈশ্বরের হাতে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো বিনাশ তো হবেই, দুর্ভিক্ষ আসবে, জল পাওয়া যাবে না.... সেসব তোমরা জানো। কোনও নতুন কথা নয়। কল্প পূর্বেও এমন হয়েছিল। কল্পের জ্ঞান তো কারো নেই। বলেও থাকে খ্রিষ্ট থেকে ৩ হাজার বছর পূর্বে প্যারাডাইজ বা স্বর্গ ছিল। তারপরে শাস্ত্রে কল্পের আয়ু লক্ষ বছর লিখে দিয়েছে। সেদিকে কারো অ্যাটেনশন নেই, সব শুনে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়। অতএব এখন বাবা বোঝাচ্ছেন - এখন শিষ্যাতীশীষ্য পুরুষার্থ করো। স্মরণে থাকো তো খাদ নষ্ট হবে। তোমাদেরকে এখানেই সতোপ্রধান হতে হবে। তা নাহলে দন্ড ভোগ করে নিজের নিজের ধর্মে চলে যাবে। শ্রীমৎ ভগবানের প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ তো হলেন রাজকুমার, তিনি কাউকে কি মতামত দেবেন ! এই সব কথা দুনিয়ায় কেউ জানেনা। ভালোবেসে বোঝাতে হয় যে শিববাবাকে স্মরণ করো। শিববাবা নিজেই বলেন মামেকম্ স্মরণ করো। তিনি হলেন কল্যাণকারী অন্য সব সঙ্গ ছিন্ন করে একের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। তোমরা ভারতকে ভবসাগর পার করাও। সত্য-নারায়ণের কাহিনীও ভারতের সঙ্গেই যুক্ত। অন্য ধর্মের মানুষ সত্য-নারায়ণের কাহিনী শুনবে না। এই কাহিনী তারা শুনবে, যারা নর থেকে নারায়ণ হবে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের হবে। তারা ই অমরকাহিনী শুনবে। অমরলোকে দেবী-দেবতারা ছিল সুতরাং অমরলোকে অমরকাহিনী শুনে এই পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছে নিশ্চয়ই। এক একটি কথা স্মরণ যোগ্য। একটি কথাও যদি বুদ্ধিতে ভালোভাবে ঢুকে যায় তাহলে তো সবটাই এসে যাবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং স্বদর্শন-চক্র বুদ্ধিতে রাখতে হবে। শিববাবার সঙ্গে এইখানে পার্ট প্লে করে ফিরে যেতে হবে।

বাবা নিজেই বোঝান - সত্য কি, মিথ্যা কি। সত্য তো একটা ই বাকি সব মিথ্যা। লঙ্কায় রাবণ ছিল একজনের কথা বলা হয়েছে কি! সত্যযুগ-ত্রৈতায় এমন কথা হয়ই না। এই সম্পূর্ণ মানুষের দুনিয়াই হল লঙ্কা, এই হল রাবণ রাজ্য। সব সীতার। এক রামকেই স্মরণ করে অথবা সব ভক্তি রা, প্রিয়তমা রা এক ভগবান, এক প্রিয়তমকে স্মরণ করে কারন এই হল রাবণ রাজ্য। সন্ন্যাসীরা এই কথা বুঝবে না। সবাই দুঃখে আছে, শোক বাটীকায় আছে, শোক বাটীকা হল কলিযুগ। অশোক বাটীকা হল সত্যযুগ। এখানে তো পদে পদে শোক আছে, দুঃখ আছে। বাবা তোমাদের অশোক স্বর্গে নিয়ে যান। এখানে তো মানুষ অনেক শোক প্রকাশ করে। কারো মৃত্যু হলে উন্মাদ হয়ে যায়। স্বর্গে তো এমন কিছু হয় না। অকালে মৃত্যু কখনও হয় না, স্ত্রী বিধবা হয় না, স্বর্গে তো সময় অনুযায়ী এক দেহ ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করে। মেল বা ফিমেল দেহ ধারণ হবে, তার সাক্ষাৎকারও হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে সব জানবে। কে কি হবে। তখন সেই সময় বলবে আমরা তো পরিশ্রম করিনি। কিন্তু তখন বললে কি হবে। সময় তো পেরিয়ে গেছে তাইনা সেইজন্য বাবা বলেন - বাচ্চারা, পরিশ্রম করো, সার্ভিসে প্রকৃত রাইট-হ্যান্ড হও তাহলে রাজস্ব আসবে। সার্ভিসে ব্যস্ত থাকো। দৃষ্টান্তও দেওয়া হয় তাইনা, কীভাবে আত্মীয়-স্বজন স্ব পরিবারে সার্ভিস করছে। বলা হবে এই পরিবারের প্রত্যেকে এমন সুকর্ম করেছে যে সবাই ঈশ্বরীয় সার্ভিসে নিযুক্ত হয়েছে। মা বাবা সন্তান.... এতো খুব ভালো কথা তাইনা। সার্ভিস করতে সবাই ব্যস্ত। বাচ্চারা তোমাদের তো উল্লাসে থাকা উচিত। মানুষকে কীভাবে পথ বলে দেব, যাতে সেই আত্মাও খুশীর সন্ধান পায়। কতজনকে পথ বলে দাও। এইরূপ তোমরা প্রজা তৈরি করলে, বীজ বপন করলে। জন্ম থেকেই রাজা তো কেউ হয় না। প্রথমে প্রজার অধিকারী হয় তারপরে পুরুষার্থ করে কি থেকে কি হয়ে যায়। তোমাদেরকে সার্ভিস করতে দেখে অন্যদেরও উৎসাহ আসবে, আমরাও এমন পুরুষার্থ করি। তা নাহলে কল্প-কল্প এমনই অবস্থা হবে। অনেকে আসবে, অনুতাপ করবে। সেইসময়ের যা দুঃখ মানুষ সম্পূর্ণ জীবনে কখনও দেখেনি হবে। শ্রীমৎ অনুসারে না চলার দরুন ভবিষ্যতে এমন দুঃখ দেখবে, যে বলার নয় কারণ বিকর্ম অনেক করেছে। বাবা পথও খুব সহজ বলে দেন শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করো। অন্যদেরও এই পথ বলে দাও।

তোমরা দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলে, যেমন খ্রিস্টান ধর্মের মানুষ, ইসলাম ধর্মের মানুষ, এই ধর্ম টিও তেমন। এই হল সবচেয়ে পবিত্র। এই ধর্মের ন্যায় দ্বিতীয় হতে পারে না, অর্ধকল্প তোমরা পবিত্র থাকো। স্বর্গ এবং নরকের গায়নও আছে। হেভেন কাকে বলে, সে কথা কেউ জানেনা। বাবা ভারতে এসে বাচ্চাদের জাগিয়ে তোলেন। ৫ হাজার বছরের কথা। যারা

স্বর্গবাসী ছিল তারাই এখন নরকবাসী হয়েছে পুনরায় বাবা এসে পবিত্র স্বর্গবাসীতে পরিণত করেন। একমাত্র প্রিয়তম এসে সব প্রিয়তমাদের নিজের অশোক বাটীকায় নিয়ে যান। অতএব সর্ব প্রথমে সবাইকে এই কথাই বলো যে বাবাকে স্মরণ করো। নাহলে এখানে বসেও বুদ্ধি বাইরে বিচরণ করে। ভক্তিমার্গেও এই অবস্থা ছিল। বাবার সবকিছুর অনুভব আছে তাইনা। সবচেয়ে উত্তম ব্যবসা হল জহরতের ব্যবসা। তাতে সত্য মিথ্যা বোঝা খুব কঠিন কাজ। এখানেও সত্য লুকাইত থাকে, মিথ্যা চলতেই থাকে। এও ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। তোমরা জানো আমরা সবাই ড্রামার অ্যাক্টর, এর বাইরে কেউ বেরোতে পারে না। কেউ মোক্ষ লাভ করতে পারে না। বিবেক দ্বারা বুঝতে হয়। পার্ট করতেই থাকে, কল্প পরে সেসব আবার রিপিট করবে। তোমরা দেখবে কীভাবে মানুষের মৃত্যু হবে, বিনাশ তো হবেই। সব আত্মারা নির্বাণধামে চলে যাবে। বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আছে। সার্ভিসে ব্যস্ত থাকলে অনেকের কল্যাণ হবে। সম্পূর্ণ পরিবার এই জ্ঞানে যুক্ত হলে তো ওয়ান্ডার হয়ে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ভবিষ্যতে ভয়ঙ্কর দৃশ্য বা দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এখন থেকেই বাবার শ্রীমং অনুসারে চলতে হবে। নিজ সম বানানোর সেবা শ্রীমং অনুসারে করতে হবে।

২) সার্ভিসে বাবার রাইট হ্যান্ড হতে হবে। আত্মাকে খুশী করার পথ বলে দিতে হবে। সকলের কল্যাণ করতে হবে।

বরদানঃ:- সদা মর্যাদার সীমারেখার ভিতরে থাকার সতর্কতা অবলম্বন করে মর্যাদা পুরুষোত্তম ভব যে বাচ্চারা নিজেকে এক পিতা অর্থাৎ রামের প্রকৃত সীতা রূপে সদা মর্যাদার সীমারেখার ভিতরে থাকে অর্থাৎ এই সতর্কতা অবলম্বন করে, তারা কেয়ারফুল ও চিয়ারফুল (খুশী সম্পন্ন) স্বতঃই থাকে। অতএব সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শ্রীমং রূপী যে মর্যাদা গুলি প্রাপ্ত আছে সেসবের স্পষ্ট নলেজ বুদ্ধিতে রেখে, নিজেকে প্রকৃত সীতা নিশ্চয় করে মর্যাদার সীমারেখার ভিতরে থাকো তখন বলা হবে মর্যাদা পুরুষোত্তম।

স্নোগানঃ:- সেবায় অতি ব্যস্ত হবে না, সেবা এবং স্ব পুরুষার্থের ব্যালাপ্স রাখো।

“মিষ্টি বাচ্চারা - বিনাশের সময় এখন অতি নিকটে এসে গেছে, তাই কোনো দেহধারীর সঙ্গে ভালোবাসা না রেখে কেবল বাবার সঙ্গেই সত্যিকারের ভালোবাসা রাখো”

*প্রশ্ন:- যেসব সন্তানের কেবল বাবার সঙ্গেই সত্যিকারের ভালোবাসা থাকবে, তাদের লক্ষণ কেমন হবে ?

*উত্তর:- ১) তাদের বুদ্ধিযোগ কোনো দেহধারীর দিকে কখনোই যেতে পারে না। ওরা কখনোই নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রেমিক - প্রেমিকা হবে না। ২) যার সত্যিকারের ভালোবাসা থাকবে, সে সর্বদাই বিজয়ী হবে। বিজয়ী হওয়ার অর্থ সত্যযুগে মহারাজা - মহারানী হওয়া। ৩) প্রীতবুদ্ধি সম্পন্ন সন্তানেরা সর্বদা বাবার কাছে সং থাকে। কিছুই লুকাতে পারে না। ৪) প্রতিদিন অমৃতবেলায় উঠে ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করবে। ৫) দধিচী ঋষির মতো সেবাতে অস্থি অর্পণ করবে। ৬) তাদের বুদ্ধি দুনিয়ার কথাবার্তায় ঘোরাফেরা করবে না।

*গীত:- ন ওহ হমসে জুদা হোসে (তিনি কখনোই আমার থেকে আলাদা হবেন না)...

ওম্ শান্তি । ব্রহ্মার মুখ (জাত) বংশাবলী, ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ বাচ্চারা এইরকম প্রতিজ্ঞা করছে, কারন তাদের ভালোবাসা কেবল বাবার সঙ্গেই রয়েছে। তোমরা জানো যে এটা বিনাশের সময়। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে বিনাশ তো অবশ্যই হবে। বিনাশের সময়ে যার বাবার সঙ্গে ভালোবাসা থাকবে, সে-ই বিজয়ী হবে, অর্থাৎ সত্যযুগের মালিক হবে। শিববাবা বুঝিয়েছেন, রাজা এবং প্রজা উভয়েই সত্যযুগের মালিক হবে, কিন্তু তাদের পদমর্যাদার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। যত বেশি বাবার সঙ্গে ভালোবাসা রাখবে, স্মরণ করবে, তত তোমরা ভালো পদ পাবে। বাবা বুঝিয়েছেন, বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্মের বোঝা ভস্মীভূত হবে। তোমরা লিখতে পারো যে বিনাশের সময়ে প্রীতহীন বুদ্ধি হলে কি অবস্থা হয়। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বাবা বলছেন, আমি নিজে বলছি যে তাদের বিনাশ হবে এবং প্রীতবুদ্ধিদের বিজয় হবে। বাবা একদম স্পষ্টভাবে বলছেন। এই দুনিয়ায় কারোর বুদ্ধিতেই ভালোবাসা নেই। তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা রয়েছে। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, পরমাত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণের মহিমা সম্পূর্ণ আলাদা। লিখিতভাবে মানুষকে দিলেই প্রমাণ করা যাবে যে গীতার ভগবান কে ? এটা খুব জরুরি। দ্বিতীয়ত, বাবা বোঝাচ্ছেন - জ্ঞানের সাগর, পতিতপাবন পরমপিতাকে বলা যাবে নাকি জলের নদীকে ? জ্ঞানের গঙ্গা নাকি জলের গঙ্গা ? এগুলো খুবই সহজ ব্যাপার। দ্বিতীয় কথা হলো - যখন প্রদর্শনীর আয়োজন করো, তখন দুনিয়ার গীতা পাঠশালার মানুষদেরকে সবার আগে আমন্ত্রণ জানানো উচিত। ওরা সংখ্যায় অনেক। ওদেরকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করতে হবে। যারা শ্রীমৎ ভাগবত গীতা পাঠ করে, তাদেরকেই আগে নিমন্ত্রণ করতে হবে কারন তারা নিজেরাও ভুলে গেছে আর সবাইকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। তাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলতে হবে যে, এখানে এসে নিজেই বিচার করুন এবং তারপর আপনার যা মনে হয় আপনি করবেন। তখন মানুষ জানবে যে যারা গীতা পাঠ করে, এরা তাদেরকেই নিমন্ত্রণ করে। হয়তো এরা গীতা নিয়েই প্রচার করে। গীতার দ্বারা-ই স্বর্গ স্থাপন হয়েছিল। গীতার অনেক মাহাত্ম্য রয়েছে, কিন্তু এটা ভক্তিমার্গের ওই গীতা নয়। বাবা বলছেন, আমি তোমাদেরকে কেবল সত্যিটাই বলছি। মানুষ এর যেমন ভাবে অর্থ ব্যাখ্যা করেছে, সেটা একেবারেই ভুল। কেউই সত্য বলতে পারে না, কেবল আমিই সত্য বলি। পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে দেওয়াও ঠিক নয় - এদের সকলের বিনাশ হবে, প্রতি কল্পেই হয়েছে। তোমাদেরকে প্রথমে এই মুখ্য বিষয়টাই বোঝাতে হবে। বাবা বলছেন, এই বিনাশের সময়ে ইউরোপের যাদব সম্প্রদায়ের বুদ্ধিও প্রীতহীন। বিনাশের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে, কিন্তু বুদ্ধি পাথরের মতো হওয়ার কারণে বৃষ্টিতেই পারে না। তোমাদের বুদ্ধিও পাথরের মতো ছিল, এখন পরশবুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে। বুদ্ধি পরশের মতোই ছিল, কিন্তু কিভাবে পাথর হয়ে গেল ! কতো আশ্চর্যের, তাই না ? বাবাকে তো নলেজফুল, মার্সিফুল বলা হয়। কিন্তু যে নিজেরই কল্যাণ করতে জানে না, সে কিভাবে অন্যের কল্যাণ করবে ? যে জ্ঞান ধারণ করে না, সে ঐরকমই পদ পাবে। যারা সার্ভিসেবল, তারাই উঁচু পদ পাবে। বাবা তাদেরকেই ভালোবাসেন। পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে হয়ে থাকে। কেউ কেউ তো এটাই বুঝতে পারে না যে আমার বুদ্ধিতে বাবার প্রতি ভালোবাসা না থাকার কারণে আমার পদপ্রাপ্তি হবে না। নিজের সন্তান হোক কিংবা সং সন্তান, বিনাশের সময়ে যদি বুদ্ধিতে ভালোবাসা না থাকে, বাবাকে ফলো না করে, তাহলে ওখানে গিয়ে কম পদ পাবে। দিব্যগুণও থাকতে হবে। কখনোই মিথ্যে কথা বলা উচিত নয়। বাবা বলছেন, আমি সত্য কথাই বলছি যে, যারা আমার সঙ্গে ভালোবাসা রাখবে না, তাদের পদপ্রাপ্তি হবে না। চেষ্টা করে ২১ জন্মের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে। এতএব প্রদর্শনী কিংবা মেলায় সবার আগে দুনিয়ার গীতা পাঠশালার ব্যক্তিদেরকেই নিমন্ত্রণ করতে হবে

কারণ তারা সবাই ভক্ত। যারা গীতা পাঠ করে, তারা অবশ্যই কৃষ্ণকে স্মরণ করে, কিন্তু কিছুই বোঝে না। কৃষ্ণ তো বাঁশি বাজিয়েছিল, কিন্তু রাধা কোথায় গেল ? সরস্বতীর হাতে বীণা দেখানো হয়েছে আর কৃষ্ণের হাতে মুরলী। মানুষ বলে, আমাদেরকে আল্লাহ জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহকে চেনে না। ভারতেরই কাহিনী। ভারতেই দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। মন্দিরে ওদের ছবিকে পূজা করা হয়। অন্যান্য রাজাদের মূর্তি তো বাইরে রাখা থাকে যার ওপর পাখিরা কত নোংরা করে দেয়। লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণ ইত্যাদিকে কত ফাস্টফুড জায়গায় বসানো হয়। ওদেরকে মহারাজা-মহারানী বলা হয়, ইংরেজিতে কিং। কত লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে মন্দির বানানো হয়। কারণ ওরা পবিত্র মহারাজা ছিল। যেমন রাজা-রানী পূজনীয় ছিল, সেইরকম প্রজারাও ছিল। তোমরাই পূজনীয় থেকে পূজারী হয়ে যাও। অতএব, মুখ্য বিষয় হলো - বাবাকে স্মরণ করো। বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করলেই জ্ঞান ধারণ হবে। একজনের সঙ্গে ভালোবাসা না থাকলেই অন্য অনেকের সঙ্গে ভালোবাসা হয়ে যায়। এমন কিছু সন্তান আছে, যারা একে অপরকে এতটা ভালোবাসে যে শিববাবাকেও অত ভালোবাসে না। শিববাবা বলছেন - তোমাদের বুদ্ধি আমার সাথেই যুক্ত করা উচিত নাকি একে অপরের প্রেমিক-প্রেমিকা হওয়া উচিত। তারপর আমাকে একেবারে ভুলে যায়। তোমাদেরকে আমার সঙ্গেই বুদ্ধি যুক্ত করতে হবে। এর জন্যই পরিশ্রম করতে হয়। বুদ্ধিযোগ অন্যদিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। শিববাবাকে স্মরণ না করে, কেবল সারাদিন একে অন্যের কথা স্মরণ করে। বাবা যদি তাদের নাম বলে দেন, তবে তারা বিশ্বাসঘাতক হয়ে যায়। তারপর গালি দিতেও দেরি করে না। এই বাবাকে যদি গালি দাও, তবে শিববাবাও সঙ্গে সঙ্গে শুনে নেবেন। ব্রহ্মার কাছে পড়াশুনা না করলে শিববাবার কাছেও পড়াশুনা করতে পারবে না। ব্রহ্মাকে ছাড়া তো শিববাবা বলতেই পারবেন না। তাই তিনি সাকার বাবাকেই জিজ্ঞেস করতে বলেন। অনেক ভালো ভালো সন্তান আছে যারা সাকার বাবাকে সম্মান করে না। ওরা ভাবে, ইনিও তো পুরুষার্থী। পুরুষার্থী তো সকলেই, কিন্তু তোমাদের তো মাতা-পিতাকেই ফলো করতে হবে। কাউকে বোঝালে বুঝে যায়, কারোর ভাগ্যে না থাকলে বুঝতেই পারে না, সার্ভিসেবল হয় না। কেবল বাবার প্রতিই বুদ্ধিযোগ রাখতে হবে। আজকাল অনেকেই বলে যে আমার মধ্যে শিববাবা আসেন। এই বিষয়ে খুব সাবধান থাকতে হবে। মায়া প্রবেশ করে। যাদের মধ্যে আগে শ্রী নারায়ণ ইত্যাদির আগমন হত, তারাও আজকে নেই। কেবল প্রবেশ করলেই কিছু যায় আসে না। বাবা বলছেন, মামেকম্ (কেবল আমাকেই) স্মরণ করো। এছাড়া যারা বলে - আমার মধ্যে ইনি আসেন, আমার মধ্যে উনি আসেন - এগুলো সব মায়া। আমাকে স্মরণ না করলে তার কি প্রাপ্তি হবে ? যতক্ষণ না পর্যন্ত বাবার সাথে সরাসরি যোগযুক্ত হচ্ছ, ততক্ষণ কিভাবে পদ পাবে আর ধারণা হবে ?

বাবা বলছেন, তুমি মামেকম্ স্মরণ করো। আমি ব্রহ্মার দ্বারা-ই বোঝাই, ব্রহ্মার দ্বারা-ই স্থাপন হয়েছিল। ত্রিমূর্তিকেও প্রয়োজন। কেউ কেউ ব্রহ্মার ছবি দেখে বিগড়ে যায়, কেউ আবার কৃষ্ণের ৮৪ জন্মের কাহিনী শুনে বিগড়ে যায়। ছবিকেই ছিঁড়ে দেয়। আরে, এই ছবি তো স্বয়ং বাবা বানিয়েছেন। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন - ভুলে যেও না, কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো। যারা বন্ধনে আছে, তাদেরও কান্নাকাটি করা উচিত নয়। ঘরে বসেই বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। যারা বন্ধনে রয়েছে, তারা তো আরো ভালো পদ পেতে পারবে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে স্বয়ং জ্ঞানের সাগর জ্ঞান দেন। কেবল বাবা ছাড়া অন্য কারোর মধ্যেই আধ্যাত্মিক জ্ঞান নেই। পরমপিতা পরমাত্মা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর। তাঁকেই মুক্তিদাতা বলা হয়। এরজন্য ভয় পেলে হবে না। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। বাচ্চাদেরকে আবার অন্যদেরকে বোঝাতে হবে। বাবা বলছেন, আমাকে স্মরণ করলে সদগতি পাবে। সত্যযুগে রাম রাজত্ব থাকে, কলিযুগে নয়। সত্যযুগে একটাই রাজ্য থাকবে। এইসব বিষয়গুলো তোমাদের বুদ্ধিতেও ক্রমানুসারে ধারণ হয়। যার ধারণ হয় না, তার ক্ষেত্রে বলা হবে - বিনাশের সময়ে বিপরীত বুদ্ধি। ওদের পদপ্রাপ্তি হয় না। বিনাশ তো সকলের হবে। এই শব্দটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিববাবা বলেন, বিনাশের সময়ে প্রীতবুদ্ধি সম্পন্ন হও। এটাই তোমাদের অন্তিম জন্ম। এই জন্মে যদি ভালোবাসা না রাখো, তবে পদপ্রাপ্তি হবে না। সৎ হৃদয়ের জন্য সাহেব রাজি হয়ে যান। দধিচী ঋষির মতো সেবাকার্যে অস্থি অর্পণ করতে হবে। কখনো কারোর ওপর গ্রহের দশা লাগলে তার জ্ঞানের নেশা কেটে যায় এবং অনেক রকমের বাধা আসে। মুখে বলে, এর থেকে তো লৌকিক দুনিয়ায় চলে যাওয়াই ভালো। এখানে একটুও মজা নেই। ওই দুনিয়ায় অনেক রকমের নাটক, বায়োস্কোপ রয়েছে। যারা ঐসব বিষয়ে ফেঁসে আছে, তাদের পক্ষে এখানে টিকে থাকা খুব মুশকিল। তবে পুরুষার্থ করলেই উঁচু পদপ্রাপ্তি হবে। হাসিখুশী থাকতে হবে। এই বাবা নিজেও বলেন যে ভোরবেলা উঠে স্মরণ না করলে মজা আসে না। শুয়ে থাকলে কখনো কখনো ঘুম চলে আসে। উঠে বসলে ভালো ভালো পয়েন্ট বেরিয়ে আসে, খুব মজা হয়।

এখন আর খুব সামান্য সময় বাকি আছে, আমরা বাবার কাছ থেকে বিশ্বের রাজত্ব নিচ্ছি। এখানে বসে স্মরণ করলে স্মরণের পারদ উর্ধ্বগামী হবে। ভোরবেলা উঠে চিন্তন করলে, সারাদিন খুশিতে থাকা যায়। যদি খুশি না থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই বুদ্ধিতে বাবার প্রতি ভালোবাসা নেই। অমৃতবেলায় একান্তে ভালো সময় পাওয়া যায়, যত বেশি বাবাকে স্মরণ

করবে, তত খুশির পারদ উর্ধ্বগামী হবে। এই পড়াশুনাতে বাবাকে ভুলে গেলেই গ্রহের দশা লেগে যায়। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য মন-বাণী এবং কর্মের দ্বারা সেবা করতে হবে। এই সেবাতেই এই অন্তিম জন্ম অতিবাহিত করতে হবে। যদি এখন দুনিয়ার অন্যান্য ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে যাও, তবে এই সেবা কবে করবে ? কাল, কাল করে একদিন মরেই যাবে। বাবা স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্যই এসেছেন। এখানে যুদ্ধের সময়ে কত মানুষ মারা যায়। কত মানুষ দুঃখ পায়। ওখানে কোনো যুদ্ধ হবে না। এগুলো সব অন্তিম সময়ের ঘটনা। সবকিছু বিনষ্ট হয়ে যাবে। যারা অনাথ, তারা এমনিই মারা যাবে। আর যারা সনাথ, তারা রাজ্য ভাগ্য পেয়ে যাবে। প্রদর্শনীতে বোঝাতে হবে যে আমরা নিজের উপার্জনের দ্বারা, নিজের শরীর, মন এবং সম্পত্তি দিয়ে নিজের রাজত্ব স্থাপন করছি। আমরা ভিক্ষা করিনা। তার কোনো প্রয়োজন হয় না। অনেক ভাই বোন একসাথে রাজধানী স্থাপন করছে। আপনারা কোটি কোটি টাকা সঞ্চয় করেও নিজের বিনাশ করছেন, আর আমরা প্রত্যেকটা পয়সা জমা করে বিশ্বের মালিক হচ্ছি। কত আশ্চর্যের ব্যাপার। আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অমৃতবেলায় একান্তে বসে বাবাকে ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে। দুনিয়ার কথাবার্তায় না গিয়ে ঈশ্বরীয় সেবাতে নিযুক্ত থাকতে হবে।

২) বাবার সঙ্গে সত্যিকারের ভালোবাসা রাখতে হবে। নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রেমিক-প্রেমিকা হওয়া উচিত নয়। কেবল বাবার সঙ্গেই ভালোবাসা রাখতে হবে, কোনো দেহধারীদের সঙ্গে নয়।

বরদানঃ:- ‘স্বার্থ’ শব্দের অর্থ জেনে সর্বদা একরস অবস্থায় থেকে সহজ পুরুষার্থী ভব
আজকাল পরস্পরের মধ্যে যে আকর্ষণ রয়েছে সেটা স্নেহের কারণে নয়, স্বার্থের জন্য। স্বার্থের জন্যই আকর্ষণ রয়েছে আর আকর্ষণ থাকার জন্যই নির্লিপ্ত হতে পারো না। তাই আগে ‘স্বার্থ’ শব্দের প্রকৃত অর্থে অবস্থান করো অর্থাৎ আগে ‘স্ব’-এর ‘রথ’-কে স্বাহা (অর্পণ) করো। এই স্বার্থ না থাকলে সহজেই নির্লিপ্ত হয়ে যাবে। এই একটা শব্দের অর্থ জেনে গেলে সর্বদাই একজনের এবং একরস হয়ে যাবে। এটাই হলো সহজ পুরুষার্থ।

স্লোগানঃ:- ফরিস্তা রূপ ধারণ করে থাকলে কোনো বিঘ্নই প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার দ্বারা তোমরা যে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান পেয়েছ, সেই জ্ঞান তোমরা তোমাদের বুদ্ধিতে ধারণ করেছ, এই জন্য তোমরা হলে স্বদর্শন চক্রধারী”

*প্রশ্নঃ - আত্মাকে পবিত্র বানানোর জন্য আত্মিক বাবা কি এমন ইঞ্জেকশন প্রয়োগ করেন ?

*উত্তরঃ - মন্মনা ভব-র। এই ইঞ্জেকশন আত্মিক বাবা ছাড়া কেউই প্রয়োগ করতে পারেনা। বাবা বলেন, মিষ্টি বাচ্চারা! তোমরা আমাকে স্মরণ করো। ব্যস! স্মরণের দ্বারাই আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে। এতে সংস্কৃত ইত্যাদি পড়ারও প্রয়োজন নেই। বাবা তো হিন্দিতে সহজ শব্দে শোনাচ্ছেন। আত্মার যখন এই নিশ্চয় হয়ে যায় যে আত্মিক বাবা আমাকে পবিত্র বানানোর যুক্তি বলে দিচ্ছেন, তাহলে বিকারগুলিকে ত্যাগ করতে হবে।

ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তি-র অর্থ তো বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে। আত্মা নিজের পরিচয় দেয়। আমার স্বরূপ হল শান্ত আর আমার থাকার স্থান হল শান্তিধাম, যাকে পরমধাম, নির্বাণ ধামও বলা যায়। বাবাও বলেন, দেহ-অভিমান ছেড়ে দেহী-অভিমानी হও, বাবাকে স্মরণ কর। তিনি হলেন পতিত-পাবন। এটা কেউ জানেনা যে আমি হলাম আত্মা। এখানে এসেছি পার্ট প্লে করার জন্য। এখন ড্রামা সম্পূর্ণ হয়েছে, ঘরে ফিরে যেতে হবে, এইজন্য বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। একেই সংস্কৃতে বলা হয়, মন্মনা ভব। বাবা কোনও সংস্কৃত ভাষাতে বলছেন না। বাবা তো এই হিন্দি ভাষাতেই বোঝাচ্ছেন। যেরকম গভর্নেন্ট বলে যে, একটাই হিন্দি ভাষা হওয়া চাই। বাবাও বাস্তবে হিন্দিতেই বোঝাচ্ছেন। কিন্তু এই সময় অনেক ধর্ম, অনেক মঠ, অনেক পথ হওয়ার কারণে ভাষাও অনেক প্রকারের করে দিয়েছে। সত্য যুগে এত ভাষা হয় না, যত এখানে আছে। গুজরাতে যারা থাকে তাদের ভাষা আলাদা। যে, যে গ্রামে থাকে, সে সেখানকার ভাষা জানে। অনেক মানুষ আছে, অনেক ভাষা আছে। সত্যযুগে তো একটাই ধর্ম, একটাই ভাষা ছিল। এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান আছে, এই জ্ঞান কোনও শাস্ত্রে নেই। এইরকম কোনও শাস্ত্র নেই যেখানে এই জ্ঞান থাকবে। না কল্পের আয়ু সম্বন্ধে লেখা আছে, না এই বিষয়ে কারোর জানা আছে। সৃষ্টি তো একটাই। সৃষ্টি চক্র আবর্তিত হতে থাকে। নতুন থেকে পুরানো, পুরানো থেকে পুনরায় নতুন হয়, একেই বলা যায় স্বদর্শন চক্র। যার মধ্যে এই চক্রের জ্ঞান আছে, তাকে বলা যায় - স্বদর্শন চক্রধারী। আত্মার মধ্যে এই জ্ঞান থাকে, এই সৃষ্টি চক্রের কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয়, তারা তো আবার কৃষ্ণকে, বিষ্ণুকে স্বদর্শন চক্র দিয়ে দিয়েছে। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন যে, তাদের মধ্যে তো এই জ্ঞান ছিল না। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান বাবা-ই প্রদান করেন। এটাই হল স্বদর্শন চক্র। এছাড়া কোনও হিংসার কথা নেই, যার দ্বারা গলা কাটা যায়। এসব মিথ্যা লিখে দিয়েছে। এই জ্ঞান বাবা ছাড়া কোনও মানুষ মাত্র দিতে পারবে না। মানুষকে কখনও ভগবান বলা যায় না, যেখানে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকেও দেবতা বলা হয়। যেটা বাবার মহিমা, সেটা দেবতাদের জন্য নয়। বাবা তো রাজযোগ শেখাচ্ছেন। এমন বলবেন না যে, বাচ্চাদেরও সেই মহিমা-ই হয়, যেটা বাবার জন্য হয়ে থাকে। বাচ্চারা পুনরায় পুনর্জন্ম নিতে থাকে, বাবা তো পুনর্জন্মে আসেন না। বাচ্চারা, বাবাকে স্মরণ করে। উচ্চ থেকে উচ্চতর হলেন ভগবান, তিনি সর্বদাই পবিত্র। বাচ্চারা পবিত্র হয়ে পুনরায় পতিত হয়ে যায়। বাবা তো হলেনই পবিত্র। বাবার থেকে বাচ্চাদের উত্তরাধিকারও অবশ্যই চাই। এক তো মুক্তি চাই, দ্বিতীয়তঃ জীবন মুক্তিও চাই। শান্তিধামকে মুক্তি, সুখধামকে জীবনমুক্তি বলা যায়। মুক্তি তো সকলেরই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জীবনমুক্তি, যে পড়বে সেই প্রাপ্ত করবে। ভারতে বরাবর জীবনমুক্তি ছিল, বাকি সব আত্মা মুক্তিধামে ছিল। সত্যযুগে কেবল একটাই ভারত খন্ড ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। বাবা বুঝিয়েছেন যে, লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির সবথেকে বেশি তৈরি করে। বিড়লা প্রভৃতি যারা মন্দির তৈরী করেন, তারা এটা জানেন না যে লক্ষ্মী-নারায়ণের এই রাজত্ব কোথা থেকে প্রাপ্ত হয়েছে, তাঁরা কতটা সময় এই রাজ্য করেছিলেন। পুনরায় কোথায় চলে গেলেন, কিছুই জানে না। তো যে রকম মাটির পুতুলের পূজা করে, একেই বলা যায় ভক্তি। নিজেই পূজ্য আবার নিজেই পূজারী হয়ে যায়। পূজ্য আর পূজারীর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তারও অর্থ থাকবে, তাই না। পতিত তাকেই বলা যায় যে হল বিকারী। ক্রোধীকে পতিত বলা যায়না, যে বিকারে যায় তাকে পতিত বলা যায়। এই সময় তোমাদের জ্ঞান অমৃত প্রাপ্ত হচ্ছে। জ্ঞানের সাগর হলেনই এক বাবা। বাবা বুঝিয়েছেন যে, এই ভারতই সতোপ্রধান, উচ্চ থেকেও উচ্চতর ছিল, এখন তমপ্রধান হয়ে গেছে। এটাই তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। এখানে কোনও রাজত্ব তো নেই। এখানে হলই প্রজার উপর প্রজার রাজ্য। সত্যযুগে খুব অল্প সংখ্যক জনসংখ্যা থাকবে, এখন তো দেখো কত হয়ে গেছে! বিনাশের প্রস্তুতিও চলছে। দিল্লিকে পরিস্থান তো হতেই হবে। কিন্তু এটা কেউ জানে না।

তারা তো মনে করে যে এটাই হল নিউ দিল্লি। পুরানো দুনিয়াকে পরিবর্তন করবেন কে! এ বিষয়ে কারোরই কিছু জানা নেই। এক বাবা-ই বুম্বিয়ে বলছেন। এখন বাচ্চারা তোমরা নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। কড়ি থেকে হিরের মতো তৈরী হচ্ছে। ভারত কতোই না সমৃদ্ধ ছিলো, দ্বিতীয় কোনও ধর্ম ছিলনা। এখন তো অনেক ধর্ম হয়ে গেছে। এখন করুণাময় বাবাকে স্মরণ করো। ভারত সুখধাম ছিল, এটা ভুলে গেছে। এখন তো দেখো ভারতের কি অবস্থা হয়ে গেছে। না হলে তো ভারত স্বর্গ ছিল। এই ভারত হল বাবার জন্মস্থান তাই না! তাই ড্রামা অনুসারে তিনি কৃপা করেন। ভারত হল প্রাচীন দেশ। বলে যে, বরাবর যীশুখ্রীষ্টের থেকে তিন হাজার বছর পূর্বে ভারত স্বর্গ ছিল, তখন অন্য কোনও ধর্ম ছিল না। এখন এই ভারত একদমই নিচে এসে পড়েছে। গাইতে তো থাকে - আমাদের দেশ ভারত সব থেকে উঁচু ছিল। নামটাই ছিল হেভেন, স্বর্গ। ভারতের মহিমাও কারো জানা নেই। বাবা-ই এসে ভারতের কাহিনী বোঝাচ্ছেন। ভারতের কাহিনী মানে দুনিয়ার কাহিনী, একে সত্যনারায়ণের কাহিনীও বলা যায়। বাবা-ই বসে বোঝাচ্ছেন - পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারতে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য ছিল, এখনও যাঁদের চিত্র আছে। কিন্তু তাঁদের এই রাজ্য কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছে? সত্য যুগের আগে কি ছিল? সঙ্গম যুগের আগে কি ছিল? কলিযুগ। এটা হল সঙ্গম যুগ। যেখানে বাবাকে আসতেই হয় কেননা যখন পুরানো দুনিয়াকে নতুন বানাতে হয় তখনই আমাকে আসতে হয় - পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করতে। আমার জন্য আবার বলে দিয়েছে, সর্বব্যাপী। যুগে যুগে আসেন, তাই মানুষ ভুলে গেছে। সঙ্গম যুগকে কেবল তোমরাই জানো। তোমরা কে? - বোর্ডের উপর লেখা আছে, প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী। ব্রহ্মা বাবা কে? শিব হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতর। তারপরে আছেন ব্রহ্মা, পুনরায় ব্রহ্মার দ্বারা রচনা হয়। প্রজাপিতা তো অবশ্যই ব্রহ্মাকেই বলা যায়। শিবকে প্রজাপিতা বলা যায়না। শিব হলেন সকল আত্মাদের নিরাকার বাবা। পুনরায় এখানে এসে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা দত্তক নেন। বাবা বোঝাচ্ছেন যে আমি এঁনার মধ্যে প্রবেশ করেছি। এঁনার দ্বারাই তোমরা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ হয়েছে। ব্রহ্মার দ্বারাই তোমাদেরকে ব্রাহ্মণ তৈরি করে পুনরায় দেবতা তৈরী করি। এখন তোমরা ব্রহ্মার বাচ্চা হয়েছে। ব্রহ্মা কার বাচ্চা? ব্রহ্মার বাবার কি নাম? তিনি হলেন শিব, নিরাকার বাবা। তিনি এসে এঁনার মধ্যে প্রবেশ করে দত্তক নেন, মুখ বংশাবলি তৈরি করেন। বাবা বলেন যে - আমি এঁনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মের অন্তিম শরীরে এসে প্রবেশ করি। ইনি আমার হয়ে যান, সন্ধ্যাস ধারণ করেন। কিসের সন্ধ্যাস? ৫ বিকারের। ঘর-বাড়ি ছাড়ার দরকার নেই। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পবিত্র থাকতে হবে। মামেকম স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। এটাই হল যোগ, যার দ্বারা খাত বেরিয়ে যায় আর তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাও। ভক্তিতে তো যদিও অনেকেই গঙ্গা স্নান করে, জপ তপ ইত্যাদি করে, তথাপি নিচের দিকেই নামতে থাকে। সতোপ্রধান ছিল, এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে পুনরায় সতোপ্রধান কিভাবে হবে? সেটাও এক বাবা ছাড়া কেউ সেই রাস্তা বলে দিতে পারে না। বাবা তো একদমই সহজ ভাবে বলে দিচ্ছেন - আমাকে স্মরণ করো। বাবা আত্মাদের সাথে এইসব কথা বলছেন। কোনও গুজরাতি বা সিন্ধির সাথে কথা বলছেন না, এটা হলই আধ্যাত্মিক জ্ঞান। শাস্ত্রে আছে শারীরিক জ্ঞান। আত্মার জন্যই জ্ঞান চাই, আত্মাই পতিত হয়ে গেছে, আত্মারই এখন আধ্যাত্মিক ইঞ্জেকশনের প্রয়োজন। বাবাকে বলা যায়, আধ্যাত্মিক অবিনাশী সার্জেন্ট। তিনি এসে নিজের পরিচয় দেন যে - আমি হলাম তোমাদের আধ্যাত্মিক সার্জেন্ট। তোমাদের আত্মা পতিত হওয়ার কারণে শরীরও রোগী হয়ে গেছে। এই সময়ে ভারতবাসী তথা সমগ্র দুনিয়া নরক বাসী হয়ে গেছে, পুনরায় স্বর্গবাসী কিভাবে হতে পারে, সেটা বাবা বোঝাচ্ছেন। বাবা বলছেন যে - আমিই এসে সকল বাচ্চাদেরকে স্বর্গবাসী তৈরী করি। তোমরাও বুঝতে পারো যে বরাবর আমরা নরকবাসি ছিলাম। কলিযুগকে নরক বলা যায়। এখন নরকেরও অন্তিম সময় এসে গেছে। ভারতবাসী এই সময় নরকের গভীরে পড়ে আছে, একে শ্রেষ্ঠত্ব বলা যায়না। লড়াই-ঝগড়া করতে থাকে। এখন বাবা স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত তৈরি করছেন, তাই তাঁর কথা মানতে হবে। নিজেদের ধর্ম শাস্ত্রকেও জানেনা, বাবাকেই জানে না।

বাবা বলছেন যে - আমি তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানিয়েছিলাম, নাকি শ্রীকৃষ্ণ বানিয়েছিলেন? শ্রীকৃষ্ণ তো নন্দর-ওয়ান পবিত্র ছিলেন। তাঁকে বলা-ই যায় শ্যাম-সুন্দর। কৃষ্ণের আত্মা পুনর্জন্ম নিতে-নিতে এখন শ্যাম হয়ে গেছে। কাম-চিতার উপর বসে কালো হয়ে গেছে। জগদম্বাকে কালী রূপে কেন দেখানো হয়েছে? এটা কেউ জানে না। যেরকম কৃষ্ণকে কালো দেখানো হয়, সেইরকম জগদম্বাকেও কালো দেখিয়েছে। এখন তোমরা কালো হয়ে গেছো পুনরায় সুন্দর তৈরি হচ্ছে। তোমরা বোঝাতে পারো যে, ভারত খুবই সুন্দর ছিল। যদি সৌন্দর্যতা দেখতে হয় তাহলে আজমিরে (সোনার দ্বারকা) গিয়ে দেখো। স্বর্গে সোনা হীরের মহল ছিল। এখন তো পাথর, মাটির আছে, সবকিছুই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। তাই বাচ্চারা জানে যে - শিব বাবা, ব্রহ্মা দাদা দুইজনে একসাথে আছেন, এইজন্য বলা হয় বাপ-দাদা। উত্তরাধিকার শিব বাবার থেকেই প্রাপ্ত হয়। যদি দাদার থেকে বলা, তাহলে শিবের কাছে কি আছে? উত্তরাধিকার শিব বাবার থেকেই প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মার দ্বারা। ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা হয়। এখন তো হল রাবণ রাজ্য, তোমরা ছাড়া সবাই এখন নরকবাসী। তোমরা সবাই এখন সঙ্গমে আছো। এখন পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছে, পুনরায় বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। এখানে কোনও

মানুষ পড়ান না। তোমাদেরকে মুরলী কে শোনাচ্ছেন? শিব বাবা। পরমধাম থেকে আসেন, পুরানো দুনিয়ায়, পুরানো শরীরে। কারো যদি নিশ্চয়তা হয়ে যায় তাহলে পুনরায় বাবার সাথে মিলন না করে থাকতে পারবে না। বলবে, প্রথমে অসীম জগতের বাবার সাথে তো মিলন করি, স্থির থাকতে পারবে না। বলবে, অসীম জগতের বাবা যিনি স্বর্গের মালিক তৈরি করছেন, তাঁর কাছে আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চলো। আগে দেখি তো, শিববাবার রথকে কেমন দেখতে! দুনিয়ার লোক তো ঘোড়াকে সাজায় (শৃঙ্গার করে)। বিশেষ উত্তরীয় দিয়ে সাজিয়ে দেয়। সেই রথ ছিল মহিম্মদের, যিনি ধর্ম স্থাপন করেছিলেন। ভারতবাসী আবার ষাঁড়কে তীলক লাগিয়ে মন্দিরে রেখে দেয়। মনে করে যে, এর উপরে শিব সওয়ারী হন। এখন ষাঁড়ের উপরে না শিবের, না শংকরের সওয়ারী হয়। কিছুই বুঝতে পারে না। শিব হলেন নিরাকার, তিনি কিভাবে সওয়ারী করবেন। তারজন্য তো পা চাই, যার দ্বারা ষাঁড়ের উপরে বসতে পারবেন। এইসব হল অন্ধশ্রদ্ধা। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার থেকে যে জ্ঞান অমৃত প্রাপ্ত হয়, সেই অমৃতকে পান করতেও হবে এবং অন্যদেরকেও পান করাতে হবে। পূজারী থেকে পূজ্য হওয়ার জন্য বিকার গুলিকে ত্যাগ করতে হবে।

২) বাবা, যিনি স্বর্গে যাওয়ার জন্য যোগ্য তৈরি করছেন তাঁর প্রত্যেক কথা মানতে হবে, সম্পূর্ণ নিশ্চয়-বুদ্ধি হতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের সম্পূর্ণ স্বরূপের আহ্বানের দ্বারা আবাগমনের চক্র থেকে মুক্ত হয়ে ভাগ্যবান নক্ষত্র ভব এখন নিজের সম্পূর্ণ স্থিতি এবং সম্পূর্ণ স্বরূপের আহ্বান করো তাহলে সেই স্বরূপ সর্বদা স্মৃতিতে থাকবে, পুনরায়, কখনো উর্ধ্বস্থিতি কখনো নিম্ন স্থিতিতে আসা-যাওয়ার (আবাগমনের) যে চক্র চলে, বার-বার যে স্মৃতি-বিস্মৃতির চক্রে এসে যাও, সেই চক্র থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তারা তো জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হতে চায় আর তোমরা ব্যর্থ কথা থেকে মুক্ত হয়ে ঝলমলে ভাগ্যবান নক্ষত্র হয়ে যাও।

স্লোগানঃ:- কোনও প্রকারের বিঘ্নের বশ হওয়া অর্থাৎ হিরের উপর দাগ লেগে যাওয়া।

"মিষ্টি বাচ্চারা — বাবা যেমন প্রেমের সাগর, ওঁনার মতো দুনিয়ার আর কেউ ভালোবাসতে পারে না, বাচ্চারা তোমরাও বাবার সমতুল্য হও, কাউকে অখুশী করো না"

*প্রশ্নঃ - — কি রকম বিচার চলতে থাকলে খুশির মাত্রা ঊর্ধ্বগামী থাকবে ?

*উত্তরঃ - — আমরা এখন জ্ঞান রঞ্জের দ্বারা নিজেদের ঝুলি পরিপূর্ণ করছি এবং তারপর সেই সমস্ত খনিগুলি পরিপূর্ণ হবে। সত্যযুগে আমরা স্বর্ণমহল বানাব। ২- আমাদের এই ব্রাহ্মণ কুল উত্তম কুল, আমরা প্রকৃতপক্ষেই সত্য নারায়ণের কথা, অমরকথা শুনি এবং শোনাই.....এমনই সব বিচার চলতে থাকলে খুশির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা বাবার স্মরণে বসেছে, এখানে শ্রীমত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ মত পাওয়া যায়। স্মরণের যাত্রা অতি মধুর। বাচ্চারা নন্দ্রানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী জানে যত বাবাকে স্মরণ করব ততই বাবাকে মিষ্টি লাগবে। স্যাকারিন, তাই না ! এক বাবাই স্নেহ করেন বাদবাকিরা তো সবাই কষ্ট দেয়। দুনিয়াতে সবাই একে অপরকে প্রত্যাখ্যান করে। বাবা তোমাদের কত স্নেহ করেন, ওঁনাকে শুধু তোমরা বাচ্চারাই জেনেছ। বাবা বলেন- আমি যেই হই, যেমনই হই, আমি মহান। আমাকে বল - তোমাদের বাবা কত বড় ? তোমরা বল আমাদের বাবা বিন্দু আর কেউ জানেনা। বাচ্চারাও মুহূর্তে ভুলে যায়। বলে থাকে ভক্তি মার্গে তো বড়-বড় চিত্রকে পূজা করতাম, এখন বিন্দুকে কিভাবে স্মরণ করব ? বিন্দু, বিন্দুকেই তো স্মরণ করবে তাইনা! আত্মা জানে আমি বিন্দু, আমাদের বাবাও বিন্দু। আত্মাই প্রেসিডেন্ট হয়, আত্মাই চাকর হয়। আত্মাই ভূমিকা পালন করে থাকে। বাবা হলেন সবচেয়ে মিষ্টি। সবাই বাবাকে স্মরণ করে বলে হে পতিত-পাবন, দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী এসো। বাচ্চারা তোমাদের এখন দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে আমরা যাকে বিন্দু বলি, তা অতি সূক্ষ্ম কিন্তু মহিমা উচ্চতর। যদিও মহিমা করে বলে থাকে জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর, কিন্তু জানা নেই যে উনি এসে কিভাবে সুখ দিয়ে থাকেন। মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা প্রত্যেকে বুঝতে পারে — কে কতটা শ্রীমত অনুসারে চলে। শ্রীমত পাওয়া যায় সার্ভিস করার জন্য। অনেক মানুষ আছে যারা অসুস্থ রুগি, আবার অনেকেই হেল্দি। ভারতবাসীরা জানে সত্যযুগে আয়ু অনেক দীর্ঘ প্রায় ১২৫-১৫০ বছর। প্রত্যেকেই নিজের আয়ু সম্পূর্ণ করে। এখানে সম্পূর্ণ ছিঃছিঃ দুনিয়া যা অল্প সময় বাকি আছে। মানুষ বড়-বড় ধর্মশালা ইত্যাদি এখনও নির্মাণ করে চলেছে। জানে না যে এটা কত সময়ের জন্য থাকবে। লক্ষ টাকা খরচ করে মন্দির ইত্যাদি তৈরি করে। তার আয়ু কত সময়? তোমরা জান এটা তো ভাঙবেই ভাঙবে। বাবা তোমাদের বাড়ি তৈরি করার জন্য কখনোই বারণ করেন না। তোমরা জান বাড়ির একটা রুমে হাসপিটাল বা ইউনিভার্সিটি বানাব। বিনা খরচে ২১ জন্মের জন্য হেল্থ (স্বাস্থ্য), ওয়েল্থ (সম্পদ), সুখ প্রাপ্ত করতেই হবে, এই ঈশ্বরীয় নলেজ দ্বারা। তোমাদের বোঝান হয়েছে-- তোমরা অধিক সুখ প্রাপ্ত করে থাক, কিন্তু যখন তমোপ্রধান হয়ে যাও তখন দুঃখ পেয়ে থাক। যেমন-যেমন তমোপ্রধান হবে ততই দুনিয়াতে দুঃখ-অশান্তি বৃদ্ধি পাবে। মানুষ অধিক পরিমাণে দুখী হবে। তারপরই হবে জয়-জয়কার। বাচ্চারা তোমরা যে বিনাশ দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দেখেছ পুনরায় সেটা প্র্যাকটিক্যালি দেখতে পাবে। স্থাপনার সাফাতকারও অনেকেই করেছে। ছোট বাচ্চারা বেশি সাফাতকার করত, জ্ঞান কিন্তু কিছুই ছিল না। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে। তোমরা বাচ্চারা জান — বাবাই এসে স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন। কিন্তু বাচ্চাদের পুরুষার্থ করতে হবে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য। বাবা বসে, সব তোমাদের বুঝিয়ে থাকেন। ওরা তো জানেই না অল্প সময় বাকী আছে। বাবা বলেন — আমি দাতা, আমি তোমাদের দিতে এসেছি। মানুষ বলে থাকে — পতিত-পাবন এসো, এসে আমাদের পবিত্র করে তোল।

বাবা বলেন -- প্রথমে তোমরা কত বিচক্ষণ ছিলে, সতোপ্রধান ছিলে। এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছ। তোমাদের বুদ্ধিতেও এখন এসেছে। আগে তো জানতেই না যে আমরাই বিশ্বে রাজত্ব করেছি। তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে পুনরায় হবে। হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী রিপোর্ট হবেই। বাবা বুঝিয়েছেন — ৫০ হাজার বছর আগে আমি এসেছিলাম, তোমাদের স্বর্গের মালিক করেছিলাম। তারপর তোমরা ৮৪ জন্মেরসিঁড়ি ধরে নীচে নেমে এসেছ। এই বর্ণনা কোনও শাস্ত্রে নেই। শিববাবা কি কোনও শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েছেন ? ওঁনাকে জ্ঞানের অথরিটি বলা হয়। লৌকিকের ওরাও গেয়ে বলে -- পতিত-পাবন এসো, গঙ্গা স্নানেও যায়। বাস্তবে ভক্তি হলো গৃহস্থদের জন্য। বাবা বোঝান - ওদেরও জানা নেই যে সন্নতি দাতা কে ? বাবা বলেন — তোমরা আমাকে আহ্বান করে বল, হে পতিত-পাবন এসো। আমি এসে তোমাদের পবিত্র করে তুলি। আমি তোমাদের ঈশ্বরীয় জ্ঞান প্রদান করতে আসি, এমন নয় যে আমার প্রতি কৃপা কর। আমি তো টিচার, তোমরা কৃপা

প্রার্থনা কেন কর ? আশীর্বাদ তো অনেক জন্ম ধরেই নিয়ে এসেছে । এখন মা,বাবার সম্পত্তির মালিক হও আশীর্বাদ কি করবে ! বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে-সাথে বাবার সম্পত্তির মালিক হয়। লৌকিক পিতাকে বলে থাকে কৃপা কর। এখানে কৃপা করার কোনও প্রশ্নই নেই। শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কারো জানা নেই যে বাবা বিন্দু । বাবা এখন তোমাদের বলেছেন, সবাই বলে পরমপিতা পরমাত্মা, গড ফাদার, সুপ্রিম সোল। সুতরাং পরম আত্মা সিদ্ধ (প্রমাণ) হলো না! তিনি হলেন সুপ্রিম। বাদবাকি সবাই আত্মা। সুপ্রিম বাবা এসে তোমাদের তাঁর সমতুল্য করে তোলেন আর কিছু নয়। কারো বুদ্ধিতে হবে অসীম জগতের পিতা যিনি স্বর্গের রচয়িতা, তিনিই এসে স্বর্গের মালিক করে তোলেন। তোমরা এখন জানো, কৃষ্ণের হাতে কেন স্বর্গের গোলক দেখানো হয়েছে। গর্ভ থেকে বাচ্চা বাইরে এলে তখন থেকেই তার আয়ু শুরু হয়। শ্রী কৃষ্ণ সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। গর্ভ থেকে যেদিন বাইরে এসেছে, সেদিন থেকেই ৮৪ জন্ম গণনা হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের বড় হতে-হতে তো ৩০-৩৫ বছর সময় লাগে না ! সুতরাং তাদের ঐ ৩০-৩৫ বছর ৫ হাজার থেকে বাদ দিতে হবে। তোমরা শিববাবার জন্য গণনা করতে পারবে না। শিববাবা যে মুহূর্তে এসেছিলেন তার সময় দেওয়া হয়নি। প্রথম থেকেই দর্শন হয়েছিল। মুসলমানরাও বাগান ইত্যাদি দেখতে পেত। তীর নিষ্ঠা কেউ করেনি। ঘরে বসেই নিজের ইচ্ছা মত ধ্যানে চলে যেত। অন্যান্যরা কত অন্ধ ভক্তি করত। বাচ্চার জানে বাবা কত দূরদেশ থেকে এসেছেন, ব্রহ্মা শরীরে প্রবেশ করে আমাদের ঐশ্বরীয় জ্ঞান প্রদান করছেন। তোমরা যখন বাইরে যাও তোমাদের নেশা (ঐশ্বরীয়)হ্রাস পায়। স্মরণে থাকলে খুশির পারদ উর্ধ্বগামী হবে আর কর্মভীত অবস্থা প্রাপ্ত হবে, কিন্তু এর জন্য সময় চাই। এখন দেখ, শ্রী কৃষ্ণের আত্মার অন্তিম জন্মে পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে তারপর যখন গর্ভ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসবে, সামান্য জ্ঞানও তখন থাকবে না। বাবা বোঝান — কৃষ্ণ কোনও মুরলী (বাঁশি) বাজায়নি। সে তো জ্ঞান সম্পর্কে কিছুই জানেনা। লক্ষ্মী-নারায়ণও জানে না সুতরাং ঋষি,মুনি ,সন্ন্যাসীরা কিভাবে জানবে। বিশ্বের মালিক লক্ষ্মী-নারায়ণ-ই জানতে পারেনি তবে ঐ সন্ন্যাসীরা কিভাবে জানবে। বলে থাকে সাগর থেকে কৃষ্ণ পিপল (অশ্বখ)পাতার উপর চড়ে এসেছে, এই করেছে....। এ'সবই কাহিনী, যা বসে লিখেছে। আরও বলে নদীতে পা রাখা মাত্র নদী নিচে চলে গেল । বিচার কর— মানুষ কত গল্প বানিয়ে বলতে পারে। বাবা বলেন — কোনও উল্টো-পাল্টা কথা বিশ্বাস করবে না। শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে মানুষ অনেক পড়ে থাকে। বাবা বলেন — পড়েছ যদি সব ভুলে যাও। এই দেহকেও ভুলে যাও। আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করে থাকে। ভিন্ন-ভিন্ন নাম, রূপ ,দেশের পোশাক পরে ভূমিকা পালন করে। বাবা বলেন — এই বস্ত্র (শরীর) ছিঃ ছিঃ হয়ে গেছে। আত্মা আর শরীর দুই-ই পতিত হয়ে গেছে। আত্মাকেই শ্যাম এবং সুন্দর বলা হয়। আত্মা যখন পবিত্র ছিল সুন্দর ছিল তারপর কাম চিতায় বসে কুৎসিত হয়ে গেছে। এখন বাবা জ্ঞানের চিতায় বসেছেন। পতিত-পাবন বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করলে খাদ বেরিয়ে যাবে। আত্মার মধ্যেই খাদ পড়ে । কলিযুগের অন্তিমে এসে তোমরা গরিব হয়ে গেছ। সত্যযুগে তোমরা আবার সোনার মহল তৈরি করবে। কত চমকপ্রদ, এখানে হীরার যে কত মূল্য তা অবাক করার মতো। সেখানে তারা পাথরের মতো। তোমরা এখন বাবার কাছ থেকে জ্ঞানের রত্ন দ্বারা নিজেদের ঝুলি পরিপূর্ণ করছ। লিখিত আছে সাগর থেকে রত্ন ভর্তি থালা নিয়ে আসার কথা। সাগর থেকে যত পার রত্ন নিয়ে নাও । তোমাদের সাক্ষাত্কার হয়েছিল। ওরা জিন, মায়া সম্পর্কে নাটক দেখায়। কেউ সোনার ইট পড়ে থাকতে দেখেছিল আর ভেবেছিল সঙ্গে করে নিয়ে যাই। নিচে নেমে দেখেছিল কিছুই নেই। তোমরা তো সত্যযুগে সোনার ইঁটের মহল তৈরি করবে। এমনই সব ভাবনা আসা উচিত তবেই খুশির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। শিববাবা ৫ হাজার বছর পূর্বেও এসে আমাদের রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। কল্পে-কল্পে তোমাদেরই শেখাবেন। যারা এসে ব্রাহ্মণ হবে তারাই আবার দেবতা হবে। বিরাট রূপের চিত্রও বানিয়ে থাকে। তার মধ্যে ব্রাহ্মণদের চোটি গুপ্ত রেখেছে। ব্রাহ্মণ কুল অতি উত্তম গাওয়াও হয়ে থাকে। লৌকিকের ওরা শরীরধারী, তোমরা হলে আত্মিক। তোমরাই প্রকৃত সত্য কথা শুনিয়ে থাকো । এটাই সত্য নারায়ণের কথা, অমরকথা। বাবা অমরকথা শুনিয়ে আমাদের অমর করছেন। এই মৃত্যুলোক শেষ হয়ে যাবে। বাবা বলেন — আমি তোমাদের নিতে এসেছি। কত অসংখ্য আত্মা। আত্মা ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় কোনও আওয়াজ হয়না। মৌমাছিদের ঝাঁক যখন উড়ে যায় তখন কত আওয়াজ হয়। রানীর পিছনে সমস্ত মৌমাছি উড়ে যায়। ওদের নিজেদের মধ্যে কত একতা। গুঞ্জন যুক্ত মথের দৃষ্টান্তও আছে। তোমরা মানুষকে দেব-দেবীতে পরিণত করছ। পতিতদের তোমরা জ্ঞানের ভূ-ভূ দ্বারা পবিত্র করে বিশ্বের মালিক করে তোল। তোমাদের হলো প্রবৃত্তি মার্গ, এখানে অধিকাংশ মাতারা আছেন সেইজন্যই বন্দে মাতরম বলা হয়। একজন ব্রহ্মাকুমারী তিনি, যিনি অন্যদের পিতার কাছ থেকে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকারী করে তোলেন। বাবা সবসময়ই সুখের উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন। যে সার্থিস করবে, লিখবে, পড়বে সেই নবাব....রাজা হওয়া ভালো না কি চাকর হওয়া ভালো। শেষে গিয়ে তোমরা বুঝতে পারবে আমি কি হতে চলেছি ? তখন অনুশোচনা হবে এই ভেবে যে আমি শ্রীমত অনুসারে কেন চলিনি ! বাবা বলেন — ফলো কর।

এমন নয় যে তোমরা এমন কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে একটা ঘর নিলে সেন্টার খোলার জন্য, আর সেইসাথে নিজে মাংস ইত্যাদি খাওয়াও চালিয়ে গেলে। এই ক্ষেত্রে একজন হবে দানশীল আত্মা, অপর জন পাপ আত্মা। সুতরাং সেই জায়গা কখনও আশ্রমে পরিণত হতে পারে না। যদি নিজের ঘরে স্বর্গ তৈরি করতে চাও তবে নিজেকেও স্বর্গে থাকতে হবে না! শুধু আশীর্বাদের উপর নির্ভর করবে না। বাবাকে স্মরণ কর। উনি পবিত্র করেই সঙ্গে নিয়ে যাবেন। তোমাদের কত খুশি হওয়া উচিত, কত বড় লটারি পেয়েছ। যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবার মতো ভালোবাসা, দুনিয়ার কেউ দিতে পারে না। ওঁনাকে বলাই হয় — প্রেমের সাগর। তোমরাও এমন হও। যদি কাউকে দুঃখ দিয়েছ, হতাশ করেছ তবে হতাশা নিয়েই মরবে। বাবা কোনো অভিশাপ দেন না, বোঝান। সুখ দিলে সুখি হবে, সবাইকে ভালবাসো। বাবাও প্রেমের সাগর। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। রুহানী পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কোনও উল্টো-পাল্টা কথায় বিশ্বাস করা উচিত নয়। যা কিছু উল্টো পড়েছে তাকে ভুলে অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

২) শুধুমাত্র আশীর্বাদের উপর নির্ভর করে চলা উচিত নয়। নিজেকে পবিত্র করে তুলতে হবে। বাবার প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হবে, কাউকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়, হতাশাগ্রস্ত করে তোলা উচিত নয়।

বরদানঃ:- — প্রতিটি সঙ্কল্প আর কর্মে সিদ্ধি অর্থাৎ সফলতা অর্জনকারী সম্পূর্ণমূর্তি ভব সঙ্কল্পে সিদ্ধি তখনই প্রাপ্ত হবে যখন সমর্থ সঙ্কল্প রচনা করবে। যে অধিক সঙ্কল্প রচনা করে সে অধিক সঙ্কল্প পালন করতে পারে না। সেইজন্য যত বেশি সঙ্কল্প চলবে ততই শক্তিহীন (সঙ্কল্প) হয়ে পড়বে। সুতরাং প্রথমে ব্যর্থ সঙ্কল্প রচনা বন্ধ করতে হবে তবেই সফলতা প্রাপ্ত হবে আর কর্মে সফলতা প্রাপ্ত করার যুক্তি হলো — কর্ম করার আগেই আদি-মধ্য-আর অন্তকে জেনে কর্ম কর। এর দ্বারাই সম্পূর্ণ মূর্ত হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- — সঠিক সময়ে দুঃখ আর ধোঁকা থেকে বেঁচে যায় যে, সেই সফল আর জ্ঞানী হয়।

"মনন করবার বিধি তথা মনন শক্তিকে বাড়ানোর যুক্তি"

আজ রত্নাকর বাবা তাঁর অমূল্য রত্নদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন যে প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ আত্মা কতখানি জ্ঞান-রত্ন জমা করেছে অর্থাৎ জীবনে ধারণ করেছে ? এক একটি জ্ঞান-রত্ন পদম থেকেও বেশী মূল্যবান ! তাহলে ভাবো, আদি থেকে এখন পর্যন্ত কতো পরিমাণে জ্ঞান-রত্ন প্রাপ্ত হয়েছে ! রত্নাকর বাবা এক একটি বাচ্চার বুদ্ধি রূপী ঝুলিতে অনেক অনেক রত্ন ভরে দিয়েছেন। সকল বাচ্চাদের সমান ভাবে সম পরিমাণ জ্ঞান-রত্ন প্রদান করেছেন। কিন্তু এই জ্ঞান-রত্ন যত নিজের প্রতি বা অন্য আত্মাদের প্রতি কাজে লাগানো হয়, ততোই এই রত্ন বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাপদাদা দেখছেন - বাবা তো সবাইকে সমান দিয়েছেন, কিন্তু কোনো কোনো বাচ্চা রত্ন গুলিকে বাড়িয়েছে আর কেউ কেউ রত্ন গুলিকে বাড়ায়নি। কেউ ভরপুর হয়েছে, কেউ অক্ষয় মালামাল তথা অপার ঐশ্বর্যশালী হয়েছে, কেউ সময় অনুসারে কাজে লাগাচ্ছে, কেউ সব সময় কাজে লাগিয়ে এক এর পদমগুণ বর্ধিত করে যাচ্ছে, কেউ যতটা কাজে লাগানো উচিত, ততখানি লাগাতে পারে না। সেইজন্য রত্নের ভ্যালুকে যতখানি বৃদ্ধিতে পারার কথা ততখানি বৃদ্ধিতে পারছে না। যতখানি প্রাপ্ত হয়েছে সেটা বুদ্ধিতে ধারণ তো করেছে, কিন্তু কার্য ব্যবহারে নিয়ে এলে তার থেকে যে সুখ, খুশী, শক্তি, শান্তি আর নির্বিঘ্ন স্থিতি প্রাপ্তির অনুভূতি হওয়ার কথা, সেটা করতে পারে না। এর কারণ, মনন শক্তির অভাব। কেননা মনন করা অর্থাৎ জীবনে সমাহিত করে নেওয়া, ধারণ করা। মনন না করা অর্থাৎ কেবল বুদ্ধি পর্যন্ত ধারণ করা। তারা জীবনে প্রতিটি কার্যে, প্রতিটি কর্মে ব্যবহারে নিয়ে আসে - তা' নিজের জন্যই হোক বা অন্য আত্মাদের জন্যই হোক। আর অন্যরা কেবল বুদ্ধিতে স্মরণ রাখে অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা ধারণ করে।

যেমন যে কোনো স্থূল সম্পদকে কেবল সিন্দুক এনে রেখে দিলে আর সময় মতো বা সদা কাজে যদি না লাগাও, তবে সেই খুশীর প্রাপ্তি হয় না। কেবল মনের সান্ত্বনা থাকে যে, আমার কাছে আছে। সেটা না বৃদ্ধি পাবে, না অনুভূতি হবে। তেমনই জ্ঞান রত্ন যদি কেবল বুদ্ধিতে ধারণ করলে, স্মরণে রাখলে, মুখে বর্ণন করলে - পয়েন্ট তো খুব সুন্দর, তো স্বল্প সময়ের জন্য ভালো পয়েন্টের কারণে নেশাও ভালোই থাকে। কিন্তু জীবনে, প্রতিটি কর্মে সেই জ্ঞান রত্নকে নিয়ে আসতে হবে। কেননা 'জ্ঞান রত্নও, জ্ঞান আলোকও, আবার জ্ঞান শক্তিও। সেইজন্য যদি এই বিধিতে কর্মে না নিয়ে আসা হয়, তবে বৃদ্ধিও পায় না বা অনুভূতিও হয় না। জ্ঞান পঠন-পাঠনও, জ্ঞান শ্রেষ্ঠ সমরাস্ত্রও। এই হল জ্ঞানের মূল্য। মূল্যকে জানা অর্থাৎ কর্মে ব্যবহার করা আর যত বেশী কার্য ব্যবহারে নিয়ে আসা হবে, ততই শক্তির অনুভব করতে থাকবে। যেমন অস্ত্রকে সময় মতো যদি ব্যবহার না করা হয়, তবে সেই অস্ত্র অনুপযোগী হয়ে যায় অর্থাৎ তার যে ভ্যালু, তা' হ্রাস হয়ে যায়। জ্ঞানও অস্ত্রই, যদি মায়াজিৎ হওয়ার সময় অস্ত্রকে কাজে ব্যবহার করা না হয়, তবে তার যে ভ্যালু, তাকে কম করে দিলে। কেননা তার থেকে লাভ নিলে না। লাভ নেওয়া অর্থাৎ ভ্যালু বজায় রাখা। জ্ঞান রত্ন সকলের কাছে আছে, কারণ সকলেই তোমরা অধিকারী। কিন্তু ভরপুর থাকার বিষয়ে নস্বরক্রমে রয়েছে। মূল কারণ শোনালাম - মনন শক্তির অভাব।

মনন শক্তি হল বাবার খাজানাকে (সম্পদ) নিজের খাজানা অনুভব করার আধার। স্থূল আহার হজম হলে যেমন রক্ত তৈরী হয়, কেননা আহার করা আলাদা জিনিস, কিন্তু তাকে হজম করে নিলে সেটা রক্তের রূপে নিজের হয়ে যায়। ঠিক সেইভাবেই মনন শক্তির দ্বারা বাবার খাজানা মানে আমার খাজানা - এই নিজের অধিকার, নিজের খাজানা বলে তখন অনুভব হয়। বাপদাদা আগেও বলেছেন - নিজের কায়দায় ঘুটলে তবেই নেশা চড়বে। অর্থাৎ বাবার খাজানাকে মনন-শক্তির দ্বারা কাজে লাগিয়ে প্রাপ্তির অনুভব যদি করো, তবে নেশা চড়বে। শুনবার সময় নেশা থাকে, কিন্তু সর্বদা কেন থাকে না ? এর কারণ হল সদা মনন-শক্তির দ্বারা তাকে নিজের বানাওনি। মনন শক্তি অর্থাৎ সাগরের তলদেশে গিয়ে অন্তর্মুখী হয়ে জ্ঞান রত্নের গূহ্যতায় যাওয়া। কেবল রিপোর্ট করবে না, বরং প্রতিটি পয়েন্টের রহস্য কী আর প্রতিটি পয়েন্টকে কোন্ সময়, কোন্ বিধিতে কাজে ব্যবহার করতে হবে আর প্রতিটি পয়েন্টকে অন্য আত্মাদের প্রতি সেবাতে কোন্ বিধিতে লাগাতে হবে - প্রতিটি পয়েন্টকে শুনে মনন করে এই চারটি বিষয়েই ভাবো। তার সাথে সাথে মনন করতে করতে প্র্যাকটিক্যালি সেই রহস্যের রসে ডুবে যাও, নেশার অনুভূতিতে এসো। মায়ার ভিন্ন ভিন্ন বিঘ্ন গুলিকে সময় বা প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজে লাগিয়ে দেখো, আমি যেটা মনন করেছি এই পরিস্থিতি অনুসারে বা বিঘ্ন অনুসারে সেই জ্ঞান রত্ন আমাকে মায়াজিৎ বানাতে পারবে নাকি বানাবে, সেটা প্র্যাকটিক্যালি হয়েছে অর্থাৎ মায়াজিৎ

হয়েছে ? নাকি ভেবেছিলে মায়াজিৎ হবে, কিন্তু পরিশ্রম করতে হবে নাকি সময় ব্যর্থ হয়েছে ? এতে প্রমাণ হয় যে বিধি যথার্থ ছিল না, সেই কারণেই সিদ্ধিলাভ হল না। ইউজ করবার পদ্ধতিও জানা চাই, অভ্যাসও চাই। সায়েন্স এর লোকেরা যেমন অত্যন্ত পাওয়ারফুল বম্বস্ (শক্তিশালী বারুদ-গোলা) নিয়ে যায়। মনে করে - ব্যস্, এর দ্বারাই আমরা জিতে যাব। কিন্তু ইউজ যারা করবে, তারা যদি কীভাবে ইউজ করতে হয়, সেটাই না জানে, তবে যত পাওয়ারফুল বম্বস্ হোক না কেন, তা' যেখানে সেখানে এমন জায়গায় গিয়ে পড়ে যে ব্যর্থ হয়ে যায়। তার কারণ কী ? ইউজ করবার বিধি ঠিক নেই। এই রকম এক একটি জ্ঞান-রত্ন হল অতি অমূল্য। জ্ঞান রত্ন বা জ্ঞানের শক্তির কাছে পরিস্থিতি বা বিঘ্ন টিকতে পারে না। কিন্তু যদি বিজয় না হয়, তবে জানবে ইউজ করবার বিধি তার জানা নেই। দ্বিতীয়তঃ, মনন শক্তির অভ্যাস সর্বদা না করার জন্য বিনা অভ্যাসে যখন হঠাৎ করে সময়মতো কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা করো, তখন তোমরা বঞ্চিত হয়ে যাও। এই অমনোযোগী মনোভাব এসে যায় - জ্ঞান তো বুদ্ধিতে আছেই, সময় মতো তাকে কাজে ব্যবহার করে নেবো। কিন্তু সব সময়ের অভ্যাস, বহুকালের অভ্যাস প্রয়োজন। নয়তো, সেই সময় যে ভাববে, তাকে কি টাইটেল দেওয়া হবে ? - কুস্কর্ণ। সে কী অমনোযোগী মনোভাব দেখিয়েছে ? এটাই তো ভেবেছে যে, আসতে দাও, আসলে ঠিক জিতে যাব। সুতরাং এইভাবে ভাবা যে সময়তে ঠিক হয়ে যাবে, এই অমনোযোগিতার মনোভাব মানসিক চাঞ্চল্য বা বিমূঢ়তা উৎপন্ন করে। সেইজন্য রোজ মনন শক্তিকে বাড়িয়ে যেতে থাকো।

রিভাইস কোর্স বা অভ্যাস, যা রোজ শুনছো, তো মনন শক্তিকে বাড়ানোর জন্য রোজ কোনো না কোনো একটি বিশেষ পয়েন্ট বুদ্ধিতে ধারণ করো আর যে চারটি বিষয় বলেছি, সেই বিধি অনুযায়ী অভ্যাস করো। চলতে ফিরতে, সব কাজকর্ম করতে করতে - স্থূল কাজকর্মই করো কিস্বা সেবার কাজ করো, সারাদিন মনন যেন চলতে থাকে। হযত বিজনেস করছো বা অফিসে কাজ করছো, কিস্বা সেবা কেন্দ্রে সেবা করছো, যে মুহূর্তে বুদ্ধি একটু ফ্রি রয়েছে দেখবে, নিজের মনন শক্তির অভ্যাসকে বারবার ভিন্ন ভিন্ন যুক্তির বিচারে ছোটো। কোনো কোনো কাজ এমনও হয় যে, কাজ করছো, তার সাথে সাথে ভাবার অবকাশও রয়েছে। এমন খুব কমই হয় যে, এমন কাজ হয়ে থাকে যে, যাতে বুদ্ধির ফুল অ্যাটেনশন দিতে হয়, নাহলে তো ডবল দিকে বুদ্ধি চলতে থাকে। এইরকম সময়ে যদি নিজের দিনচর্যাতে নোট করে রাখো, তবে মাঝে মাঝে অনেক সময় পেয়ে যেতে পারো। মনন শক্তির জন্য বিশেষ সময় পাওয়া গেলে তবেই অভ্যাস করব - সেরকম কোনো বিষয় নয়। চলতে ফিরতেও সেটা করতে পারো। যদি একান্তে থাকার সময় পাওয়া যায়, তবে তো খুবই ভালো। আর সূক্ষ্মতায় গিয়ে প্রতিটি পয়েন্টকে স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করো। বিস্তারে যাও, তাহলে অনেক মজা পাবে। কিন্তু প্রথমে পয়েন্টের নেশার স্থিতিতে স্থিত হয়ে করবে, তখন আর বোর হবে না। নয়তো, তোমরা শুধু রিপোর্ট করে নাও আর পরে বলো যে এটা তো হয়ে গেছে, এখন কী করবো ?

যেমন, তোমরা যখন স্বদর্শন চক্র ঘোরাও, তখন তোমাদের কেউ কেউ বাবাকে হাসায়, চক্র কীভাবে ঘুরাবো, ৫ মিনিটেই তো চক্র পুরো হয়ে যায় ! তারা স্থিতির অনুভব করতে তো আসে না, শুধুই রিপোর্ট করে - সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ, এত জন্ম, এত আয়ু, এত সময়... ব্যস্, পুরো হয়ে গেল ! কিন্তু স্বদর্শন চক্রধারী হওয়া অর্থাৎ নলেজফুল, পাওয়ারফুল স্থিতির অনুভব করা। পয়েন্টের নেশায় স্থিত থাকা, গুঢ়ার্থ

জেনে রাজযুক্ত হওয়া অর্থাৎ সেই জ্ঞানের বিন্দুযুক্ত হওয়া - প্রতিটা পয়েন্টে এইরকম অভ্যাস করো। এটা তো স্বদর্শন চক্রের একটা বিষয়ে বলা হয়েছে। এইভাবে, জ্ঞানের প্রতিটা পয়েন্টকে মনন করো আর মাঝে মাঝে অভ্যাস করো। এইরকম নয় শুধু আধঘন্টা মনন করেছ ! যখনই সময় পাচ্ছ মননের অভ্যাসের দিকে যেন তোমার বুদ্ধি চলে যায়। মনন শক্তিতে বুদ্ধি বিজি থাকলে তবে নিজে থেকেই সহজে মায়াজিত হয়ে যাবে। তোমাকে বিজি দেখে মায়া নিজেই সরে যাবে। মায়া যদি আসে আর মায়াকে তাড়াতে তোমাদের যুদ্ধ করতে হয় এবং কখনো জয়, কখনো পরাজয় হয়, তাহলে সেটা পিঁপড়ে মার্গের পুরুষার্থ অর্থাৎ হামাগুড়ি দিয়ে চলার অবস্থার পুরুষার্থ। এখন সময় তীব্র পুরুষার্থ করার, ওড়ার সময়, সেইজন্য মনন শক্তিতে বুদ্ধি বিজি রাখো। এই মনন শক্তি দ্বারা স্মরণের শক্তিতে মগ্ন থাকার অনুভব সহজ হয়ে যাবে। মনন তোমাদের মায়াজিত বানায় আর ব্যর্থ সঙ্কল্প থেকেও মুক্ত করে দেয়। যেখানে ব্যর্থ নেই, বিঘ্ন নেই তো সেখানে শক্তিশালী স্থিতি এবং ভাবে বিভোর হয়ে থাকার স্থিতি আপনা থেকেই হয়ে যায়।

অনেকে ভাবে - বীজরূপ স্থিতি কিংবা শক্তিশালী স্মরণের স্থিতি কম স্থায়ী হয়, কিংবা অনেক অ্যাটেনশন দেওয়ার পর অনুভব হয়। এর কারণ তোমাদের আগের বারই শোনানো হয়েছে যে লিকেজ আছে, বুদ্ধির শক্তি ব্যর্থের দিকে যায়। কখনো ব্যর্থ সঙ্কল্প চলবে, কখনো সাধারণ সঙ্কল্প চলবে। যে কাজ তোমরা করছ সেই কাজের সঙ্কল্পে বুদ্ধির বিজি থাকা - একে বলে, সাধারণ সঙ্কল্প। স্মরণের শক্তি কিংবা মনন শক্তি যেমন হওয়া উচিত তেমন হয় না আর নিজেকে এই বলে খুশি

করে নাও যে আজ কোনো পাপ কর্ম হয়নি, কোনো ব্যর্থ চলেনি, কাউকে দুঃখ দিইনি। কিন্তু তোমার শক্তিশালী সঞ্চল, শক্তিশালী স্থিতি, শক্তিশালী স্মরণ ছিল? যদি না থাকে তাহলে বলা হবে সাধারণ সঞ্চল। কর্ম করেছে কিন্তু কর্ম আর যোগ একসাথে হয়নি। কর্মকর্তা হয়েছে কিন্তু কর্মযোগী হওনি, সেইজন্য কর্ম করার কালে হয় মনন শক্তি, কিংবা মগ্ন স্থিতির শক্তি, এই দুইয়ের মধ্যে একটা অনুভূতি সদা হতে দাও। এই দুই স্থিতি শক্তিশালী সেবা করানোর আধার। যারা মননকারী তাদের অভ্যাস থাকার কারণে যে সময় যে স্থিতি বানাতে চায় তা বানাতে পারে। লিঙ্ক থাকলে লিকেজের অবসান হয়ে যায় আর যে সময় যে অনুভূতি, তা বীজরূপ স্থিতিরই হোক, বা ফরিস্তা রূপের, যা করতে চাও সেটা সহজে করতে পারবে, কারণ যখন জ্ঞানের স্মৃতি আছে তখন জ্ঞানের স্মরণ দ্বারা জ্ঞানদাতা আপনা থেকেই স্মরণে থাকেন। সুতরাং বুঝেছ, মনন কীভাবে করতে হবে? তোমাদের বলা হয়েছিল তো আবার কোনও একদিন মনন সম্বন্ধে বলা হবে, সেইজন্য বাবা আজ তোমাদেরকে মনন করার বিধি বললেন। মায়ার বিদ্বৎ থেকে সদা বিজয়ী হওয়া বা সদা সেবায় সফলতার অনুভব করা, এর আধার মনন শক্তি। বুঝেছ? আচ্ছা!

সর্বজ্ঞান-সাগরের 'জ্ঞানী তু আত্মা' বাচ্চাদের, সদা মনন শক্তি দ্বারা সহজে মায়াজিত হয় এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, মনন শক্তির অভ্যাসকে সদা বাড়িয়ে চলে, মনন দ্বারা মগ্ন স্থিতির অনুভব করে, সদা জ্ঞান রত্নের মূল্য জেনে, সদা সর্বকর্মে জ্ঞানের শক্তিকে কার্যে প্রয়োগ করে, সদা শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে থাকে এমন বিশেষ এবং অমূল্য রত্নরাজিকে বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

"পাটিদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার :-" নিজেকে তোমরা তীব্র পুরুষার্থী মনে করো? কেননা সময় অনেক তীব্রগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। সময় দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে, তাহলে সময়মতো অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে যারা যাচ্ছে তাদের কোন্ গতিতে চলতে হবে? সময় কম আর প্রাপ্তি বেশি করতে হবে। সুতরাং অল্প সময়ে যদি বেশি প্রাপ্তি করতে হয় তাহলে তীব্র করতে হবে, তাই না? তোমরা সময়কেও দেখছ আর নিজেদের পুরুষার্থের গতিও জানো। সুতরাং সময় যদি তেজগতি হয় আর নিজেদের যদি তীব্রগতি না হয় তাহলে সময় অর্থাৎ রচনা তোমরা সব রচয়িতার থেকেও তেজিয়ান হলো। রচয়িতার থেকে রচনা যদি তেজগতি হয়ে যায় তাহলে কি ব্যাপারটা ভালো বলবে? রচয়িতার তো রচনার সামনে হওয়া উচিত। সদা তীব্র পুরুষার্থী আত্মা হয়ে সামনে এগোনোর সময় এখন। যদি সামনে এগিয়ে যেতে কোনও সাইড সীনস্ দেখে থেমে যাও, তাহলে কিন্তু যারা থামবে তারা ঠিক সময়ে পৌঁছাতে পারবে না। মায়ার যেকোন আকর্ষণই সাইড সীন। সাইড সীনে যারা থামে তারা কীভাবে লক্ষ্যে পৌঁছাবে? সেইজন্য সদাসর্বদা তীব্র পুরুষার্থী হয়ে সামনে এগিয়ে চলো। এমন নয় যে সময়মতো পৌঁছেই যাবে, এখন তো সময় পড়ে আছে। এইরকম ভেবে যদি ধীরগতিতে চলো তাহলে সেই সময়ে বঞ্চিত হয়ে যাবে। বহুকালের তীব্র পুরুষার্থের সংস্কার, অন্তেও তীব্র পুরুষার্থের অনুভব করাবে। অতএব, সদা তীব্র পুরুষার্থী হও, কখনো তীব্র, কখনো দুর্বল - না! এ'রকম নয় যে কিছু তুচ্ছ ঘটনা ঘটল, আর দুর্বল হয়ে যাবে! একে তীব্র পুরুষার্থী বলা যাবে না। তীব্র পুরুষার্থী কখনো থামে না, বরং ওড়ে। সুতরাং উড়ন্ত বিহঙ্গ হয়ে উড়তি কলার অনুভব করে এগিয়ে চলো। একে অপরকে সহযোগ দিয়ে নিরন্তর তীব্র পুরুষার্থী বানাও। যত অন্যদের সেবা করবে ততই নিজের উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়তে থাকবে।

"বিদায় কালে (দাদি জানকীজী বাপদাদার থেকেবিদেশে যাওয়ার অনুমতি নিচ্ছেন)"

দেশ-বিদেশে সেবার উৎসাহ-উদ্দীপনা ভালো। যেখানে উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে, সেখানে সফলতাও হয়। সদা এই অ্যাটেনশন রাখতে হবে যে তোমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে এবং সংগঠনের শক্তিও আছে। স্নেহের শক্তি, সহযোগের শক্তি হলে তাহলে সফলতাও সেই অনুসারে হয়। এটা ভূমি। যখন ভূমি ঠিক তখন ফলও সে'রকমই দেয় আর যদি টেম্পোরারি ভাবে (অস্থায়ী) ভূমিকে ঠিক করে বীজ বপন করো তো ফলও অল্প সময়ের জন্য পাওয়া যাবে, সদাকালের জন্য ফল পাওয়া যাবে না। সুতরাং সফলতার ফলের আগে সদা ভূমি চেক করো। আর অন্যান্য যা কিছু করো তার জন্য তো জমা হয়েই যায়। এখনও তোমরা খুশি প্রাপ্তি করো আর ভবিষ্যতে তো আছেই। আচ্ছা!

বরদান:-

ভাঙা-গড়া আর জোড়া - এই তিন শব্দের স্মৃতি দ্বারা সদা বিজয়ী ভব

সমুদয় পঠন-পাঠন আর শিক্ষার সার এই তিন শব্দ :- ১- কর্মবন্ধন ভাঙতে হবে। ২- নিজের সংস্কার-স্বভাব গড়তে হবে এবং ৩- এক বাবার সঙ্গে সর্ব সম্বন্ধ জুড়তে হবে - এই তিন শব্দ তোমাদের সম্পূর্ণ বিজয়ী বানায়, এর জন্য সদা এই স্মৃতি যেন থাকে যে যা কিছু বিনাশী বস্তু তোমরা এই নয়নে দেখ তা সব বিনাশ হয়েই আছে। সে'সব দেখেও নিজের নতুন সম্বন্ধ, নতুন সৃষ্টি দেখতে থাকো, তাহলে কখনো

হেরে যাবে না।

স্লোগান:-

যোগীর লক্ষণ - সদা ক্লীন এবং ক্রিয়ার।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই জগৎ-সংসার কবরখানায় পরিণত হবে সেইজন্য এখানে হৃদয়(মন) দিও না, স্বর্গকে(পরিস্থান) স্মরণ করো"

*প্রশ্নঃ - তোমাদের অর্থাৎ দরিদ্র বাচ্চাদের মতন সৌভাগ্যশালী জগতে আর কেউ নয় -- কেন ?

*উত্তরঃ - কারণ তোমরা অর্থাৎ দরিদ্র বাচ্চারা ডাইরেক্ট সেই বাবার হয়ে গেছো যাঁর থেকে সঙ্গতির উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। দরিদ্র বাচ্চারা পড়ে। ধনবানেরা যদি অল্প পড়েও, কিন্তু মুশকিলই তাদের বাবার স্মরণ থাকে। শেষে তোমাদের বাবা ছাড়া আর কিছুই স্মরণে আসবে না সেইজন্যই তোমরা সৌভাগ্যশালী।

*গীতঃ- হৃদয়ের ভরসা যেন ভেঙ্গে না যায়....

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে বাবা বোঝাচ্ছেন আর বাচ্চারা বুঝছে যে অবশ্যই এই জগৎ-সংসার এখন কবরখানায় পরিণত হবে। প্রথমে এই জগৎ স্বর্গ ছিল, এখন পুরোনো হয়ে গেছে সেইজন্য একে কবরখানা বলা হয়। সকলকেই কবরে যেতে হবে। পুরোনো বস্তু কবরে চলে যায় অর্থাৎ মাটিতে মিশে যায়। বাচ্চারা, সেও কেবল তোমরাই জানো, দুনিয়া জানে না। কিছু বিদেশীরাও অবগত আছে যে এইসময় দেখা যাচ্ছে সবকিছু কবরে চলে যাবে। বাচ্চারা, তোমরাও জানো যে পরিস্থান স্থাপন করেন আমাদের বাবা পুনরায় এসেছেন। বাচ্চারা এও বোঝে, যদি এই কবরখানার সঙ্গে হৃদয়ের যোগসূত্র স্থাপন করেছে তাহলে লোকসান হয়ে যাবে। এখন তোমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অসীম জগতের সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো, সেও কল্প-পূর্ব সদৃশ। বাচ্চারা, একথা তোমাদের বুদ্ধিতে সর্বদা থাকা উচিত এইটিই মন্বনাভব। বাবার স্মরণে থাকলেই স্বর্গবাসী হবে। ভারতই স্বর্গ ছিল, আর কোনো খন্ড স্বর্গ ছিল না। এ হলো মায়া রাবণের ফোর্স(পাম্প)। এ স্বল্পসময় পর্যন্ত চলবে। এ হলো মিথ্যে প্রদর্শনী(শো)। মায়া মিথ্যা, কায়া মিথ্যা বলাও হয়, তাই না! এ হলো পরবর্তীসময়ের জাঁকজমক। এ'সব দেখে মনে করে, এখনই তো স্বর্গ রয়েছে, পূর্বে নরক ছিল। বড়-বড় ঘর-বাড়ী তৈরী করতে থাকে, এ হলো ১০০ বছরের প্রদর্শনী। টেলিফোন, বিদ্যুৎ, এরোপ্লেন ইত্যাদি সবই এই ১০০ বছরের মধ্যেই তৈরী হয়েছে। কতরকমের শো সেইজন্যই মনে করে এখনই তো স্বর্গ। পুরোনো দিল্লী কী ছিল ? নতুন দিল্লী এখন কিভাবে ভাল তৈরী হয়েছে। নামই রাখা হয়েছে নতুন দিল্লী। বাপুজী চাইতেন নতুন দিল্লী রাম-রাজ্য হোক, স্বর্গ হোক। এ হলো অস্থায়ী ফোর্স। কত বড়-বড় বাড়ি-ঘর, ঝরনা তৈরী করে, একে আর্টিফিসিয়াল স্বর্গ বলা হয়, স্বল্পসময়ের জন্য। তোমরা জানো যে এর নাম স্বর্গ নয়। এর নাম নরক। নরকেরও একধরনের সৌন্দর্য্য আছে। তা হলো স্বল্পকালের জন্য। এ এখনই সমাপ্তির পথে। এখন বাবা বাচ্চাদের বলেন -- এক হলো শান্তিধামকে স্মরণ করো। সকল মানুষমাত্রই শান্তি খুঁজে বেড়ায়। কোথায় শান্তি পাবে ? এখন এই প্রশ্ন তো সমগ্র জগতের যে জগতে শান্তি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে ? বাস্তবে মানুষের জানা নেই যে আমরা হলাম শান্তিধাম-নিবাসী। আত্মারূপী আমরা শান্তিধামে শান্ত থাকে পুনরায় এখানে আসে ভূমিকা পালন করতে। বাচ্চারা সেও তোমাদের জানা আছে, এখন তোমরা পুরুষার্থ করছো সুখধাম যাওয়ার জন্য ভায়া শান্তিধাম। প্রত্যেকের বুদ্ধিতে রয়েছে যে আত্মা-রূপে আমরা আপন ঘরে যাবো, শান্তিধামে। এখানে তো শান্তির কথা হতেই পারে না। এ হলো দুঃখধাম। সত্যযুগ পবিত্র দুনিয়া, কলিযুগ পতিত দুনিয়া। বাচ্চারা, এ'সমস্ত কথা বোঝার বোধ এখন তোমাদের এসেছে। জগতের মানুষ তো কিছুই জানে না। তোমাদের বুদ্ধিতে এসেছে -- অসীম জগতের পিতা আমাদের সৃষ্টি-চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান। তারপর কিভাবে ধর্মস্থাপকেরা এসে ধর্ম স্থাপন করেন। এখন সৃষ্টিতে কত অগণিত মানুষ। ভারতেও অগণিত রয়েছে। ভারত যখন স্বর্গ ছিল তখন অনেক ধনবান ছিল, আর কোনো ধর্ম ছিল না। বাচ্চারা, তোমাদের প্রত্যহ রিফ্রেশ করা হয়। বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। ভক্তিমার্গেও এ'সব হয়ে আসছে। সর্বদা অঙ্গুলী নির্দেশ করা হয় যে পরমাত্মাকে স্মরণ করো। পরমাত্মা অথবা আল্লাহ ওখানে রয়েছে। কিন্তু কেবলমাত্র এমনি-এমনিই স্মরণ করলে কি কিছু হয় নাকি! না তা হয় না। তাদের এও জানা নেই যে স্মরণের দ্বারা কি লাভ হবে ! ওঁনার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ ? জানেই না। দুঃখের সময় ডাকে -- হে রাম..... আত্মা স্মরণ করে। কিন্তু তাদের এ'কথা জানা নেই যে সুখ-শান্তি কাকে বলা হয়। তোমাদের বুদ্ধিতে আসে যে আমরা সকলেই এক পিতার সন্তান তাহলে দুঃখ হবে কেন ? অসীম জগতের পিতার থেকে সদা সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এও চিত্রে পরিষ্কারভাবে দেওয়া আছে। ঈশ্বর হলেনই স্বর্গের স্থপতি, হেভেনলী গডফাদার। তিনি ভারতেই আসেন। একথা কেউ বুঝতে পারে না। দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা অবশ্যই সঙ্গমেই হবে, সত্যযুগে কিভাবে হবে! কিন্তু এ'সবকথা অন্য ধর্মাবলম্বীরা জানে না। নলেজফুল বাবাই এ'সব বুঝিয়ে থাকেন -- আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম কিভাবে স্থাপিত হয়েছে। সত্যযুগের আয়ু লক্ষ-লক্ষ বছর বলে

অনেক দূরে করে দেয়। বাচ্চারা, তোমাদের এই চিত্রের উপরেই বোঝাতে হবে। ভারতে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। ওনারা কিভাবে, কবে এই রাজ্য পেয়েছিল, তা জানে না। কেবল বলে -- এনারা সত্যযুগের মালিক ছিলেন। তাদের সম্মুখে গিয়ে ভিক্ষা করতে থাকে, অল্পসময়ের জন্য কিছু না কিছু পেয়ে যায়। কেউ-কেউ দান-পুণ্যাদি করে তাদেরও অল্পকালের জন্য ফল প্রাপ্ত হয়। দরিদ্র পঞ্চায়েত মুখিয়ারও এতটাই খুশী থাকে, যতখানি ধনবান মুখিয়ার। দরিদ্ররাও নিজেদের সুখী মনে করে। বস্তুতে দেখো, দরিদ্র মানুষেরা কেমন-কেমন স্থানে বসবাস করে। বাচ্চারা, তোমরা এখন বোঝ -- অবশ্যই কোটিপতি কিন্তু তারা কত দুঃখী। তোমরা বলবে, আমাদের মতন সৌভাগ্যশালী আর কেউ নেই। আমরা ডাইরেক্ট বাবার হয়ে গিয়েছি, যাঁর থেকে সঙ্গতির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। বড়-বড় ব্যক্তির কখনো উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারে না। যে দরিদ্র সে ধনবান হয়ে যায়। পড়ো তোমরা, ওরা তো অশিক্ষিত। যদি সামান্য পড়েও কিন্তু বাবার স্মরণে থাকতে পারে না। অস্তিমে তোমাদের বাবা ব্যতীত আর কিছুই স্মরণে থাকবেনা। তোমরা জানো যে এ'সব কবরখানায় পরিণত হবে। বুদ্ধিতে থাকা উচিত, এই যে আমরা কাজ-কর্মাদি (ধান্ধা) করি, কিছু সময়ের জন্য। ধনবানেরা ধর্মশালাদি তৈরী করে। সে'সব কোনো ব্যবসার জন্য তৈরী করে না। যেখানে তীর্থ সেখানেই ধর্মশালা থাকবে না তো কোথায় থাকবে, সেইজন্যই ধনবানেরা ধর্মশালা তৈরী করে। এ'রকম নয় যে সেখানে ব্যবসায়ীরা এসে ব্যবসা করবে। ধর্মশালা তীর্থস্থানেই তৈরী করা হয়ে থাকে। এখন তোমাদের সেন্টার হলো সর্বাপেক্ষা বড় তীর্থ। যেখান-যেখানে তোমাদের সেন্টার রয়েছে সেখানেই তা হলো বৃহত্তম তীর্থক্ষেত্র। যেখান থেকে মানুষ সুখ-শান্তি প্রাপ্ত করে। তোমাদের এই গীতা পার্শালা অনেক বড়। এ হলো উপার্জনের উৎস, এর থেকে তোমাদের অনেক আদানী হয়। বাচ্চারা, তোমাদের জন্য এও হল ধর্মশালা। সর্বাপেক্ষা বড় তীর্থ। তোমরা অসীম জগতের পিতার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত কর। এরথেকে বৃহত্তম তীর্থ আর হয় না। ওই সমস্ত তীর্থে গিয়ে তো তোমরা কিছু পাও না। সেও তোমরা বোঝ। ভক্তরা অতি প্রেম-পূর্বক মন্দিরাদি থেকে চরণামৃত নেয়। মনে করে এতেই আমাদের হৃদয় পবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু এ তো কেবলই জল। এখানে তো বাবা বলেন -- আমায় স্মরণ করো তবেই উত্তরাধিকার পাবে। এখন অসীম জগতের পিতার থেকে তোমরা অবিনাশী জ্ঞান-রঞ্জের ভান্ডার(খাজানা) পাও। অধিকাংশই শঙ্করের কাছে যায়, মনে করে অমরনাথ পার্বতীকে কথা শুনিয়েছেন, তখন বলে ঝুলি পূর্ণ করে দাও.....তোমরা অবিনাশী জ্ঞান-রঞ্জের দ্বারা ঝুলি পরিপূর্ণ কর। তাছাড়া অমরনাথ কি কোনো একজনকেই বসে কথা শোনাতে নাকি, না তা শোনাতে না। অবশ্যই অনেকেই হবে আর সেও এই মৃত্যুলোকেই হবে। সূক্ষ্মলোকে তো কথা শোনানোর প্রয়োজনই নেই। অসংখ্য তীর্থ তৈরী করা হয়েছে। অগণিত সাধু-সন্ত, মহাত্মাদি সেখানে যায়। অমরনাথে লক্ষ-লক্ষ মানুষ যায়। কুম্ভমেলায় গঙ্গা-স্নান করতে সবচেয়ে বেশী যায়। মনে করে, আমরা পবিত্র হব। বাস্তবে কুম্ভমেলা হলো এখানে। ওই মেলা তো জন্ম-জন্মান্তর ধরে করে এসেছে। কিন্তু বাবা বলেন -- এখান থেকে ফিরে নিজেদের ঘরে কেউই যেতে পারে না কারণ যখন আত্মা পবিত্র হবে তখনই যেতে পারবে। কিন্তু অপবিত্র হওয়ার কারণে সকলের ডানা ভেঙে রয়েছে। আত্মা পাখনা পেয়েছে, যোগে থেকে আত্মা সবচেয়ে বেশী ওড়ে। কারোর হিসেব-নিকেশ যদি লন্ডনে, আমেরিকায় হয় তখন ততক্ষণও উড়ে যাবে। সেখানে সেকেন্ডে পৌঁছে যাবে। কিন্তু মুক্তিধামে তো যখন কর্মাতীত হবে তখনই যেতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এখানেই জন্ম-মৃত্যুতে (চক্রে) আসবে। যেমন ড্রামা টিক-টিক করে চলে। আত্মাও টিক তেমনই, টিক হলেই সে(আত্মা) চলে যায়। এর মতন তীর গতিসম্পন্ন আর কোনো জিনিস হয় না। অগণিত সব আত্মারা মূলবতনে যাবে। আত্মার কোথা থেকে কোথাও পৌঁছতে দেবী লাগে না। মানুষ এ'কথা বোঝে না। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আসে যে নতুন দুনিয়ায় অবশ্যই স্বল্পসংখ্যক আত্মা থাকবে আর সেখানে তারা সুখী থাকবে। সেই আত্মারাই এখন ৮৪ জন্ম ভোগ করে অত্যন্ত দুঃখী হয়ে পড়েছে। তোমাদের সমগ্র চক্রই জানা রয়েছে। তোমাদের বুদ্ধিই চলে আর কোনো মানুষমাত্রেরই বুদ্ধি চলে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মারও গায়ন রয়েছে। কল্প-পূর্বেও তোমরা এমনই ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হয়ে ছিলে। তোমরা জানো যে আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। আমাদের দ্বারা বাবা স্বর্গের স্থাপনা করছেন। যখন পুরুষার্থের নশ্বরের অনুক্রমে সুযোগ্য হয়ে যাবে তখন পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে। ত্রিমূর্তির গায়নও এখানেই করা হয়। ত্রিমূর্তির চিত্রও রাখে। সেখানে শিবকে দেখানো হয় না। বলাও হয় যে -- ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন, কে করায় ? শিববাবা। বিষ্ণুর দ্বারা পালন। তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা এখন সুযোগ্য হয়ে উঠছে, দেবতা হওয়ার উদ্দেশ্যে। এখন তোমরা সেই ভূমিকাই পালন করছো। কল্প-পরবর্তীকালেও পুনরায় পালন করবে। তোমরা পবিত্র হয়ে যাও। তোমরা বলো -- বাবার আশ্রয় হলো, কাম-রূপী শত্রুর উপর বিজয়প্রাপ্ত কর, মামেকম্ স্মরণ করো। অত্যন্ত সহজ। বাচ্চারা, ভক্তিমার্গে তোমরা অনেক দুঃখ দেখেছো। অনেক করেও অল্পসুখ হয়, সেও স্বল্পকালের জন্য। ভক্তিতে সাক্ষাৎকার হয়, সেও অল্পসময়ের জন্য। তোমাদের আশা পূর্ণ হয়, এই সাক্ষাৎকার হয় -- সেও তো আমিই করাই। ড্রামায় নির্ধারিত। সেকেন্ড বাই সেকেন্ড যা অতিবাহিত হয়ে গেছে, সেই ড্রামা চিত্রায়িত (শ্যুট) হয়ে গেছে। এমন বলো না -- এখন শ্যুট হলো। না, এ তো অনাদি পূর্ব-নির্ধারিত ড্রামা। যত অ্যাক্টস রয়েছে -- সকলেই ভূমিকাই অবিনাশী। মোক্ষ তো কেউই পায় না। সন্ন্যাসীরা বলে -- আমরা বিলীন হয়ে যাই। বাবা বোঝান -- তোমরা হলে অবিনাশী আত্মা। আত্মা বিন্দু,

এত ছোট বিন্দুর মধ্যে ৮৪ জন্মের পাঁট নির্ধারিত রয়েছে। এই চক্র চলতেই থাকে। যারা সর্বপ্রথমে ভূমিকা পালন করতে আসে, তারাই ৮৪ জন্ম নেয়। সকলেই তো নিতে পারবে না। তোমরা ব্যতীত আর কারোর বুদ্ধিতে এই জ্ঞান নেই। জ্ঞানের সাগর হলেন অদ্বিতীয় পিতা। তোমরা জানো যে আমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। বাবা আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করে দেন। সুখ আর শান্তির উত্তরাধিকার প্রদান করেন। সত্যযুগে দুঃখের নাম ও নিশান থাকে না। বাবা বলেন -- আয়ুষ্স্বান ভব, ধনবান ভব.... নিবৃত্তি-মাগীয়াঁরা এরকম আশীর্বাদ দিতে পারে না। বাচ্চারা, বাবার থেকে তোমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। সত্যযুগ-এতা হলো সুখধাম। পরে দুঃখ কিভাবে আসে, তাও কেউই জানে না। দেবতারা বাম-মার্গে কিভাবে যায়, সেই স্মৃতি-স্মারক রয়েছে। জগন্নাথ পুরীতে দেবতাদের চিত্র, মুকুটাদি পরিহিত দেখানো হয় আবার অশ্লীল চিত্রও তৈরী করা হয়েছে সেইজন্যই তাদের মূর্তিও কৃষ্ণবর্ণের করা হয়েছে, যারফলে এ'কথা প্রমাণিত হয় যে দেবতারা বাম-মার্গে চলে যায় আর শেষে সম্পূর্ণ কালো হয়ে পড়ে। এখন তোমরা জানো যে ভারত কত সুন্দর ছিল পুনরায় তমোপ্রধান হতেই হবে -- ড্রামা প্ল্যান অনুসারে। সঙ্গমযুগে এখনই তোমাদের এই নলেজ রয়েছে। বাবা নলেজফুল। তিন-স্বরূপেই অর্থাৎ বাবা, টিচার, গুরু হলেন তোমাদের একজনই। এ যেন সদা বুদ্ধিতে থাকে যে শিববাবা আমাদের পড়ান। এ হলো অসীম জগতের অধ্যয়ন, যার দ্বারা তোমরা নলেজফুল হয়ে গেছো। তোমরা সবকিছু জানো। ওরা বলে -- সর্বব্যাপী, তোমরা বলো তিনি পতিত-পাবন। কত রাত-দিনের পার্থক্য হয়ে যায়। এখন তোমরা মাস্টার নলেজফুল হয়েছে, নম্বরের অনুক্রমে। যা বাবার কাছে রয়েছে তাই-ই তোমাদের শেখান। তোমরাও সকলকে এমনভাবেই তৈরী করো, বাবাকে স্মরণ করো তবেই ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) স্বয়ং তরতাজা থেকে অন্যান্যদের তরতাজা করার জন্য বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে আর সকলকে স্মরণ করাতে হবে।

২) এই পুরোনো জগতের প্রতি, এই কবরখানার প্রতি হৃদয়ের যোগসূত্র স্থাপন করা উচিত নয়। শান্তিধাম, সুখধামকে স্মরণ করতে হবে। স্বয়ং-কে দেবতায় পরিনত করার যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে।

বরদানঃ:- নেশা এবং নিশানার (লক্ষ্য) স্মৃতির দ্বারা সর্ব কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে আদেশানুসারে পরিচালনকারী মুকুট এবং সিংহাসনের অধিকারী ভব
সঙ্গমযুগে বাপদাদার দ্বারা সমস্ত বাচ্চাদের মুকুট এবং সিংহাসন প্রাপ্ত হয়। পবিত্রতার মুকুট যেমন রয়েছে তেমনই কর্তব্যের মুকুটও রয়েছে, ক্রকুটি সিংহাসন যেমন রয়েছে তেমনই হৃদয়-সিংহাসনও রয়েছে। যখন এমন দ্বি-মুকুটধারী এবং দ্বি-সিংহাসনের অধিকারী হয়ে যাও তখন নেশা এবং নিশানা স্বততঃ-ই স্মরণে থাকে। তখন আবার এই কর্মেন্দ্রিয়গুলি আঙে হজুর! করতে থাকে। যারা মুকুট এবং সিংহাসন পরিত্যাগ করে তাদের আদেশ কোনও মানুষই মান্য করে না।

স্লোগানঃ:- দুর্বল সঙ্কল্পই প্রসন্নচিত্তের পরিবর্তে প্রশ্ণচিত্ত করে দেয়।